INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

April 6, 1965

The House met in the Assembly Chember, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 6th April, 1965,

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair. The Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty two Members.

Mr. Speaker—From the list of Business I shall take up first the Starred Questions. I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—157.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 157.

QUESTION	ANSWER
a) Whether the Govt. has constituted any Advisory Board in pursuance of Rule 14 of the Rules governing the shortening of sentence and premature release of prisoner under the prisoners Act ;	a) Yes.
b) if so, whether the Board has recommended any case for premature release of shortening of sentence ?	b) Not yet.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই কমিটি কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস—অ্যাড্ভাইসরি বোর্ড কন্সটিটিউটেড উইথ দি চীফ সেক্রেটারী চেয়ারম্যান, সেসান্ জাজ—ভাইস্ চেয়ারম্যান, শ্রীউমেশলাল সিংহ, নন্-অফিসিয়্যাল মেম্বার, শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—নন্-অফিসিয়্যাল মেম্বার, ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট, মেম্বার, সুপারিনটেন্ডেন্ট অব সেন্ট্রাল জেল, আগরতলা এক্স অফিসিও ইন্সপেক্টার জেনারেল অব প্রিজন্।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন নন্-অফিসিয়্যাল মেম্বার যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের কি ভিওতে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—ম্যান অব্ পজিশন এণ্ড হেভিং ইনফ্লুয়েন্স ইন্ দি সোসাইটি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে এই কমিটির মধ্যে অপোজিশন কাহাকেও নেবেন কিনা—অপোজিশন ব্লকের ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—আপাততঃ নেওয়া হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন আবদুল হোসেন চৌধুরি—তার সাজা কমিয়ে দেবার জন্য কোন পিটিশন করেছেন কিনা এই কমিটির কাছে ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন আবদুল রসিদ অব ধর্মনগর, তার জানুয়ারীর ২৬শে তারিখে রিলিজ হওয়া সত্বেও তাকে কমিটি এখন পর্যান্ত ছাড়ে নাই কেন ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই খবরটা নিয়ে এই অধিবেশন চলা কালীন আমাদের জানাতে পারবেন ঘটনাটি কি ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছি সেই নোটিশ এলে পরেই ঘটনাটি দেখা যাবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবুলু কুকি।

Shri Bulu Kuki—Question No. 185.

Shri Binodebehari Das—Hon'be Speaker Sir. Starred Question No. I85

QUESTION :	REPLY :
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state.	
(a) Total number of Oil Mills in Tripura.	(a) No. 26.
(b) Total amount of oil-seeds milled by these mills during 1964-65 ;	(b) 5,96,238.71 KG.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ত্রিপুরা থেকে অয়েল সীডস কলিকাতায় রপ্তানি হয় কিনা ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা থেকে অয়েল সীডস কলিকাতাতে রপ্তানি হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—ত্রিপুরাতে তেলের এত অভাব, যেখানে তেলের দাম বাড়ছে সেখানে রপ্তানিটা বন্ধ করা কি উচিত নয় ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—এখানে যতগুলি অয়েল মিল আছে সেগুলি অয়েল সীডস যতটা মাট করার কথা সেগুলি করে যেগুলি নাকি এক্সেস থাকে সেগুলি পাঠান হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—এটা কি সত্য নয়—এটা এক্সেসের প্রশ্ন নয়, যারা ব্যবসা করেন তারা ব্যবসা করার জন্যই অয়েল সীডসগুলি কলিকাতায় পাঠায়।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অয়েলসীড রেষ্ট্রিকশন করার ক্ষমতা আমাদের নাই, সেটা অল ইণ্ডিয়া বেসিসে হয়ে থাকে, অতএব সেটা রেষ্ট্রিকশন করার অধিকার আমাদের নাই. আমরা সেটা রেষ্ট্রিক্ট করতে পারি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন ত্রিপুরায় অয়েল সীডস'এর প্রডাকশন কত পার ইয়ার।

Shri Binode Behari Das—I demand Notice.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন এখান থেকে অনেক সরিষার তেল টিন ভর্ত্তি করে কালকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—এটা হতেও পারে, কারণ সরিষা বা সরিষার তৈলের উপর কোন রেষ্ট্রিকশন নাই. সুতরাং সেটা হতেও পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা মনে করেন না যে এইভাবে রপ্তানি হওয়ার ফলেতে ত্রিপুরাতে তেলের দর বাড়তে পারে ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—এই কথাটা ঠিক নয়।

Mr. Speaker— I would call on Shri Ramcharan Deb Barma.

Shri Ramcharan Deb Barma—Question No. 189

Shri Benode Behari Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 189

QUESTION :	REPLY :
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Industry Department be pleased to state.	
(a) Total amount of Industrial loan advanced to Shri Radhika Ranjan Gupta of Kailashahar ;	(a) 5.000/-
(b) industries started by him.	(b) Brick Kiln.
(c) wheather any part of the loan has been repaid ;	(c) Yes, Rs. 226.87 P. as interest.
(d) if not, steps taken for recovery of the loan.	(d) Does not arise.

শ্রীরামচরণ দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন লোনটা কোন সনে দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—১৯৬২-৬৩।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, যে লোনটা দেওয়া হয়েছিল এটা কি ব্রিক কিল্‌ন করার জন্য দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—হাঁ, ব্রিক কিল্‌ন করার জন্য দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত একজন কংগ্রেসের নেতা কিনা ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি একজন কংগ্রেসের নেতা হতেও পারেন কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকেই কংগ্রেসের নেতা এবং কংগ্রেস কর্মি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—একথা কি ঠিক নয় যে তিনি কংগ্রেস কর্মি বলেই তাঁকে লোন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথাটা সত্য নয়. যারা ইণ্ডাষ্ট্রি করবেন, তাদেরই লোন দেওয়া হয়।

Mr. Speaker— I would call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

Shri Sunil Kumar Choudhury— Question No. 265.

Shri Manindra Lal Bhowmic— Hon'ble Speaker Sir, Question No. 265.

QUESTION.	ANSWER.
1. Whether the Central Government has instituted an enquiry into the conditions of new D. Ps. ?	No.
2. If so, how the Tripura Govt. is co-operating with this enquiry ?	Does not arise.
3. Whether co-operation of non-official organisations has been sought in this matter ?	Does not arise,

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ত্রিপুরার উদ্বাস্তুদের বর্ত্তমান অবস্থা জানাবার জন্য কোন সার্কুলার ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট ইস্যু করেছেন কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— এটা কি সত্য নয় যে বিভিন্ন রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্ট ত্রিপুরার তারা উদ্বাস্তুদের বর্ত্তমান কতখানি জমি আছে কতখানি নাই, কি রকম অবস্থা তার তথ্য তারা সংগ্রহ করেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— বিভিন্ন রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্ট তো ত্রিপুরায় একটা আছে, একটা ডিপার্টমেণ্ট আছে ত্রিপুরায় রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্টের।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট কি জানাননি যে বর্তমানে যে উদ্বাস্তু ত্রিপুরাতে আছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে একটা তথ্য সংগ্রহ কর ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট একটা কমিশন অব এনকোয়ারী কনষ্টিটিউট করেছেন টু এনকোয়ার ইনটু এণ্ড রিপোর্ট অন দি একস্‌ডাস অব দি মাইনরিটিস ফ্রম পাকিস্তান।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— সেই তথ্য কি সংগ্রহ করা হয়েছে।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— সেই তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সেই তথ্য কবে পর্যন্ত সংগ্রহ করা শেষ হবে ?

শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক— যখন তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হবে তখন জানতে পারবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— কাজটা কবে আরম্ভ হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক— কাজটা অলরেডী আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— কবে আরম্ভ হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক— এই রিপোর্ট যেটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া চেয়েছেন ১৫ই এপ্রিল এর মধ্যে সেই রিপোর্টটা দিতে হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— সেই অনুযায়ী কি আপনাদের এনকোয়ারী কম্‌প্লিট করা হয়েছে বাই দি ফিফটিন্‌থ এপ্রিল সাবমিট করার মতন ?

শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক— হ্যাঁ তা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— স্যার, তখন তিনি বললেন যে যখন শেষ হবে তখন শেষ হবে। আর এখন তিনি বললেন বাই দি ফিফটিন্‌থ এপ্রিল আমরা শেষ করছি। এই রকম ইভাসিভ রিপ্লাই দিলে তো আমরা—

Mr. Speaker— Not evasive. He has come to definite information from the note later on.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, this is not evasive reply.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— প্রথমটায় বললেন যে এখন আমি দিতে পারি না, এক মিনিট আগে। এক মিনিট পরে এখন তিনি বললেন যে বাই দি ফিফটিনথ এপ্রিল আমি দিতে পারি। তার মানে তিনি এই কাজটাকে একবার চেপে কথা বললেন আবার খুলে আর একবার কথা বললেন।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, he wanted the definite date of the reports to be submitted to the Government of India.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কি কি তথ্য সংগ্রহ করা হয় ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যে এনকোয়ারী কমিশন বসিয়েছেন তারা চেয়েছেন the conditions and circumstances leading to the exodus. The nature and magnitude of the exodus and the problem created by this exodus and any other matter connected with this exodus.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই রিপোর্ট কমপ্লিট করার পর সেই রিপোর্টটি হাউসে প্লেস করা হবে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—মাননীয় সদস্য যদি চান তাহলে আমাদের প্রস্তুত হলে পরে জানানো যাবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আমার চাওয়ার তো কোন প্রশ্ন নয়। হাউসে সেটা প্লেস করা হবে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—মাননীয় সদস্য চাইলে আমরা দিতে পারি বললাম তো।

Mr. Speaker—I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—172

Shri Manindra Lal Bhowmik—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 172.

Starred Question No. 172—By Shri Atiqul Islam.

QUESTION	REPLY
1. Number of Inspectors engaged in looking after implementation of shops and establishment act ;	1. Labour Officer and two Labour Inspectors have been appointed as Chief Inspector and Inspectors respectively under the Bengal Shops and Estts. Act as extended to Tripura—Agartala Municipality for implementation of the said Act.
2. Whether violations of the act in respect of keeping register and attendance register, issuing of appointment letter and dismissal letter etc. are inquired into ;	2. Yes, in respect of keeping registers as per Act and Rules,
3. Whether the complaints of the Dokan Karmachari Samity made to Labour Officer on 29-8-64 have been inquired into ;	3. Yes.
4. if so, the steps teken thereafter.	4. Some of the shops were found open on the day of closure. Some shop keepers of those shops have been warned for such violation of provisions of Shops & Establishments Act and some have been prosecuted.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কাদের কাদের ওয়ার্ণ করা হয়েছে এবং কাদের এগেন্‌ষ্টে কেস করা হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— স্যার, আমার যে কোয়েশ্চানটা ঐখানে ২৯-৮-৬৪তে যে কথাটা বলা আছে সেখানে কতগুলি পার্টিকুলার দোকানের নাম দেওয়া আছে, কোন্ কোন্ দোকানগুলি অবজার্ভ করেনি। কাজেই সেখানে আই ডিমাণ্ড নোটিশ চাওয়ার তো অর্থ আমি বুঝতে পারি না।

শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I can say that I demand Notice, because those who have been prosecuted or have been warned, I have not at my disposal the names of those shop-keepers.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— স্যার, এই পিটিশনটা লেবার অফিসে করা হয়েছিল ২৯-৮-৬৪ তারিখে। সেখানে পিটিশনের মধ্যে ৯টা দোকানের নাম দেওয়া আছে। তাদের দোকান বন্ধের দিন খোলা ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে না কি হয়েছে, তা জানবার জন্যই আমার প্রশ্নটা করা এবং পারপাসও হচ্ছে সেটা। সেটা এনকোয়ারী করা হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে ?

Mr. Speaker—After all if the Minister is not in a position to give a concrete reply, Hon'ble Member will have to be satisfied in what he has got.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— ইয়েস, স্যার, আমার তো আর উপায় নাই। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখানটায় যে আমার কোয়েশ্চানটার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোয়েশ্চানের মধ্য দিয়ে এই ঘটনাটা জানা। সেখানে কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে সেটা জানবার জন্য। সেখানে তো আমার কোয়েশ্চানটা খুব ক্লীয়ার, কেটাগরীকেল কোয়েশ্চান যে ঐ' তারিখে দোকান কর্মচারী সমিতি একটা কম্‌প্লেন করেছেন কতগুলি দোকানের নাম দিয়ে এবং তার এনকোয়ারী হয়েছে কিনা এবং করা হয়ে থাকলে কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আমার পরিষ্কার উত্তর আসাটা স্বাভাবিক।

শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তরে বলেছি যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে তাদের কাউকে প্রসিকিউট করা হয়েছে আর কাউকে ওয়ার্ণিং দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে দোকান কর্মচারীদের কোন এপয়েন্টমেন্ট লেটার বা ডিসমিসাল লেটার দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক—There is no provision for issuing appointment letter under this Act,

শ্রীআতিকুল ইসলাম—অ্যাক্টে প্রভিশন নেই ?

Shri M. L. Bhowmik—No.

Mr. Speaker- Any other supplementary ?

Shri Atiqul Islam—No, Sir.

Mr. Speaker—I would call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—197.

Shri M: L, Bhowmik—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 197.

QUESTION	REPLY
(a) Whether any complaint was put up by the employees against the management of the Lilagarh T. E., Sabroom ;	(a) Yes
(b) if so the nature of the complaint ;	(b) Regarding retrenchment of some workers.
(c) what steps have been taken by the Govt. in the matter ?	(c) The matter is still under negotiation with the parties concerned.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সেই ইনভেষ্টিগেশনটা কবে সুরু করেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—ইনভেষ্টিগেশনটা কবে শেষ হবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—যখন নেগোশিয়েশন শেষ হবে তখন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—স্যার, এটা কি একটা ইভাসিভ রিপ্লাই হল না যে যখন নেগোশিয়েশন শেষ হবে তখন শেষ হবে। এটা কি একটা রিপ্লাই হল স্যার ? He can say one month, two months or four months.

Shri M. L. Bhowmik—Hon'ble Speaker, Sir, negotiation is still going on. So I have said that when the negotiation will be completed.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—নেগোশিয়েশন কি অনন্তকাল ধরে চলবে ?

Shri M. L. Bhowmik—I may continue for an indefinite time.

Mr. Speaker—Not অনন্তকাল, indefinitely.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—উনি বলেছেন যতকাল চলার ততকাল চলবে। এটা যেন একটা ফিলসফি আওড়াচ্ছেন বসে বসে।

শ্রীমনীন্দ্র ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি অনন্তকাল বলিনি। আমি বলেছি ইনডেফিনিট টাইম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—অনন্তকালের আর কি বাকী রইল ?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে রিট্রেঞ্চমেন্টের জন্য যেসব ওয়ার্কার্স' ভিকটিমাইজড হল তারা তাদের অবস্থা চিন্তা করে সেটা খুব তাড়াতাড়ি করবার চিন্তা করা উচিত কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— এইসব ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট যত দ্রুত সম্ভব একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন।

মিঃ স্পীকার—দি কোয়েশ্চান ইজ এটা উচিত কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— উচিত। আমরা উচিত বলে মনে করি।

মিঃ স্পীকার—দ্যাটস অল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— গভর্ণমেন্ট কি মালিকের স্বার্থ দেখেন না শ্রমিকের স্বার্থ দেখেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—শ্রমিক এবং মালিক উভয়েরই স্বার্থ দেখেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে রিট্রেঞ্চমেন্টটা কি জন্য হয়েছে কি কারণ দর্শাইয়া ? সো কজ করতে হয় তো, কি সো কজ করা হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি সত্য নয় যে সরকার বরাবরই শুধু মালীকদের স্বার্থ দেখেন শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেন না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দিস্ ইজ্ নট এ ফেক্ট, সরকার মালিকদের এবং শ্রমিকদের উভয়েরই স্বার্থ দেখেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন না যে যদি সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ দেখে, তবে যদি একটা ইন্‌ভেস্‌টিগেশন ইন্‌ডেফিনিট পিরিয়ড পর্য্যন্ত চলে তা হলে শ্রমিকরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কারণ তাদের ভরণ পোষণ পর্য্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— সরকারের সেই দিকে দৃষ্টি আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন কতজন শ্রমিককে রিট্রেঞ্চড করা হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker— I would call on Shri Ram Charan Dev Barma.

Shri Ramcharan Deb Barma— Question No. 190

Shri Benode Behari Das (Dy. Minister)— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 190.

QUESTION	REPLY
(a) Total amount of industrial loan given to M/S. Bhowmik and Sarkar and personally to Shri Bhowmik and Shri Sarkar of Belonia, Tripura ?	(a) i) M/S. Bhowmik & Sarkar Rs. 17,500 (Rs. 7,500·00 for Saw Mill & Rs. 10,000·00 for Wood Seasoning). ii) Shri Surendra Kumar Bhowmik Rs. 7,500·00 for Carpentry.

QUESTION	REPLY
(b) industries started by them ?	(b) i) Saw Mill has been started by M/S. Bhowmik & Sarkar. ii) Carpentry has been started by Shri Surendra Kumar Bhowmik.
(c) What part of the loan and interest has been repaid by them ?	(c) i) Rs. 375/- as interest on Saw Mill account has been re-paid by M/S. Bhowmik & Sarkar. ii) Rs. 375/- as interest on Carpentry account has been re-paid by Shri Surendra Kumar Bhowmik.
(d) Steps taken to recover rest of the loan ?	(d) Steps as per terms and conditions of the agreement between loanee and Government are being taken for realisation of arrear dues on account of all the loans mentioned above.

শ্রীরামচরণ দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, কি ভিত্তিতে ইন্ডাষ্ট্রীয়েল লোন দেওয়া হয় ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্নটাতেই আছে এবং তার জবাবে আমি বলেছি কি ভিত্তিতে এই ইন্ডাষ্ট্রীয়েল লোন দেওয়া হয়েছে। স-মিল এর জন্য একটি দেওয়া হয়েছে, উড্ সিজনিং এর জন্য একটি দেওয়া হয়েছে এবং কার্পেন্টিং এর জন্য একটি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যখন নাকি লোন দেওয়া হয় তার মধ্যে এমন কোন সর্ত থাকে কিনা যে লোনটা কত বৎসরের মধ্যে ফেরত দিতে হবে ?

শ্রী বিনোদবিহারী দাস— তা সর্ত থাকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি কত বৎসরের মধ্যে দিতে হবে লোনটা ফেরত. লোনটা কত বৎসরের মধ্যে ফেরত দিতে হবে ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—এটা ডিউ হয় তিন বৎসর পরে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই কারখানাগুলি চালু আছে কিনা ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—একটা কারখানা—দ্যাট ইজ সিজনিং, সেটা ষ্টার্ট করেনি আর অন্যগুলি আছে।

শ্রীলুড়া আং মগ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ভৌমিক-সরকার বিলনিয়াতে যে স-মিল খুলেছেন সেটা বর্তমানে বন্ধ ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—সেটা বর্তমানে কাজ করছে।

শ্রীলুড়া আং মগ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্য যে ভৌমিক এবং সরকারের মধ্যে এখন যে বিরোধ হচ্ছে সেটা এই ব্যাপার নিয়ে ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—এটা তাদের নিজের ব্যাপার, সরকার তা অবগত নয় এবং তা সরকারের অবগত হওয়ার কথাও নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি আপনারা আমার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে এটা ডিউ হয় তিন বৎসর পরে, আমি জানতে চাচ্ছি যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোনটা কত বৎসরের মধ্যে ফেরৎ দিতে হয় ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—টার্মস্ এণ্ড এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী ফেরত দিতে হয়, এক এক রকম ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন এর এক এক রকম টার্মস আছে। এই মুহূর্তে আমি এটা বলতে পারছি না। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—Question No. 214.

Shri Benode Behari Das (Dy. Minister)—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 214.

QUESTION :	REPLY :
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industry Department be pleased to state	
(1) Whether any survey was made by Small Industries Service Institute in Tripura :	(1) Yes, Only in Nutan Haveli Pilot Project area in Sadar Sub-Division.
(2) if so, what is the gist of that survey so far Tripura is concerned ?	(2) Gist of the Survey is given in the Annexure—'A'

ANNEXURE—'A'

Summary of Conclusions and Recommendations, Survey was made in 1958.

The Nutan Haveli & Old Agartala Pilot Project Area is located in the Sadar Sub-Division of the Union Territory of Tripura. With an ares of 166 sq. miles and a population of 1.2 lacs approximately, the project covers 118 villages and the portion of Agartala town which falls outside the Municipal limits.

The entire population of the area is rural, and about 90 percent of the people are dependent upon agriculture. About 5 percent of the population are dependent upon cottage industries, although hardly 1 percent are directly engaged in them, and many of these workers only are on a part-time basis. The density of population in the Project Area is 723 persons per sq. mile as against 220 persons in the whole of Tripura. This is due to the fact that the maximum concentration of people is in and around Agartala town, major portion of which falls in the Pilot Project Area.

More than 80 percent of the population fall in the annual income group of Rs. 1,1000. As the people are very poor and the rainfall is very high (about 83" annually) the houses are generally made of bamboo with thatched roofs.

The main Agricultural products of the area are paddy, jute, cotton, sugarcane and pineapples. Paddy is consumed in the area and it is not available for export. The entire quantity of jute is exported to Calcutta via Agartala by Air and Rail (through Pakistan). About 40 % of the total production of cotton is utilised by the people in the area and the rest is sold outside the project. Sugarcane and pineapples are mainly consumed in the area. However, there is surplus quantity of pineapples which could be utilised for canning purposes The area contains 75,630 acres as forests. Main product of the forest is bamboo which is suitable for pulp and umbrella handles.

At present there is no electricity in the area. It is expected that some places of the area will have electricity by the end of 1958 or by the beginning of 1959. Judging from the cost of electricity in Agartala, the power when it arrives may be expensive. However this factor would not hinder the development of small-scale industries since the cost of electricity forms a small percentage of the total cost of production.

Coal is not availabe in the area, and firewood is used as fuel. The rivers are not suitable for hydroelectric power or transportation.

There is no railway line in the area, The nearest rail-head is at a distance of 4 miles at Akhaura which falls in Pakistan. Goods are also sent through this rail head (via Pakistan) to Calcutta.

The total mileage of roads in the area is 123, out of which only 31 miles are metalled and the remaining is fair-weather road. Air is the only convenient

which connects Calcutta and Agartala. There are 12 Post offices in the area ; none of them extends telegraphic facilities. However Agartala town which is very near the area provides such facilities.

There are no organised financial institutions in the area and money lenders play an important role. There is no trade association, and the co-operative movement is just developing. There are 32 industrial co-operative societies in the area but their progress is very slow.

Although there are a few markets in the area, the most important market is Agartala which is quite accessible to the people of the area. For all manufactured goods the area is dependent upon Agartala market. Almost all the manufactured goods are imported from Calcutta in this market. It was reported that 50 ·/. of the goods from this market are smuggled to Pakistan, and some unfinished raw materials are smuggled from Pakistan in Agartala,

There are no large or small-scale industries in the area, but only a few artisans such as blacksmithy, weavers, carpenters, potters telis and charmakers. Even these artisans do not posses high traditional skill With out-moded equipment and implements and technique of production, they have very low incomes. Even a skilled labourer earns hardly Rs. 2/- to Rs. 3/- a day when employed. Although this income of a skilled labourer is higher than the sum type of workers in other parts of the rural areas of the country, but due to higher cost of living in the area, their economic condition is not good.

There is one Industrial Institute organised by the Directorate of Industries in the area which provides training in 9 trades, viz, weaving, boot making, tanning, carpentry, leather crafts, handmade paper, basketry, umbrella handless and tailoring. Persons after acquiring training from this Institute do not possess sufficient skill since they do not belong to the traditional class. Therefore, they have not been able to start their own industries.

Various factors like inadequate transport and communication facilities, lack of water resources, absence of power and electricity, high cost of fuel, absence of high traditional skill and limited markets have prevented and will continue to deter industrial development in the area. Even the raw materials on which industries can be developed are limited.

RECOMMENDATIONS

In the near future there does not seem to be much scope for development of industries other than of the cottage type. Therefore the major recommendations are directed towards developing the basis facilities and improving cottage Industries.

1. Training Programmes.

(i) Stipend given by Directorate of Industries should be increased for the traditional students trained in the Industrial Institute.

(ii) Qualification should be relaxed for the students from the traditional class.

(iii) Since the poor scale of the instructors do not attract experienced persons, these may be revised upwards.

(a) Weaving.

(i) The present period of one year's training for freshere should be raised to two years, because one year is indequate and they do not acquire sufficient skill in this period.

(ii) One Designing Section should be set up with one artist and one textile designer.

(iii) Dyeing Section should be organised.

(b) Carpentry.

(1) Carpentry section should be equiped with the following power driven machines.

(i) Lathe
(ii) One Circular Saw
(iii) Planner
(iv) Drill
(v) Band Saw
(vi) Band Sandar

(c) Basketry.

(i) One splitting machine is needed for this training unit.

(2) Transport.

(i) Agartala, Khowai and Belonia have been selected to be linked with East Pakistan Railways which pass along the border of Tripura. This proposal should be given high priority and materialised soon. This will avoid transhipment at Akhaura Rly. Station and as such will avoid delay.

ii) Dharmanagar area should be linked with Karimganj section by rail.

3, Sales Emporia.

i) Sales Emporia at Agartala should be given sufficient working capital so that the producers who bring their product to the sales Emporiam receiving at least 60'/. of the sale values at the time of leaving their goods at the emporia. The remaining 40'/. may be given after the goods are sold.

ii) These Emporia should be located in the Central Marketing place. Some sort of publicity should also be given to encourage the sale of goods.

4. Co-operatives.

The Government supervision should continue on the Co-operative Societies until such time as the members become able to manage the co-operatives themselves.

(5) Industries Blacksmithy.

i) One common facility centre should be started in the Dhaleswar area near Agartala town.

ii) Efforts should be made to organise these blacksmiths into a Co-operative Society which should undertake the production of hardware and domestic goods, irrigation and water supply accessories, etc.

iii) The Co-operative Society should be allotted a quota of iron & steel by the Directorate of Industries for their requirements after an assessment of their production.

Bakery.

i) A few small units of bakery should be encouraged in the Pilot Project Area. These may be located in the markets of the area like Ranirbazar and Champaknagar.

ii) The existing small units at Agartala should obtain equipment like dies and dises from the National Small Industries Corporation.

Carpentry.

Although no expansion of the industry is recommended, artisans require training. The Government already has a scheme to start one training-cum-production centre at Arundhutinagar, which will prove useful.

Tanning.

i) The production of upper leather on commercial scale is not recommended at this stage. The training centre should, however, continue to impart training in this line.

ii) With a view to improving vegetable tanning, the production centre and the charmakar society should be advised to use extracts in bag tanning of sole leather to give a heavy tannage to it. The leather may then be rolled under pressure to make compressed and heavy soles.

Footwear & leather goods.

i) One unit for the production of shoes, chappals and leather goods should be set up in the area. The present production centre is the right type of unit to start with. However, at least four master artisans should be obtained from Calcutta to be employed in this production unit. The unit will soon have most of the machinery it requires ; production whould be improved by adding 10 lasting jacks which will cost Rs. 18/- approximately per jack.

ii) Services of the master artisans in the production centre should be made available to the Jogendranagar Charmakar Society which has recently started producing shoes and chappals.

iii) Charmakar Society should be allowed and encouraged to use a combined finishing machine installed at the production centre.

Cane & Bamboo.

i) The Co-operative Society should store the raw materials for this trade. The members will get the raw materials from the society either by paying in cash or by retuining the finished goods.

ii) The artistic bamboo and cane products should be marketed through this society.

iii) The Industrial Institute should have one splitting machine for cane and bamboo.

Oil Seeds Crushing.

i) More and more improved Wardha Ghanis should be introduced in the area.

ii) Agricultural Credit Co-operative Society should sell these seeds to the telis at competitive prices.

iii) The present Co-operative Society of Chandrapura telis should arrange for cycle risksha vans for its members to take their goods to Agartala markets.

Handmade Paper & Straw Board.

i) If administratively feasible, the present two production centre run by two different departments should be amalgamated and expanded. This production centre shoul have a power driven--beater and calendering machine (12" x 30")

ii) This centre should produce mainly straw board and paper for cyclostyling purposes.

iii) Various departments of Tripura Administration should encourage this production unit by purchasing their requirements of file boards and file cover from this centre. The following industries seem to have the greatest promise for development.

Fruit Preservation and Canning.

i) The setting up of another unit with an installed capacity of 50,00 cans of pineapples at Ranirbazar is recommenced.

ii) In order to utilise pineapples which are otherwise wasted due to lack of transport facility, and to encourage the habit of consuming preserved fruits by the local people, one mobile canning centre might be set up.

Confectionery.

One small-scale unit for the production of lozenges in the Pilot Project Area is recommended. This unit may be run by hand driven machinery.

The following industries were investigated and found to have uncertain prospects.

Pottery.

Some people from this trade may be encouraged to take up the manufacture of roofing tiles and bricks since the demand for pottery goods in declining.

Washing Soap.

Since three units are already working in Agartala town and there are no raw materials available in the area, the development of this industry is not recommended.

Sawing of Wood.

In view of the unutilised capacity in this industry, another unit is not recommended.

শ্রীআতিকুল ইসলাম——মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরায় সার্ভে করার বা এই স্মল ইনডাষ্ট্রি সার্ভে ইনষ্টিগেইট করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস— এটা পাইলট্ প্রজেক্ট এর কথা বলছেন নাকি ?

ভয়েস্—হাঁ।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— পাইলট্ প্রজেক্ট এটা ১৯৫৩ তে হয়েছিল. সেটা আমরা ফলো করছি এবং ষ্টাডি করছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমি বলছিলাম যে এটা শুধু নতুন হাবেলি এরিয়ায় তারা সার্ভে করেছে এবং ত্রিপুরা সার্ভে করার কোন রকম প্রচেষ্টা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম এই যে আমাদের যে সার্ভে রিপোর্ট এসেছে সেটা আমরা ষ্টাডি করছি। এটা শেষ হলে তখন আমরা ঠিক করব।

Mr. Speaker— I would call on Shri Ram Charan Dev Barma.

Shri Ramcharan Dev Barma— Question No. 191

Shri B. Das (Dy. Minister)—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 191

QUESTION	REPLY
(a) Whether Sm. Renuka Rani Chakraborty of Ramnagar Agartala has been given any industrial loan ?	(a) Yes.
(b) if so what are the industries started by her ?	(b) Nil.
(c) wheather any portion of the loan and interest has been repaid ?	(c) Yes,
(d) if not, steps taken for recovery of the loan ?	(d) Does not arise.

শ্রীরামচচরণ দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি তিনি কত টাকা ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল লোন নিয়েছিলেন ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— দশ হাজার টাকা।

শ্রীরামচরণ দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কি ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য নিয়েছিলেন ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—— বুক বাইডিং ইণ্ডাষ্ট্রি।

শ্রীবুলু কুকি— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কেন তাহা করা হয় নাই।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— কারণটা ওনাদের অসুবিধা ছিল সেইজন্য তাঁরা করেন নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন এই টাকাটা নিয়ে শ্রীমতি রেণুকা রাণী চক্রবর্তী অন্য ব্যবসা বা কাজে লাগিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— এই কথা ঠিক সত্য নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কি ঠিক নয় যে এই টাকা নিয়ে শ্রীরেণুকা রাণী চক্রবর্তী তাঁর প্রেসের কাজে লাগিয়েছিলেন ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— এটা সত্য নয়। তবে এই কথাটা আমি বলতে পারি উনি ১৯৬১তে লোন নিয়েছিলেন এবং ১৯৬৩ তে রি-পে করেছেন উইথ ইন্টারেষ্ট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন না এইভাবে টাকা নিয়ে সেই ইণ্ডাষ্ট্রি ষ্টার্ট না করে যদি টাকাটা ফেরৎ দেওয়া হয় তা হলে এই কথা মনে করা যায় যে এই টাকা নিয়ে তিনি অন্য কাজে লাগিয়েছেন ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— এই কথা সত্য নয়। উনি বুকবাইণ্ডিং এর জন্য নিয়েছিলেন এবং সেটা ডিউ হয় ৬৪, উনি ৬৪তে ফেরৎ দিয়েছেন উইথ ইন্টারেষ্ট। কাজেই সেখানে তিনি বুক বাইণ্ডিং ইণ্ডাষ্ট্রির জন্য নিয়েছিলেন সেখানে তাঁর কতগুলি অসুবিধা হয়, সেইজন্য উনি সেটা ষ্টার্ট করেন নি, কিন্তু উইথ ইন্টারেষ্ট রি-পে করেছেন।

শ্রীরামচরণ দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে লোন দেওয়ার সময় টার্মস্ এণ্ড কন্‌ডিশন থাকা দরকার।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস— হাঁ, টার্মস্ এণ্ড কন্‌ডিশন থাকে এবং সেখানে যদি অন্য রকম এমন কোন ইমার্জেন্সী বা অসুবিধা এসে যায় তখন সেই অসুবিধা থাকাতে উনি হয়ত সেটা নাও করতে পারেন। তাহলে সেটাতে কি আপত্তি থাকতে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে তিনি জানিয়েছিলেন কিনা কি অসুবিধার জন্য তিনি ইণ্ডাষ্ট্রিটা ষ্টার্ট করতে পারেন নাই।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস— ওনার কতগুলি অসুবিধা আছে সেটা তিনি জানিয়েছিলেন যে আমার কতগুলি অসুবিধা আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা হলে এই কথা কি মনে করা যায় না যে তিনি ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রো করার জন্য টাকাটা নেন নাই. তিনি টাকাটা নিয়েছেন অন্য কাজের জন্য ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস— উনি ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রো করার জন্য টাকাটা নিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ইণ্ডাষ্ট্রি গ্রো করতে পারেন নাই সেই জন্য টাকাটা ফেরত দিয়েছেন ডিউ হওয়ার অনেক আগে।

শ্রীলুড়া আং মগ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি শ্রীমতি রেণুকা রাণী চক্রবর্তী তিনি কে এবং তিনি কি করেন ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— এইখানে প্রশ্ন হল রেণুকা রাণী চক্রবর্তী, কাজেই রেণুকা রাণী চক্রবর্তী বলে তো কেহ নাই। তবে সেটা আমি বলছিলাম যে শ্রীমতি রেণু চক্রবর্তী লোনটা নিয়েছিলেন এবং সেটা নিয়ে তিনি রি-পে করেছিলেন। কাজেই তিনি কি করেন না করেন তা জানি না এইটুকু মাত্র জানি যে তিনি শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তীর স্ত্রী।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— তিনি কি এই বিধান সভার একজন সদস্যা ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— রেণুকা রাণী চক্রবর্তী বলে তো কাহাকেও আমি জানি না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তীর স্ত্রী রেণু চক্রবর্তী এই সভার সদস্যা কিনা ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—হাঁ, তিনি এই সভার সদস্যা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— উনিই এই লোন নিয়েছিলেন কিনা ?

শ্রী বিনোদবিহারী দাস— আপনারা রেণুকা রাণী চক্রবর্তী এবং শ্রীমতি রেণু চক্রবর্তী এই দুইজন যদি এক মনে করেন তা হলে এই শ্রীমতি রেণু চক্রবর্তীই এই সভার সদস্যা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি বলছি যে শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তীর স্ত্রী শ্রীমতি রেণু চক্রবর্তী এই লোনটা নিয়েছেন তিনি এই সভার সদস্য কিনা ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— সেটা জেনে বলা হবে।

Mr. Speaker— Then I would call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—199.

Shri Benode Behari Das— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 199.

	QUESTION	REPLY
(a)	Whether there was any death due to food poisoning at Paschim Champamura, Tehsi Para, Agartala Sadar as was reported in Jagaran of 18. 2. 65.	Yes.
(b)	if so, wheather the sources of poisoning could be traced.	It was due to fermentation of food cooked on previous night and preserved for next day in Brass Iron & Alluminium utensils.
(c)	steps taken by the Govt. to prevent repetation of such cases of food poisoning ?	A. C. (Anti-Cholera) inoculation were given and disinfection etc were also carried out as preventive measure.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই কারণে কতজন এফেক্টেড হয়েছেন এবং কতজন মারা গেছে ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস— যতটুকু ইনফর্মেশন, তাতে ২১ জন এফেক্টেড্ হয়েছিল এবং তাদের ১৬।২।২৫ তারিখে হাসপাতালে এডমিশন দেওয়া হয়। তার মধ্যে দুইজন মারা যায়। হাসপাতালে যেদিন অ্যাডমিশন দেওয়া হয় সেই দিনই, এর আগেই একজন মারা যায় বাড়ীতে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই যে চাউল, যে চাউলগুলি পয়জনিং হয়েছে বলে ধরা হয়েছে সেই চাউলগুলি কোথা থেকে এসেছে, কি করে এসেছে তার খবর বলতে পারেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কোয়েশ্চানের আনসারে আমি আগেই বলেছি, এটা কুক্ড ফুড এবং সেগুলি ব্রাস, আয়রণ এবং এলুমিনিয়াম ইউটেন্সিলসে রাখা হয়েছিল এবং সেখানেতে সেগুলি ডিকমপোজ করেছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— তার বাড়ীতে না দোকানে ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—তার বাড়ীতে সে ফুডটা রাখা হয়েছিল, দোকানে রাখা হয় নাই।

শ্রীলু কুকি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যতজন এফেক্টেড হয়েছিল তারা সকলে এক পাত্রেতে খেয়েছিল কি ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—এক পাত্রেতে ফুডগুলি রাখা হয়েছিল, এক পাত্রেতে খায়নি, সেগুলি সেখান থেকে ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে 'সল্ভার'এর থালায় বা অন্য পাত্রে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এইগুলির কেমিক্যাল একজামিনেশন হয়েছিল কিনা ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—যেগুলি ডিকমপোজ্ড হয়েছিল সেগুলি এক্জামিন করে তারপর বলা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—এইগুলি যে এক্জামিন করা হয়েছে, কোথায় করা হয়েছে এবং কি করা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Now there are a few questions given notices of by Hon'ble Member who is absent from the House to-day.

Shri Atiqul Islam—May I ask Sir ?

Mr. Speaker—Yes.

Shri Atiqul Islam- 173

Shri Manindra Lal Bhowmik—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 173.

QUESTION	ANSWER
(1) Whether bonds taken from the D. Ps. during settlement operation have been registered ;	Some bonds have been registered by D. Ps. on payment of registration fees by themselves direct to the Registration Office.
(2) if not whether the money taken from the D. Ps. for registration of bonds have been refunded.	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, কলোনীতে যে সমস্ত উদ্বাস্তু আছে তাদের জমিগুলি তাদের নামে রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, this question is not connected with the original question, so it does not arise.

Mr. Speaker—Any other Question ?

Shri Atiqul Islam—201

Shri M. L. Bhowmik—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 201

QUESTION	REPLY
(a) Whether any minimum wages have been fixed for the labourers working under the contractors of Tripura for the construction of roads, buildings and bridges etc. ;	(a) No.
(b) if not, the reason therefor ;	(b) Waiting reference from the Govt. of India.
(c) what is the annual average earnings of each of these workers ;	(c) Unskilled labour—Rs. 730/- to Rs. 912/- Skilled labour—Rs. 1460/- to Rs. 1825/-
(d) Whether steps will be taken to fix up minimum wages for these categories of labourers ?	(d) Does not arise at present.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, মিনিমাম ওয়েজ ফিকস আপ করার জন্য সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাছে রেফারেন্স তারা করে পাঠিয়েছেন কিনা ?

Shri Manindra Lal Bhowmik—Central Government has constituted a Wages Board and we are waiting for the reference from the Central Government.

Shri Atiqul Islam—Central Government has constituted Wage Board. Central Government'এর কাছে Tripura Government কি কিছু পাঠিয়েছেন যে ত্রিপুরাতে ওয়ার্কারদের মিনিমাম ওয়েজ কি হবে না হবে ?

Shri Manindra Lal Bhowmik—We are waiting for the reference from the Central Government.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট কি অল ইণ্ডিয়ায় যে ওয়ার্কাস তাদের মিনিমাম ওয়েজ ঠিক করে দেবেন ?

Shri Manindra Lal Bhowmik—Yes. Central Government will form this on all India basis ;

শ্রীআতিকুল ইসলাম—ত্রিপুরাতে আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কাস'দের মিনিমাম ওয়েজ ঠিক করে দিয়েছি, যেমন বিড়ি ওয়ার্কাস, তাদের মিনিমাম ওয়েজ ফিক্স আপ করা আছে, অ্যাগ্রিকালচার লেবারসদের মিনিমাম ওয়েজ ফিক্স আপ্ করা আছে। আমরা এখানকার কনট্রাকটার্স'দের আণ্ডারে যে ওয়ার্কাস', তাদের মিনিমাম ওয়েজ কি ফিক্স আপ্ করে দিতে পারি না ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক—বর্তমানে সম্ভব নয়, কারণ পূর্বেই বলেছি যে আমাদের সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট এর ওয়েজ বোর্ড'এর যে রেকমেণ্ডেশন তার জন্য অপেক্ষা করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, ওয়েষ্ট বেংগল এবং আসামে কনট্রাক্টরসদের আণ্ডারে যারা ওয়ার্ক করছে সেখানে তাদের মিনিমাম ওয়েজ ফিক্স আপ করে দেওয়া হয়েছে কিনা, এই সম্বন্ধে আপনারা জানেন কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—আসাম গভর্ণমেণ্ট করতে পারেন আমাদের ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টের ওয়েজ বোর্ডের রেকমাণ্ডেশনের জন্য অপেক্ষা করছেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি আসাম গভর্ণমেণ্ট ইনডিপেণ্ডেণ্টলি করতে পারেন তাহলে ত্রিপুরা কনট্রাকটার্স'দের আণ্ডারে ওয়ার্কারসদের কথা চিন্তা করে, যারা সময়মত বেতন পায় না এবং অল্প বেতন পায় সে কথা চিন্তা করে, শ্রমিকদের প্রাইসের কথা চিন্তা করে সেটা আমরা কেন করতে পারব না— অন্য কোন বাধা আছে ? যেখানে আসাম গভার্ণমেণ্ট পারে সেখানে আমাদের পক্ষে কি বাধা আছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—আমাদের পক্ষেও করার কোন বাধা নাই, যেহেতু সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট করছেন সেজন্য তার রেকমাণ্ডেশনের জন্য অপেক্ষা করছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট যেগুলি করেন ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট কি সেগুলি ফলো করেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক— আমরা সব সময়েই করে চেষ্টা থাকি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের দাস কমিশন যে রিকম্যাণ্ডেশন করেছেন একটা ডি, এ, দেওয়া সম্পর্কে, ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট কি সেটাকে ফলো করেছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— দাশ কমিশন রিকম্যান্ডেশন করেছেন সেন্ট্রাল এম্‌প্লয়ীজদের সম্পর্কে এখানে আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের এম্‌প্লয়ী নই, সে ক্যাডারের আমরা উপযুক্ত নই, সেজন্য সেটা করা হচ্ছে না

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, দাস কমিশন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এম্‌প্লয়ীর জন্য করেছে সেকথা ঠিক, ত্রিপুরার কন্ট্রাক্টার্সদের আণ্ডারে যে ওয়ার্কার্স তাদের ব্যাপারে যেখানে স্বাধীনভাবে আমরা করতে পারি প্রশ্নটা হচ্ছে, সেখানে আমরা করাটা উচিত মনে করি কিনা এবং করা হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আগেই বলা হয়েছে রোডস্ বিল্ডিংস্ এবং ব্রীজেস্ এই যে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরীজ অব ওয়ার্কস এই ডিফারেন্ট ক্যাটাগরীজ অব ওয়ার্কারস্‌দের জন্য ওয়েজ ঠিক করা খুবই ডিফিকাল্ট জব। আমরা যদি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে একটা হদিস পাই তাহলে পরে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে। কারণ তাহা না হলে আমরা যদি করতে যাই তাহলে পরে হয়ত যা শ্রমিক পেত তারও হয়ত তারতম্য হয়ে যেতে পারে। অ্যাকরডিং টু দি স্পেসিফিকেশন অব ওয়ার্কস্ অ্যাট দি প্রেজেন্ট টাইম।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আসামের স্পেসিফিকেশনটা আমরা নিতে পারি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আসাম স্পেসিফিকেশনটা নেওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ হল এই, আসামে যেটা ঠিক করেছে সেটা অত্যন্ত লোয়ার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— আমরা কি ওয়েষ্ট বেংগলেরটা ফলো করতে পারি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—ওয়েষ্ট বেংগলেরটাও আমরা ফলো করতে পারি না। তার কারণ হল এই যে, ওয়েষ্ট বেংগলের যে কণ্ডিশান অব ওয়ার্কস এবং স্পেশিফিকেশন্ অব রেটস্, সেটা ডিফারেন্ট। আমাদের স্পেসিফিকেশনও অত্যন্ত লো। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্পেসিফিকেশনটা হায়ার রেটে আনতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যদি সেই কণ্ডিশন ঠিক করতে যাই তাহলে আমাদের শ্রমিকের অত্যন্ত ক্ষতি হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—সরকারী কর্মচারীদের বেলায় আমরা ওয়েষ্ট বেংগলের ডি, এ, ফলো করলাম কি করে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমরা সেটা করলাম, কতগুলি ক্ষেত্রে কিন্তু সবটা আমরা করিনি। টিচারসদের বেলায়, প্রাইমারী টিচারসদের বেলায় আমরা করিনি। যে যে যায়গায় সুবিধা হয়েছে সেই সেই জায়গায় আমরা করেছি। হুবহু আমরা ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফলো করিনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— আমি বলছি যে ওয়েষ্ট বেংগল গভর্ণমেন্ট তার এম্‌প্লয়ীদের যে ডি, এ. দিচ্ছে সেটা আমরা ফলো করলাম কি করে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— আমি আগেই বলেছি যে ওয়েষ্ট বেংগল যেটা বলা হয়েছে সেটার ওয়েজ প্যাটার্ণ আমরা নিয়েছি, সেটা হুবহু আমরা নিইনি এবং যেই জায়গাতে আমাদের সুবিধা হয়েছে সেই জায়গাতে আমরা ওয়েষ্ট বেংগল ফলো করেছি আর যে জায়গাতে আমাদের অসুবিধা হয়েছে সেটাকেই আমরা ইন টো টো বজায় রেখেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— যেখানে কম দেওয়া হয়েছে সেটা ফলো করেছি, যেখানে বেশী দেওয়া হয়েছে সেটা ফলো করতে পারিনি?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— না, যে জায়গাতে বেশী দেওয়া হয়েছে সেটাও ফলো করা হয়েছে আর প্রাইমারী টিচারদের জন্য রেফার করা হয়েছে।

Mr. Speaker— Yes, the starred questions are all over. There are a number of unstarred questions, namely 57, 75 & 266 asked by Shri Sunil Kumar Choudhury. The Minister will please lay on the Table of the House the replies to the unstarred questions.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker—I would pass on to the next item of Business—Calling Attention Notice. I have received Calling Attention Notice from Shri Birchandra Deb Barma. The subject is 'Demolishing of Shops at Akhaura Road, Agartala by the authority concerned and reluctance on the part of the Government to arrange alternative land for them and to grant reconstruction grant'.

I have given consent to the motion of Shri Birchandra Deb Barma to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department, namely, Shri S. L. Singh, Chief Minister to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৯ই এপ্রিল এটার ষ্টেটমেন্ট দেব।

DEMAND FOR GRANT

Mr. Speaker—The Statement will be made on the 9th April. I would now pass on to the next item. Government Business-Voting on demands for grant for 1965-66. Next Business to-day is voting on Demands for Grants for 1965-66. (6 demands) Viz. Demand No. 11-Jails, Demand No. 12-Police, Demand No. 13-Misc. Departments, Demand No. 24-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), Demand No. 38-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial, Demand No. 43-Laons & Advances by the State & Union Territory Government are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing the Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut motions to be moved by the Members. Now the Chief Minister will move the Demands and as soon as the Chief Minister has moved the demand I shall take all the Cut-motions relating to that Demand to be moved and there will be discussion on the demand and the Cut-motions. Thereafter, when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demands No 24-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non Commercial) and No. 38-Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial) together and I shall have one general debate on these two demands as they are of allied nature; of course, I shall dispose of the demands seperately.

Now I would request the Hon'ble Chief Minister to move the Demand No. 11—Jails.

Chief Miniter :- Hon'ble Speaker, Sir. On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4 69,700/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation] (Vote on account) Bill 1965]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1966 in respect of Demand No. 11—Jails.

Mr. Speaker—Yes, There is one cut motion against this demand but it cannot be taken up on account of the absence of the member given notice.

Before taking up this things I should let the Hon'ble Members know that in view of the demands to be disposed of we have to be very strict as regards time So on this Jails we can afford to spend only 40 minutes, 20 minutes for the Opposition and 20 minutes for the Government Party. We have to dispose of so many demands, Jails, Police, Miscellaneous Departments then Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial), then Loans & Advances by the State & Union Territory Governments & the number of Cut Motions there. So for example, in Jails, practically there is no cut motion, but against Police there are atleast 3 cut motions. For that we have

to devote more time. So for Jails I wish to allot 40 minutes and for Police 60 minutes And Loans & Advances etc. there are 11 Cut motions. So atleast 60 minutes will be required there. So the allotment is this—Jails 40 minutes, Police 60 minutes, Miscellaneous Departments—40 minutes. Irrigation, Navigation. Embankment. etc. (Non-Commercial) and Capital Outlay etc, both together 40 minutes and then Loans and Advances of the State and Union Territory Governments. therein 11 cut motions, that will be 60 minutes. So there are to be disposed of 5 demands to-day. For Police & Loans & Advances I have alloted 60 minutes each and the remaining three 40 minutes each.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—স্যার পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর আমাদের কিছু সময় বেশী লাগবে। পুলিশের উপরে একটু সময় আমাদের বেশী লাগবে।

মিঃ স্পীকার—দেন উই হ্যাভ লেসার টাইম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আমি বলছি স্যার, এই যে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪ এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৮ এই দুটোকে আমরা সময় বেশী নেব না।

Mr. Speaker—Then How much time do you require for the Police ?

Shri Atiqul Islam—One & half hour.

Mr Speaker—One and half hour, then how can I have half an hour saved from the rest.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—এখনতো আমাদের কোয়েশ্চান আওয়ারের কিছু টাইম আছে, আর ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪এ কিছু বাঁচাব, আর ৩৮ এ কোন মোশন নেই, এখানে কিছুটা বাঁচবে।

Shri Birchandra Dev Barma—Demand No. 24 & 38, 20 minutes.

Mr. Speaker—20 minutes ? Both the sides ?

Shri Birchandra Dev Barma—Or 30 minutes.

Mr. Speaker—Yes, 30 minutes, that may be. Then also you may have at least one hour and 50 minutes. Jails 30 minutes. I alloted 40 minutes for jails. Then Police 60 minutes.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আর একটু বাড়াতে হবে স্যার, পুলিশেইতো আমাদের যন্ত্রণা দেয় বেশী।

Mr. Speaker—80 minutes and then Loans and Advances. We have 11 Cut motions there. So that is to be reduced. This 20 minutes I have to make. However, for Jails 30 minutes. So you take 15 minutes and the ruling party will take 15 minutes.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—আজকের একটা ডিমাণ্ড কি কালকে transfer করা যায় না ?

Mr. Speaker— No, No, not now, It will be better for me if the Members from the opposition submit their na mes to me.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জেল বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে যে জিনিষটার প্রতি সবার আগে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হল এই যে সুপারিনটেডেন্ট অফ জেল, জেলের সম্পত্তিটাকে তাঁর পার্সোনেল প্রপার্টি হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। সেখানকার তৈল. দুধ সেই সব সুপারিনটেণ্ডেন্ট এর বাড়ীতে যায় আরো অন্যান্য বড় বড় অফিসারদের বাড়ীতেও যেতে পারে। ঘটনাটি কি রকম সেটা আমি বলছি, ঘটনাটা এই রকম—জেলখানায় সরিষার তৈলবীজ পিষা হয় এবং সুপারিনটেণ্ডেন্ট সাহেবও এই সঙ্গে নিজের কেনা অয়েল সিড্ কিছু দিয়ে দিলেন। এখন সেখানে সবগুলি মিশে গেল। তারপর সেখান থেকে তেলটা আনবার সময় আমি যে পরিমাণ অয়েল সিড্ দিলাম সেই পরিমাণ আনলাম না, আমার যে পরিমাণ তেল দরকার সেই পরিমাণ আনলাম। এইভাবে জেলখানার তৈল তিনি ব্যবহার করেন।

সুপারিনটেণ্ডেন্ট এর নিজের গাভী আছে। জেলখানার ও গাভী আছে এখন সুপারিনটেণ্ডেন্ট সাহেব তার যে গাভী সেইগুলি জেলের গাভীর সাথে একসঙ্গে দিলেন থাকতে, পালতে। সেখান থেকে প্রত্যেক দিন সেইগুলি দোহন করে আনা হয়। আনার সময় একসের, দুইসের, তিন সের, তাঁর যা প্রয়োজন তিনি এনে থাকেন, তার কোন হিসাব নিকাশ থাকে না। এইভাবে সমস্ত জেলের সম্পত্তি সুপারিনটেণ্ডেন্ট সাহেব ব্যবহার করে থাকেন এবং শুধু তিনি ব্যবহার করেন না জেলের সম্পত্তি আরো বড় বড় পদস্থ অফিসারদের বাডীতেও যে যায় না তা নয়। জেলখানায় এই যেসব ব্যাপার চলছে সে সম্পর্কে জনৈক কর্ম্মচারী. তিনি সেখানে টিচার ছিলেন এবং ষ্টোরের ও আবার চার্জ এ ছিলেন, টু দি হায়ার অথারিটি একটা কম্প্লেনট করেন।

কম্প্লেন্টটা পাওয়ার পরে জেল সুপারিনটেণ্ডেন্ট সাহেব অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর ব্লাড্ প্রেসার আছে, তাঁর ব্লাড্ প্রেসার আরও বেড়ে গেল। তিনি হাসপাতালে ভর্ত্তি হলেন। হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পরে আই, জি, পি, শ্রীটি,পি,চৌধুরী তাঁর সাথে হাসপাতালে মিট করলেন। সুপারিনটেণ্ডেন্ট তাঁকে বল্লেন যে, স্যার আমার এই তো অবস্থা, যদি আমাকে রক্ষা না করেন তবে মারা যাই। টি, পি, চৌধুরী ফিরে আসলেন, ফিরে এসে সেই ষ্টোর কিপার যিনি প্রেকটিকেলি টিচার ছিলেন, তাকে সাসপেণ্ড করা হল। সাসপেণ্ড করাতে সেই ভদ্রলোক মামলা করতে গেলেন। এখন যাতে তিনি মামলা করে জিতে আবার জেলে ফিরে আসতে না পারেন তার জন্য কি করা হল? না, একটা রিকমেণ্ডেশন তৈরী করা হল যে জেলে আউট সাইডার টিচারের যে পোষ্ট তার কোন প্রয়োজন নাই। এ' পোষ্টটাকে এবলিশ করে দেওয়া হউক। বলা হল আমাদের জেলখানাতে যে শিক্ষিত ভদ্রলোক কয়েদী আছেন তারাই এই স্কুল চালাতে পারবেন। কাজেই এই যে টিচারের পোষ্ট সেই পোষ্ট আমাদের আর কোন প্রয়োজন নাই। সুপারিনটেণ্ডেন্ট রিপোর্ট দিলেন হায়ার অথরিটির কাছে এবং সেটা পাঠানো হল সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর কাছে। এখন সেই পোষ্ট এবলিশ হয়ে গেছে। সেই টিচারের পোষ্ট আর নাই। কনভিক্‌টস্ যারা শিক্ষিত তারাই সেই স্কুল চালায়। এখন আমার প্রশ্ন সেখানে নয়। আমার প্রশ্ন হল সেই ভদ্রলোক কতগুলি কম্প্লেন্ট করেছিলেন,

সুপারেনটেণ্ডেণ্ট কিভাবে জেলখানার তেল, দুধ বা শাকসব্জি ব্যবহার করে থাকেন, রিটেন কম্পপ্লেন কিন্তু সেই রিটেন কম্পপ্লেন এর কোন ইনকোয়ারী আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। যদিও পোষ্ট এবলিশ করা হয়েছে এবং সেই ভদ্রলোক সেখানে নাই, কিন্তু তিনি যে কমপ্লেন করেছিলেন সে কমপ্লেনের কোন ইনকোয়ারী আজ পর্য্যন্ত কেন হলো না আমি তার জবাব জেল মন্ত্রী তাঁর কাছ থেকে পেতে চাই। কেন এইভাবে কতগুলি করাপট পাস'নকে পোষা হচ্ছে, কেন এই সমস্ত করাপট প্রেক্টিসকে এনকারেজ করা হচ্ছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ে আর যাচ্ছি না।

আমরা জানি আমাদের জেলখানাতে বর্ত্তমানে ডেটিনিউদের জন্য যে রুলস তৈরী করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে একটা ডেটিনিউ, যাকে ক্লাশথ্রিতে প্লেস করা হবে তার হাত খরচ হচ্ছে মাসে তিন টাকা। নেচারেলি তিন টাকায় একজন ডেটিনিউর খরচ চলতে পারে না। Rules-এ ডেটিনিউদের জন্য আউটডোর গেইমএর কোন প্রভিশন নেই। ফলে ডেটিনিউদের যে বডি মুভমেণ্ট হবে তার কোন স্কোপ থাকল না। এতে স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে না। তাস খেলা, কেরাম খেলা, দাবা খেলা ইত্যাদি ছাড়া আউটডোর গেইমের কোন প্রভিশন না থাকার ফলে সেখানে তাদের হেলথ ডিটারিওরেইট করতে বাধ্য। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে মানুষ ডেটিনিউ হওয়া ছাড়াও সেখানে যায়, যাদেরকে নাকি পলিটিকেল প্রিজনার বলা হয়ে থাকে। খাদ্য আন্দোলন করে যারা জেলে যাচ্ছেন বা ভাষা আন্দোলন করে যারা জেলে যাচ্ছেন তারা সেখানে কোন ষ্টেটাস পান না, তাদের ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয় না। অনেক দরবার করে, অনেক হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করার পরেও ওদের যে Higher ক্লাসিফিকেশন সেটা তারা পান না। আমি দেখেছি যে যারা খুন করে জেলে যায় তারাও higher ক্লাসিফিকেশন পাচ্ছে। যারা নাকি তহবিল তছরূপ করে জেলে যাচ্ছেন, আগরতলা জেলে এই রকম কনভিক্টস আমি অনেক দেখেছি যারা তহবিল তছরূপ করছেন, কোর্ট যাদেরকে সাজা দিচ্ছেন দীর্ঘ বৎসর, তাদেরকেও ক্লাস ওয়ান প্রিজনার বলে গণ্য করা হচ্ছে। আমি যখন ছিলাম জেলে ফিফটিতে, তখন দেখেছি যে যারা বদমাইসি করে জেলে গেছে তাদেরকেও ক্লাস ওয়ান বলে ট্রিট করা হচ্ছে, তখনও আমাদেরকে কোন ক্লাসফিকেশন দেওয়া হয় নাই। এই রকম কেইস আমাদের ত্রিপুরায় হামেশা ঘটছে। তহবিল তছরূপ করে, বদমাইসি করে, খুন করে, ডাকাতি করে ও যারা জেলে যায় তাদেরকেও প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর মর্য্যাদা দেওয়া হচ্ছে। আর যারা খাদ্য আন্দোলন করে জেলে যায় তাদের সেই ষ্টেটাস দেওয়া হয় না। কিন্তু আজকে ত্রিপুরায় যারা ডেটিনিউ আছেন—সরোজ চন্দ, যিনি একটা পার্টি সেক্রেটারী বা ভানু ঘোস, বা বেনু সেন আজ পর্য্যন্ত তাদেরকে ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হয় না। ক্লাস থ্রি প্রিজনার হিসাবে ট্রিট করা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তাদের ক্লাসিফিকেশন না দেওয়ার কারণ কি? যারা বদমাইসি করে যায়, খুন করে যায়, তারা হায়ার ক্লাসিফিকেশন পেতে পারে, যারা নাকি ডেটিনিউ, যাদের নাকি জেলখানাতে একটা মনগড়া অভিযোগে আটক করে রাখা হয়েছে তাদের হায়ার ক্লাসিফিকেশন দেওয়া হবে না কেন? কাজেই এইদিকে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজ যারা জেলে আটকবন্দী আছেন যদি তাদের হায়ার ক্লাসিফিকেশন দেওয়া না হয়, তা হলে তাদের ন্যায্য মর্য্যাদা আদায়ের জন্য একটা মেথড নিতে তারা বাধ্য হবে এবং সরকার যেন তার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

Mr. Speaker— I would now call on Shri Pramode Ranjan Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরায় যে জেল সেই জেলের অভিজ্ঞতা আমি দুই তিন বার পেয়েছি। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে রাজনৈতিক বন্দীদেরকে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত সেই সুবিধাটুকু থেকে আজ স্বাধীনতা লাভের পরেও রাজনৈতিক বন্দীরা ভারতবর্ষে বঞ্চিত। ব্রিটিশ আমলের জেলের অভিজ্ঞতা আমার আছে বলেই আমি দেখছি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বলছি যে রাজনৈতিক বন্দীদের স্পেশাল ক্লাশ হিসাবে ট্রিট করা হত। এমন কি এর জন্য প্রথমে আমরা জানি যে যতীন দাস তাঁর জীবনে আত্মাহুতী দিয়ে রাজনৈতিক বন্দীরা যাতে স্পেশাল ক্লাশ পায়, তাদের স্পেশাল ক্লাশ হিসাবে ট্রিট করা হয় সেই আন্দোলন স্বার্থক করেছিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বাধ্য হয়েছিলেন মাথা নত করতে, সেইটা স্বীকার করতে।

আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর যারা খাদ্য আন্দোলন করে যায় কিংবা যাদের রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে আটক করে রাখা যায়, যেখানে বিনা বিচারে আটক করাটাই হচ্ছে একটা ক্রাইম ইট ইজ এ ক্রাইম এণ্ড এটা হচ্ছে আমাদের সিভিল লিবার্টি থেকে বঞ্চিত করা, ফাণ্ডামেন্টাল রাইট থেকে বঞ্চিত করা। এইভাবে বঞ্চিত করে যেসব লোককে জেলখানাতে রাখা হয়েছে তাদের সাধারণ কয়েদীর মত থার্ড ক্লাশ প্রিজনার্স হিসাবে ট্রিটমেন্ট করা হয় এবং তারা যখন জেলখানায় যায়, যারা চুরি করে, মানুষকে খুন করে জেলে গেছে তাদের সাথে একসাথে রাখা হয় এই ব্যবস্থা কোন সভ্য দেশের পক্ষে এবং কোন গণতান্ত্রিক দেশ বলে যে দেশ বড়াই করে সে দেশের পক্ষে এটা শোভা পায়না এবং সেজন্য আমি বলছি রাজনৈতিক বন্দীদের যাতে স্পেশাল সুযোগ সুবিধা এমন কি বিহার গভর্ণমেন্টের যে রুলস ফ্রেম করা হয়েছে সে রুলসে রাজনৈতিক বন্দীদের তারা আলাদা আলাদা দুইটি ক্লাশ করে ট্রিটমেন্ট করে এবং তাদের মাসিক পাঁচ টাকা করে এবং দৈনিক তাদের খাদ্য বরাদ্দ যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটা অন্য রকম। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেরকম কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই এবং যদি এই রাজনৈতিক বন্দী এবং খাদ্য আন্দোলন করে যারা যায়— স্বর্গীয় বিধান চন্দ্র রায় পশ্চিম বংগে সে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই খাদ্য আন্দোলন এবং জনসাধারণের পক্ষ হয়ে যারা আন্দোলন করে আসবে তাদের আমরা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে ট্রিটমেন্ট করব। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সত্য কথা বলতে কি যে গণতন্ত্রের নামে একটা স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র চলছে, হইম'এর উপর শাসনতন্ত্র চলছে এবং এক কথায় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সেখানে পুলিশ শাসনতন্ত্র লুক্কায়িত আছে এবং সেজন্য বলছি যে এই আন্দোলন— এই রাজনৈতিক বন্দীদের যে আন্দোলন চলছে এবং যারা আজ এই অবস্থায় আছে একদিন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি এই যে ব্যবহার সেই ব্যবহার তীব্র হবে এবং বিক্ষোভ দেখা দিবে। এমনও হতে পারে যে যারা জেলখানায় আছেন তাঁরা তাঁদের দাবী আদায় করার জন্য আমরণ অনসন করতে পারেন, করতে পারেন এই জন্য, মানুষের যে বাঁচবার অধিকার, যে আত্মসম্মান, আত্ম মর্যাদা বিসর্জ্জন দিয়ে মানুষ বাঁচতে চায় না। আত্ম সম্মান আত্ম-মর্যাদার প্রতি প্রত্যেক রাজনৈতিক বন্দীদের লক্ষ্য আছে এবং তার জীবনের সুখ-দুঃখ ত্যাগ করে জনসাধারণের পক্ষ থেকে সবাই তারা আসছে। তাদের প্রতি আমাদের মতের বৈষম্য হতে পারে,

বিরোধী দল হিসাবে আমরা তাদের অনেক কিছু প্রগ্রাম, অনেক কিছু নীতি সমর্থন করতে না পারি। গণতান্ত্রিক উপায়ে আমরা আন্দোলন করছি এবং সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যারা জেলে যাবে তাদের স্পেশাল ক্লাশ হিসাবে এবং রাজবন্দী হিসাবে যাতে ট্রিটমেন্ট করা হয় সেজন্য আমি দাবী করব ত্রিপুরার জেল কোডের পরিবর্তন করে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্মান যাতে দেওয়া হয় এবং তাদের স্পেশাল ক্লাশ হিসাবে ট্রিটমেন্ট করা হয় সেই দাবী করেই আজকে আমি এই ডিম্যাণ্ডের উপর আমার আলোচনা রাখছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Umesh Lal Singh. Five minutes.

শ্রীউমেশলাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন তার সমর্থনে আমি দু'একটি কথা বলছি এবং পুরোপুরি তাকে সমর্থন করছি। জেলের ব্যয়বরাদ্দ খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা বর্তমান অবস্থায় তার প্রয়োজন এবং তার থেকে এর ব্যতিক্রম হলে পরে জেলের ব্যয়বরাদ্দ হিসাবে তার ব্যবস্থা করতে গেলে পরে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। এখানে আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য দ্বারা কয়েকটি কথা উত্থাপিত হয়েছে যে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে যারা জেলে আছেন তাদের সাথে বৈষম্যতা করা হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে সাধারণ কয়েদিদের সংগে তাদের নিয়ে একই অবস্থায় রাখা হয়। আমি বলব এই কথা যে বর্তমানে যারা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে আছেন তাদের সম্বন্ধে এইটুকু বলব যে ভারত রক্ষা আইনে তাদেরকে ধরা হয়েছে এবং এটা বেআইনী বলে কোন কোন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন এখানে। আমি বলব যাদের ধরা হয়েছে, আটক করা হয়েছে তা বে-আইনী নয়, আমাদের ভারতীয় সংবিধান'এ এই ব্যবস্থা আছে যে প্রয়োজন বোধে, ইমার্জেন্সী ব্যাপারে এবং দেশ রক্ষা ব্যাপারে এই জাতীয় আইন আমাদের রাষ্ট্রপতি দ্বারা হতে পারে এবং সেই হিসাবে এই আইনের ধারা করা হয়েছে। তারই মূলে তারই সাহায্যে তাদেরকে আটক রাখা হয়েছে, ইহা সম্পূর্ণ বেআইনী নয়। সম্পূর্ণ আইনত তাদেরকে রাখা হয়েছে। একটা দিক এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে ব্রিটিশ আমলে আমাদের যে জেল ছিল ভারতবর্ষের বর্তমান জেল সে জেল নয়। ব্রিটিশ আমলে আমাদের ভারতবাসীর সংগে যে সম্পর্ক ছিল, সে সম্পর্ক ভারতবাসীর সাথে বর্তমান সরকারের নয়। আমি বলব এই কথা যে ব্রিটিশ বিদেশ থেকে এসে আমাদিগকে পরাধীন করে রেখেছিল এবং তখনকার সময়ে যারা আন্দোলন করেছিল দেশকে স্বাধীন করার জন্য, তাঁরাই সত্যকারের দেশপ্রেমিক, পেট্রিয়ট ছিলেন, তাঁরাই সত্যকারের দেশ উদ্ধারের জন্য ব্রিটিশকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন বলেই তাঁরা আজ আমাদের নমস্য এবং তাঁরা স্বাধীনতা আনতেপেরেছিলেন। আমি এখানে বলব আজকে যারা জেলে আছেন দেশের সম্পূর্ণ বিদ্রোহী এবং দেশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য তাঁদের কাজ। সেজন্যই তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য এবং জেলে আটক রাখার জন্য দরকার হয়েছে এবং সেভাবে আটক রাখা হয়েছে। দেশদ্রোহী হিসাবে তাঁদেরকে ধরা হয়েছে এবং সে জন্যই তাঁরা আজ কারাগারে আছেন, দেশের নেতা হিসাবে বা দেশপ্রেমিক হিসাবে, দেশসেবক হিসাবে আমাদের সমাজে তাদের স্থান নয় এবং সে হিসাবে

দেশবাসী তাদেরকে আজ দেশের নেতা বলে বা নমস্য বলে দেশের পুজনীয় ব্যক্তি বলে এবং দেশের সেবক বলে তাদেরকে মনে করেন না। সে হিসাবে আমি বলব যে তাঁদেরকে যে অবস্থায় রাখা হয়েছে সেই অবস্থায় থাকাটাই তাঁদের পক্ষে ঠিক। আইনগতভাবে সেটা করা হয়েছে এবং যদি সে হিসাবে বলা হয় যে ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক বিচারে চলেন এবং সেই হিসাবে যারা দেশের সেবা করতে গিয়েছিলেন তাদেরকে আটক করে রাখা হয়েছিল, দেশমাতৃদের কারাগারের মধ্যে রাখা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান অবস্থার তখনকার অবস্থার তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে তা নয় একথা আমি পূর্বেই বলেছি। সেজন্য আমি এইটুকু বলব তারা যে অবস্থায় আছেন তার চাইতে যদি ভাল অবস্থায় রাখা হয় তাহলে সবাই দেশদ্রোহী হতে নিজেদের কোনরকম কার্পণ্য তারা করবেন না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—পয়েন্ট অব অর্ডার, যারা নাকি আজকে জেলে আছেন তাঁদেরকে দেশদ্রোহী বলা কি আইন সঙ্গত? দেশদ্রোহী কথাটা পার্লামেন্টারী কিনা? যে সমস্ত এম. এল, এরা জেলে আছেন তাঁদের এখানে কথা বলার কোন স্কোপ নাই। তাঁদের অ্যাবসেন্সে তাঁদেরকে এইসব বলা কি সংগত?

শ্রীউমেশলাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেই সম্পর্কে আমি শুধু এইটুকু বলব যে আইনগতভাবে তাঁদেরকে রাখা হয়েছে এবং আমি এখানে কোন ব্যক্তিগত নাম উল্লেখ করি নাই সাধারণ ভাবে বলেছি।

Mr. Speaker— I am giving my decision just now. Traitor— 'দেশদ্রোহী' is unparliamentary.

শ্রীউমেশলাল সিংহ— I withdraw it. Sir, এখানে আমি এইটুকু বলব, আইনগতভাবে তাঁদেরকে রাখা হয়েছে এবং তাঁদেরকে এর চাইতে যদি তখনকার অবস্থায় তাঁদের বেঁচে থাকতে হলে পরে যে টুকু অর্থের বরাদ্দ করা প্রয়োজন সরকার সে সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যা আছে তাদেরকে বেঁচে থাকতে হলে পরে এইটুকু রাখতে হয়। কারণ একদিকে মর‍্যালিটীজ রয়ে গেছে, একটা লোককে কারাগারে রাখলে পরে তাঁকে খাওয়া পড়া দিতে হয় সে হিসাবে তাঁদেরকে সেরকম ভাবে দেওয়া হয়। তবে তাদের সাথে সাধারণ দোষীদের সাথে খুব যে বেশী একটা বিভেদ আছে তা নয়। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড এখানে পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি। আশা করি হাউস তা সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker –I would call on the Hon'ble Chief Minister to give his reply.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই ডিমাণ্ডের উপর একটা বিষয় আলোচনা করতে চাই। আমার তিন মিনিট হলেই চলবে।

Mr. Speaker—No, No. I have called on the Hon'ble Cnief Minister. The party whip might have submitted your name.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমত বলা হয়েছে যে জেলারের সম্বন্ধে, সুপারিনটেনডেন্ট অব জেলস সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে উনি গরু পালেন। সুপারিনটেনডেন্ট অব দি জেলস গরু পালন করতে পারবে না এইরকম বিধান কোন জেল কোডে আছে কিনা আমি জানি না। মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বন্ধ করতে পারে এই রকম আইন আছে কিনা আমি জানি না, যে গরু পালা নিষেধ কর। তবে উনি তেল খান, তেল সরিষা দিয়ে ভাংগিয়ে তার থেকে যদি দাম দিয়ে জেল থেকে আনার যে বিধান আছে যে কোন লোক সরষা দিয়ে তার দাম দিয়ে তেল এনে খেতে পারেন। অতএব জেলার যদি সেইভাবে সেটা জেল থেকে এনে থাকেন তাহলে জেলের আইন এবং শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করা হয়েছে বলে যে কথা বলেছেন, সেটা অমূলক বলেই মনে হচ্ছে।

তারপর বলা হয়েছে যে জেলের প্রপার্টিকে তার নিজের প্রপার্টি বলে মনে করেন। সত্যি এটা কর্মচারীদের চিন্তা থাকা খুব ভাল যে লস অব দি জেলস প্রপার্টি, লস অব হিম যে মনে করে থাকে তাহলে সেটা কি রকম অন্যায় হতে পারে আমি কল্পনা করতে পারি না; বরঞ্চ আজকে হল এই যে ওরা ঠিক সেটাই প্রমাণ করতে যাচ্ছেন যে জেলের যে প্রপার্টি সেটা নোবডিস প্রপার্টি। এনিবডি অ্যাণ্ড অ্যাভরিবডি ক্যান টেক ইট। ওটাই হল তাদের বোঝার দোষ। জেলের প্রপার্টি সংরক্ষণের জন্য যদি উনি আইনানুগ কাজ করেন তাহলে সেই সুপারিনটেনডেন্ট, সেই সরকারের বাস্থিত লোক এবং সরকারের কাজ যথারীতি নির্বাহ করে যাচ্ছেন। তারপর বলা হয়েছে যে জেল কোডে যারা দাগী আসামী, তারপর মার্ডারার তাদিগকে Division দেওয়া হয় কিন্তু আমি জানি থেফট কেসে যারা পড়ে তাদিগকে কোর্ট থেকেই সেই ডিভিশন দেওয়া হয় এবং সেই ডিভিশন দেয়। অতএব এটা আইনের বিরুদ্ধে তারা বলছেন। অতএব ক্লাসিফিকেশন অব দি প্রিজনার্স যেটা হয় সেটা কোর্ট থেকেই সেই ক্লাসিফিকেশনটা করে দেওয়া হয়; সেই অনুসারেই তাদিগকে সেখানে সংরক্ষণ করা হয়। আর এই যে সিকিউরিটিতে যারা আছে তাদের যে জেল কোড সেটা হল বিভিন্ন, ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়ার রুলস; সেটা আগেই আমরা পড়ে শুনিয়েছি হাউসের কাছে। তারা সেখানে কম্বল পাচ্ছেন তিনটা, তারপর মশারী পাচ্ছেন, কাপড় পাচ্ছেন। একটা ক্লাশ ওয়ান আছে আর একটা ক্লাস টু আছে। তাদেরও ঠিক সেই হারে দেওয়া হয় এবং হাত খরচের বাবদও টাকা দেওয়া হয়। স্যাণ্ডেল ইত্যাদি দেওয়া হয় তাদিগকে এবং তাদের যে স্পেশিয়েল কণ্ডিশান, সিকিউরিটি হলে পরে তাদিগকে কি রাখতে হবে সেই অনুসারে, সেই বিধান অনুসারেই তাদিগকে দেওয়া হয়। আর সেটার সাথে তাদের কোন মিল নাই। অতএব তারা সেইভাবে সেটা পেয়ে থাকেন। অতএব সেই জায়গাতে যেটা বলা হয়েছে সেটা অমূলক। এখানে কোর্ট থেকে ক্লাসিফিকেশন তাদের দেওয়া হয়। সেই জায়গাতে এখানে একটা আইন করে এবং বিধি করে তাদের সিকিউরিটি যারা হবে তারা কি পাবে সেই অনুসারে তাদিগকে দেওয়া হয়। আর একটা

বলা হয়েছে যে স্বাধীনতার যুগ আর এই যুগ. তারা তা চিন্তা করতে পারেন। কারণ তাদিগকে আটক রাখা হয়েছে ভারতবর্ষের শান্তি এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিঘ্নকারী বলেই। এবং তাদিগকে আটক করা হয়েছে যে চীনের সাথে তারা ষড়যন্ত্রমূলক কাজে ব্যস্ত আছে এবং তারা চীনকে ডেকে আনতে চান ভারতবর্ষে এবং সেজন্যই দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করছেন, দেশের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করছেন, দেশের সমাজবাদকে বিপন্ন করছেন। যারা অ্যাসেসর. আক্রমণকারী, আমার দেশ আক্রমণ করেছে, আমার সামাজবাদের উপর আক্রমণ করেছে, যারা গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ করেছে তাদের সাথে যারা ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে ব্যস্ত, দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে চান, এ যে কার্যাবলী সেই কার্য্যাবলীর জন্যই তাদিগকে আটক রাখা হয়েছে। প্রোচাইনীজ বলে তাদিগকে আটক রাখা হয়েছে। কনষ্টিটিউশানেলী তাদিগকে আটক রাখা হয়েছে। ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট থেকে সুরু করে বিভিন্ন দল উপদল সমস্ত মিলিয়ে এটা ঘোষণা করেছেন, এই দেশের স্বাধীনতা বিপন্নকারী যারা. গণতন্ত্র বিপন্নকারী যারা, যারা আক্রমণকারীর সাথে হাত মিলিয়ে আমার দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে চান তাদের স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল করে বিচার করা দরকার। অন্য কোন দেশ হলে পরে, চীনের কথাই বলি, রাশিয়ার কথাই বলি, তারা যদি সেই দেশের নাগরিক হতেন আর কোন পঞ্চমবাহিনী মূলক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতেন তাহলে তাদের অবস্থা সেই সমস্ত দেশে কি হয় সেটার দিকে নজর রাখতে আমি বলব। তাদিগকে গুলি দিয়েও মারত না, গলা টিপে মারত। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে দেশের স্বাধীনতা, সমাজবাদ, গণতন্ত্রকে যারা বিপন্ন করছেন তাদিগকে এখানে জেলে রেখে জেলের যে প্রিজনার্স আছে তাদের থেকে আলাদা ভাবে সেখানে খাওয়া দেওয়া হচ্ছে ক্যালরীমাফিক ডায়েট দেওয়া হচ্ছে এবং সেই ডায়েট ক্যালরী হিসাবে চিন্তা করে, পোষাক পরিচ্ছদের দিকে চিন্তা করে তাদিগকে সেখানে রাখা হয়েছে এবং তাদের খেলাধুলার সাজসরঞ্জাম তাদিগকে সরবরাহ করছেন। তার কারণ হলো এই যে, এটা গণতান্ত্রিক দেশ। অতএব আমরা তাদিগকে সেখানে রেখেছি তাদের মনের পরিবর্তনের জন্য। অতএব, আমরা আশা করব তারা তাদের মনের পরিবর্তন করে শান্তিপূর্ণ নাগরিক হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এবং গণতন্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের স্বার্থের জন্য তারা তাদের মনোভাব পরিবর্তন করবেন। তাহলে পরে দেশের একটা সামগ্রিক কল্যাণ আমরা করতে পারব। অতএব এই বলেই আমি আমার যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করার জন্য হাউসের কাছে আবেদন করছি।

Mr. Speaker— Discussion is over. I would now put to vote the demand for Grant No. 11— Jails. The Question is that a sum not exceeding Rs. 4,69,700/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 11-Jails.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voices :—'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

AYES have it, AYES have it.

I would now pass on to the next item. Demand for Grant No. 12—Police. I would call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for Demand for Grant No. 12— Police.

Shri Sachindra Lal Singh— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs, 1,49,33,500/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Apprpri,-ation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 12— Police.

Mr. Speaker— There are 5 cut motions against this Demand, of which two have fallen on account of the absence of the Hon'ble Member given notice. Now there are 3 cut motions, One cut motion by Shri Sunil Kumar Chowdhury to discuss on failure of the border-police to check smugling.

The second one by Shri Atiqul Islam to discuss on mismanagement in the office of the Superintendent of Police, Agartala. Third one by Shri Sudhanwa Deb Barma to discuss on demand for formation of Tripura Rifles.

I would call on Shri Sunil Kumar Chowdhury. Opposition will be given 45 minutes time.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার এই কাট মোশানটার সমর্থনে দুই চারিটি কথা বলব। সেটা হচ্ছে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এখন দেখা যায় যে বর্ডারে বি, ও, পি, এবং বি, এস, পি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও অনবরতই স্মাগলিং হচ্ছে এবং ক্যাটল লিফটিং এর কেস আমার মনে হয় এমন দিন নাই যে সেটা না ঘটেছে।

এটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের চেহারা। কিন্তু সেটাকে প্রতিরোধ করবার দিক থেকে কোন ব্যবস্থা পুলিশ থেকে করা হচ্ছে না এবং করছে না। তারপর আমি কতগুলি কথা বলব সেটা হচ্ছে বড় বড় পুলিশ বড় বড় জোতদার, বড় বড় ব্লেক মার্কেটিয়াস ইত্যাদির সহায়তা করে। তার দৃষ্টান্ত বিশদভাবে আমি বলব না। সেট হচ্ছে বৃহৎ জোতদারদের যে সহযোগীতা করা হয় সেটা সম্পর্কে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই হবে। সেটা হচ্ছে একটা তৈজুর ঘটনা, অমরপুরে, সেখানে কি ভাবে পুলিশ কি করেছিল সেই সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক আলাপ-

আলোচনা হয়ে গেছে, কাজেই ওটা সম্পর্কে আর বলার দরকার নাই। তারপরে হচ্ছে সাবরুমের চালতাগাং বলে যায়গার অজুমগ চৌধুরী, সেখান থেকে তার যে কোর্ফা আছে সেই কোর্ফা থেকে যে কি ভাবে উচ্ছেদ করেছে সেই সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। কাজেই আমি সেখানেও যাচ্ছি না। আমরা নিত্য নৈমিত্তিকভাবে কি দেখতে পাই? আজকে দেখতে পাচ্ছি যারা নাকি ছোট ছোট লেণ্ড-ওনার বা কোর্ফা তাদেরকে কি ভাবে পুলিশের সহযোগীতায় উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিভিন্ন যায়গায় তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আর একটা কথা হচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে যেভাবে নাকি বেকারের সংখ্যা বাড়ছে সেই বেকারের সমস্যাকে সমাধান করার একটা উপায় হিসাবে, আমার মনে হয় এখানে যে ত্রিপুরা রাইফেলস যেটা গঠন করার কথা সেটা গঠন করে সেখানে নাকি আসাম রাইফেলস বা বি, এস, এফ, আছে তাদের সে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে। আমি মনে করি সেটা অবাস্তর। ত্রিপুরা রাজ্যে অন্তত একটা বাহিনী গঠন করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের লোক-জনসাধারণ, বেকার যাদের ভিতরে আছে এবং সক্ষম যুবক যারা তাদের চাকুরী দেওয়ার যে সুযোগ সেই সুযোগ সেখানে করা যেতে পারতো। কিন্তু সেই সুযোগ এখানে হচ্ছে না। বি, এস, এফ, বা আসাম রাইফেলস এর ব্যাপারে আমাদের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বৎসরে খরচ হয়ে যাচ্ছে। সেটা কম কথা নয়। ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে আমাদের এখানকার, ত্রিপুরার যে যুব সম্প্রদায়, তাদের আমরা অনেকটা প্রভাইড করতে পারতাম। কিন্তু সেই প্রভিশন এখানে করা হচ্ছে না এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন যায়গায় যে আউট পোষ্ট খোলা হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমি বলব। সেই আউট পোষ্টগুলি খোলা হচ্ছে শুধু এই কারণে যে এখানকার জনসাধারণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকারকে খর্ব করবার জন্য, কারণ ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সব আউট পোষ্ট খোলা হয়েছে সেইসব খোলার কোন যৌক্তিকতা নাই। সেখানে এমন কোন ক্রাইম বেড়ে যায় নাই যার ফলে সেখানে আউট পোষ্ট খোলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। একটু দক্ষিণ দিকে আমরা দেখতে পাই, বাইখোঁড়ায় এখনও সেখানে কিছু হয় নাই অথচ সেখানে একটা আউট পোষ্ট খোলা হয়েছে, পুলিশ ক্যাম্প খোলা হয়েছে। কিন্তু তার কোন যৌক্তিকতা নাই সেখানে আউট পোষ্ট খোলার। যদি আমরা দেখতে পেতাম যে দৈনন্দিন সেখানকার কেটল লিফটিং বন্ধ হচ্ছে তা হলে আমরা বুঝতে পারতাম। এমন কি —সাবরুমে যে সহর, সেই সহর থেকে এক ফার্লং দূরে গরু চুরি হয়ে যাচ্ছে। সেখানে রজনী বসাকের বাড়ীতে গরু চুরি হয়ে গেছে। এটা আশ্চর্য্যের বিষয় যে এক ফার্লং দূরে চুরি হয়ে গেছে। থানা যেখানে আছে সেই থানা থেকে এক ফার্লং দূরে অথচ কোন খোঁজ খবর পুলিশ রাখে না। এইতো চেহারা স্মাগলিং সম্পর্কে। পত্রিকা খুললেই দেখা যায়। আমি কয়দিন আগের কথা বলছি যে পত্রিকায় বের হয়েছিল যে বিলোনীয়াতে একেবারে চাইনিজ মালে ভর্তি হয়ে গেছে, কিন্তু তার জন্য কি করা হচ্ছে? কিছু করা হচ্ছে না। কিন্তু সেখানে এই চাইনিজ মাল কি করে এলো, কি ভাবে পাকিস্তান থেকে এলো সেই সম্পর্কে কোন হদিস সরকার নেওয়ার চেষ্টা করেন নি, প্রয়োজন বোধ করেন নি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কাজেই এই যে সরকারের স্মাগলিং সম্পর্কে তার যে চেষ্টা সেটা প্রতিরোধ করা মোটেই হচ্ছে না, কাজেই এখানে আমি আমার কাট মোশন রাখছি।

Mr. Speaker—I would call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় স্পীকার, স্যার. আমার প্রথমে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে আমাদের যে পুলিশ ফোর্স এখানে রাখছি তার পার্পাসটা কি ? পার্পাসটা কি এই যে আমরা পুলিশ ফোর্স দিয়ে ত্রিপুরার স্মাগলিং বন্ধ করব, ত্রিপুরার সীমান্ত রক্ষা করব বা ত্রিপুরায় যে ব্লেক-মার্কেটিং হচ্ছে সেই সমস্ত বন্ধ করব অথবা এই পুলিশ ফোর্স রাখা হচ্ছে পলিটিক্যাল মুভমেন্টকে সাপ্রেস করার জন্য, ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অথবা বিরোধী দলকে সাপ্রেস করবার জন্য. তাকে পিষে মেরে ফেলবার জন্য। তা যদি উদ্দেশ্য না হয়ে থাকবে তা হলে আমি এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না যে কেন ত্রিপুরার অভ্যান্তরে. যেখানে বর্ডার বলতে কোন জিনিষ নাই বর্ডার থেকে অনেক দূরে, যথা মহারাণীপুরে (তেলিয়ামুড়ায়) বা এইরূপ অন্যান্য যায়গাতে আউট পোষ্ট বসাবার কি যৌক্তিকতা আছে। আউট পোষ্ট বসাবার আগে এবং আউট পোষ্ট বসাবার পরে আজ পর্য্যন্ত সেখানে ডাকাতি কয়টি হয়েছে ? খুন কয়টি হয়েছে ? চুরি ইত্যাদি কয়টা হয়েছে। একটাও হয় নাই। এবং কেউ কি বলতে পারবে এই সব যায়গায় এমন কোন ট্রাবলস হয়েছে যার জন্য সেখানে পার্মানেন্টলি আউট পোষ্ট বসিয়ে রাখতে হবে। কাজেই আউটপোষ্টগুলি যেখানে বসানো হয়েছে তার পারপাস একমাত্র এই যে আউটপোষ্ট বসালে সেখানে একটা ত্রাস সৃষ্টি করা যাবে এবং সেই ত্রাসের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস তার দল গঠন করতে পারবে এবং অপজিশনকে সাপ্রেস করতে পারবে। একমাত্র এই মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সম্ভবত আউটপোষ্টগুলি বসানো হয়েছে এবং এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আমরা জানি. এই সব আউটপোষ্টগুলিতে যদি কোন কংগ্রেস এর লোক গিয়ে অপজিশনের বিরুদ্ধে কোন এজাহার বা কোন একটা বক্তব্য রাখে, দলে দলে সেখানে লোক গিয়ে বিরোধীপক্ষ মানুষকে গ্রেপ্তার করে আনে, মাসের পর মাস তাকে হাজতে রাখে এবং কোন জামিন দেওয়া হয় না। তারপরে দেখি, কোর্ট থেকে তারা বেকসুর খালাস হয়ে যায় এবং সেখানে কোন প্রাইমাফেসি কেইস, যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হামেশা বলে থাকেন, সেই প্রাইমাফেসি কেইস সেখানে এষ্টাব্লিস হয় না, তা হলে এই সমস্ত কেইসগুলি দাড করানো হয় কেন। দাড় করানো হয় এই জন্য যে .অর্থহীন, ভিত্তিহীন, প্রমাণহীন একটা মামলা দায়ের করে কোর্টে আনতে পারলে, মানুষগুলিকে হাজতে রাখতে পারলে একটা ত্রাস সৃষ্টি হয়ে যাবে। তা হলে তারা আর কমিউনিষ্ট পার্টির নাম করবে না, বিরোধী পার্টির সঙ্গে আর থাকবে না, কংগ্রেসের দলে আসবে, কংগ্রেসের দলে ভিড়ে যাবে। একমাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়েই এইসব মামলা করা হয়ে থাকে এবং একমাত্র এই উদ্দেশ্য নিয়েই আউট পোষ্ট করা হচ্ছে এবং এইগুলি ঠিক সেইভাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে। আজকে শাসক দলের জনসাধারণের উপর আস্থা নাই. তাদের আস্থা আছে পুলিশ বাহিনীর উপরে আর সেই পুলিশ বাহিনী দিয়ে কি ভাবে মারপিট করে, হাহাজানি করে এবং

অপজিশন পার্টিকে ক্র্যাক করে নিজেদের দল সৃষ্টি করা যায় তারই চেষ্টা হচ্ছে। এই পুলিশ বাহিনী, এবং এই আউটপোষ্টগুলিকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেইজন্য এই কথা আগেই একবার বলা হয়েছে যে আজকে ত্রিপুরা সরকার একটা পুলিশরাজ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। গনতন্ত্রকে তারা পুলিশ দিয়ে পাহারা দিচ্ছেন। গণতন্ত্রকে সাপ্রেস করার জন্য সমস্ত রকম অন্যায় অবিচার করে যাচ্ছেন। যে অপজিশনকে তারা বরদাস্ত করতে পারছেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের যারা হাই অফিশ্যাল আছেন, তারা কিভাবে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, গভর্ণমেন্ট প্রপার্টিজকে পার্শন্যাল প্রপার্টি হিসাবে ব্যবহার করেন, তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। আমাদের নাকি যিনি এডিশন্যাল এস, পি, তিনি তার ক্ষমতাকে অত্যন্ত বেআইনিভাবে অপব্যবহার করছেন। আমি জানি যে আগরতলায় যে এস, পি, অফিস আছে সেখানে প্রত্যেক শনিবার দিন বা মাসে তিনবার শনিবার দিন, সেখানে ফীষ্ট হয়, বড় বড় পুলিশ অফিসার, বড় বড় যারা হোমড়া চোমরা, তাঁরা সেখানে যান, খানা পিনা করেন। এখন এই যে সেখানে ফীষ্ট হয়ে থাকে, তার টেবিল চেয়ার সব আনা হয় অরুন্ধুতিনগর থেকে, সরকারী গাড়ী দিয়ে, সরকারী ড্রাইভার দিয়ে, সরকারী পেট্রোল খরচ করে। সমস্ত ফার্নিচার সেই অরুন্ধুতিনগর যে রিজার্ভ থানা আছে, সেখান থেকে আনা হয় এবং খানা পিনার পর আবার সমস্ত ফার্নিচার সরকারী গাড়ী দিয়ে, সরকারী ড্রাইভার দিয়ে, সরকারী পেট্রোল খরচ করে সেখানে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখানেই ঘটনাটি শেষ হয় না, তাদের খানা পিনা হওয়ার পর তাদের যে থালা বাসন থাকে সেগুলি ধুতে হবে। সেগুলি কে ধোবে ? তারজন্য কোন লোক তারা অ্যাপয়েন্ট করেন নি। যারা কনষ্টেবলদের তাদের দিয়ে এই সমস্ত থালা-বাসন, ঘটি-বাটি সব ধোয়ান মাজান হয়, ঝাড় ফলানো হয়। সবকিছু কনষ্টেবল দিয়ে করান হয়। আমি জিজ্ঞেসা করতে চাই, পুলিশ মন্ত্রীকে যে এইভাবে কনষ্টেবল বা সরকারী ফার্নিচার পার্শনাল ক্লাবের পার্পাসে ব্যবহার করা যায় কিনা ? যদি না হয়ে থাকে, দিনের পর দিন বা মাসের পর মাস, এই যে একটা অন্যায় অবিচার চলছে তার প্রতিকার হয় না কেন ? আমি এটাও জানি যে যদিও এখানে অস্বীকার করা হয়ে থাকে S. P Office'এর টেনিস গ্রাউণ্ডে যখন টেনিস খেলা হয় তখন সেখানে কিছু সংখ্যক কনষ্টেবল ডিউটি দেয়। তাদের কাজ টেনিসের বল কুড়িয়ে দেওয়া। একথা তারা এখানে অস্বীকার করেছেন। একথা আমি তখনও বলেছিলাম এবং আজকেও বলি, যদি আমাদের বিধানসভায় যে সমস্ত কনষ্টেবল পাহারা দিচ্ছেন তাদের কাউকে এখানে এনে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তাদের দিয়ে বল কুড়ানো হয় কিনা তাহলে আমার কথার প্রমাণ সেখানে পাওয়া যাবে। এই টেনিস গ্রাউণ্ডে তাদের দিয়ে লেপানো মুছানো হয় কিনা, যে সমস্ত বিধানসভার কনষ্টেবল এখানে আছে, তাদের যদি এনে জিজ্ঞাসা করা হয় এই অ্যাসেম্বলিতে তবে তারা বলবেন আমার অভিযোগ সত্য কি মিথ্যা। পুলিশ মন্ত্রীর সেই সাহস নাই কারণ পুলিশ মন্ত্রী জানেন যে ঘটনা সত্য তার কারণ টেনিস গ্রাউণ্ডটি আমার বাড়ীর সামনে। এটা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারি, কখন খেলা হয় এবং কোন কোন কনষ্টেবল এই সমস্ত বল কুড়ায় সেখানে। কাজেই এত বড় অন্যায় সেখানে হামেশা চলতে থাকবে এবং আমরা সেটা দেখেও কিছু বলব না এটা কখনও হতে পারে না।

Speaker Sir. ক্রম কনষ্টেবল টু দি পোষ্ট অব ইনস্পেক্টার তারা হাউস রেন্ট পাওয়ার অধিকারী এই সম্পর্কে পরিষ্কার একটা সার্কুলার দিয়ে রেখেছেন। সিক্সথ মে, ১৯৫৭ এ that the House rent allowances will be allowed only when the Government of Tripura are not in a position to offer rent free accommodation, যদি Tripura Government তাদের rent free accommodation দিতে না পারেন তাহলে তাদের হাউস রেন্ট অ্যালাউয়েন্স দিতে হবে, এই হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ইনষ্ট্রাকশন কিন্তু আমাদের নাকি যিনি অ্যাডিশন্যাল এস, পি, মিঃ আর, সি, কোছার তিনি একটা সার্কুলার ইস্যু করেছেন. তিনি লিখেছেন—

Officers and men of Tripura Police Force who are residing either in their own Houses or in the Houses of any of their relations will cease to draw the House rent as they can not be allowed to draw House rent without permission of the Government,

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে দ্যাট মিঃ কুচার. সুপারিনটেণ্ডেন্ট অব পুলিশের পক্ষে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ইনষ্ট্রাকশন ভায়লেট করে এইভাবে একটা সার্কুলার দিতে পারেন কিনা যেখানে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট পরিষ্কার বলে রেখেছেন যদি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট তাদের রেন্ট ফ্রী অ্যাকমোডেশান দিতে না পারেন তাহলে তাদের হাউস রেন্ট দিতে হবে সেখানে সুপারিনটেণ্ডেন্টও নয়, একজন অ্যাডিশন্যাল সুপারিনটেণ্ডেন্ট এই রকম একটা ইনষ্ট্রাকশন দিতে পারেন কিনা যে যারা আত্মীয়ের বাড়িতে থাকে বা অন্য কোন বাড়িতে থাকে তারা হাউস রেন্ট পাবেনা। তাঁর এই রকম instruction দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা এবং সেটা ভেলিড কিনা? এখন আজ কালকার দিনে কেউ যেখানেই থাকুক তার পক্ষে রেন্ট ফ্রী হাউস পাওয়া সম্ভবপর নয়। তারা যদি আত্মীয়ের বাড়িতেও থাকে তাতেও তাকে সেখানে ভাড়াই দিতে হয় এবং এই অবস্থায় কোছার সাহেব যে instruction দিয়েছেন সেটা অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। এই আদেশটি প্রত্যাহার করা উচিত। এবং যারা এনটাইটল্ড তারা যাতে হাউস রেন্ট পান সেদিকে আমি পুলিশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি আরেকটা ঘটনার কথা বলছি। যিনি অ্যাডিশনাল এস, পি, তিনি কর্মচারীদের উপর জুলুম বা অবিচার করে থাকেন। রেডিওর একজন মেকানিক সাউদার্ণ ডিভিশনে আছেন। তাকে বিভিন্ন থানে রেডিও মেরামত করার জন্য পাঠান হযে থাকে। তিনি চারবার নিজের কষ্টে টুর করে ঘুরে আসলেন আসার পর টি, এ, বিল করলেন। চারবার নিজের পকেট থেকে টি. এ, দিয়ে রিপেয়ার করে আসার পর যখন নাকি তাকে ফিফ্‌থ টাইমে আবার বলা হল তুমি গিয়ে রিপেয়ার করে আস তখন তিনি বললেন আমাকে অ্যাডভান্স টি, এ, দেওয়া হউক। তার এই অ্যাডভান্স টি. এ, চাওয়ার অপরাধে. নানান অজুহাত দেখিয়ে তাকে সাসপেণ্ড করা হল এবং সেই ভদ্রলোক হয়ত আজও সাসপেনশানে আছেন। তার একমাত্র অপরাধ হচ্ছে এটা যে তিনি কেন নিজের পকেট থেকে টি, এ, দিয়ে রিপেয়ার করে আসলেন না। আমি জানি পুলিশ অফিসে যেখানে টি,এ বিল করা হয় সেখানে একজন মাত্র কনসার্নিং ক্লার্ক এবং সেখানে প্রত্যেক মাসে প্রায় পাঁচশত, থেকে আটশত টি, এ বিল পড়ে। একজন ক্লার্কের পক্ষে সবগুলি করা সম্ভবপর নয় অথচ তাকে সেগুলি করতে হচ্ছে। এখন এটা করার উদ্দেশ্য কি?

উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যাতে নাকি পুলিশ এমপ্লয়ীজরা যারা টি. এ., ডি. এ. পাওয়ার যোগ্য, যাতে সেইগুলি পেতে অত্যন্ত দেরী হয় বা অসময়ে পায় শুধু মাত্র এই হ্যারাসমেন্ট করার জন্যই সেখানে মাত্র একজন কেরাণী রেখে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই এই যে একটা অবস্থা সেখানে চলছে যদি আমরা সেগুলিকে বন্ধ করতে না পারি, তাহলে পুলিশ এমপ্লয়ীজরা কোচার'এর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই আমি এখানে দুইটি দিক হাউসের সামনে রাখলাম। প্রথম হচ্ছে, আমাদের পুলিশ কিভাবে ডেমক্রেটিক মুভমেন্ট সাপ্রেস করার কাজে ব্যবহার করছেন। কিভাবে আমাদের গভর্ণমেন্ট পুলিশকে ইউজ করছেন, আরেকটি হচ্ছে কিভাবে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁর যে পুলিশ ষ্টাফ্, তাঁর যে ক্ল্যারিক্যাল পারসনেল তার উপর কি রকম অন্যায়, জুলুম এবং অবিচার করছেন।

Mr. Speaker—I would call on Shri Monoranjan Nath· I hope that the Hon'ble Member will try to finish within 10 minutes.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী হাউসের সামনে সে ডিমাণ্ড নাম্বার ১২ পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের থেকে যে কাটমোশন আনা হয়েছে তার আমি বিরোধিতা করছি। এখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ বলেছেন যে ত্রিপুরার ইনটিরিয়ারে কেন আউটপোষ্ট করা হল ? সে কথার জবাব দিতে গিয়ে আমি বলছি যে আউটপোষ্ট কোথায় হবে আর কোথায় হবে না এমন কোন আইনগত বাধা নিষেধ কোন কিছু নাই। আউটপোষ্ট সাধারণতঃ হবে যে জায়গাতে ক্রিমিন্যাল কেস বেশী হয়, সে জায়গাতেই আউটপোষ্ট হবে, আউটপোষ্ট যে কেবল বর্ডারেই বসাতে হবে তার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম কোন কিছু নাই। এখন যে জায়গাতে আউটপোষ্ট বসানো হয়েছে তার অতীত ইতিহাসটি—সে জায়গাতে কয়টি ক্রিমিন্যাল কেস হয়েছে, কয়টি ফৌজদারি, ডাকাতি, চুরি বা অন্যান্য দোষকর্ম হয়েছে তার একটা হিস্টরী নিয়ে সে জায়গাতে আউট পোষ্ট করা হয় এবং সে জায়গাতে আউট পোষ্ট করে যারা শান্তিপুর্ণ লোক, সভ্য নাগরিক তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং তারা আউট পোষ্টকে ওয়েলকাম করে, তারা মনে করে শান্তিতে বসবাস করতে পারব, এই আউট পোষ্টটি তাদের দরকার। সুতরাং ইনটিরিয়ারে আউটপোষ্ট বসালে তাদের ভীতি হতে পারে যারা দোষকর্মকারী, যারা দুর্ণীতি করে, দোষকর্ম করে, যারা ফৌজদারী করে, সমাজ বিরোধী কাজ করে, সাবভার্সিভ অ্যাকটিভিটি করে, তাদের পক্ষে একটা সন্দেহের কারণ হতে পারে বা তাদের মনে একটা সর্বদা সন্ত্রস্ততা থাকতে হয়, হয়ত কোন সময় আমাকে পুলিশ এসে আক্রমণ করবে, সুতরাং তাদের পক্ষে ভয়ের কারণ হতে পারে. তাদের যে দুশ্চিন্তা আছে, দোষপ্রবণতা আছে, তাদের জন্য এই সমস্ত আউট পোষ্ট একটা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে সুতরাং তারাই এই সমস্ত কথা বলতে পারে যে ভিতরে আউট পোষ্ট রাখার কোন স্বার্থকতা নাই। পক্ষান্তরে বর্ডারে সে আউটপোষ্ট নাই একথা বলার কোন কারণ নাই,

ত্রিপুরার বর্ডারে যে সমস্ত জায়গাতে আউটপোষ্ট বসান দরকার সেখানে আউটপোষ্ট বসান হয়েছে। এই আউটপোষ্টগুলি থাকার দরুণই ত্রিপুরার যে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বা মূল্যবান সম্পত্তি গরু বাছুর ইত্যাদি আজ পর্যন্ত আছে, নতুবা আমাদের দেশে, আমাদের ত্রিপুরাতে যে সমস্ত লোক সমাজ বিরোধী লোক আছে, ব্ল্যাকমার্কেটীয়ার্স আছে তারা ত্রিপুরার সম্পত্তি এতদিনে পাকিস্তানে পাচার করে দিত। এই সমস্ত আউটপোষ্ট থাকার দরুণই কিছুটা এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাতে যথেষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য পাকিস্তানে পাচার হতে পারে নাই, যদিও কতকগুলি সমাজ বিরোধী লোক তা পাচার করছেন, পুলিশ তা ধরছে এবং ধরে কিছু কিছু শাস্তিও দেওয়া হচ্ছে। এখানে তারা বলছেন—মাননীয় সদস্য একজন বলছেন, চাইনীজ মাল ত্রিপুরাতে আসছে। আমি বলব যে চাইনীজ মাল ত্রিপুরাতে চাইনীজের সাথে যাদের মিতালি আছে, যারা দেশের সমাজ বিরোধী, তারা চাইনীজ মাল এইসব দেশের ক্ষতি করার জন্য, দেশের পয়সা পাকিস্তানে পাচার করার জন্য, পাকিস্তানের সঙ্গে যাদের মিতালি তারা চাইনীজ মাল আনবে এবং সরকার তা বিচার বিবেচনা করছেন এবং দৃঢ় হস্তে তাদেরকে ধৃত করে শাস্তি বিধান করছেন।

আর এক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পুলিশ কেসে দীর্ঘদিন যাবত আসামীকে হাজতে রাখা হয়, তারপর বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। পুলিশ কেসে খালাসও হতে পারে, শাস্তিও হতে পারে। কারণ কেস একটা করলেই যে শাস্তি হয় প্রত্যেক কেসে এমন কোন বাধা ধরা কিছু নাই। অনেক কেস সাক্ষী প্রমাণের দরুণ ডিসমিস হয়। সাক্ষী দেবে দেশের জনসাধারণ, দেশের নাগরিক। যারা দুষ্কর্ম করে তাদের ভয়েও অনেক সময় সাধারণ লোক, নিরীহ লোক সাক্ষী দিতে যায় না। সুতরাং কেস ডিসমিস হয়। অনেক কেস আছে যে বেনিফিট অব ডাউট এ কেস খালাস হয়। হয়ত মেজিষ্ট্রেট সাক্ষী প্রমাণে দেখলেন যে এটা সুন্দররূপে প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং বেনিফিট অব ডাউটেও খালাস হয়। সুতরাং কেস দিলেই যে ফলস্ কেস দিয়েছে এইকথা অনুমাণ করার কোন কারণ নাই। পুলিশরা সাধারণতঃ কোন ঘটনা না হলে কোন কেস দিতে চায় না বা সাধারণতঃ দেয়ও না। তারপর বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বদা গরু চুরি হচ্ছে, পাচার হচ্ছে পাকিস্তানে। আমি বলব গরু চোর চুরি করে এবং পুলিশ তার অনুসন্ধান করে, পুলিশ তাকে ধৃত করে শাস্তিও হয়। পুলিশ আছে বলেই ত্রিপুরা রক্ষা পেয়েছে নতুবা আমাদের গরু, মহিষ ইত্যাদি পাকিস্তানে সব পাচার হয়ে যেত। পুলিশ আছে বলেই, আউটপোষ্ট আছে বলেই বা বর্ডারে এই সমস্ত পাহারাদার আছে বলেই আমাদের ত্রিপুরাতে গরু এখন পর্যান্ত আছে।

এখানে বলা হয়েছে যে উৰ্দ্ধতন পুলিশ কর্মচারী নাকি কনষ্টেবল দিয়ে কাজ করান, টেনিস গ্রাউণ্ড-এর কাজ করান। আমি বলব যে ত্রিপুরার যে পি, আর, বি, যে ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য হয়েছে সেই পি, আর, বি, অনুসারেই যে যে কাজ কনষ্টেবলরা করবার সেই সমস্ত কাজেই করে থাকেন বা পুলিশ পি, আর, বি, অনুসারেই চালিত হয়ে থাকেন। পি, আর, বি, এর বাহিরে কেউ কোন কাজ করেন না এবং তারা যদি বলেন আমি তা স্বীকার করি না। এখানে বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাইফেলস্ একটা দল তৈয়ার

করার জন্য। এখানে আমাদের ত্রিপুরায় আসাম রাইফেল, বিহার পুলিশ এবং পি, এ, সি, তিনটি বিভাগ আছে, তিন রকমের পুলিশ আছে। তারা ত্রিপুরার অভ্যন্তরে এবং সীমান্তে প্রহরা দিয়ে থাকেন এবং দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। এখানে ত্রিপুরার পুলিশ আমাদের ত্রিপুরা সরকার রিক্রুট করছেন এবং তা আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আছে। একটা ব্যাটেলিয়ন তৈয়ার করার মতো এখন পর্যান্ত সেই রকম হয় নাই। ত্রিপুরা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোক রিক্রুট করতে হলে নানা রকম দৈহিক মাপ এবং নানা কোয়ালিফিকেশন ইত্যাদির আবশ্যক পড়ে। সেই সমস্ত লোক পাওয়াও সব সময় সম্ভবপর হয় না, সেই পরিমাপের লোক পাওয়া যায় না এবং সরকার তথাপি পুলিশ ফোর্সে বা ত্রিপুরার ফোর্স বাড়াবার জন্য চিন্তা করছেন এবং আমার মনে হচ্ছে অচিরেই একটা ব্যাটেলিয়ান তৈয়ার হতে পারে। এখানে পুলিশ, আমাদের ত্রিপুরায় যে পরিমাণ পুলিশ আছে, আমি বলব যে তা প্রয়োজনের মতই আছে। ত্রিপুরার শান্তি শৃঙ্খলা পুলিশ বাহিনী রক্ষা করছে। ত্রিপুরার সীমান্ত তিনদিকে পাকিস্তান পরিবেষ্টিত। এই অবস্থায় ত্রিপুরার পুলিশরা যে শান্তি রক্ষা করতে পারছে এবং সীমান্ত রক্ষা করতে পারছে এইজন্য আমি এই ডিমাণ্ড সমর্থন করছি এবং কাট-মোশনের বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker— I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma—Hon'ble Speaker, Sir. এই বাজেটে যে পুলিশের খাতে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এক্সপেনডিসার অব আসাম রাইফেলস্ এবং প্রভিশান ফর বিহার মিলিটারী পুলিশ, এইভাবে যে প্রভিশান, রাখা হয়েছে। আমার কাটমোশনটা হল যে টু ডিমাণ্ড ফরমেশান অব ত্রিপুরা রাইফলস। এইখানে মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে ত্রিপুরাতে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না। আমি শুনে অবাক হলাম যে ত্রিপুরা রাইফেলস একদিন ছিল যাদের শৌর্যাবীর্য পরীক্ষিত হয়েছে সেই বার্মা সীমান্তে, জাপানের মত দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে ত্রিপুরা রাইফেলস চট্টগ্রামের বাহিরে থেকে হটিয়ে দিয়েছিল এবং সেইদিন তাদের শৌর্য্যবীর্য্য ভারতে প্রচার হয়েছিল। আজকেই মাননীয় সদস্যের মুখে শুনতে পাই ত্রিপুরাতে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না। এটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ত্রিপুরাতে আজকে যদি আমরা ত্রিপুরা রাইফেলস গঠন করি তাহলে ত্রিপুরায় উপযুক্ত লোক আমরা পাব না এইকথা কোনদিন বলতে পারব না এবং ত্রিপুরার মানুষের একটা ঐতিহ্য আছে, সৈনিক জাতি এই ত্রিপুরায় আছে যারা নাকি ভারতের স্বাধীনতাকে, ভারতের সৈনিক শক্তিকে দৃঢ় করে তুলতে পারে। তাদের কিনা আজকে বলা হয় যে তারা উপযুক্ত লোক নয়। তবে উপযুক্ত লোক কারা সেটা উনারা খুব ভালভাবেই জানেন। কিভাবে তাদের প্রয়োগ করতে হয় সেটাও তারা ভালভাবেই জানেন। কারণ আউটপোষ্ট বসানো সম্পর্কে তিনি একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন যে কোথায় বসাতে হবে, যেখানে বেশী ক্রাইম হয় সেখানে। আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ক্রাইম কোথায় বেশী হয়? তিনি ত্রিপুরার যে তিনদিকে পাকিস্তান বেষ্টিত সেই বর্ডারে গিয়ে দেখুন একবার শুধু চেহারাটা কি. আজকের মানুষের কি অবস্থা, বিশেষ করে কৃষকদের কি অবস্থা। কৃষকের হাতে যদি হালের বলদ না থাকে তাহলে কি যে হয় সেটা হয়ত আমাকে বুঝায়ে বলতে হবে না যে, তাদের একেবারে

হাত ভেঙে দেওয়ার মতন অবস্থা হয়ে যায়। কৃষিকাজ ব্যাহত হয়ে যায়, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে যায়। আজকে সেইখানে হাজার হাজার কৃষকের গরু তারা পাকিস্তানে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য পুলিশ কয়টা চোরকে ধরেছে তার হিসাব আজও হয় নাই। অথচ আমি দেখি, আমার নিজের চোখের সামনেই যেটা আমি দেখি ত্রিপুরার এই যে কয়েকশ' মাইল যে বর্ডার-সমস্ত চিত্র সম্পর্কে আমি বললাম না এবং সেই চিত্র আমার কাছে নাই। কিন্তু যে এলাকায় আমি থাকি সেখানে যে অবস্থা, যে ভয়াবহ অবস্থা সেটা দেখলেই বুঝতে পারি যে সারা ত্রিপুরার বর্ডার লাইনে কি অবস্থা হয়। লালসিংমুড়া, সুন্তারমুড়া এবং রাঙাপানিয়া এই সমস্ত জায়গার কথা বলছি। এই সমস্ত গ্রামে একটা কৃষকের ঘরও বাদ নাই যার ঘর থেকে গরু চুরি হয় নাই।

কিন্তু আজও একটি গরুচোরকে ধরা হল না এবং ধরতে পারলো না: সেখানে নাকি বলছেন আউটপোষ্ট বসানোর প্রয়োজন ইনটিরিয়ারে? সেখানে নয়। প্রয়োজন কেন? সমাজদ্রোহী যারা তাদের আটক করার জন্য, তাদের দমন করার জন্য। এখন সমাজদ্রোহী কারা? এ' গরু চুরি যারা করে তারা নয় কি? যারা জনতার জন্য কাজ করতে চায়, যারা জনস্বার্থে কাজ করতে চায় তারাই নাকি সমাজদ্রোহী তাদের চক্ষে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজ এই যে গ্রাম দেশে এবং পাহাড়ে যে সমস্ত পুলিশ আউটপোষ্ট রাখা হয়েছে, যেখানে পুলিশ রাখা হয়েছে, তাদের কি কাজ? কি কাজ আমরা দেখি, অনেক প্রমাণ দেওয়া চলে, অনেক ইনস্ট্যান্স এখানে তুলে ধরা চলে। আমার সেই সময় থাকবে না, অতো সময় আমি নিতে চাইনা। কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে যদি আমি বলি তা হলে জিজ্ঞাসা করব এই, দুষ্কৃতকারী কারা? কাদের স্বার্থে পুলিশ কাজ করছে। অমরপুরের ব্যাপারে সেখানে নিরীহ জুমিয়া যারা তারা সেখানে জমি পেয়েছে এবং সরকারের তরফ থেকেই তাদেরকে সেখানে বসবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং নিশ্চয় সেখানে থেকে উচ্ছেদ হবে না এই রকম একটা নিশ্চয়তা তাদের দেওয়া হয়েছে। সেখানে কিনা পুলিশ তাদের ঘরে গিয়ে তাদের উপর নির্যাতন করছে। আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত কুকিকে সেখানে সমাজদ্রোহী নাম দেওয়া হয়েছে এই সম্পর্কে যখন তিনি সেই জুমিয়াদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কথা বলতে যান এবং ন্যায় বিচার যাতে সেখানে করা হয় সেই সমস্ত দেখবার জন্য যান তখন। কাজেই সমাজদ্রোহী কারা তাদের চক্ষে সেইটা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। কাজেই এই যে আমি দেখি, আমি হয়ত দেখব আমার কাটমোশানের বিরুদ্ধে উত্তর দিতে গিয়ে ইমার্জেন্সীর কেইস্ এই সমস্ত কথা আবার উঠবে, সমাজদ্রোহী, এই সমস্ত কথা একটা গদ হয়ে গেছে। আর কোন কথা বলবার সুযোগ পায় না তখন সমাজদ্রোহী, ইমার্জেন্সী, এই সমস্ত কথাই উঠে। আমি গত বাজেট ডিস্কাশনে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য উল্লেখ করে দিতে চাই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি কয়েকটা মিনিট চাই। তিনি বলেছেন দলে দলে উদ্বাস্তু আসা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আমরা উদ্বাস্তুদের নেবার জন্য প্রস্তুত, উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্য প্রেরণের জন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন। আমরা আজ জানতে পেরেছি মনুতে ১৮০ জন বুদ্ধিষ্ট এসেছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের ভিতর যাতে অন্তর্ঘাতি কার্যাকলাপ না ঘটে তার জন্য বিরোধী পক্ষের

কোন কোন সদস্যকে ডেটিনিউ হিসাবে রাখা হয়েছে। তাদের জন্য আমরা বাজেটে প্রভিশন করেছি। ইমার্জেন্সীর জন্য করেছিলেন ডেটিনিউ আটক, না এই সমস্ত নিজেদের মনগড়া যুক্তি দেখিয়ে তাদের আটক করবার জন্য ফন্দী করেছিলেন ? এই বক্তব্যগুলি আজকে তিনি ইমার্জেন্সী বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। সমাজদ্রোহী বলে তিনি আবার চিৎকার দেবেন, বেশ। যুক্তির কোন কথা নয়। জন-গণতন্ত্র নাকি ওরা বলে, জন-গণতন্ত্র নাকি তাদের অর্থে হিংসায় বিশ্বাসী এবং ওটা চীনের নাকি একটা নুতন, আবিষ্কার। এটা চৎকার অদ্ভুত একটা যুক্তি বটে। এই জন-গণতন্ত্র সেটা নুতন সেটা কে বলল তা আমি জানি না। আমার কংগ্রেসী বন্ধুগণ তারা কি জনতার গণতন্ত্র চান না। জনতার গণতন্ত্র বলতে হিংসাত্মক একটি ধ্বনি কি করে এখানে আনলেন তা আমি বুঝতে পারছি না এবং এই শব্দ চীন, বর্তমান চীন সরকার গঠিত হওয়ার পূর্বে সেই মার্কস এর আমলেই জন-গণতন্ত্র এর উৎপত্তি হয়েছে। আজকে কিনা চীন না কি এটা আবিস্কার করেছি। কাজেই এই সমস্ত অদ্ভুত যুক্তি যে কোথায় থেকে কংগ্রেসীরা পায় আমি তা বুঝতে পারি না। আজকে আমাদের কংগ্রেসী বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনারা বলেন, আপনারা সমাজতন্ত্র চান, আপনারা গণতন্ত্র চান, জনতার গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র আপনারা চান না। এই জনতার গণতন্ত্র শব্দটা নিয়ে আপনারা বিভ্রান্ত কেন ? আর এই গণতন্ত্র আপনারা চান কাদের জন্য, আপনারা চান একচেটিয়া পুঁজিবাদী যারা নাকি ধনী, কালবাজারী যারা করে তাদের জন্য এই গণতন্ত্র আপনারা সৃষ্টি করতে চান। জনতার যে প্রকৃত গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী বা উদ্দেশ্য নয়।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Pramode Ranjan Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরায় প্রায় ৬০০ মাইল এই সীমান্তে বর্ডার আউটপোষ্ট আছে এবং যে পুলিশ বাজেটে যে ডিমাণ্ড তাতে এক কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা আছে। সেই বর্ডার আউটপোষ্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এটা সত্য যে ত্রিপুরা পাকিস্তান কর্তৃক বেষ্টিত এবং পাকিস্তান থেকে আমাদের দেশকে তাদের আক্রমণ এবং তারা যে সব কার্য্যকলাপ করছে সেই সব কার্য্যকলাপ থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে। সেই দিক দিয়ে বর্ডার আউটপোষ্ট করা দরকার, ষ্ট্রেংদেন করা দরকার। যেখানে বর্ডার আউটপোষ্ট নাই সেই সব যায়গায় নুতন আউটপোষ্ট করা দরকার। ইদানিং একটা ঘটনা ঘটেছে এবং যে জন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে যেখানে বলা হচ্ছে পাকিস্তান বর্ডারের পাশে বর্ডার আউটপোষ্ট করা হচ্ছে কিন্তু আমি জানি যে খেংরাবাড়ী থেকে শিমনা পর্য্যন্ত প্রায় ২০ মাইলএর মতো যায়গায় কোন বর্ডার আউটপোষ্ট নাই এবং সেখানে কেটল লিফটিং, শুধু কেটল লিফটিং নয় স্মাগলিং ও সেই পথ দিয়ে বহুদুর বর্ডার এর ভিতর পর্য্যন্ত চলছে, কিন্তু তার কোন প্রটেকশন নাই। সেইদিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে. উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে বর্ডার আউটপোষ্ট করা হয় নাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বর্ডার আউটপোষ্ট করা দরকার। কিন্তু ইনটেরিয়রে বহু আউটপোস্ট করা হয়েছে, যেমন শিমনা অঞ্চলে এবং

মোহনপুর অঞ্চলে, চাচুবাজার, বেলফা এবং সোনারামে আউটপোষ্ট করা হয়েছে; আমি যে প্রশ্ন রাখছি আজ সেই ক্রাইমের যে ডাটা সেই ডাটা যদি দেখেন আমি বলব সোনারাম এ এমন কোন ক্রাইম হয় নাই, যার জন্য এমন কোন জাষ্টিফিকেশন আছে যে সোনারামে কোন আউটপোষ্ট হতে পারে, এবং সেই সব বেলফা কিম্বা চাচুবাড়ী অঞ্চলে ক্রাইমের ডাটা নিন সেখানে কোন আউটপোষ্ট জাষ্টিফাই করবে না। কিন্তু সেখানে আউটপোষ্ট করা হয়েছে এবং সেই আউট পোষ্ট করা হয়েছে যে সিটিং জোনাল S.D.O. মহাশয় সংগঠন করেছিলেন দলীয় স্বার্থে। আমি বলব দলীয় স্বার্থে কি জন্য যে চাচুবাজারে মিটিং হয়েছিল এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও গিয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রসারের জন্য এবং সেই মিটিংএর মধ্যে চাচুবাজার আউটপোষ্ট এর যে পুলিশ তারা সক্রীয় অংশ গ্রহণ করেছিল এবং লোককে ধমক দিয়েছে যে তোমরা যদি মিটিংএ না যাও তবে তোমাদের গ্রেপ্তার করা হবে। শুধু তাই নয়, গ্রামের জীবনকে উত্ত্যক্ত করে তুলেছি সেই সমস্ত আউটপোষ্টের লোক। আমি প্রমাণ দিতে পারি যদি কোন অফিসার, কোন উর্দ্ধতন অফিসার কিম্বা কোন কংগ্রেসের লোক আমার সাথে যান সেইসব গ্রামে গিয়ে মুরগী নিয়ে আসে জোর করে। সাধারণ একটা ব্যাপার, একটা ঘোড়া গ্রামের একজনের ক্ষেতের থেকে অন্য জনের জমিতে ধান খেয়েছিল। সেই ঘোড়াটাকে ধরা হয় এবং সেইটা নিয়ে একটা গোলমাল হয়, তাতে ৭০ টাকা আদায় করেছে এই গরীব কৃষকের হাত থেকে চাচুবাজারের আউটপোষ্টের লোক। এবং বেলফাতে একটা সাধারণ বিষয়ে নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপারে একটা মারামারি করে তখন দুই পক্ষকে ধরে, দুই পক্ষকেই আটক করে একটা কেইস ঠিক করে রেখেছে এবং তারপরে ১৫০ টাকা আদায় করেছে। তার যদি আপনারা তদন্ত করতে চান, তদন্ত করুণ আমি সেই তদন্তের মোকাবিলা করতে রাজী আছি এবং সেই তদন্তে যদি সেটা প্রমাণিত না হয় তবে যে কোন শাস্তি আমাকে হাউস দিতে চান সেই শাস্তি আমি গ্রহণ করতে রাজী আছি। এইতো পুলিশ খেলা বর্ডারের ভিতর চালাচ্ছে। সেইজন্য আমি বলছি যে আউটপোষ্টগুলি রাখবার কোন অর্থ নাই। কোন কারণ নাই। সেখানে কোন ক্রাইম দুই তিন বৎসরের মধ্যে বা ১০ বৎসরের মধ্যে হয় নাই সেখানে দেখা যায় যে সেই আউটপোষ্ট করা হয়েছে। সেই আউটপোষ্ট দলীয় স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নয়, কংগ্রেসের প্রচারের কার্য্য ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ সেই সব এলাকাগুলি হচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টির শক্ত ঘাটি এবং সকলে সেখানে যে গরীব কমিউনিষ্ট পার্টি কৃষক জনতার স্বার্থ দেখে, সেই স্বার্থকে উর্দ্ধে রেখে আন্দোলন করে, তাদের যে দুঃখ কষ্ট সেই দুঃখ কষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করে তারা চলে সুতরাং সেই ঘাটিগুলি ধ্বংশ করতে হবে কারণ তারা কমিউনিষ্ট পার্টিকে ভোট দিচ্ছে, কমিউনিষ্ট পার্টির উপর তাদের আস্থা আছে, তারা তিন তিনটি নির্বাচনে মোহনপুর এলাকায় কমিউনিষ্ট পার্টিকে ভোট দিয়েছে এবং কংগ্রেসকে পরাস্ত করেছে কাজেই সেই এলাকা ধ্বংশ করতে হবে। তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা অপহরণ করতে হবে, তার জন্য এই আউটপোষ্ট। এই যে ব্যক্তি স্বাধীনতা তাকে অপহরণ করার জন্য এই আউটপোষ্ট তা ছাড়া এই আউটপোষ্ট এর আর কোন কারণ নাই। যদি এই আউটপোষ্ট এর প্রকৃত প্রয়োজন থাকতো তা হলে আমি বলতাম যে এখানে আউটপোষ্ট এর দরকার। আমি যে

যে উদাহরণ দিচ্ছি বর্ডারে পাকিস্তানী আক্রমণ, পাকিস্তানী ইনফিলট্রেশন আর গরু চুরি, একটাও বাড়ি নাই যেখান থেকে গরু চুরি যায় না, প্রত্যেক দিনই গরু চুরি হচ্ছে। আমাদের সিধাই থানা এলাকার কথা বলছি যে প্রত্যেক দিন গরু চুরি হচ্ছে। কি করে গরু চুরি হচ্ছে যদি বর্ডার আউটপোষ্ট থাকে ? তারপর স্মাগলিং আমি বলছি টি,আর,এ, ২৮৭, প্রত্যেক দিন কত পেকেট কক পেটী বোঝাই স্মাগলিং হচ্ছে আলকাতরা যাচ্ছে, হলুদ যাচ্ছে. সিধাই এলাকায় খোঁজ করেন হলুদ কত পরিমাণ. বিড়ি কত পরিমাণ এ' এলাকায় লাগতে পারে ? কিন্তু এই যে ট্রাকের পর ট্রাক প্রত্যেক দিন বিড়ি যাচ্ছে সিধাই থানার বুকের উপর দিয়ে মোহনপুরের উপর দিয়ে যাচ্ছে, কত যাচ্ছে, কি ভাবে যাচ্ছে তার কোন হিসাব কি আর পুলিশ দিতে পারে না। কিন্তু সেই কাজ করতে পুলিশ নারাজ। কারণ সেখানে অন্য ব্যাপার আছে। চেক্‌পোষ্ট. প্রত্যেকটি চেকপোষ্ট ইজারামহল। পুলিশের ইজারামহল চেকপোষ্টগুলি। আমি নিজে দেখেছি এক দুই টাকা দিতে হয় গাড়ী ওভারলোডের জন্য। তারপর সব মাফ। এইতো চলেছে। এই ট্রাফিক পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশকে দেখেছি যে--

মিঃ স্পীকার—দি হাউস ষ্টেণ্ড এডজোরণ্ড টিল টু পি, এম।

Mr. Speaker—The discussion on demand for grant No. 12 is to continue. I would now call on Sri M. L. Bhowmik, Dy, Minister.

Sri Manindra Lal Bhowmik—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই House এ যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী পুলিশ খাতে উত্থাপন করেছেন আমি এই দাবী সমর্থন করি। এই দাবীর উপর বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যে সকল ছাঁটাই প্রশ্ন এসেছে আমি তার বিরোধিতা করছি। বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যগণের যে আলোচনা এই cut motion এর উপর তাতে এই কথাই আমার মনে হচ্ছে যে. তারা মনে করছেন যে ত্রিপুরাতে যে সি, ও. পি, ও, পি এবং যে সমস্ত পুলিশ ষ্টেশান আছে—যে সংখ্যা আছে তা ত্রিপুরাতে প্রয়োজন নাই। আরো কম হলেও চলত। এই হচ্ছে তাদের কথার সারমর্ম।'

(Inturription)

Yes, তাই আমার মনে হচ্ছে, যে এই সংখ্যা আমরা এত করেছি যে তারা মনে করছেন যে সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পুলিশ excess ত্রিপুরা রাজ্যে এত বেশী হচ্ছে যেন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে একটি পুলিশ রাজ প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না যে কোন রাজ্য পুলিশ ছাড়া চলতে পারে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে পুলিশ নেই, পুলিশ Deptt নেই

(Interruption)

Please dont disturbe me, তা তারাই মনে করতে পারেন যারা মনে করেন যে দেশে অরাজকতা চলুক, দেশে নর হত্যা চলুক, দেশে হাহাকার চলুক, দেশে শান্তিপ্রিয় মানুষ যাতে বাস না করতে পারে এই রকম অবস্থা যারা চান তারাই মনে করতে পারেন যে পুলিশের প্রয়োজন নেই। আমরা সকলে জানি ত্রিপুরা সীমান্ত সুদীর্ঘ এবং সেই সীমান্ত প্রায় ৭০০ মাইল। এই সুদীর্ঘ সীমান্তকে আমাদের সুরক্ষিত করতে হবে--সুদৃঢ় করতে হবে। পাকিস্তানের হামলা আমাদের সীমান্তে প্রায় সব সময়ে চলছে। পাকিস্তানে আমাদের গো-সম্পদ চলে যাচ্ছে। সীমান্তে এই

জাতীয় ঘটনা প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। আমরা একথা দাবী করিনা যে সীমান্তের সবকিছু ঘটনা বন্ধ হয়ে গেছে। এবং তা সম্ভবও নয়। এত বড় বিস্তৃত সীমান্তে এ জাতীয় ঘটনা ঘটবেনা। এটা আমরা আশা করতে পারিনা, ঘটবেই। সীমান্তের ঘটনা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ঘটে। আমাদের রাজ্যেও ঘটছে আমরা সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করছি। সীমান্তে Smuggling. cow-lifting এই সমস্ত যে সব অপরাধ ঘটছে তা আমরা বন্ধ করতে চেষ্টা করছি। আমরা এই কথা দাবী করছি না যে সীমান্তের এই সমস্ত ঘটনা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তা ছাড়া অভ্যন্তরে যে চৌকি আছে. out post আছে তারও প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা একথা মনে করতে পারিনা যে অভ্যন্তরে কোন প্রকার অপরাধ ঘটছে না। ত্রিপুরার অভ্যন্তরে ডাকাতি হচ্ছে না. নরহত্যা হচ্ছে না, চুরি হচ্ছে না. রাহাজানি হচ্ছে না। পূর্বে যেমন হচ্ছিল তার তুলনায় ঘটনা অনেক কম হচ্ছে। কাজেই বি, ও, পি থাকা প্রয়োজন। বি, ও, পি, রাখলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের Democratic right, civil right ক্ষুন্ন হচ্ছে বলে যে অভিযোগ করেছেন সেটা আমরা স্বীকার করি না। Democratic rights, civil rights অক্ষুন্ন রাখার জন্যই ও, পি-র প্রয়োজন। কারণ শান্তিপ্রিয় নাগরিক যারা তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস করতে চায়। কাজেই তাদের শান্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্য দেশের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমাদের ও, পি'র প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে ও, পি, সংখ্যা আমরা আরো বাড়াতে পারি। তারা বলছেন ও, পি'র প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা বলছি যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ও.পি'র সংখ্যা আরো বাড়াবো। কারণ আমরা চাই ত্রিপুরার যারা মানুষ তারা যেন ঠিক ঠিক ভাবে তাদের civic right, democratic right exercise করতে পারে। কারণ আমরা জানি ত্রিপুরার অনেক মানুষ এখনও শান্তিপূর্ণভাবে তাদের civic right. democratic right exercise করতে পারছেন না। এবং পুলিশ station এর কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে পুলিশ station এর প্রয়োজন নাই। আমাদে মাননীয় এক সদস্য বলেছেন যে বাইকুড়াতে যে পুলিশ station করা হয়েছে তার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বিস্মিত হয়ে যাই যে এত বড় একটা অঞ্চলের জন্য উনি Police Station এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন না। একদিকে বিলোনীয়া আর একদিকে সাব্রুম তার মাঝখানে এত বড় একটা অঞ্চলে কোন পুলিস Station থাকবেনা। এবং অঞ্চলের মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস করছে এবং কোন অপরাধ ঘটছেনা একথা তিনি কি করে ভাবছেন। এখনও সেই জায়গায় নানাবিধ অপরাধ ঘটছে। এবং তার সংখ্যা এতদিন অত্যন্ত বেশী ছিল। বাইকুড়াতে এই পুলিশ Station হওয়ার পর সেখানকার অপরাধের সংখ্যা অনেক কমেছে। এই সমস্ত পুলিশ Station হওয়াতে অপরাধের সংখ্যা যে কমেছে তার একটি চার বৎসরের Statement আমি এই হাউসের সামনে রাখছি। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ পর্য্যন্ত Statement দিব।

	Docoity	Robbery	Burglary	Theft	Murder	অন্যান্য অপরাধ	Total
১৯৬১— ২৭	৪০	৬৪১	১০১৭	২২	১১১৪	২৮৬৫
১৯৬২— ৮৮	৪৭	৪৩০	১১৩৬	৩১	১২৮০	৩০১২
১৯৬৩— ৩৬	৩৭	৬৬০	১২০৪	২১	১৩৩৩	৩১৩৬
১৯৬৪— ৬১	৩৩	৪৩০	৮৩১	২৫	১২০৩	২৫৮৪
১৯৬৫— ৬ upto 15/3/65	২	৮৬	১৫২	৪	২৩৯	৪৮৯

(interruption)

হ্যাঁ, কোন কোন অপরাধের সংখ্যা বাড়তে পারে কিন্তু total figure কমছে। (interruption) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা যদি দেখি যে অপরাধীর সংখ্যা না কমে বেড়ে যাচ্ছে তা হলে আমরা ও, পি'র সংখ্যা আরো বাড়াবো। (interruption) আপনারা বলছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন শান্তি বিরাজ করছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশ station বাড়ানোর দরকার নেই O'P খোলার দরকার নেই। (interruption) মাননীয় সদস্য দাসগুপ্তের একটা প্রশ্ন ছিল যে মোহনপুরে কোন বি, ও পি নাই। এটা আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সেখানে কোন বি, ও পি দেওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখব। (interruption) মাননীয় সদস্য শ্রীইসলাম সাহেব (interruption)।

Mr. Speaker—Time is up.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আর পাঁচ মিনিট সময় চাইছি। মাননীয় ইসলাম সাহেব বলেছিলেন যে অনেক পুলিশ কর্মচারীকে বাড়ী ভাড়া দেওয়া হচ্ছে না। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে Govt. of India র circular থাকা সত্বেও Addl. S. P. এমন একটা circular issue করেছেন যার ফলে যারা বাড়ী ভাড়া পাওয়ার জন্য eligible তারা ও পাচ্ছেন না। আমার মনে হয় সেই circularটা কি Govt. of Indiaর না West Bengal এর সে কথা তিনি বলেন নি। West Bengalকে আমরা follow করছি, সেটা তিনি না জেনেই হাউসে একটা ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন বলে আমি মনে করি। (interruption)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় I am reading out that circular. Letter of the Inspector General of Police, West Bengal addressed to S. P. Tripura, "In reply to letter No. quoted above I am directed to inform you that house rent allowance is not

orginally admissible to Police Officers in West Bengal and bellow the rank of Inspector of Policc. All inspectors down to A.S.I. and also head constables and constables not exceediug 25·/· of the sanction strength are eligible house rent. When they were not provided with rent free Govt. quarters subject to the condition that they actually hire houses case for house rent. admissible to these personnel have already been furnished to you with this office letter——, House rent allowance at the rate of Rs. 50/- each month is admissible to the Dy. Subdt. of Police." i. e. তিনি বলছেন যে হাউস rent আমরা দিচ্ছি না। কিন্তু যে সমস্ত condition এ governed হয় এটা পাওয়ার পক্ষে সেটা বোধ হয় মাননীয় সদস্য জানেননা। যদি কোন কর্মচারী পৈত্রিক বাড়ীতে থাকে তা হলে he can not claim house rent, যদি কোন কর্মচারী আত্মীয়ের বাড়ীতেও থাকেন এবং সেটা যদি justified না হয় যে তিনি বাড়ী ভাড়া দিচ্ছেন তা হলেও his claim is not justified (interruption) তিনি বলেছেন যে কাউকেও বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয় না that is not a fact. 25,/· of the sanctioned strength দেওয়া হচ্ছে। সরকারী বাড়ীর জন্য যারা আবেদন করছেন on priority basis তাদের সরকারী বাড়ী দেওয়া হচ্ছে। আর যারা নিজের বাড়ী বা আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে ভাড়া না দিয়েও এই জাতীয় claim করছেন তাদের caseগুলি enquiry করে দেখা হয়। তারপর যদি তাদের claimগুলো justified হয় তারপর তাদের House Rent দেওয়া হয়।

(Interruption)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আপনি আমায় অনুমতি দেন তাহলে পরে আমি Central Govt. এর circularটা পড়ে শুনাচ্ছি।

Letter from K. Rajaram, Under Secretary to the Govt. of India,

"I am directed to convey the sanction of the President to the grant of rent free Govt. accommodation to the Police personnel of and below the rank of Inspector. In case where there is no residential accommodation within the office premises, the personnel may he required to live at or near the place of their duty and may be paid House Rent Allowance limited to the actual amount of house rent paid by the persons concerned, subject to aminimum of 10·/· of pay or the House Rent admissible to the corresponding employees in West Bengal. whichever is less.

(Interruption)

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক—There are Rules এবং rules অনুযায়ী governed হ'চ্ছে যদি কোন কর্মচারী ভাড়া না দিয়েও Govt. থেকে ভাড়া আদায় করবার চেষ্টা করছেন—আমরা মনে করি তারা নিজেদের বাড়ীতে বা আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে ভাড়া না দিয়েও বাকী ভাড়া দাবী করছেন।

(Interruption)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কোন ভাড়া দিচ্ছি না, আমি সরকারী বাড়ীতে থাকছি। মাননীয় সদস্য একটা অসত্য (iterruption) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আমায় আর একটু সময় দেন।

Mr. Speaker—No more time. I would now call on Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোরচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand no. 12—পুলিশ খাতে প্রায় দেড় কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ এখানে বাজেটে রাখা হয়েছে। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় তিন দিকেই পাকিস্তান, সীমান্ত আমাদের সুরক্ষিত করতে হবে। সীমান্তে যে সকল অধিবাসী আছে তাদের জীবনকে বাঁচাতে হবে এবং দেশের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু আজকে যদি সমস্ত বাস্তব ঘটনাগুলি আমরা দেখি তা হলে দেখতে পাব যে উদ্দেশ্যে আমরা এই ব্যয় বরাদ্দ রাখি, সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই পুলিশ ফোরস রাখি সেই উদ্দেশ্যের বিপরীত ঘটনাই আজ আমরা দেখতে পাই। সাধারণভাবে যদি বলতে হয় তা হলে বলতে হবে আজকে আমাদের সেই গণতন্ত্র সেইটা পুলিশের বগলের তলে। আজকে সমস্ত গণতন্ত্রের কর্তা হল পুলিশ। একটা সাধারণ ঘটনা আমরা যদি R. M, S. চৌমুহনীতে যাই তা হলে দেখতে পাই সেখানকার পুলিশের তৎপরতা কতদূর। আমাদের জনসাধারণের যে নাগরিক অধিকার আছে আজকে প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে এগুলিতে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে. এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায়। যদি আমি সময় পাই তা হলে এ সকল ঘটনার উল্লেখ করার চেষ্টা করব আজকে পুলিশ কিভাবে রাখা হয়—গ্রামাঞ্চলে সেখানে মানুষ শান্তিপূর্ণ ভাবে বসবাস করে সেখানে Police Out Post বসান হয়েছে। কারণ যেহেতু সেখানে সরকারের বিরোধী দলগুলি organised সেই organisation কে ভাঙ্গতে হবে। এবং সেখানে Congress সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকে interriorএ এই সকল Police Out Postগুলো বসান হয়েছে। যেমন গোলাঘাটি, চম্পকনগর, মানদাই বাজার ও চাচু বাজার।' এইভাবে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যেমন খোয়াইতেও অনেক Out Post বসান হয়েছে। অর্থাৎ যে কোন প্রকারে মানুষকে ভয় দেখিয়ে সেখানকার মানুষকে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে নিয়ে আসা অথবা প্রতিনিয়ত মানুষকে নির্য্যাতন করা। বেশ কিছুদিন আগেও, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয়েরাও জানেন, জিরানিয়া টাকার জোলা এবং

সদরে উত্তরের এলাকাগুলিতে পুলিশের তাণ্ডব যে কিভাবে চলেছিল। অনেক false case দায়ের করা হয়েছিল। কার্য্যত সেগুলি সব dismiss হয়ে গেছে। একটি মানুষকেও তারা সাজা দিতে পারে নাই। সেখানে মিছিমিছি মানুষকে হয়রানী করার জন্য Police out post গুলি বসান হয় এবং case দায়ের করা হয়। যেমন একটি ঘটনা চাচু বাজারের ব্রজেন্দ্র দেববর্মা, তাকে তিন মাস পর্য্যন্ত হাজতে রাখা হল তারপর জামিন পেল। আবার ধরে নিয়ে আসা হলো এবং case হলো। Court এ case dismiss হয়ে গেল। অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে কোন case বা charge sheet পর্য্যন্ত দিল না। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হল মানুষকে এইভাবে harrass করা। ইদানিং কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে যে অবস্থা চলছে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। খোয়াইতে বিশ্বনাথ দেববর্ম্মা, যার বাড়ী হলো মোহনপুর এলাকায় উরুয়াবাড়ী সে পাঁচটি গরু চুরি করে নিয়ে আসল। তারপর সেখানকার গাঁও প্রধান এবং চাচু বাজারের পুলিশ out post এর charge officer এর সহায়তায় তাকে ধরে নিয়ে আসল। পাঁচটির মধ্যে তিনটি গরু হাতে নাতে ধরা পড়ল। সেইগুলি সিধাই থানাতে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু সিধাই থানার দারোগা তাকে কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়ার জন্য বলল এবং সে রাজী হওয়ায় তাকে ছেড়ে দিল। তার বিরুদ্ধে কোন case দেওয়া হল না। এইভাবে আজকে Police force কে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আজকে সীমান্ত অঞ্চলের এলাকাগুলিকে সুরক্ষিত করতে হবে এবং সীমান্তের মানুষের ধন প্রাণ আমাদের রক্ষা করতে হবে। এইগুলি হল পুলিশের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা যদি বিগত ঘটনাগুলির প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে পুলিশের যোগসহায়তায় অনেক অপকর্ম হচ্ছে অথবা পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছে। যেমন হাজার হাজার বস্তা বিড়ির পাতা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা যে মন্ত্রী মহোদয়রা জানেন না তা নয়। এখানে জাগরণ পত্রিকায় একটা ঘটনার কথা উল্লেখ আছে—তা হচ্ছে ৯ই মার্চ ১৯৬৫ ইং। শুধু হেডিংটা আমি পড়ছি। "বস্তায় বস্তায় বিড়ির পাতা চোরাই পথে পাকিস্তানে পাচার। পুলিশ ও কাষ্টমস্ এর গোপন যোগসাজস"। পুলিশ আমরা রেখেছি আমাদের বর্ডার পাহারার জন্য এবং আমাদের ধন সম্পদ বা বিভিন্ন জিনিষ যাতে পাকিস্তানে পাচার না হতে পারে তা দেখার জন্য। কিন্তু তা সত্বেও ট্রাকে ট্রাকে বোঝাই মাল পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনা অনেক, আর গরু ইত্যাদি অহরহ চুরি হচ্ছে। আর একটা ঘটনা যে, যে সমস্ত অঞ্চলে ডাকাতি হয়—যেমন সিধাই থানার এলাকার দুর্দ্দর্ষ ডাকাতেরা বহু মাল লুঠ-পাঠ করছে। এসমস্ত ক্ষেত্রে পুলিশের activity খুব কমই দেখা যায়। এক্ষেত্রে আসামীদের ধরে চালান দেওয়া হয় এবং শাস্তি দেওয়ার যে দায়িত্ব তা তারা করে না। এইভাবে বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু আমি তা করব না শুধু পুলিশকে এই রাজ্যে কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার কয়েকটা ঘটনার কথা উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। যারা পাহাড়িয়া, যারা অনুন্নত, যারা পশ্চাদপদ, নিজেদের মধ্যে চেতনা খুব কম, সমাজের এই সমস্ত মানুষকে জমি থেকে উৎখাত করার জন্য আজকে এই রাজ্যে পুলিশ ব্যবহার করা হয়। এইরূপ ঘটনা বিভিন্ন Sub-division এ দেখেছি যেখানে পাহাড়িয়ারা বহু বৎসর ধরে যে সব জায়গাজমি তাদের দখলে রেখে চাষবাস করে যাচ্ছে সেখান

থেকে তাদিগকেআজকে উৎখাৎ করে নতুন লোক বসানোর জন্য পুলিশ ব্যবহার করা য়। পুলিশকে আজকে তাদের নিজেদের সুযোগ সুবিধার জন্য ব্যবহার করছে। এটা অত্যন্ত অপরাধজনক। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বাজেটে পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হচ্ছে তার উল্টা কাজই হচ্ছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would call on Shri Hlura Aung Mog.

শ্রীলুড়া আং মগ--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পুলিশ বাজেটের উপর আলোচনা এখানে হচ্ছে তার দিকে তাকালে মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গিয়েছে যার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে যার জন্য কতগুলি Out Postএর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। একটু আগে আমাদের Dy. Minister বলেছেন যে কোন্ দেশ আছে পুলিশ শাসনের বাহিরে। তিনি আয়ুব খানের পাকিস্তানের স্বপ্ন এখানে দেখছেন এবং এখানে গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করার জন্য এই সমস্ত অযৌক্তিক কথা বলে পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন। এখানে যে সমস্ত আদিবাসী এলাকা আছে সে সমস্ত এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এখানকার মানুষকে অন্য দেশে তাড়ানোর চেষ্টাকে আমি ষড়যন্ত্রমূলক বলে মনে করি, বিভিন্ন জায়গায় কৃত্রিমভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করে সেখানে আদিবাসীদের মধ্যে নানাভাবে মামলা মোকদ্দমায় জড়াচ্ছে। কাঞ্চনপুর এলাকায় যে সমস্ত রিয়াংরা জমির মধ্যে বসে আছে, সেখান থেকে তাদেরকে উৎখাত করে দেওয়া হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বন্দুকগুলি সিজ করে নেওয়া হ'ল, এরকম সংবাদও পাওয়া গেছে : এই সকল কারণে তারা দেশ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে : এই এই সমস্ত কার্যাকলাপের দরুণই এই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা কোন প্রকারে ব্যাহত হয়নি। সেই বিশ্বাস আমি রাখি, আমাদের বর্ডার এলাকাকে সুরক্ষিত করতে হবে, কিন্তু তা সুরক্ষিত করতে গিয়ে আমাদের B. M. P. রা কি অবস্থা সৃষ্টি করেছে? বিলোনীয়ার নজীর দেখিয়ে আমি বলতে পারি সেখানে একজন পাহাড়ীয়া রমণীকে সিনেমার নাম দিয়ে রাত্রিতে কি ভাবে অপহরণ করে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। আর একটা ঋষামুখের B. M. P. Police সেখানকার ৪ জন ধান কাটার শ্রমিককে কিভাবে প্রহার করে তা পত্রিকায় সংবাদ বের হয়েছে। কিন্তু এইগুলির কোন প্রতিকার আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। B. M. P. দের জুলুমের সংবাদ ১২ই ডিসেম্বরের জাগরণ পত্রিকায় বের হয়েছে। ঋষামুখে গত ১লা ডিসেম্বর বেলা ১০ ঘটিকায় বিলোনীয়া B. M, P. Camp এর অন্তর্ভুক্ত একজন Police অভয়নগর গ্রামে প্রবেশ করে ধান কাটা রত ৪ জন শ্রমিককে ধানের ভার দিয়া অমানুষিক ভাবে প্রহার করতে থাকে এবং রাস্তায় চলার কালে ও আর একজন কৃষককে সেখানে প্রহার করেছেন। S. D. O.এর কাছে এই সম্বন্ধে তারা দরখাস্ত দিয়েছেন। কিন্তু ফল আজও পাওয়া যায়নি। আমরা যাদের বিশ্বাস করে আমাদের বর্ডার সুরক্ষিত করার জন্য রেখেছি, এই হ'ল সেই B M,P. যাদের জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা উড়াচ্ছি। আজ

তারা যে কিভাবে আমাদের নাগরিকদিগকে হয়রানি করতেছে তার একটা জলন্ত প্রমাণ এখানে। আর একটি হ'ল সেখানে সুরক্ষিত করার জন্য তাদের রাখা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি অবাধে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। অথচ সেদিকে কোন নজর নেই। জাগরণ পত্রিকায় ৯ই মার্চ্চ সংবাদ দিয়েছেন, তার heading হ'ল "বিড়ি পাতা পাচার"। ৮ই মার্চ্চ গতকল্য রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকায় বিধানসভার সদস্য শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর সন্নিকটে ৩৬২ নং ট্রাকটি যখন ১৬ গাইট বিড়ির পাতা কালো বাজারে নিয়ে যেতে ছিল, তখন স্থানীয় যুবকগণ তাদিগকে আটকায়। কিন্তু কাণ্ডলীলা যদি এই সমস্ত সদস্যদের বাড়ীতে ঘটিয়া থাকে, তার শাসন কে করবে? সমস্ত কালো বাজারী এদের পকেটের মধ্যে। কাজেই তারা সেই কালো বাজারীকে police দিয়ে তো দমন করবে না, police সেখানে হাত দেবে না, কি জানি যদি তাদের চাকুরী চলে যায়। তারপরে আরো একটি ঘটনা বলে রাখছি যে police out post থাকা সত্বেও গরু চুরি হচ্ছে কেন? ১৯ই আগষ্ট ১৯৬৪ ইং "জাগরণ" পত্রিকা। "Police থাকা সত্বেও গরুচুরি অব্যাহত কেন? Police out post থাকা সত্বেও সমরগঞ্জ, অভয়নগর প্রভৃতি গ্রামের কৃষকদের গরু অহরহ চুরি হইতেছে। যার ফলে ঐ সমস্ত এলাকার বহু কৃষক গরুর অভাবে হালচাষ করিতে পারিতেছে না।" এই যে অবস্থা চলতেছে বিলোনীয়া এবং ঋষ্যমুখে পর্য্যন্ত, তার একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম। একটু আগে মাননীয় উপমন্ত্রী বলেন যে Central থেকে Police-র house rent সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে, সেটা Central Govt. এর circular। কিন্তু এখানে Govt. of Tripura, office of the supdt. of police থেকে যে memorendum দেওয়া হয়েছে তাতে লেখা আছে যে যারা নিজের বাড়ীতে থাকে, তারা পাবে না। কিন্তু এই কথা তো Central Govt. থেকে বলে দেয়নি, আমি এই কথাটুকু এখানে রাখব। এই রকম যদি হয়ে থাকে তবে আমরা যে police চাই, এবং তাদের যে সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার তাহা আমরা চাই, কিন্তু police জুলুম করে আমাদের নাগরিকদের মধ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করবে, তা আমরা আশা করি না। সেখানে মন্ত্রী মহোদয়রা গলাবাজি করে বলবেন যে আমাদের বর্ডার সুরক্ষিত ও আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য police এর প্রয়োজন। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি কি? তারা পাহাড়ীদের মধ্যে police সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং police-র রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করছে। যার ফলে আজ নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হতে চলেছে। আমাদের এই সভার কয়েকজন সদস্য ও parliament এর একজন সদস্যকে আটক করে রাখা হয়েছে। আর সাফাই গেয়ে তারা Central Govt. থেকে sanction এনে police, রাজত্ব কায়েমের চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটা আমরা কিছুতেই পছন্দ করব না. গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদিগকে দিতে হবে।

Mr. Speaker— I call on Shri Hemanta Deb.

Shri Hemanta Deb— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পুলিশ বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আলোচনা করতে হয় যে পুলিশ খাতে টাকা বরাদ্দ রাখার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সুপারিশ

করেছেন সেটা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে পুলিশখাতে টাকা দেওয়ার অর্থ জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা। আমি জানি পুলিশ সব সময় জনসাধারণকে সাহায্য করবে, পুলিশ শান্তির প্রহরী। কিন্তু পুলিশ post এ এবং police office এ আমরা দেখি যে বিভিন্ন poster এ অনেক কিছু লেখা থাকে। পুলিশ তাদের কাজ কর্মের মধ্যে তার কোন সম্পর্ক রাখেনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে যে পুলিশ রাজত্ব চলেছে এটা আমার মনে হয় যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যারা মন্ত্রিত্বের গদিতে আছেন এবং যারা কংগ্রেস দলে আছেন তারাই একমাত্র এই পুলিশ রাজত্ব পছন্দ করবেন। কিন্তু হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ এটা পছন্দ করেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটুকু বলতে চাই এই যে ভিতরে এই Police গুলো বসানো হয়েছে। এই বসানোর ফলে এমনই অবস্থা হয়েছে যে সাধারণ একটা ঘটনা যেমন গ্রামের মধ্যে গরু ধান খেয়েছে, এরজন্য পুলিশের কাছে হয়রানি। আজ সকালের ঘটনা। কাইরাই বাড়ীতে দুই কৃষকের মধ্যে খাসের জায়গাতে জঙ্গল কাটার ব্যাপার নিয়া ঝগড়া হয়েছে। একপক্ষ হলেন কংগ্রেস। যেইমাত্র সেই সাধারণ কৃষক জঙ্গল কাটতে আরম্ভ করল (Interruption)

আর এক পক্ষ কংগ্রেসও নয় কম্যুনিষ্ট ও নয় তাকে ধমক দিল যে, খবরদার উঠে যাও নাহলে এখনি পুলিশে খবর দেব। সে আবার কানে শুনতে পায় না। কাজেই শুধু এইরকম ছোট খাট ঘটনায় পুলিশ ডাকা হচ্ছে। কৃষক আজ শান্তিতে তার চাষবাস করতে পারছে না। আমি গত মিটিংএ কোন পুলিশ কত টাকা ঘুষ নিয়েছে তার একটা লিষ্টি দিয়েছিলাম। এই রকম কত ঘটনা যে ঘটেছে তার কোন হিসাব নাই। তবে যদি কংগ্রেস শাসকরা এই কথা বলে থাকেন যে এইটাই শান্তি, এটাই শাসন তা'হলে আমার আর কিছু বলার থাকে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার গ্রামে আমার বাড়ীর পাশে একজন গাঁও প্রধান সুরেন্দ্র দেবনাথ। সেই দেবনাথ অতি ভদ্র অতি শান্তশিষ্ট। তিনি কোনদিন কোন মামলায় যায় নাই। যে কোন কারণে হউক একটা মামলায় তাকে যেতে হল। শেষ পর্য্যন্ত তার নামে কোন case নাই অথচ মিছামিছি তাকে পাকড়াও করতে গেছে। তাকে না পেয়ে তার একটি ছেলে যে Class IX এ পড়ে তাকে arrest করে। ভদ্রলোক অত্যন্ত মনমরা হয়ে বললেন যে, আমি এই জীবনে কোন মামলায় যায় নাই এবং তা জানিও না। কিন্তু অন্যের মামলার সাথে জড়িত করে আমাকে আসামী করে পুলিশ আমার বাড়ী ঘেরাও করে। এই ঘটনার কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। ঘটনাটা হল পুরান আগরতলার গিরিশ সিংহের সঙ্গে তার জায়গা নিয়ে গোলমাল। সেই সিংহ বলল যে শচীন সিংহ আমার আত্মীয়, সেজন্য আমার কোন ভয় নাই, পুলিশ আমার হাতে। কাজেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি Assembly র একজন সদস্য হিসাবে বলতে আমার লজ্জা হয়। কারণ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর নামে এই সমস্ত কথা বলে Police এর রাজত্ব সৃষ্টি করা, Police দিয়ে যা তা কাজ করা এটা কত বড় অপরাধ, এই অপরাধকে আমি সহ্য করতে পারছি না। কাজেই Police এর বাজেটে Police খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা জনসাধারণের স্বার্থে হতে পারে না। জনসাধারণের ব্যক্তিগত বা গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুন্ন করা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যদি আমাদের মন্ত্রী-মণ্ডলীরা মনে করেন যে, এই আমাদের শাসন, এই আমাদের শান্তি তাহলে আমার

কিছু বলার নাই। কাজেই এই বাজেট অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজন। এই টাকা দিয়ে যদি ত্রিপুরায় উন্নতিমূলক কাজ করা হ'ত তবে হয়তো অনেক উন্নতিমূলক কাজ করা হত।

Mr. Speaker— I would now call on the Hon'ble Chief Minister to give the reply.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—বিরোধী দলের সদস্যরা একদিকে বলছেন আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত করা দরকার, smuggling হচ্ছে সেইটি বন্ধ করা দরকার এবং অভ্যন্তরে যে murder, robbery, theft প্রভৃতি হচ্ছে, সেগুলি বন্ধ করা দরকার। অথচ তারাই বলছেন বাজেটে Police খাতে টাকা রাখার কোন আবশ্যকতা নেই। তার মানে হ'ল এই যে murder, ডাকাতি, theft ইত্যাদি বন্ধ হলে তাদের স্বার্থ বিপন্ন হচ্ছে। তার কারণ হল এই যারা ডাকাত, যারা robber, যারা smuggler, যারা murderer, যারা thief এর কাজ করে তাদের পক্ষে Police যম সম এবং সেই যম রূপেই Police তাদেরকে দমন করছে এবং তাতে তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হচ্ছে। তার কারণ হল ৬২, ৬৩, ৬৪তে দেখা যাচ্ছে ডাকাতি ৮৮, ৩৬, ৬১ যথাক্রমে হয়েছে, এবং ১৯৬৫তে মাত্র ৬ বার, তাহ'লে বুঝা যাচ্ছে এই যে interior যে সমস্ত জায়গাতে তারা তাদের লোকের কথা বলছেন, তারা যে এই কাজ করেছিল, তারা আজ তা থেকে বিরত হয়েছে। Robber ছিল,—৩৬, সেখানে এখন হয়েছে ২, তাহলে সেই সমস্ত জায়গাতে Police out Post বসাবার জন্যই যারা, murderer যারা robber, যারা দস্যু, তাদের দস্যুগিরি বন্ধ হয়েছে, সেজন্য তারা আজ আক্ষেপ করছেন। আমার মনে হয়, ডাকাতি, robbery করে যে অর্থ তাদের pocketএ যেত সেটা বন্ধ হওয়াতে তারা আজ বিপন্ন। Smuggler পূর্ব বৎসর গুলিতে যথাক্রমে ছিল, ৪৩০, ৫০৭, আজ তা কমে হয়েছে ৮৬। তাহ'লে দেখা যায় ঐ সমস্ত জায়গাতে Police Out Post এর যৌক্তিকতা ছিল। কারণ তারা সে সব কাজ অবাধে করতে পারেনা, তাদের Pocketএ সেই টাকা এখন আর যায় না; সেজন্য তারা আজ রাগান্বিত। Theft case ও পূর্ব্বে ছিল ৮৩২, সেখানে এখন হয়েছে ১৫২। অতএব যারা চৌর্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত ছিল যারা তাদেরকে অর্থ যোগাত তাদের কার্য্য বন্ধ হয়েছে দেখে তারা, আজ Policeকে বকাবকি করছে। পূর্ব বৎসরগুলিতে যথাক্রমে ২২, ৩১, ২৫টি murder case ছিল, কিন্তু এখন হয়েছে মাত্র ৪টি। অতএব আমরা দেখছি সেই সমস্ত জায়গাতে Police Out Post বসাবার ফলে আজ ঐ সমস্ত কার্য্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা যখন মন্ত্রীত্ব নিয়েছি, যখন শপথ গ্রহণ করেছি—We should protect life and property of the people. অতএব সেগুলিকে রক্ষা করার জন্যই এই টাকাটা ধরা হয়েছে। তাদের কথায় বুঝা যাচ্ছে, তারা যে সমস্ত জায়গাতে এই সব অবাধে চালিয়ে যেত, আজ তারা সেটা করতে পারছেন না, কাজেই তারা বিপন্ন হয়ে পড়ছেন। এই

Police তাদের পক্ষে আজ ভীতির স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে যে একটা case ও নাই। দিতে পারা যায়নি। আমি তাদের অঞ্চলে ঐরূপ যে কয়েকটি case হয়েছে তা পড়ে শুনাব। ১৯৬২তে খোয়াই এলাকায় ৩৮০ I. P. C. একটা theft case হয় v/s. Laxmi Charan Deb Barma, Rajnagar, Khowai, তার সাজা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যরা জেনে রাখতে পারেন যে ১০ | ১২ | ৬২তে তার সাজা হয়েছে। সেখানে আরও একটি case হয়েছে, সেটা ৩৬৯ ধারা অনুসারে। ২১ | ১ | ৬৩তে সাজা হয়েছে। তারপরে ২৫ | ১ | ৬৪ তে আর একটা case হয়েছে, ওনারা সেটিও দেখতে পারেন। ২৯ | ১১ | ৬১ ইং তে তেলিয়ামুড়ায় যোগেন্দ্র দেববর্মা নামে একজনের সাজা হয়েছে, তা তারা অনুগ্রহ করে দেখতে পারেন। ঐ অঞ্চলে এই কাজগুলি অনবরত চলছে, কাজেই অন্ততঃ Police সে জায়গায় দিও না, তারা মারামারি, ডাকাতি করুক, অন্যায় করুক, অনবরত যেন তারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এটা তাদের পক্ষেই বলা সম্ভব, যারা ডাকাত চোরের সহায়ক. অস্বাভাবিক কিছু নয়। খোয়াইর পশুরাম বাড়ী, চাম্পা হাওর এ ১৫ | ৩ | ৬৩ রামদয়াল দেববর্মার সাজা হয়েছে। আমি একটার পর একটা case তাদের কাছে ধরছি, কারণ তারা বলেছেন যে কেউ সাজা পায়নি। ১ | ৪ | ৬৩তে বিনোদ দেববর্মা, ২০। ৬। ৬৩তে বীরেন্দ্র দেববর্মা, খোয়াইতে এগুলি হয়েছে অতএব তারা দেখতে পারেন। ১০ | ১০ | ৬৩তে নিরঞ্জন দেববর্মা, রুক্মিনী থেকে আরম্ভ করে আরো কতগুলি session case হয়েছে, কি করে তাদের সাজা হল আপনারা নিজেরা গিয়ে যদি দেখেন তবে আমি খুব আনন্দিত হব। কিন্তু তাদের কথা হল তারা ডাকাতি, murder, theft যা কিছু করুক সেখানে যাতে সেগুলি অব্যাহত গতিতে চলতে দেওয়া হয়, এই তারা চায়। তার উদ্দেশ্য আছে, তার কারণ আছে। কারণ হল এই তাদের party fund increased করার একমাত্র সম্বল তারা মনে করেছিল। অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খল অবস্থা চালিয়ে যাব, আর চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে মিতালি করব কারণ বর্ডার টাকে বলা হয়েছে এবং Police বাজেট রাখা ঠিক নয়, অথচ এখানে বলা হচ্ছে, এই যে বর্ডার বিপন্ন হচ্ছে সেই জায়গাতে এখানে আমাদের Arm Police আছে, B. M. P, আছে Provincial Arm Police আছে, আসাম রাইফেল আছে, অথচ বলছেন এই বর্ডারকে সুরক্ষিত করা দরকার। এই দিকে বলেছেন Police বাজেটের কোন দরকার নেই। তার কারণ হল এই, এইমাত্র মাননীয় সদস্য বলে গিয়েছেন, এখন বলছেন নাই, তিনি যদি তা withdraw করেন তাহলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হব। অতএব সেই জায়গাতে বলা হচ্ছে যে Police বাজেট রাখার কোন কারণ নেই। অথচ আমরা জানি এই বর্ডারকে সুরক্ষিত করার জন্য আজকে যে বাহিনী রাখা হয়েছে, তার জন্য ১ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। সেই টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। সেই টাকা ব্যয় করে আমাদের Policeকে বর্ডার এলাকায় রাখতে হবে। রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে তাকে আরো শক্তিশালী করা উচিত। অতএব এই কথা বলা তাদের পক্ষে সম্ভব. যারা চায় ত্রিপুরার সীমান্ত অরক্ষিত রেখে অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নাশকতামূলক কার্য্যকলাপ চলতে দেওয়া হউক, যাতে করে চীন, পাকিস্তান

এসে আমাদিগকে আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং তারা যদি সেই স্বপ্ন মনে মনে পোষণ করে থাকেন তাহলে তারা Devil's dream এর কথা চিন্তা করেছেন বলে আমি মনে করব। আজকের দিনে এই প্রয়োজনে ১ কোটি টাকা বর্ডারের জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ৪৯ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা চিন্তা করছি যে, আমাদের পুলিশ বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলা দরকার। কাজেই অভ্যন্তরে যে সব অরাজকতা মূলক কার্য্য, নাশকতামূলক কার্য্য চলছিল তাকে দমন করতে হলে আমাদের Police বাহিনী একান্ত প্রয়োজন। কারণ আজকে প্রয়োজন হ'ল দেশ রক্ষার প্রয়োজন, দেশের অভ্যন্তরে যদি নাশকতামূলক কার্য্য চলে এবং frontier যদি অরক্ষিত অবস্থায় থাকে তাহলে দেশের শান্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারে না। সেই জন্য আমাদের Police force কে বৃদ্ধি করা দরকার এবং তা হচ্ছেও।

তারপরে বলা হয়েছে ত্রিপুরায় Arms Police force সম্বন্ধে সেখানে আমরা আরো ৬০০ force recruit করেছি। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে. যদি আমরা Arms force গঠন করি, তাহলে সাথে সাথে তাদিগকে training দিতে হলে person এর দরকার। বিরোধী দলের একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে আমাদের এখানে সেই রকম কোন লোক নেই। অতএব আমরা উপযুক্ত লোককে recruit করব যাতে আমাদের Tripura Arms Police force এর শক্তি বৃদ্ধি করতে পারি এবং ১০০০ লোককে নিযুক্ত করে আমরা ত্রিপুরার Arms Battelian তৈরী করতে পারি, সেইদিকে আমরা চিন্তাও করছি। কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা যে কথা বলছেন তার উদ্দেশ্য হল তারা জানেন যে Police এর বিরুদ্ধে এভাবে অমূলক কথা বলে এমন একটি বিশ্রী চিত্র জনসাধারণের মনে অঙ্কিত করতে পারবেন যার ফলে হয়তো তাদের চেষ্টা ও চিন্তাধারা জয়যুক্ত হতে পারে, এবং দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা মূলক কার্য্য ও frontier কে সুরক্ষিত করার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ চলছে সেগুলিকে পণ্ড করতে পারবেন। এত উদ্দেশ্য রেখেই তারা Policeকে নিন্দিত করার চেষ্টা করছেন। যে পুলিশ বাহিনী ত্রিপুরার frontier কে পাকিস্তানের লুলোপ দৃষ্টি হতে রক্ষা করছে এবং যেখানে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কার্য্যাদি চলছে, তাকে দমন করতে যে প্রচেষ্টা তাদিগকে চালিয়ে যেতে হয় সেটা অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। কাজেই এই অবস্থায় যারা তাদেরকে frontier থেকে সরিয়ে ফেলতে বলেছেন. তাদের জন্য বাজেটে কম করে ধরা হউক বলে দাবী করেছেন, তারাই বলেছেন যে ত্রিপুরার বর্ডার অরক্ষিত রেখে আক্রমণকারী চীন ও পাকিস্তানকে টেনে আনতে চাইছে এবং তাদিগকে জানাতে চান আমরা অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলার মধ্যে আছি ও frontier অরক্ষিত করে দিয়েছি কাজেই তোমরা আক্রমণ কর। এই সুযোগ কিন্তু আমরা জানিয়ে দিতে চাই, বুঝিয়ে দিতে চাই যে ত্রিপুরার জনসাধারণের দাবীকে। ত্রিপুরার অভ্যন্তরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চাই, frontier-কে রক্ষা করতে চাই এবং এই দাবীর ভিত্তিতে এই বাজেট প্রণয়ন করে এখানে পেশ করা হয়েছে। অতএব আমি আশা করব যে এই বাজেটকে হাউস সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গ্রহণ করে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা যা বিপন্ন হতে চলছিল তাকে রক্ষা করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করবেন।

তারপরে বলা হয়েছে যে অভয়নগরের দিকে ট্রাকে করে মাল যাচ্ছে এবং সেটা কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্যীর বাড়ীর সন্নিকটে এক মাননীয় সদস্য তার বক্তৃতার মারফতে বলেছেন। অতএব আমি সেই দিক দিয়ে বলব যে এটা হল assasination এর একটা ষড়যন্ত্র। এবং ষড়যন্ত্র তারাই করতে পারে যারা অভ্যন্তরকে বিপন্ন করতে চায়, দেশের নাগরিকের শৃঙ্খলাকে বিপন্ন করতে চায় তাদের পক্ষেই এই রকম উক্তি সম্ভবপর। অতএব সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য যারা দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চায় তাদের সৎ চরিত্রকে দেশের সামনে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। তাই এই যে হীন মনোবৃত্তি সেটাকে তারা তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে চান। তারপরে এখানে cattle lifting সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা হয়েছে। Frontierএ এই cattle lifting বন্ধ করার জন্য যে বিরাট শক্তিশালী force রাখা হয়েছে তারা এই পর্য্যন্ত ১৪৭টী case ধরেছেন। অতএব আমি বলব তারা যদি পুলিশের সাথে সহযোগিতা করতেন তাহলে আমরা এই দুষ্কৃতকারীদের কঠোর হস্তে দমন করতে পারতাম। আমার মনে হয় কোথায় দিয়ে গরু ও অন্যান্য জিনিষ পাচার হচ্ছে তারা তা ভালভাবে জানেন। কিন্তু তারা আমাদের সাথে কোন সহযোগিতাই করছেন না। এই সহযোগিতা না করার কারণ হল এই যাতে ঐগুলো অবাধে চলতে পারে এবং তাদের পকেট ভর্ত্তি হতে পারে সেই কারণে এই সমস্ত বে-আইনী কাজকে বন্ধ করার জন্য পুলিশের সহায়তা করছেন না।

Opposition— স্পীকারের দিকে চেয়ে বলুন, আমাদের দিকে চেয়ে নয়।

ভয় কেন? এত ভয় হচ্ছে কেন? ভয়ের তো কোন কারণ নেই, মাননীয় স্পীকারের দিকে চেয়েই আমি আমার ভাষণ দিচ্ছি। অতএব ভয়ের কোন কারণ যদি থাকে তাহলে আমি আবেদন করব ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে একটা কথা আছে "মাটিতে বাড়ি দিলে গুনাগার চেতে"। অতএব গুনাগার যারা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব যে cut motion আছে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমার যে মূল Demand আছে তার সমর্থনের জন্য আমি House এর কাছে আবেদন করছি মাননীয় স্পীকারের মারফতে।

Mr. Speaker—I would put the motion to vote. First I would put to vote the Cut motion by Shri Sunil Kr. Choudhury. The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure of the border police to check smugling.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—"Ayes"

As may as are of contrary opinion will please say "Noes",

Noes have it. "Noes" have it. I would now put to vote the Cut motion by Shri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by

Rs. 100/- to discuss on mis-management in the Office of the Superintendent of Police, Agartala.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—"Ayes".

As may as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voices—"Noes".

Noes have it, "Noes" have it.

I would now put to vote the Cut motion by Shri Sudhanwa Deb Barma. The question is that the Demand be reduced to Re. 1/- to demand formation of Tripura Rifles.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as of contrary opinion will please say "Noes"

"Noes" have it, "Noes" have it.

I would now put to vote the main motion—Demand for grant No. 12—Police. The question is that a sum not exceeding Rs. 1,49,33,500/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 12—Police.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices—"Ayes",

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

"Ayes" have it, "Ayes" have it. I would now take up the Demand for grant No. 13—Miscellaneous Departments. I would call on the Chief Minister, the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,83,100/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1965 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Departments.

Mr. Speaker—There are 3 Cut Motions. One has been dropped so there are two cut motions against this demand, One by Shri Atiqul Islam to discuss on,

(i) Inadequacy of provision for subsidy for air lifting essential commodities.

(ii) Failure to fix up profit margin of the essential commodities.

(iii) Mismanagement in the Fire Service of Agartala.

and another by Shri Hlura Aung Mog on to demand more fire services at different sub-divisional head quarters. I would now call on Shri Atiqul Islam. We have there only half an hour for the discussion of this, so I request the opposition to finish within 15 minutes and the ruling party or the Govt. Party within 15 minutes

Shri Atiqul Islam—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এখানে Civil Supply Department সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি, আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে যেসব জিনিষপত্র আমরা বাহির থেকে আনি বা এখানে উৎপাদন করি তার দর ক্রমশই বাড়ছে এবং সেই দর কমানো সম্পর্কে আমাদের Govt. প্রকৃত পক্ষে কোন step নিচ্ছেন না। কিছুকাল আগে এই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনও শেষ হয় নি। ময়দার অভাব এখনও শেষ হয়নি। Loaf কিনতে আমরা পাই না। একটা Loaf কিনতে গেলে তার দামের চাইতে ১০ পয়সা বা আরও কিছু বেশী দিতে হয়। এমন কি তারা জানিয়ে দিয়েছেন যে এই loaf দেওয়া সম্ভবপর হবে না। চিনির সঙ্কট শুরু হয়েছে গত সরস্বতী পূজোর সময় থেকে এবং সেই সঙ্কট আজও শেষ হয়নি। এই চিনি সম্পর্কে অদ্ভুত system করা হয়েছে যে কতগুলো দোকানে চিনি দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা সেগুলো বণ্টন করে দাও। সেখানে গেলে পরে ২৫০ কি ৫০০ গ্রাম চিনি দেওয়া হয়। সেখানে নাম সই করতে হয় অথবা মালিক নিজেই একটা সই করে দিয়ে আমাদের চিনি দিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ বিলি করার পর মালিক হয়ত বললেন যে আমার ষ্টক ফুরিয়ে গেছে. বা আজকে অনেক হয়ে গেছে, এখন আর চিনি বিক্রি করবো না। মালিকেরা ইচ্ছা করলে অনেকগুলো নাম সেই খাতার ভিতরে লিখে দেখাতে পারেন যে চিনি খরচ হয়ে গেছে এবং প্রকৃত পক্ষে তাই করছেন। চিনি খানিকক্ষণ বিক্রি করার পর তারা অনেকগুলো নাম লিখে নেন এবং বলেন চিনি ফুরিয়ে গেছে, আমি আর দিতে পারব না। কাজেই এই যে System করা হল তাতে লাভ হল কি? কোন check বা হিসাব পত্র কিছুই হয় না। বরং আইনসঙ্গত ভাবে একটা black marketing এর সুযোগ করে দিল। কারণ আমার কাছে যে খাতা আছে সেই খাতা খুলে আমি দেখাতে পারব যে আমার কাছ থেকে এতজন, এত পরিবার চিনি নিয়েছেন। এখন তারা নিয়েছেন কি নেয়নি সেটা বের করার উপায় নেই। কারণ

আমি একত্রে একশত কি পাঁচশত নামও লিখতে পারি এবং বলতে পারি যে ওরা চিনি নিয়ে গিয়েছে। এখন তারা যে প্রকৃতপক্ষে চিনি নেয়নি তা ধরবার কোন উপায় নেই। যে চিনি সরবরাহ করা হচ্ছে তার কিছু অংশ Public পাচ্ছে বটে কিন্তু বেশীর ভাগ অংশই Public এর কাছে গিয়ে পৌঁছছে না, ওটা black এ চলে যাচ্ছে। ময়দার কথা আমি সেদিন বলেছিলাম যে কোন কোন ময়দার বেকারীকে খাতির করা হচ্ছে। আমি বলেছিলাম হিন্দুস্থান বেকারীর যিনি মালিক তিনি ময়দা এনেছিলেন ৬০০ মণ এবং এনে সেটা তিনি Civil Supply তে জমা না দিয়ে তার যে অন্যান্য বেকারী আছে সেটাকে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। যদিও অন্যান্যদের বেলায় একটা দর ঠিক করে দেওয়া হত কিন্তু তার বেলায় সেই রকম কোন দর ঠিক করে দেওয়া হয়নি। আমি তা শুনেছি। সে তার নিজের খুশীমত বিক্রী করে। এই সম্পর্কে পত্রিকায় মন্তব্য করাও হয়েছে। সেটা চীনপন্থী বা রুশপন্থী নয়। সেটা কংগ্রেস সমর্থিত পত্রিকা। নাগরিক পত্রিকা গত ২১.৩.৬৫ তে লিখেছে যে অন্য বেকারীর উচিত দাম ও ওজন ঠিক করে দেওয়া হলেও বিশেষ একটি বেকারীর বেলায় তা করা হয় নি। সেটা হল হিন্দুস্থান বেকারী, তার বেলায় দর বা ওজন কিছুই ঠিক করে দেওয়া হয়নি। এই যে আত্মীয় তোষণ সেটা কেন করা হচ্ছে। সেইদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে যাদের বেকারী তারা নাকি ময়দা আনেন না। এবং ময়দা আনতে দিলে পরেও তারা আনতে পারে না। কিন্তু ঘটনাটি তা নয়। কারণ যখন ময়দা আনতে বলা হয়েছিল তখন অনেক বেকারীকে permit দেওয়া হয়েছিল। তখন mill বলে যে এখন আমাদের stock এ আর ময়দা নেই। যেমন Backeryরাও আনতে পারেন নি ঠিক সেই রকম যারা নাকি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের organisation বলে পত্রিকাওয়ালা মন্তব্য করেছেন যে ত্রিপুরা Food stuff co-operative তারাও আজকে যে quota ছিল সে quota আনতে পারে নি। Tripura State consumers co-operative Societyকে যে permit দেওয়া হয়েছিল তারাও সেটা আনতে পারেনি। কাজেই এটা Backery র একার দোষের কথা নয় যে Backeryরা Backery Association ময়দা পেল কি পেল না। আমরা public আমাদের কাছে interest হল যে আমরা ময়দা পেলাম কি না, আমরা লোক পিছু যা ময়দার দরকার তা পেলাম কিনা? তা যখন পাচ্ছি না তখনই প্রশ্ন উঠে এত ময়দা আসার পরেও এই ময়দাগুলা কোথায় যায়। এই কথা আমি আগের বার বলেছি যে Nearly 5,000 mds. ময়দার কোন হিসাব নেই এবং সে ময়দাগুলা কলকাতায় বিক্রী হয়েছে বলেও অভিযোগ আমি করেছি। তার কোন enquiry আজ পর্যান্ত হয়েছে কি না আমার জানা নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে চালের দর দিনের পর দিন কেবল বাড়ছে। এবং অনেক যায়গায় চালের দর ৩০ টাকা ৪০ টাকা পৌঁছে গেছে; কিন্তু মানুষ সেখানে কিনতে পারছে না। কাঞ্চনপুরে চালের দর ৪০৲ টাকায় পৌঁছে কিন্তু সেখানে এখনও Ration shop করা হয়নি। আজকে এখানে বলা হচ্ছে যে ৩০৲ টাকা দাম যদি না হয় তাহলে পরে আমি controlএর দোকান খুলব না। এখন আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগছে এটা যে মুখ্যমন্ত্রী on the 15th একটা calling Attentionএর answerএ বললেন যে ২৫৲ টাকার উপর যদি চালের দর উঠে, তাহলে পরে Rationএর দোকান খোলা হবে, এই answer সেখানে দেওয়া আছে। Question No.

29, সেখানে বলা হয়েছে Fair Price shops are opend in places where open market price of rice, rices above Rs. 25/- per md. এটা calling Attention এর একটা Question এর answer এ বলা হয়েছে on the 15. 3. 62. আর 16th I am sorry একটা starred questionএর answerএ বলা হয়েছে 15. 3. 65এ। আর unstarred question answerএ বলা হয়েছে on 15. 3. 65 যে ২৫৲ টাকার উপর চালের দাম উঠলে Ration shop খোলা হবে। আর 16. 3. 65 এতে একটা calling Attentionএর answerএ মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে বেশী যদি চালের দাম হয় তাহলে আমরা Ration এর দোকান খুলব। এক দিনের মধ্যে গভর্ণমেন্ট মত পাল্টিয়ে নিলেন। তা হলে আমরা কোথায় আছি ? 15 তারিখে এককথা বললেন আর 16 তারিখে আর এককথা বললেন. তবে কোনটা সত্য ? আমরা কি একটা তুগলকী রাজত্বে আছি না কোন সুস্থ মস্তিস্কওয়ালা রাজত্বে আছি। তা না হলে এক দিনের মধ্যে একটা Government এর policy এতখানি change হয় কি করে। আর যেখানে নাকি মানুষের purchasing power কমছে, যেখানে জিনিষ পত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে, সেখানে ৩০ টাকা চাউলের দাম উঠলে পরে আমি চালের দোকান খুলব না, আমি যদি এই decision এ পৌছি তাহলে মানুষকে তো না খেয়ে মারার কথা হচ্ছে। ৩০ টাকা দরের চাল কজনে কিনতে পারে, আগরতলা সহরে বা গ্রামাঞ্চলে এরকম কয়জন ধনী মানুষ আছে যারা ৩০ টাকা মণ দরে চাল বাজার থেকে কিনে খাবে। তারপর তারা control এর চাল পাওয়ার জন্য, এরকম আমি অনেক উদাহরণ জানি, যেখানে Ration card থাকা সত্বেও তার নগদ টাকা না থাকার ফলে সে control এর দোকান থেকে চাল আনতে পারেনা, সে দোকানে বাকী চায়। কেননা তাকে Ration এর দোকান থেকে চাল আনতে হলে নগদ দিয়ে কিনতে হবে। কাজেই তার হাতে নগদ টাকা নাই বলে Ration card থাকা সত্বেও সে যায় দোকানে, যায় মহাজনের কাছে, অন্যত্র যায়। যায় ধনী কৃষকের কাছে সেখানে গিয়ে কর্জ্জ এনে তারপরে তার চলে। এইরূপ যেখানে আমাদের কৃষকের অবস্থা বা সাধারণ গরীব মানুষগুলির অবস্থা। সেখানে যদি আমরা এই সিদ্ধান্ত করে বসে থাকি টাইট হয়ে, যে ৩০ টাকার উপর না উঠলে পরে আমি আর Ration এ চাউল দেব না। তাহলে প্রকৃতপক্ষে বলাই হল যে তোমরা না খেয়ে মরতে থাক। যখন তোমরা মরতে মরতে নেংটি পরবে তখন আমার কাছে এস, তখন cotrol এর চাল দেওয়া হবে। এখন control এর চাল আমরা যেগুলা পাই, সেগুলি আমরা কি রকম চাল পাই সেকথা আগরতলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বেরিয়েছে যে আমাদের control এর চাল যেগুলি বিলিকরা হয় এগুলো অত্যান্ত খারাপ ধরণের চাল এবং অত্যান্ত অখাদ্য, সেগুলি খাওয়া যায় না। মাননীয় Speaker Sir, আমি একটা উদাহরণ এখানে দেখাচ্ছি, এই যে কতকগুলি চাল আনছে একটি ভদ্রলোক, চারজন তার family member, ৬ কেজি ৪০০ গ্রাম চাল সে control এর দোকান থেকে এনেছে, আনার পর সে যখন এক বেলার চাল ভাগ করল, সেই একবেলার চালের থেকে এই সমস্ত কাঁকড়, বালি ধানের খোসা এইগুলি বেড়িয়েছে।

Mr. Speaker— This should not be demonstrated.

Shri Atiqul Islam— Sir, আমি শুধু দেখাচ্ছি আমাদের কি রকম চাল দেওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে এক বেলার চালের মধ্যে কতকগুলি ধান সেখানে আসল। কাজেই এই যদি আমাদের হয়, আমাদের control এর চালের মধ্যে যদি এত কাঁকর, এত ধান থাকে, তাহলে সেই চাল মানুষ কিনে খাবে কি? তারা তো ১৮ টাকা দরে চাল কিনে নেওয়ার পর, সেই চাল ঝেড়ে, বেছে তার দর গিয়ে ২২।২৩ টাকায় পড়ে। কাজেই এই সমস্ত অখাদ্য চাল যে দেওয়া হচ্ছে, আমরা কি তার কোন প্রতিকার করতে পারি না? এবং এরা যদি মানুষকে অত্যন্ত ভাল চাল দেন, তার আর কি কোন রকম ব্যবস্থা করতে পারি না? Control এর চালের দর এক সময় ১৮ টাকা ছিল এবং সেটা বাড়তে বাড়তে আজকে ২৩ টাকায় এসে পৌছেচে এবং আমি আজকে শুনতে পাচ্ছি চালের দর নাকি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এখন যদি control এর চালের দর ক্রমশই বাড়তে থাকে তাহলে মানুষ কি করে control এর চাল কিনবে? সরকার কি তাহলে একটা ব্যবসায়ী হয়ে দাঁড়ালেন। যারা নাকি বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন, Government কি তাদের মত একজন ব্যবসায়ী হলেন। তারা মুনাফা করতে বসেছেন। মানুষের খাওয়াবার দায়িত্ব নিতে রাজি নন এবং যে Government নিজেকে welfare state বলে claim করে, সেই Government তার aim হিসাবে এটাই বলছে যে আমি socialist state প্রতিষ্ঠা করব। সেই Govt. এর পক্ষে first responsibility হচ্ছে এটা যে আমি তাকে খাওয়াব, তাকে খেতে দিতে হবে, দরটা সেখানে কোন প্রশ্ন নয়। যদি আমি তাকে খেতে দিতে না পারি, তবে সেটা আমার লজ্জা, গভর্ণমেন্টের লজ্জা, যে আমার দেশের একটা মানুষ না খেয়ে থাকছে, অনাহারে থাকছে বা না পেয়ে অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে যে মরছে। এটা যে কোন গভর্ণমেন্টের পক্ষে লজ্জার কথা, অথচ এখানে এরকম ঘটনা হামেশা ঘটছে। আমরা এমন সামাজিক অবস্থার মধ্যে আছি যে না খেয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং এটাই স্বাভাবিক, যদি আজকে একটা লোক রাস্তায় হাটতে হাটতে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। একটা something unnatural ঘটনা ঘটল। মানুষ সেখানে জড়হয়। মানুষ সেখানে দৌড়ে যায়। আর আগরতলা শহরে অজস্র মানুষ যে না খেয়ে আছে বা আধ পেটা খেয়ে আছে, সেটা এমন কিছু abnormal নয়। আমাদের societyতে, আমাদের বর্ত্তমান গভর্ণমেন্টের কাছে এটা normal thing, কারণ আমাদের গভর্ণমেন্টের কাছে, societyতে মানুষ না খেয়ে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক! খোঁজ খবর করবেন কি? এটা খোজ খবর রাখার কোন বিষয়ই নয় কাজেই বর্ত্তমান গভর্ণমেন্ট which claims itself to be a democratic one, which claims itself that আমরা sociallism establish করব, সেই গভর্ণমেন্টের কাছে আমাদের দেশের মানুষ যে না খেয়ে থাকছে, অনাহারে থাকছে বা বেকার হয়ে থাকছে it is nothing abnormal

or nothing unnatural but it is something common. এই structure নিয়ে, এই অবস্থা নিয়ে, একথা বলা মানায় না যে আমরা একটা সুস্থ্য সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বরং গভর্ণমেন্ট আজকে যে পথে চলছে তাতে মানুষের অনাহার কমছে না, বেকারী কমছে না, দারিদ্র ও কমছে না, ক্রমেই সেগুলি বাড়ছে এবং বাড়ছে বলে আমি দেখছি যে আমাদের সরকার ধনী পোষণ করছেন, কংগ্রেসের দালান উঠছে বড় বড় black marketers এর টাকা দিয়ে এবং কংগ্রেস আজ গর্ব্ব করে বলছেন যে আমি তুলছি যারা গরীব তাদের কাজ হচ্ছে না। আগরতলা শহরে যারা সবচেয়ে ১নং black marketers ১নং smuggler তাদের থেকে চাঁদা collection করে তা করছেন। আর তারাই যে সবচেয়ে বেশী দেখেন কারণ সেখানে তেল ঢালার দরকার, যারা মুনাফাখোর এবং কালোবাজারী, তারা জানে যে কোথায় তেল ঢালতে হবে এবং কোথায় ঢাললে পরে আরো তেল ফেরত আনতে পারবে। কাজেই সেখানে তেল ঢালাও হচ্ছে এবং তারা অবাধে দু'হাতে মুনাফা লুঠছেন. কোন restriction enforce করা হচ্ছেনা। ফলে যারা সাধারণ মানুষ তারা একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ছে।

Mr. Speaker— I would call on Sri Hlura Aung Mog.

Sri Hlura Aung Mog— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলেকায় ময়দার যে অভাব দেখা দিয়েছে তাতে বেকারীগুলি প্রায় বন্ধ হতে চলছে। বেকারীগুলি তাদের কর্মচারীদের কাজে নিযুক্ত রাখতে সমস্ত ক্ষমতা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে। গত কিছুদিন আগে বিলোনীয়াতে শচীন্দ্র কুমার মজুমদার S. D. O. এর কাছে দরখাস্ত করেছিল যে তাকে আগরতলা থেকে ময়দা আনার আদেশ দেওয়া হউক। সেই S. D. O. আগরতলায় A. D. M. এর কাছে তা forward করে দিল ১১।৩।৬৫ ইং তারিখে এখানে এসে সে A. D. M. কে দেখাল তার দরখাস্তটা। কিন্তু A. D. M. বললেন যে বিলোনীয়ার কোটা আগেই দেওয়া হয়ে গেছে, কাজেই এখন আর তা দেওয়া যাবে না। এভাবে তাকে ২।৩ বার ঘুরানো হয়েছে, কিন্তু বিলোনীয়াও ময়দা পাওয়া যায় না, এখানে এসেও পাওয়া যায় না। এভাবে আসা যাওয়া করে তাকে বহু টাকা খরচ করতে হয়েছে। তাছাড়া শারীরিক অসুখ অসুবিধাতো আছেই। সরকার যেসব Dealer নিযুক্ত করেছেন, তাদের আবার বাহিরে যে সব black marketers আছে তাদিগকে রীতিমত মাল supply দেওয়ার জন্য এখানে থেকে নিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই বেকারীগুলি ময়দা না পাওয়ার অন্য কি কারণ থাকতে পারে তা আমি বুঝে উঠতে পারিনা। কাজেই এভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ময়দা, চিনি ও অন্যান্য ব্যাপারে যেসব black হচ্ছে. সেটাকে যদি আমরা শক্ত হাতে ধরতে না পারি তবে অচিরে সেটা আমাদের আওতার বাহিরে চলে যাবে। ফলে এই crisis আরো বেড়ে যাবে। অতএব এই ব্যাপারে যারা বেকারী তাদেরকে directly আগরতলা থেকে supply দিলে পরে তাদের অনেক সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। তাতে তাদের যে সব claim আছে সেটা সম্পূর্ণভাবে মিটে যাবে এবং black এর ব্যাপারে যে সব crisis সৃষ্টি হয় সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে।

আর fire servce সম্পর্কে একটা কথা আমি এখানে বলব। বিলোনীয়া, জোলাই বাজার ও শক্তি বাজার এলেকায় প্রায় ২।১ বছর পরপর আগুনের যে ধ্বংশলীলা দেখা দেয় তাতে, লক্ষ লক্ষ টাকা, ঘরবাড়ী, ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের সরকার আজও Sub-division head quarter গুলিতে কোন fire service unit খুলছেন না এবং তারা যে কেন খুলছেন না তাও আমি বলতে পারি না। অগ্নি যজ্ঞের ধ্বংশের লীলায় তারা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করছেন, কিন্তু কোন দায়িত্বশীল সরকার এই ব্যাপারে চুপ করে থাকতে পারে না। সেইজন্য আমি বলছি যে এই সরকার দর্শকে অবতীর্ণ হয়েছেন, কাজেই আমরা এটাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। গত মার্চ মাসের পয়লা তারিখে জুলাই বাড়ীতে যে অগ্নিকাণ্ড হল তাতে ৪।৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে এবং ১১৫ পরিবার সেই অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়ে ছাই হয়ে গেছে, তাদের ঘরবাড়ী, ধনসম্পত্তি ও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে Relief হিসাবে দেওয়া হলো মাত্র ২০০০৲ টাকা। এই সমস্ত বাজার ভবিষ্যতে আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন guarrantee সরকার আজও দিতে পারেন নি। কিছুদিন আগে এই ব্যাপারে আমার Calling Attention notice এর উপর যে জবাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিলেন তাতে এরকম কোন Guarrantee আমি খুজে পাইনি। প্রতি বৎসরে এই সময়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় আগুন লাগিয়া থাকে এবং আগুন নির্ব্বাপনের ব্যাপারে কোন প্রকার সুবন্দোবস্ত না থাকায় যে ক্ষতি হচ্ছে তারজন্য আমি মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেছি। সেজন্য তাহারা যাহাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন Sub-divisional headquarter গুলিতে Fire Brigade unit স্থাপনের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তা উপলব্ধি করেন এবং যথা শীঘ্র কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি অনুরোধ জানাই। আর বিশেষ করে শান্তির বাজার এলাকাতেও যাতে একটা Fire Service Unit স্থাপন করা হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার ও কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on the Hon'ble Chief Minister to give his reply.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ (চীফ মিনিষ্টার)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে দুইটি Cut motion আছে। একটি হল Fire Service at different Sub-divisional headquarters সম্পর্কে, আর একটি হল in adequary of provision for Subsidy for airlifting essential commodities ii) failure to fixup profit margin of the essential commodities. iii) mismanagement in the fire service at Agartala.

মাননীয় সদস্যরা হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে এই বাজেটেই subsidy রাখা হয়েছে Rs. 50,000/- অথচ এখানে বলেছেন যে subsidy যেটা রাখা হয়েছে, সেটা inadequate. Essential যে সব commodities তার জন্যই এটা করা হয়েছে। তাদের ধারণা এই যে সমস্ত goodsই planএ আসুক আর rail serviceএ কোন কিছু না আসুক।

তারা যদিও এরূপ চিন্তা করে থাকেন, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাজেট প্রণয়ন করা হয়নি। যে সব রাস্তা দিয়ে মাল আনা নেওয়ার সুবিধা আছে সেই সব চিন্তা করে আমরা বাজেট করেছি, কেবলমাত্র Planএ মাল আসুক এই চিন্তা করে আমরা বাজেট তৈরী করিনি। অতএব যে সমস্ত cut motion এখানে রাখা হয়েছে, তারা হয়তো চিন্তাই করতে পারছেন না যে বাজেটের একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা, আদর্শ ও চিন্তাধারা নিয়ে তা করা হয়। বাজেট করার সময় চিন্তা করতে হবে, যাদের আয় ৮৬ লক্ষ টাকা, সেখানে আমরা কোন tax বাড়াচ্ছি না, অথচ সেখানে যা প্রয়োজন তাই সেখানে রাখা হচ্ছে। এসব দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে বাজেটে সব কিছু রাখা হয়েছে। Failure to fix up Profit margin, essential commodities. control commodities যা কিছু আছে, তার Profit ঠিক করে দেওয়া হয়। Essential commodities এর profit ঠিক করে দেওয়া সম্ভব নয় এবং সেজন্যই তা করা হচ্ছে না। তারপর বলা হয়েছে mismanagement in the fire service of Agartala. মাননীয় সদস্য সেখানে mismanagement এর কি দেখছেন তা আমি চিন্তা করতে পারছি না। এখানে যে fire service আছে, তারা কেবল আগরতলা শহরে নয়, আগরতলার বাহিরেও ২০।৩০ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত এলাকা আছে সেগুলিতেও তাদের কর্ত্তব্য কাজ করে থাকেন। উদয়পুর ও ধর্মনগরে একটি করে Fire Service Unit আছে। তারা ঐ সমস্ত অঞ্চলে তাদের কর্ত্তব্য করে থাকে। কিন্তু যে জায়গায় fire brigade যাইতে পারে না শুধু সেই সমস্ত অঞ্চলে তারা যেতে পারে না। অতএব Fire Brigade এ যে সমস্ত কর্মচারী আছেন, তাদের কোনরকম mismanagement নেই। তারা তাদের regular service যা আছে তাই করে যাচ্ছেন। তবে একটা কথা আছে যে সমস্ত কাজেই ত্রুটী বাহির করা তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, সেজন্য এটাকে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে যে fire service এ mismanagement হচ্ছে। Any sorts of accident হলে পরে তারা সেখানে যান, সেই জায়গাতে মানুষের উদ্ধারের কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং সেইভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছেন। অতএব mismanagement যা বলা হচ্ছে সেটা আদৌ সেখানে নেই। তারপর একটির উল্লেখ করা হয়েছে— essential commodities, সেটা sugar এবং ময়দা সম্পর্কে বলা হয়েছে। তখন বক্তব্যে বলা হইয়াছিল যে তাদিগকে কোন প্রকারের licence ইত্যাদি দেওয়া হয়না। তাহাদিগকে licence দেওয়া হয়েছে, সেটি আর একটি জায়গায় স্বীকার করেছেন। তারপর বলা হচ্ছে Consumer's Co-operativeএ জিনিষপত্র আসছে না, মানে crime, বেশী crime করলে, bitter crime করলে সেটা তাদের কাছে crime নয়। আর consumer's co-operative করল না, যদি কেও না করে থাকেন, উভয়ে আমাদের মাল, যেটা দেওয়া হয়েছিল, সেটা আনতে পারে না, কিন্তু সেই জায়গাতে কর্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট থাকবে না। মাল আনার দরকার, সেই অনুসারে যেখানে মাল এনেছেন এবং সরকার নিশ্চয়ই সেইভাবে করেছেন। পূজাপার্ব্বণ যা ছিল দুর্গাপূজার সময়ে, হয়ত মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে West Bengal থেকে আমাদের মাল আসে এবং সেখানে Controll

ছিলনা, লোফ্ সেখানে control ছিল, সুজি সেখানে control ছিলনা। তারপর তারা যখন introduce করল control প্রথা তখন আমাদের Permission ব্যতিরেকে সেখান থেকে আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব সেই সমস্ত permission আদায় করে আমরা পূজার সময় যে অবস্থাতে এনেছি সেটা সমুচিত হয়েছে, পূজায় প্রত্যেকটি লোককে আমরা দিয়েছি এবং বেকারী যারা ছিল. যারা Permission নিয়েছিল তারা আনতে পারেনি। যারা আনতে না পেরেছে তাদেরকে যে দেওয়া হয়নি তা নয় তাদিগকেও লোফ্ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেখানে control করে দেবে. যদি ৯০ মণ পাই, তাহলে ৯০ মণই distribute করতে হবে। অতএব সেই জায়গাতে distribute করতে গেলে পরে এখন যে quota আমরা গ্রহণ করেছি সেটা হল এই যে বেকারি যারা পরিচালনা করবে তারা কতটি উৎপাদন করে এবং কোন কোন দ্রব্য উপাদন করে তার ময়দা কত লাগে, চিনি কত লাগে, সেটির যে proforma সেটি তাদের submit করতে হয়। তারা যদি submit না করেন তাহলে সে যেই হউকনা কেন তাকে দেওয়া হচ্ছে না। অতএব তারা যদি submit করেন তাহলে proportion অনুসারে তাদিগকে দেওয়া হবে। দেওয়া হবে না এমন কোন কথা কোথাও বলা হয়নি। তারপরে বলা হয়েছে চিনির অভাব। চিনি controlled এবং controlled থাকা সত্বেও আমাদের চিনির যে অভাব, পূজাপার্বন থেকে আরম্ভ করে জনসাধারণের যে সমস্ত কার্য্যাদি আছে, সমস্ত কাজেই আমরা তা দিয়ে থাকি। সেখানে কোন জনসাধারণই সেটার অভাব অনুভব করেন নি, অতএব এখানে বলা হয়েছে যে পাননি। সেটা একটা কথা বলতে হবে এবং সেই জন্যই তারা বলেছেন, কারণ এটা তারা জানেন যে চিনি controlled হওয়া সত্বেও আমরা এখানে জনসাধারণের যে চাহিদা সেই চাহিদা অনুসারে চিনি জুগিয়ে যাচ্ছি। তারপর বলা হয়েছে যে 20 rupees, rice এর price উঠলে পরে আমরা সেটাকে দেব এবং তারপর বলা হয়েছে যে ৩২ উঠলে দেওয়া হবে। আমি বলেছি এই যে তখনকার যে পরিপ্রেক্ষিত ছিল, সেটা ছিল এই যে ১৮ টাকা আমাদের price ছিল এবং আমরা কৃষকের চাউলের দর যে ধার্য্য করেছি সেটা ২১ টাকা ২৫৷৫০ নয়া পয়সা করে। আর আমাদের যে control price সেটা আসল ২৩ টাকা ৫০ নয়া পয়সাতে। আগে ছিল ১৮ টাকা। ৫ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। অতএব সেই জায়গাতে ৫ টাকা, আমরা যে ৫ টাকা বৃদ্ধি করেছি. এমন কোন কথা বলা হয়নি যে জনসাধারণের অভাব থাকবে না। আমাদের যে সমস্ত অঞ্চলে জুমিয়া অঞ্চল আছে সেই সমস্ত জায়গায় ৩০ টাকার প্রশ্ন নয়, ২৫ টাকাও যেখানে হয়েছে বা দুরভিগম্য অঞ্চলে সে সমস্ত জায়গাতেও খোলা হয়েছে। খুলবনা এমন কথা আমি বলিনি। সাধারণত সেট করা উচিত। অতএব যে সমস্ত কৃষক জনসাধারণ আছে, producers আছে এবং তারা produce করছে, সে সমস্ত অঞ্চলে আমাদিগকে চাল কিনতে হয়। যারা produce করছেনা, যাদের ধান, চাল নেই তাদিগকে আমাদের সেটা দিতে হবে। অতএব সেই ধার্য্য মূল্য অনুসারে সেই সমস্ত জায়গাতে খোলা হচ্ছে এবং কোথায় যে পেলেন উনি, যে খোলা হবে না, একথা কোথায় বলা হয়েছে। অতএব সেই অনুসারে সত্যকে বিকৃত করাই হল যাদের

ব্যবসা তাদের পক্ষেই একথা বলা সম্ভব। ৩০ টাকা হউক আর না হউক, আমরা প্রত্যেকটি জায়গাতেই খোলে যাচ্ছি, সাধারণতঃ তাই করছি, কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলে করছি কৃষকদের মধ্যে যদি আমার করতে হয়, তারা উৎপাদন করে সেই জায়গাতে আমার করতে হবে, তার উৎপাদন আছে কিনা তাও আমার জানতে হবে। না জেনে সব জায়গাতে চাল বিক্রী করে দেব তাত কোন কথা নয়? আমরা কি কাজ করছি, যে সমস্ত জায়গাতে প্রথম আমরা দেখছি, জুমিয়া যে সমস্ত অঞ্চলে আছে তারা ধান চাল উৎপাদন করতে পারছেন না। অপারগ হচ্ছেন তাদের মজুর নেই, সেই সমস্ত জায়গাতে আমরা খোলে যাচ্ছি এবং অনবরত সেটা খোলা হচ্ছে। এখন যদি বলা হয় বিশালগড়েতে খোল, সমস্ত কৃষকদের মধ্যে চাল distribute করে দাও, তাহলে সেখানে আমরা অপারগ। কারণ আমরা জানি এই, যারা মজুতদার, এবং মজুত আছে এই কৃষক তাকে তো আমরা চাল দিচ্ছি না। যাদের মজুত নেই কৃষক তাদের মধ্যে আমরা চাল দেব, যারা শ্রমিক আছে তাদের মধ্যে আমরা চাল দেব এবং যারা কোন কিছু উৎপাদন করছে না তাদের মধ্যে আমরা চাল বিতরণ করবো। কিন্তু যে কৃষক যার ঘরে জমা আছে তার জন্য সেই control price নয়। তারপরে বলা হয়েছে control price এ কাঁকড় আছে অনেক কিছু আছে। অতএব সেই জায়গাতে আমাদের দেখতে হবে এই আমরা যে control rice আনি, সেটা অবস্থায় পড়ে আনি কারণ অন্য জায়গা থেকে যে চাল আনি সেই চাল আমরা জানি যে খাদ্যের সামিলে লোকে তা চায়, তা খাচ্ছে এবং মাননীয় সদস্য এখানে আমার মনে হয় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দেখিয়েছেন। এটাকে দেখানোর কারন হল এই কারন সত্যের কারনে যারা ক্ষণে নাহি ভ্রমে, তাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক কারণ এটা কতটুকু চালে কতটুকু ছিল, মাননীয় সদস্য যদি বলেন যে উনি কি একমন চাল না দশ মণ চাল সেই নিরিখ করে, ছাটাই করে এখানে উনি এনেছেন কি না এবং কোন সময়ে কার জায়গা থেকে এনেছেন, যতক্ষণ পর্যান্ত সেটা উনি বিবৃত করতে না পারবেন তখন পর্যান্ত আমি বুঝব, যে এটাকে আনা হয়েছে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে এখানে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এই মতলব নিয়ে, কারণ তাদের মতলবই হল এই যা কিছুই থাকুক না কেন সেটাকে বিকৃত চক্ষে দেখা। অতএব সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা cut motion রেখেছেন এবং সেই উদ্দশ্য নিয়েই উনারা বক্তৃতা দিয়েছেন এবং সেই জায়গাতে যে সমালোচনার মনোভাব নিয়ে এবং সংগঠনমূলক মনোভাব নিয়ে তা করেননি। অতএব সেই জন্যই এই cut motion এর বিরোধিতা করছি আর এই জায়গাতে আমার যে motion আছে ৫,৮৩,১০০্ সেটা অনুমোদনের জন্য আমি House এর কাছে আবেদন করবো।

Mr. Speaker--Discussion is over. I would now put the Motions to vote. First I would put the Cut Motion of Sri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on :

(i) inadequacy of provision for Subsidy for Airlifting essential commodities

(ii) Failure to fix-up profit margin of the essential commodities.

(iii) Mismanagment in the fire Service of Agartala,

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'. Voice-'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'. Voice-'Noes'. 'Noes' have it, 'Noes' have it.

I would now put the Cut Motion by Sri Hlura Aung Mog. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to demand more fire Services at different Sub-Divitional head quarters.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'. Voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'. 'Noes' have it, 'Noes' have it.

I would now put the main Motion to vote. Demand for grant No. 13—Miscellaneous Departments. The question is that a sum not exceeding Rs. 5,83,100/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Departments.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes' Voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

I would now call on the Hon'ble Chief Minister to move his Demand for grant No. 24—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-commercial) together with Demand for grant No. 38—Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage work (non-commercial).

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—Hon'ble Speaker Sir, On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,90,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966, in respect of Demand No. 24—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-commercial)

Demand for grant No. 38—Capital outlay on Irrigation, Navigation. Embankment & Drainage works (Non-commercial), Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceediug Rs. 4,75,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of paymeut during the year ending on the 31st day of March 1966 in respect of Demand No. 38—Capital outlay Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works. (Non-commercial).

Mr. Speaker—Agaist the Demand for grant No. 24—there is one Cut Motion tabled by Shri Aghore Deb Barma, [that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequate provision for flood protection measure. I would call on Shri Aghore Deb Barma.

Sri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No 24. এ আমার একটা cut motion আছে। Flood Protection এর ব্যাপারে যে ব্যয় বরাদ্দ বাজেটে ধরা হয়েছে ত্রিপুরার বর্তমান বাস্তব অবস্থার তুলনায় সেটা অত্যন্ত নগন্য। প্রত্যেক বৎসরই আমাদের এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই যাতে permanent একটা ব্যবস্থা করা যায়, বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরার সময়ে সেই দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কারণ, আমরা আগরতলা Town এ দেখি প্রত্যেক বৎসর যখন এখানে সাধারণ ভাবে বৃষ্টিপাত হয় তখন আগরতলা Town protection পেলেও শহরের সংলগ্ন স্থানগুলো যেমন ইন্দ্রনগর, টাউন প্রতাপগড়, রঞ্জিতনগর ঐ গ্রামগুলো বন্যায় প্লাবিত হয়। শুধু আগরতলা Town কেই রক্ষা করব এবং তার আশে পাশের গ্রামগুলোকে রক্ষা করবনা এই যদি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে থাকে তাহলে আমার কিছুই বলার থাকেনা। কিন্তু আজকে Town এর চারিদিকে যে বাঁধ আছে সেটা প্রতি বৎসরই বন্যায় নষ্ট হচ্ছে এবং আবার নূতন করে সেখানে মাটি দিতে হয়। এভাবে অনন্তকাল ধরে কি এটা চলবে? এই যে জলগুলো জমা হয় সেগুলো বের করে দেওয়ার একটা Permanent রাস্তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। কাটাখাল এবং হাওড়ানদীকে divertion করে দিয়ে একটা Plan নিয়ে Permanently Agartala Townকে রক্ষা করার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এই দিক দিয়ে এই বাজেটে সেই রকম কোন নজর-ই নেই। শুধু আগরতলা Town নয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি Town এর এই একই অবস্থা। কাজেই আমাদের এই বিভিন্ন Town গুলোকে রক্ষা করার জন্য এই বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ

ধরা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই টাকা দিয়ে ঐ সমস্ত Town গুলোকে রক্ষা করা যাবে কিনা এই সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুধু তাই নয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত Important market গুলো আছে, যেমন কুলাই বাজার, গোলাঘাটি বাজার সেগুলো নদীর ভাঙ্গনে এমন অবস্থা হয়েছে যে flood এর সময় ঐ সমস্ত বাজারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। অতএব এই বাজারগুলোকে রক্ষা করতে আমাদের সরকারের দায়িত্ব আছে, কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে তার কোন ইঙ্গিত পর্যান্ত নেই। এই হচ্ছে ঘটনা। আমাদের এই রাজ্যের যে অবস্থা, আমরা প্রধানত: কৃষির উপর নির্ভরশীল, আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। তা সত্বেও আমরা কৃষকদের তেমন কোন উন্নতি করতে পারিনি। ভাটি বিশালগড়ের একটা সাধারণ ঘটনা। যে সমস্ত এলাকায় প্রতি বৎসর flood এ ফসলগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি বৎসরে ৩ বার রোপণের পরেও সামান্য বৃষ্টির দরুণ flood এ সমস্ত কৃষকদের আশাভরসা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এই অবস্থার প্রতি বাজেট প্রণয়নের সময় আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। সেখানে বুড়িগঙ্গাকে ভালভাবে কেটে যদি জল নিষ্কাষনের ব্যবস্থা করে দিতে পারি তাহলে শত শত দ্রোণ জমিকে flood এর কবল থেকে আমরা রক্ষা করতে পারি। এটাও সত্য সেখানে প্রতি কাণিতে ২০ | ২২ মণ করে ধান উৎপন্ন হয়। কাজেই আমাদের খাদ্য ঘাটতির যে অবস্থা সেই দিক দিয়ে নজর রেখে যে সমস্ত এলাকায় flood এ ধান, ফসল ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায় সেগুলোকে যদি রক্ষা করতে পারি তাহলে আমরা খাদ্যের দিক দিয়ে কিছুটা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি। কাজেই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরার সময় এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

তারপরে অমরপুরে একছড়ি নামে একটা ছড়া আছে। সেখানে শত শত দ্রোণ জমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে, কারণ সামান্য বৃষ্টি হলেই সেখানে বৃষ্টির জলে, নদীর জলে সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই সেখানে আমরা যদি protection এর একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম, সেখানে জল নিষ্কাশনের জন্য নদীকে divission এর ব্যবস্থা করতে পারতাম, তাহলে সেখানে হাজার মণ ধান উৎপন্ন হত। তারপরে সাব্রুমের মধ্যে গোবিন্দ মাঠ। সেখানে বিরাট এলাকা তথায় ও ঠিক একই অবস্থা ঘটে প্রতি বৎসর। অতএব এই গুলোকেও protection এর ব্যবস্থা করা দরকার। এভাবে উদয়পুরেও ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানে এই রকম অনেক জায়গা আছে যার কোন হিসাব নেই। যদি আমরা এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করতে পারতাম, কৃষকদিগের জমি flood এর কবল থেকে রক্ষা করতে পারতাম, তাহলে আমাদের দেশে উন্নতি এবং অগ্রগতির সহায়ক হত। কিন্তু আমরা শুধু কথাই বলি, বড় বড় scheme করি, কার্যাতঃ হয়ে উঠেনা। কাজেই বাজেটে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাতে ত্রিপুরাকে speedily এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে কিছুই নয়। অতএব এইদিকে দৃষ্টি রেখে বাজেটে এই খাতে আরও বেশী ব্যয় বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Deputy Speaker (Deputy Speaker on the Chair)— I would now call on Shri Nishi Kanta Sarkar.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে Houseএ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী Demand No, 24—এ যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ তার উপর যে Cut Motion রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। তার কারণ হচ্ছে বিরোধী দল থেকে বলা হয়েছে যে টাকা কম রাখা হয়েছে, টাকা কম রাখা হয়েছে কিন্তু কত টাকা রাখলে চলবে সেটা কিন্তু উনারা বলেন নি। তার উত্তর হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে যে flood control, নদী control, ছড়া control, এটার উপর আমাদের সরকার নজর দিয়েছেন, এটা জানি। এটা করতে হলে যা যা দরকার, যেমন Minor Irrigation dam সরকার আমাদের এখানে এটা করেছেন। আমি জানি যে কৃষককুলকে বাঁচাতে হলে এগুলি করা দরকার কিন্তু এগুলি রাতারাতি যে করা যায় না, এটা উনারা জেনেও বলেন না। টাকা কতকগুলি রাখলেই চলবে না, সেটা plan programme অনুযায়ী, নিয়ম অনুযায়ী খরচ করতে হবে।

টাকা কতগুলি রাখলেই চলবে না, যাতে আমাদের গ্রামের কৃষকদের মঙ্গল হয়, সেদিক নজর রাখতে হবে। উনারা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যেমন, উদয়পুর. সাব্রুম, অমরপুর। আমি যতটুকু জানি উদয়পুরে Surveyর কাজ আরম্ভ হয়েছে। অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করব যে উদয়পুরে যে surveyর কাজ আরম্ভ হয়েছে, সেটা যাতে ত্বরান্বিত হয় সেদিকে যেন উনারা দৃষ্টি দেন। সুখসাগর জলার কথা বলছি—সেখানে এবার বোরোধান হয়ত কৃষকরা পাবে না—যাতে এই বর্ষার আগে সুখসাগর জলার Sluice Gateএর কাজটা সম্পূর্ণ হয় সে দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব। যদি না হয়—তা হলে আগামী বৎসরে আমাদের আবার ফসলের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। যেমন ভদ্রা থেকে শীলছড়ি via আমতলী ও সম্পর্কে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে আগেও বলেছি—এই গাঙ্গাচলের বাঁধটা যদি হয় তা হলে বহু জমি আমরা ফসলের উপযোগী করে তুলতে পারি, ঐখানের জমি খুব ভাল, আমি সেখানে যাই ও দেখি। আমি Minor Irrigation Dept এর সঙ্গে আলাপ করেছি, তারা বলল surveyর কাজ আরম্ভ করেছে, তবে এবারে বোধ হয় কাজ শেষ হবে না। কিছুদিন আগেও কিছু টাকা খরচ করে একটা বাধ দেওয়া হয়েছে, আরো কিছু টাকা খরচ করে বাকী কাজটা যাতে বর্ষার পুর্বে শেষ করা যায় সেজন্য আমি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করছি। এখানে Budgetএ যে টাকা রাখা হয় সেটা পরীক্ষা নিরিক্ষা করেই রাখা হয়, তবে বড় বড় কাজগুলি করতে কিছু সময় লাগবে কিন্তু ছোট ছোট কাজগুলি যাতে বর্ষার আগে শেষ হয়ে যায়, এ কথা বলে বাজেটের সমর্থন জানিয়ে cut motionএর বিরোধিতা করে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker—I would now call on Hon'ble Chief Minister Shri Sachindra Lal Singh.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা cut motion রাখা হয়েছে 'inadequate Provision for flood protection measures. এখানে যেটা আছে সেটা হল 44—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage worksএর জন্য এখানে P. W.D. head এ আর একটি Irrigationএর বাজেট আছে। মাননীয় সদস্যরা বাজেট বই খুললেই সেটা দেখতে পাবেন যে Irrigation-Major head-Capital outlay on Scheme—Agricultural Improvement and Research Grow more food scheme এ প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার মত ধরা হয়েছিল এবং প্রায় ৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা এই বাজেটেই আছে এবং Irrigationএ আবার ৪ লক্ষ টাকা এখানে ধরা হয়েছে। যাদের কথা উনারা বলেছিলেন বুড়িমা Reclamation scheme, Bishalgarh এর ১ লক্ষ টাকার একটা Budget আছে এবং Reclamation of Khowra Beel drainage schemeএ টাকা ধরা আছে, Construction of outfall sluice at Suksagar Jala. construction of outfall sluice at Whalar Jhala (Sonamura). Rudrasagar Jala Drainage scheme, Dakma Jala Drainage scheme, Harina Jala, Kawlikura scheme & Burima scheme এসব গুলিতেই টাকা ধরা আছে. অতএব এখানে প্রায় ১৩ লক্ষ থেকে ১৪ লক্ষ টাকা Capital outlayতে আছে এবং ৪ লক্ষ টাকা main Irrigationএ আছে। তাতে প্রায় ১৮ থেকে ২০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন Reclamation ও Irrigation Scheme এর বিভিন্ন head এ Capital outlayতে আছে। এখন কথা হচ্ছে যে ৮০ লক্ষ টাকার, ট্যাক্সও বাড়াব না অথচ টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি করতে হবে: তাদের অবাস্তব চিন্তাধারা ছাড়া কোন বাস্তব পরিকল্পনা আছে বলে মনে হচ্ছেনা, কারণ একটা কথা হল এই তাহলে জনসাধারণকে বলতে পারবে যে আমরা ত লক্ষ লক্ষ টাকার কথা বলছি কিন্তু তারা দিচ্ছেনা। এই ক্ষেত্রে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করাটা সত্যিই একটা বাস্তব অবস্থার কথা নয়। বাস্তব যা সেইদিক দিয়ে চিন্তা করে বাজেট রচনা করতে হয় এবং বাজেট প্রণয়ন করব আমরা জনসাধারণের উপকার করার জন্য। এই যে কাজগুলি তাতে technical hand আছে কিনা সেটাও চিন্তা করা দরকার। ত্রিপুরার কথা আমি ছেড়ে দিলাম ভারতবর্ষেও কতজন techn ical hand আছে? Flood protection, Irrigation এই সব কাজের জন্য ভারতবর্ষে technical hand এর অভাব। সেই জন্য আমরা এখানে একটা unit করেছি, এবং আমরা Training programme করে আমাদের লোককে trained করে আনার জন্য টাকা ধার্য করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা trng. programmeটি খুলে দেখুন তাতে টাকা ধরা আছে। আমরা যদি আমাদের লোককে trained করে না আনতে পারি, তাহলে আমরা যে plan scheme করব, সেই plan scheme কিছুতেই execute করা যাবে না। সে বিষয়ে আমরা পশ্চাদপদ ছিলাম। সেইটাকে আমাদের অগ্রসর করাতে হবে, এবং সেই জন্য প্রত্যেকটি head এ training scheme

রাখা হয়েছে। In the meantime এই যে অন্তবর্তী সময় এর মধ্যেও আমাদের কাজটা চালিয়ে যেতে হবে সেই জন্য technical hand এর ক্ষমতা অনুযায়ী সেই সমস্ত কাজকে রাখা হয়েছে। ত্রিপুরার কৃষকের কৃষিকে উন্নত করার জন্য grow more food campaignকে জয়যুক্ত করার জন্য এবং flood থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য এই সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেটা সুপরিকল্পিত ভাবেই করা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা হয়ত অবগত আছেন আমাদের Prayer এ govt of India থেকে Irrigation and Flood control Ministry তার লোক জন পাঠিয়েছেন এবং তারা বলেছেন যে মনুকে এবং গোমতীকে ভালভাবে পর্য্যবেক্ষন করে, survey করে তারপর আমাদের Flood protection measure টিকে গ্রহণ করতে হবে। সেই অনুসারে survey করবার জন্য যে যে লোকের দরকার সেই লোকও আমাদের নেই। অতএব সেই অনুসারে যাতে লোক দিতে পারি সেই জন্য বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে এবং যাতে flood production measure টিকে শক্তিশালী করতে পারে with plan programme তার জন্য বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে, আমি আশা করি এই হাউস তাহা সর্বসম্মতিভাবে সমর্থন করবেন। এই cut motion এর বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি।

Mr. Duputy Speaker— The discussion of Demand for Grant No. 24 is closed. I would put the motion to vote. First I would put the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma. The questions that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequate provission for flood protection measure.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice 'Noes'

'Noes have it' 'Noes have it'. I would now put the main motion to vote moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 4,90,000/- (inclussive of the sums specified in col. 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 24 Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (non-commercial).

As many as are of that opinion will please say— 'Ayes'

Voice 'Ayes'

As many as are of contray opinion will please say 'Noes'.

'Ayes have it' 'Ayes have it'.

The discussion on Demand for Grant No. 38 is closed. I would now put the main motion to vote moved by the Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 4,75,000/- (inclussive of the sum specified in col. 3 of the

schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1966 in respect of Demand No.38 capital outlay on Irrigation, Navigation and Embankment and Drainage Works (non-Commercial),

As many as are of that opinion will please say, 'Ayes'

Voice 'Ayes'

As many as are of Contrary opinion will please say—Noes.

'Ayes have it' 'Ayes have it.'

Now I call on the Chief Minister to move the Demand for Grant No. 43—Loans & Advances by the State and Union Territory Govts.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—Hon'ble Speaker. Sir on the recommendation of the Administration I beg to now that a sum not exceeding Rs. 46,35.000/- [inclusive of the sums specified in col 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1966 in respect of Demand No. 43—Loans & Advances by the state & Union Territory Govts.

Mr. Deputy Speaker—There are six cut motions against the Demand. One cut motion i.e. No. 4—is thrown away for the absence of the mover. The first cut motion moved by Shri Bulu Kuki is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on inadequacy of provision for loans to distressed people & Agricutturist in Tripura. No. 2 cut motion. No. 2—cut motions moved by Shri Sudhanwa Deb Barma is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on (i) inadequacy of provision for loans for development of fisheries. (ii) inadequate provisions for loans to Gram Panchayats No. 3—Cut motion moved by Shri Hlura Aung Mog is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure of the Govt. to start milk production centres at different parts of Tripura, (iii) Inadequate provisions for loan to fire victims. No. 4—cut motion moved by Aghore Deb Barma is that the

demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provisions for loans to Agartala Municipality, (iv) Failure of the govt. to investigate into the causes of close down of a numbers of rural industries started with govt. loan and failure of the govt. to realize loans in other cases. (v) Inadequacy of provisions for loans for different Housing schemes. No. 5— this is the last cut motion moved by Shri Sunil Kr. Choudhury is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provisions for loans for improvement of markets in Tripura- Now I call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরা হলো কৃষি প্রধান দেশ এবং শতকরা ৮০ জন হচ্ছে কৃষক এবং কৃষকের উন্নতি হলো ত্রিপুরার উন্নতি। অতএব কৃষকদের যদি আমরা উন্নত করতে না পারি, এবং এই দুর্দিনে যদি কৃষকদের আমরা financial assistance দিতে না পারি তাহলে পরে এই ত্রিপুরায় সে কৃষি উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। সেই জন্য আমি এখানে আমার cut motion রেখেছি কারণ যে বাজেট provisions এখানে রাখা হয়েছে, সেইখানে দেখলাম যে Agriculturistsদের loan দেওয়ার যে provision রাখা হয়েছে, তা হচ্ছে মাত্র ৫,৮০,০০০ টাকা। কিন্তু তার যে Population আছে, যে কৃষক যারা কৃষি কাজ করে, সেই শতকরা ৮০জন তাদের প্রয়োজনের অনুপাতে এটা খুবই কম. কৃষক যখন কৃষি কার্যের সময় অসুবিধায় পড়বে এবং টাকা পয়সার অভাব হবে। ঠিক সেই সময় যদি কৃষকদের আমরা অন্ততঃ সরকার তরফ থেকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করতে না পারি যাতে নাকি তারা কৃষিকাজের মধ্যে ঠিক ঠিক ভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে তার ব্যবস্থা যদি আমরা করতে না পারি তাহলে পরে স্বভাবতই তাদের কৃষি কাজের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে, দ্বিতীয় কথা যে যদিও agricultural loan আমরা দিয়ে থাকি কিন্তু যে কতগুলো agricultural loan আমরা দেই তার মধ্যেও অনেক কিছু নীতি আছে। কারণ কয়েকদিন আগে আমি শুনেছি, তেলিয়ামুড়াতে কৃষি এবং fishery loan দেওয়া হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে চুক্তি করে নেওয়া হয়।

* * *

Mr. Deputy Speaker – Put the evidence first otherwise you cannot make any personal charge.

* * * Expunged as ordered from the Chair.

Shri Bulu Kuki— এইভাবে যাদের loan দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেই loan দেওয়ার ব্যাপারেও অনেক দুর্নীতি আছে এবং এই সমস্ত দুর্নীতির হাত থেকে কৃষকদের যদি রক্ষা না করিতে পারি তাহলে পরে সেখানে loan দিলে কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধনে অন্তরায় হবে। অতএব আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যাতে নাকি এই সমস্ত কাজ, দুর্নীতি বন্ধ হয় তার জন্য ব্যবস্থা হয়, কারণ কয়েকদিন আগে আমি আমার বিতর্কগুলি বক্তব্যের মধ্যে বলেছি এবং এই House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বিশেষ করে Trible welfare scheme এর কাজ এবং Tribal Development works বলে সেই জায়গাতে সেই টাকাগুলো Development scheme এ ব্যবহার করা হয় না, সেখানের 50./' অন্যত্র চলে যায়, মাত্র 20·/. tribal খাতে জমা হয়, tribal এর জন্য খরচ হয়। এইখানে যে এই দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেছি এতেই প্রমাণ করে যে প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে টাকা ব্যয় হয় সেই টাকা ঠিক ঠিক ভাবে তাদের কাছে পৌঁছেনা, এটা গিয়ে পৌঁছে অন্যত্র অন্যভাবে। অতএব স্পীকারের মাধ্যমে, আমি এই কথাই বলতে চাই, এবং এই House কে অনুরোধ করব যাতে নাকি কৃষকদের কৃষি কার্য্যের অন্তরায় না ঘটে, যাতে ঠিক ঠিক ভাবে তারা কৃষি কাজ করতে পারে, এবং loan পেয়ে টাকাটা সম্পুর্ণভাবে কাজে ব্যবহার করতে পারে তার জন্য সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি House কে অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Deputy Speaker— Now I call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma— Hon'ble Speaker Sir, আমি Fishery Department খাতের জন্য লোনের দাবী করে cut motion এনেছি। তার প্রয়োজনীয়তা এবং গভীরতা সম্বন্ধে হাউসে যুক্তি তর্ক দিয়ে বুঝানো বাহুল্য মনে করি। কারণ আমরা জানি যে ত্রিপুরায় মাছের চাহিদা খুব বেশী। কারণ এই রাজ্যে মাছের উৎপাদন খুব কম অধিকন্তু জনসংখ্যা এখন বেড়ে যাওয়াতে সেই জনসংখ্যার অনুপাতে চাহিদা আরো বেড়ে গেছে। সেই দিকে লক্ষ্য করে আজকে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যেন fishery বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু সেই দিকেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়গণ fishery-র দিকে খুব ভাল নজর দিচ্ছেন বলে আমি মনে করতে পারি না। Fisheryর এই রাজ্যে সম্ভাবনা খুব বেশী বলে আমি মনে করি। অন্ততঃ ত্রিপুরার যে চাহিদা সে চাহিদা মেটানোর মত ব্যবস্থা হতে পারে। ত্রিপুরায় যে সমস্ত পুকুর আছে, জলাশয় আছে এবং পাহাড়ে পর্ব্বতে যে সমস্ত লুঙা আছে অথবা যেখানে ছড়া আছে সেখানে যদি বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে ত্রিপুরায় যে মাছের চাহিদা সেটা মেটানো সম্ভব বলে আমার মনে হয়। ঐ সমস্ত জায়গাতে খুব কম খরচেই বাঁধ তৈরী করা চলে; আমাদের মাননীয় সদস্য নিশি বাবু বলেছেন যে fishery-র জন্য যদি বাঁধ দিতে গেলে Engineer এর প্রয়োজন। বড় বড় বাঁধ দিতে গেলে Electrical

Engineer এর প্রয়োজন নাই একথা আমি বলছি না। সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা বুঝি যে অনেক জায়গা আছে যেখানে সাধারণত: তিনদিকে টিলা দিয়ে বেষ্টিত হয়ত: সামান্য মাত্র কয়েক গজ জায়গা আছে যেখানে মাটি ফেলে দিলেই একটা বাঁধ হয়ে যায়। বাঁধটি তৈরী করার জন্য Engineer এনে পরিকল্পনা করে টাকা খরচ করার কোন প্রয়োজন হয় না। সেই রকম করতে গেলে যে টাকার প্রয়োজন; সেই টাকায় কম খরচে শুধু মাটি ফেলে বাঁধ তৈরী করা চলে। তারজন্য জল যখন বেশী জমে তখন শুধু outlet করে দিলেই জল যেতে পারে এবং এই বাঁধটি রাখা অসম্ভব কিছু নয়। সেই দিক দিয়ে আমি এইরূপ কয়েকটি বাঁধ দিয়েছি এবং সেখানে থেকে বছরে আমি কয়েক মণ মাছও বিক্রী করেছি। তাতে হাজার দু'এক টাকা যদি হয় তাহলে আর বেশী প্রয়োজন পড়ে না। আমি জানি কৃষকেরা যারা কিছু টাকা খরচ করতে পারেন তারা নিজের উদ্যোগেই এরকম বাঁধ সৃষ্টি করেন। কিন্তু অনেক কৃষক আছে যাদের ঐ রকম লুঙ্গা জমি, ছড়া আছে এবং এই রকম সুবিধা থাকা সত্বেও তারা বাঁধ দিতে পারে না টাকার অভাবে। হাজার টাকা, দু'হাজার টাকা Loan দেওয়ার যদি ব্যবস্থা থাকে। তাহলে ঐ সমস্ত জায়গায় fishery করা একটা মস্তবড় সুবিধা এবং এই fisheryএর জন্যই নয় এটা Irrigationএর কাজে লাগে, fishery cum Irrigation দু'টা কাজই হয়ে যায়। এই রকম ছড়া বা লুঙ্গাতে একটি বাঁধ দিলে সারা বছরই জল আটকানো যায়। তখন সেখান থেকে জল নিয়ে পার্শ্ববর্ত্তী যে সমস্ত জমি আছে তাতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। কাজেই এই যে ছোট ছোট জিনিষ সেখানে Engineerএর প্রয়োজন পড়ে না এবং অল্প খরচে যেখানে বাঁধ দেওয়া চলে সেই সমস্ত যদি করা হয় তাহলে একদিকে fishery আর অন্য দিকে Irrigationএর কাজ হয়ে যায়। অবশ্য এই সমস্ত ছড়া এবং জলাভূমির বাঁধ দেওয়ার নামে হাজার হাজার টাকা লুট করার যে নজির এখানে আছে শুধু তাই নয়, সেদিন মাননীয় সদস্য শ্রীলুড়া আং মগ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন কি একটা Lakeএর বাঁধের নাম আমার মনে নেই, কত হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন সেদিন আটলান্টিক সাগর নাকি সেই Lakeএর নাম। ঐ রকম যদি হয় এই ভাবে সাগর তৈরী করে হাজার হাজার টাকা খরচ করা অথচ ঐ বাঁধ থেকে কোন রকম ফসল বা মাছ বলতে কিছু না পাওয়া, ঐ রকম বাঁধ সৃষ্টি করার কথা আমি বলছি না। আমি বলছি যে সামান্য টাকা দিয়েও এই রকম সম্ভাবনা আছে ত্রিপুরাতে। কিন্তু আমি জানি আমার এই যে Cut Motion আছে তার বিরোধিতা করবেন তার ফল কি হবে Houseএ তা আমি জানি। রোষ করেই সেটাকে উড়িয়ে দেবেন এই শাসক গোষ্ঠি মহাশয়গণ। উনারা অনেক সময়ই বলে থাকেন, যে কোন রকম গঠনমূলক কাজ যখন আমরা করি তখন বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সাড়া দেন না। আমরা অনেক গঠনমূলক প্রস্তাবই আনি, Cut Motion আনি কিন্তু তার ফলাফল কি হবে তা আজকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। কারণ শাসক partyর যখন মুখ বেশী তখন তারা রোষ করেই উড়িয়ে দেবেন। আমার এই Cut Motionএর কি ফল হবে তা আমি জানি। তারপর গ্রাম পঞ্চায়েৎ সম্পর্কে

একটি cut motion আমি রেখেছি। এখানে বলা হয়েছে যে selected গ্রাম পঞ্চায়েৎকে Loan দেওয়া হবে। আমাদের জানাশুনা. ও অভিজ্ঞতাতে আমরা জানি যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্ব্বাচন ব্যাপারে কিরকম একটা দুর্নিতি এবং কি রকম একটা বিশৃঙ্খলভাবে করা হয়ে থাকে। এমন অনেক ঘটনাও আমাদের চোখে পড়েছে যে তিনি, যিনি পঞ্চায়েৎ প্রধান প্রার্থী হয়েছেন তিনি কংগ্রেসী নন কাজেই তাকে যেমন ভাবেই হক হারিয়ে দিতে হবে। কাজেই এখানে হাত তোল, প্রকাশ্যে হাত তোলার উপরেই ঘোষণা দেওয়া উচিত। যেখানে দেখা গেল যে একজন সদস্য যিনি কংগ্রেসী নন তিনি যখন হাত তুললেন, তার নাম বলা হল, তখন দেখা গেল overwhelming majorityর হাত উঠে গেছে। কিন্তু যখন গণনা করা গেল তখন তারই কম। এই রকম দুর্নিতি গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠনের ব্যাপারে পরিলক্ষিত হয়েছে অনেক জায়গাতে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন দেখা গেছে যে যেখানে পঞ্চায়েৎ প্রার্থী হয়েছেন তিনি হয়তো জিততে পারেন না। কাজেই এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে কোন কংগ্রেস সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রার্থী হতে পারে নাই। যেখানে শুধু কংগ্রেস প্রধান অঞ্চল রয়েছে, তাদেরকে বাছাই করে এই ১,৫০০্ টাকা খরচ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলেই আমার ধারণা। কারণ এখানে শুধু selected gram panchayats বলা হয়েছে তাই এখানে এরকম সন্দেহ আসা স্বাভাবিক।

Mr. Speaker— I would now call on Sri Hlura Aung Mog.

শ্রীহ্লুরা আং মগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার cut motion এর বক্তব্য হচ্ছে Failure of the Govt to start with milk production centres at different parts of Tripura. সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দুধ সরবরাহের ব্যাপারে আমাদের Govt. failure হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ প্রত্যেকটি subdivision এ দুধের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়েই চলছে কিন্তু দুধ এক রকম নেই বললে চলে। সেজন্য প্রত্যেক subdivision এ এই দুধের চাহিদা মিটাবার জন্য অবিলম্বে একটা কার্য্যসূচী গ্রহণ করা দরকার। আর তাহ যদি না হয়, তবে বিভিন্ন sub-divisional town গুলিতে যে দুধের crisis চলছে, সেটা আরো বেড়েই চলবে. অথচ এই দুধ সরবরাহের ব্যাপারে সরকার কোন কিছুই করছেন না। এখানে বাজেটের মধ্যে মাত্র ৫০,০০০ টাকার যে Provision রাখা হয়েছে দুগ্ধ গাভী কেনার জন্য, তা চাহিদার তুলনায় নিতান্তই কম। আর শুধু টাকা বাজেটে রাখলে তো দুধ আসবে না, কাজেই প্রত্যেক sub-division টাউন গুলিতে দুগ্ধ গাভী এনে সেখানে দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য আমি বলছি যে এত কম টাকায় দুধ সরবরাহের কোন ভাল ব্যবস্থা হতে পারে না এবং আমি এজন্যই cut motion এনেছি।

আমার আর একটা cut motion হল Inadequate provision for loans to fire victims যে সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘড় বাড়ী, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি প্রতি বছর যেভাবে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংশ হয়েছে বা নষ্ট হয়েছে তাদেরকে যে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয় তা তাদের প্রয়োজন তুলনায়

একেবারেই কম সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বাজেটে Fire victimsএর জন্য মাত্র ১০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে ইহা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। সেজন্য আমি হাউসকে অনুরোধ করব যেন এই খাতে আরো বেশী ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়। আর সেই সব অঞ্চলে যে সকল দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের দোকান আগুনে পুড়ে যায় তাদেরকে প্রয়োজনমত একটা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করাও আমি একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেসব অঞ্চল আগুনে পুড়ে, সেখানকার অধিবাসীদের যে ধন সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তাদেরকে যে loan দেওয়া হয় সেটা তাদের ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় খুবই কম, যার ফলে কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ী তার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হয় না। এমনকি তার পরিবারের ভরণ পোষণ করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব যে ঐসব Fire victims দিগকে, তাদের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ বিচার বিবেচনা করে উপযুক্ত পরিমাণে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয়, যাতে করে তারা পূর্বের মত তাদের কাজ কর্ম চালিয়ে জীবনধারণ করতে পারে এবং সেজন্য আরো অধিক অর্থ যাতে এই বাজেটে বরাদ্দ করা হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker — I now call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বাজেটে Municipality-র loan এর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা বাস্তব অবস্থার তুলনায় অনেক কম। কারণ আগরতলা শহরকে যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে আরো অনেক বেশী টাকার প্রয়োজন। শহরের আশে পাশে অনেক নালা, জলা, বিল-খাল, ডোবা ইত্যাদি রয়ে গেছে, এগুলিকে মাটি ভরাট করে পাকা ড্রেইন করা দরকার। আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি যেটা হচ্ছে আমাদের পাড়ায় বনমালীপুরে বোধজং থেকে অভয়নগরের কাটা খালের বাঁধ পর্যান্ত, ভুতুরিয়া ও নূতন বোধজং স্কুল পর্য্যন্ত জায়গায় জল নিকাশের কোন খাল পর্য্যন্ত নাই। তবে মান্ধাতার আমলের একটা খাল আছে বটে, কিন্তু সেই খাল বছরের কোন সময়ে পরিষ্কার করা হয় না। যখন সামান্য বৃষ্টি হয় তখন ঐ অঞ্চলের সমস্ত রাস্তাঘাট ও বাসাবাড়ীতে বন্যা দেখা দেয়। তাতে যে সমস্ত ছোটছোট পুকুর বা কুয়া আছে সেগুলিতে জল ঢুকে মাছের পোনা ইত্যাদি বাহির হইয়া যায়। শুধু মাছ নয় পাড়ার যতসব ময়লা আছে সেগুলি বাড়ীঘরে প্রবেশ করে ও পুকুরের জলগুলিকে দোষিত করে দেয়। কেন যে এত পাড়াটির এই দুরাবস্থা জানিনা। তবে আপনাদের পাড়ার অবস্থা ভিন্ন রকম আমি জানি,কারণ আপনাদের বাড়ীতে বা বাড়ীর সামনে পাকা ড্রেইনরয়েছে কিন্তু ঐ পাড়াটির প্রতি কেন এত neglect করা হচ্ছে, তা আমি বুঝি না। আর যখন আমরা এই হাউসের মধ্যে এসব বিষয় আলোচনা করতে যাই, তখন আপনারা শুধু হাসি ঠাট্টাই করেন, কারণ আপনাদের তো ঐ দিক দিয়ে ঘুরতে হয় না। যখন একটু বৃষ্টি হয়, যেহেতু ড্রেইন নেই কাদা হয়, তখন কাপড় হাটুর উপরে তুলে বাড়ী ঘরে যেতে হয়। কাজেই সমস্ত

ঠাকুরের বাড়ীর পশ্চিমাংশে যে সমস্ত বাড়ী আছে, সেগুলি ঐ ময়লার জলে flood এর মত effected হয়ে থাকে। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ময়লাজলগুলি বাহিরে যাওয়ার একটা পথ না করে দেওয়া হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকবে এবং মানুষ ঐ পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। কাজেই এই যে অবস্থাগুলি আমাদের সামনে চলছে এবং Municipalityতে যেভাবে কাজ কর্ম চলছে, সেগুলিকে যদি আমরা আরো ভালভাবে করতে যাই যেমন পাকা ড্রেইন, পায়খানা ইত্যাদি, তাহলে আরো বেশী টাকার দরকার। সেই জন্যই আমি এখানে এই Cut motion এনেছি। আমি এখানে মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে একটা Suggestion রাখব যে ঐ পুরাণ ড্রেইনগুলি পরিষ্কার না করে নূতনভাবে জেলখানার দিকে যদি একটা খাল কেটে দেওয়া হয়, তবে ঐ সমস্ত পাড়ার জলগুলি বের হওয়ার একটা রাস্তা হতে পারে। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে কার বাড়ীর উপর দিয়ে খাল কাটা হবে ও একটা সমস্যা বটে। কাজেই এই অবস্থা শুধু বনমালীপুরে চলছে না, টাউনের আনাচে কানাচে অর্থাৎ যেখানে বস্তী আছে সে সব জায়গায় যে সকল খাল আছে, সেগুলিও পরিষ্কার করা হয় না, পাকা ড্রেইন ত দূরের কথা। কাজেই এখানে Municipalityকে দেয় loan এর পরিমাণ আরো বাড়ানো দরকার। আর একটি কথা হলো ২নং Cut motion এর মধ্যে বলা হয়েছে, Industry গড়ে তোলার জন্য Loan ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন Industryই সেখানে নেই। যেমন বিলোনীয়ার দু' একটি ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছি। পাট সমবায় সমিতি নামে একটি সমবায় সমিতি আছে। সেখানে ছোটখাট Cottage Industry করবে বলে সরকার থেকে অনেক টাকা Loan নিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখাগেল সেখানে Industryর কোন অস্তিত্ব নেই। ২নং বগাফাতে মহাত্মা গান্ধীর নাম করে একটি সমিতি করা হয়েছে। নাম করা হলো মহাত্মা গান্ধী সমবায় সমিতি। সেখানে বিড়ি ফ্যাক্টরী করার কথা, ঘানি করার কথা, জুতার কাজ কর্ম ইত্যাদি করার কথা। কিন্তু সেখানে যদি আপনারা গিয়ে দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে এসব কারখানার কোন অস্তিত্বই নেই। অবশ্য সেখানে নাকি ৮৬ হাজার টাকা Industry Loan বাবত দেওয়া হয়েছে। এভাবে যদৃচ্ছভাবে কত লোককে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। যাক্ এসমস্ত ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছিনা। মোটের উপর এভাবে Industry গড়ে তোলার জন্য বহু টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত Industryত দূরের কথা সেখানে Industryর কোন অস্তিত্বই নেই। এবং সেই Loan গুলি realise করা হয়েছে কিনা তার কোন হিসাব পর্য্যন্ত নাই। কাজেই Industryর নামে এই যে টাকা বিলি করা হলো, এখন কি কারণে Industry গড়ে উঠলনা, কেন বন্ধ হয়ে গেল, এগুলি ভাল করে Enquiry করে একটি report দেওয়া দরকার। তারপর আর একটি Cut motion ও আমার আছে। For "Inadequacy of Provision for Loans for different housing schemes ত্রিপুরা রাজ্যে বাঁশ বা অন্যান্য materials যা ঘর তৈরীর পক্ষে দরকার এগুলি দিনের পর দিন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছে এবং দাম ও খুব বাড়ছে যার ফলে আজকে বাড়ী ঘর তৈরী করা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে। এই অবস্থায়, Low income scheme middle income housing scheme প্রভৃতি যে সমস্ত housing loan scheme এ যে

টাকা ধরা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এইখাতে ব্যয় বরাদ্দ আরো বেশী ধরা উচিৎ ছিল।

Mr. Speaker (Dy Speaker on Chair)—I now call on Sri Sunil Kr. Chowdhury.

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার cut motionএর আসল কথা হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজারগুলির improvement করা। কিন্তু এখানে Budgetএ আমরা কি দেখতে পাই? Budgetএ আমরা দেখতে পাই যে শুধু Municipalityর বাজার গুলোর জন্য ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু সারা ত্রিপুরা রাজ্যে Municipality বলতে শুধু আগরতলা Municipalityকে বুঝায়। বাইরে আর কোথায়ও Municipality আছে কিনা ঠিক আমার জানা নেই। কাজেই বাইরের যে সব বাজার, সেই সব বাজারের কোন Provision এখানে নেই। আমার মনে হয় যে এটা ঠিক হয়নি। কারণ ত্রিপুরার বাইরের বাজারগুলো বেশ ভাল, কাজেই Loanএর কোন প্রয়োজন নেই, এটা হতে পারে না। এখন আমি আগরতলা শহরের কথা বলছি, আগরতলার Municipalityর ভিতরে যে Market আছে—যেমন ধরুন বটতলা বাজার. সেই বটতলা বাজারের অবস্থাটাই দেখুন। একটু সাধারণ বৃষ্টি হলেই বটতলা বাজার কাদায় একেবারে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে কোন Drainএর ব্যবস্থা নেই, জল জমে এমন কাদা হয় যে তখন বাজার করা পর্যান্ত দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। কাজেই এখানে আমি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাচ্ছি যে Municipalityর areaর ভিতরে যেখানে নাকি এই অবস্থা সেখানে বাইরের বাজারগুলোর যে কি চেহারা সেটা বুঝাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা হচ্ছে, পাকিস্তান থেকে যেসব রিফিউজিরা ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছেন তাদের যে জমির কোটা তা ৫ কানি বলে আমরা জানতাম। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমরা কি দেখতে পাই? সেটা ৫/১০ গণ্ডা, কোন কোন জায়গায় ১ কানি এভাবেই তারা কলোনীগুলিতে জমি পেয়েছে। আজ পর্যান্ত সরকারী তরফ থেকে তাদের যে সম্পূর্ণ কোটা পাওয়ার কথা তার ব্যবস্থা করা হয় নি। এ ব্যবস্থা না করে এখানকার দায়িত্বশীল সরকার তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সুতরাং আমি অনুরোধ করবো যে তাদের পুরা কোটা ৫ কানি নাল জমি যেন দিয়ে দেওয়া হয়। মাননীয় Speaker Sir, যে রকম Milk Supply Scheme আগরতলা শহরে নেওয়া হয়েছে সেই রকম Scheme যেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে নেওয়া হয় তার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করবো। দুধ শিশু এবং রোগীর খাদ্য এবং পথ্য সুতরাং আমি অনুরোধ করবো যে এই Milk Supply Schemesএর মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দুধ সরবরাহ যেন করা হয়। Fishery Scheme সম্পর্কে আমি বলবো যে সমগ্র ত্রিপুরায় এবং একমাত্র সাব্রুমে ৭টি জলাভূমি পরে আছে যেগুলিকে অল্প বিস্তর সংস্কার করলে মৎস্য চাষ ভালভাবে করা যায়। সেখানে কিছুই করা হচ্ছে না। এর দ্বারা Irrigationএর কাজও ভাল চলতে পারে। সুতরাং যেখানে দু'টা কাজ এক সঙ্গে করা যায় সেখানে টাকার আরো বেশী রাখার প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি।

Mr. Deputy Speaker— I call on Shri M. L. Bhowmik Dy. Minister.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক (ডেপুটি মিনিষ্টার)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ তাদের cut motion এর স্বপক্ষে অনেক কিছু বলেছেন কিন্তু আমি এই cut motion এর প্রতিবাদ করি। মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকি বলেছেন, যে displaced persons & agriculturists দের জন্য যে loan এর টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা স্বল্প। কিন্তু আমরা এই বরাদ্দ রেখেছি বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে। যে সমস্ত কৃষিজীবি কৃষিকাজ করেন, যাদের কাজের দ্বারা ত্রিপুরার কৃষির উন্নতি হতে পারে তারাই এই Loan পাবেন। এই খাতে আমরা ২৫,০০০৲ টাকা provision বাড়িয়ে ৫০,০০০৲ টাকা করেছি। সুতরাং আমরা মনে করি এই বরাদ্দ যুক্তি সঙ্গত, এই টাকা যে সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান চাষ করতে চান তাদেরও দেওয়া হবে।

তারপরে বলা হয়েছে failure of Govt. to start milk Production Centres in different parts of Tripura. আমরা জানি যে আমাদের Milk চাহিদা প্রচুর; এবং কথা জানি বলেই আমরা দুধের production ও সরবরাহ বাড়ানোর চেষ্টা করছি। দুধের সরবরাহের উন্নতির জন্য improved breeding এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা Key village scheme গ্রহণ করেছি। Artificial in semination এর ব্যবস্থা করেছি, এবং এর ফলে দুধের সরবরাহ বাড়বে।

In adequate provision for loans to fire victims সম্পর্কে আমি বলব যে এই খাতে একটা Token Provision রাখা হয়েছে, এবং এর ফলে যখনই টাকার প্রয়োজন হবে তখন অন্য Head থেকে transfer করে আমরা টাকার বরাদ্দ এখানে করতে পারব। কাজেই অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্থ যারা হয়েছেন, তাদের সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের আছে। যাদের দোকান ও বাড়ী পুড়ে গেছে জোলাইবাড়ী এলাকায়, তারা যেন বাড়ী পাকা করতে পারেন, এই কথা বলা হয়েছে; কিন্তু বাড়ী পাকা করে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে আমরা অনেক ক্ষেত্রে টিন দিয়েও সাহায্য করি।

In adequate provision of loan for Agartala Municipality সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, আমি মনে করি Municipality কে লোন দেওয়ার যে provision আছে তা যথেষ্ট। আগরতলা সহরে যেখানে যেখানে নালা প্রভৃতি নেই, সেগুলির ব্যবস্থা করা হবে।

Housing loan দেওয়ার provision আমরা এই Budget এ করেছি। Middle income ও low income group family যারা তারা এই লোন পাবেন। কাজেই এই বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে তাহা যুক্তি সঙ্গত। সুতরাং যেসমস্ত ছাটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার আমি বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker—— I now call on Hon'ble Chief Minister Shri Sachindra Lal Singha.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—মাননীয় স্পীকার স্যার, cut motion কয়েকটা আনা হয়েছে এই Inadequacy of Provision for loans to distressed people and agriculturists in Tripura, আরেকটা হয়েছে Inadequacy of provisions for loans for development of fisheries, তারপরে inadequate provisions for loans to Gram Panchayets. এই কতকগুলা দফা উনারা রেখেছেন—আর falure of Govt. to start Milk Production Centre at different parts of Tripura, Inadequate provision for loans to fire Victims, তারপরে ওঁরা রেখেছেন inadequate provision for loans to Agartala Municipality, failure of Govt. to investigate into the causes of close down of a number of rural industries started with Govt. Loans and failure of Govt. to realise loans in other cases, inadequacy of provisions for loans for different housing schemes. Inadequacy of provision for loans for improvement of markets in Tripura, বিভিন্ন দফায় কতগুলো cut motion ওরা রেখেছেন এবং প্রত্যেকটির উত্তর এখানে কিছুটা দেওয়া হয়েছে। অতএব সেই জায়গাতে এখন একটা প্রথমেই হল—inadequacy of provisions for loans for development of fisheries; Fisheryর জন্য loan দেওয়া হয় এবং সেইজন্য টাকার বরাদ্দ double করা হ'য়েছে। অতএব এটা inadequate না, এটা হ'ল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে, টাকার অঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ করে, অর্থের আনুকূল্য রেখেই তা বাজেট করা হ'য়েছে। তারপরে Milk Production Centres, এর উপর আরও milk production centre করা সেখানে একটা scheme আছে—purchase of better milk cow by the milk producers তারজন্য তাকে টাকা দেওয়া হবে। সেজন্য অর্থের বরাদ্দ আছে। আর যাতে উন্নত ধরণের গরু তৈরী করা যায় সেজন্য Key village schemes আছে। সেই সমস্ত scheme নিয়ে কার্য্য চলছে, artificial insemination এর কাজ। অতএব এখন এই সমস্ত কাজগুলাকে যদি ঠিকই আমরা গ্রহণ করি এটাকে criticise না করে, সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে বাজেটে যে বরাদ্দ আছে এবং যে plan ও scheme করা হয়েছে সেই plan ও schemeএ আমরা উন্নতধরণের গরু তৈরী করতেও পারি এবং উন্নত ধরণের গরু যাতে কৃষকেরা খরিদ করতে পারে এবং তাতে তাদের আর্থিক অবস্থাকে আমরা উন্নত করতে পারব। এই দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা milk productionএর জন্য টাকা রেখেছি এবং Animal Husbandryর সেই গো-সম্পদকে বৃদ্ধি করার জন্যও টাকার অঙ্ক ধার্য্য আছে। তারপরে বলা হয়েছে যে যারা উদ্বাস্তু তাদের ঠিক্ ঠিক্ জায়গা দেওয়া হয়নি। যারা উদ্বাস্তু ভাইরা এসেছিলেন, তাদের মধ্যে industrial loan যারা নিয়েছেন তাদেরকে সেই জায়গা যতটুকু দেওয়ার তা দেওয়া হয়েছে এবং যারা agricultural loan নিয়েছেন তাহাদের মধ্যে Govt, colony যেগুলো আছে সেই সমস্ত colonyতে যারা বসতে পারেনি ঠিক ঠিক ভাবে

জমি পায়নি তারজন্য টাকার অঙ্কের বরাদ্দ এখানে আছে। অতএব এই যে কথা বলা হয়েছে যে করা হয়নি—সেটা ঠিক নয়। এখন কথা হল এই যে two acres of land যাতে তাদের কলোনীগুলো যেখানে start হয়েছে সেখানে জোত lands acquire করে সেটা distribute করা চলে কিনা সেইজন্য টাকার অঙ্ক আছে। অতএব এদিকে ভীত, সন্ত্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। টাকা সেখানে আছে এবং অর্থ সেখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপরে বলা হয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির অর্থের যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে বা অর্থ যেটা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা insufficient, এখন দৃষ্টি রাখতে হবে যে water supply এবং drainage scheme আগরতলায় আছে, সেখানে ২,৭০,০০০৲ টাকা। Improvement of market in Tripura (non-plan)এ আছে ৫০,০০০৲ টাকা, slum clearanceএর জন্য আছে ১৭,৫০০৲, water supply scheme ২১,২২,০০০৲, improvement of plan markets—improvement of Markets (non plan) এ আছে ২.১৪,০০০ আর Slum clearance scheme এ আছে ১,১৬.০০০৲ টাকা। অতএব এইদিক দিয়ে যেই টাকা রাখা হয়েছে সেই কাজটাকে করার জন্য, যে সমস্ত লোকের দরকার সেইদিকে লক্ষ্য রেখে সেই সমস্ত টাকার অঙ্কের বরাদ্দ করা হয়েছে। অতএব যারা আজকে রাতারাতি town গুলোকে স্বর্গে পরিণত করতে চান সেটা সম্ভব নয়। কারণ আগরতলা টাউন বা সাব-ডিভিসনের টাউনগুলো plan scheme করে গড়ে ওঠেনি। প্রয়োজনের তাগিদে যে যেখানে পেরেছে ঘর উঠিয়েছে। অতএব এই জায়গাকে উন্নত করতে গেলে পরে Hygiene করতে গেলে পরে যেই সমস্ত কাজ করা দরকার যেমন water supply করতে হবে, market এর development করতে হবে, Slum যেগুলো আছে সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে এবং যে বাজারগুলো খারাপ অবস্থায় আছে সে সমস্ত জিনিষগুলোর উন্নতি করতে গেলে পরে যে ব্যবস্থা করা দরকার তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের পূর্বেও বলেছি যে আমরা সেইদিক দিয়ে চুপ করে বসে নেই। এই পরিবেশের মধ্যে কি করে টাউনের জল নিষ্কাষণ করা চলে সেই জন্য সেই কাজ এখনই শুরু হয়েছে এবং সেটা কাটা খালের দিকে দেখলে পরে আমরা দেখব যে বিরাট একটি জল সংযোগের যে জায়গা ছিল যা দিয়ে পাকিস্থানে গিয়ে জল পড়ছিল সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সেটাকে সংস্কার করে সেই সমস্ত জায়গার জল নিকাশ ঠিক ঠিক হয়, যাতে টাউনকে জলের হাত থেকে রক্ষা করা চলে সেইদিক দিয়ে পরিকল্পনা অনুসারেই তা করা হচ্ছে। অতএব sub-drain গুলো যা ও আছে সেগুলোর কাজও, যে সমস্ত জায়গাতে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় সমস্ত জায়গা দিয়ে দিচ্ছেন. তারা drain এর উপকারিতা বুঝে সেই সমস্ত জায়গা যা যা দিচ্ছেন সেই সমস্ত জায়গাতে সেই পরিবেশের মধ্যে জল নিকাশের যেটুকু সম্ভাবনা আছে সেই অনুসারেই তা করা হচ্ছে। অতএব টাউনকে একটি reglected wayতে রাখার কথা যা বলা হয়েছে, জনসাধারণ তা জানে যে আগরতলা টাউন একটা good plan এর উপর স্থাপন হয়নি। হাজার হাজার উদ্বাস্তু এসেছিল, মানুষের প্রয়োজনে ঘর বাড়ী ইত্যাদি গড়ে উঠেছে এবং জায়গার মূল্য এখন অনেক বৃদ্ধি হয়েছে এবং সেই জন্য কিছুটা encrochment of the govt. propertyতে যে

না হচ্ছে তা নয়, সেখানে হচ্ছে। অতএব সেটিকে ঠিক ঠিক ভাবের acquire করে খাস করতে গেলে পরে যে যে অবস্থার সম্মুখিন হতে হয়, হয়ত মাননীয় সদস্যরা সেই দিক দিয়ে অবগত নেই বলেই তারা অবাস্তব একটি কথা এখানে রাখছেন। অতএব সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যাতে সেই জায়গা পেতে পারি. plan wayতে সেই টাউন গড়ে উঠতে পারে তার পরিকল্পনা নিয়ে এই সমস্ত কাজের বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এই সমস্ত অর্থ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর আরেকটি কথা বলা হয়েছে Housing scheme, village housing project scheme আছে এবং low income group housing scheme আছে, middle income group housing scheme আছে। তারজন্য সেখানে অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যরা দেখবেন যে, যাতে জনসাধারণের উপকার হতে পারে সেই জন্যই এই scheme, এই plan প্রবর্তন করা হয়েছে এবং সেই অনুসারেই আজ অগ্রসর হচ্ছে। Inadequacy provision for the loan of the improvement of the markets in Tripura আমি আগেই বলেছি তার জন্য টাকা আছে Third plan এ 8,20,000\ তার মধ্যে ৩,১৪,০০০ হাজার হল plan, non-plan এ হল ১,৮৬,০০০। মাননীয় সদস্য যদি সেই দিকে দৃষ্টি দিতেন তাহলে তা তিনি দেখতে পেতেন এবং সেই অনুসারে কার্য্য করা হচ্ছে, কার্য্য চলছে। তারপরে বলা হয়েছে যে fire victim যারা বাস্তবিকই fireএ জনসাধারণের ক্ষতি হয়। সেজন্যই তাদেরকে সামরিক একটা relief দেওয়া চলে কিনা সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই টাকার অঙ্ক রাখা হয়েছে। অতএব তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এখানে টাকা রাখা হয়নি, তাদের সাহায্যের জন্যই করা হয়েছে। আর যাদের জোত land আছে তারা সেই সমস্ত জায়গাতে যদি ঘরবাড়ী করতে চান তাহা সরকার থেকে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেই ঋণ নিয়ে তারা সেখানে ঘরদোরকে ঠিক ঠিক ভাবে দাড় করাবার চেষ্টা করে। তারপর বলা হয়েছে যেখানে পুড়বে সেখানে দালান তৈরী করে দেওয়া হউক সরকার থেকে। এটা আজকের দিনে যে আয় আমাদের সেদিকে লক্ষ্য রেখে যদি মাননীয় সদস্যরা চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে যেই বাজার পুড়বে সেই সমস্ত বাজারকে দালান পাকা এবং টিন আমরা দেব, তাহলে পরে টিনের যে বরাদ্দ আছে সেই দিকেও যে quota আছে এবং সেই quotaর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে villageএর কৃষকদের জন্য, তারপর জুমিয়াদের জন্য, উদ্বাস্তু ভাইদের জন্য যে টিনের বরাদ্দ আছে সেই টিনের বরাদ্দ রেখে যদি ওনারা চিন্তা করতে পারতেন তাহলে পরে ওনারা ঠিক এই রকম অবাস্তব কথা পেশ করতে পারতেন না, কারণ তারা বলেই খালাস; কিন্তু আমরা বলেই খালাস নই। আমরা যা বলব তা আমাদের কার্য্যে রূপান্তরিত করতে হবে। অতএব এই জায়গাতে যে টাকার অংক রাখা হয়েছে. সেই অর্থের অংক, সেই অবস্থার প্রয়োজন দেখেই তা করা হলো।

তারপর আর একটি কথা বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছেন যে কে নাকি loanএর টাকা নিয়ে, দরখাস্ত নিয়ে, দরখাস্ত রেখে টাকা আদায় করে। তবে এটা মাননীয়

সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে। এই জনসাধারণকে কতকগুলি অবাস্তব দাবীর পিছনে দাঁড় করাবার জন্য কতকগুলি ... ... এবং তার পরে বলা হয় এই যে তোমরা অমুক জায়গাতে, অমুক সময়ে দরখাস্ত কর এবং প্রতি দরখাস্তে দেখা গেছে এই ৫০,০০০ হাজার থেকে ৮০,০০০ হাজার লোকের দরখাস্ত সংগ্রহ করেছে। আট আনা করে প্রতি দরখাস্তে যারা আদায় করত তাদের মুখেই আমরা আজকে এই কথা শুনছি। কারণ যদৃশীভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। যারা ঠিক সেই চিন্তা করেন, সেই চিন্তার অনুপাতে তারা তাদের কথা বলছেন। অতএব সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে যদি কথা বলতেন তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হতাম, তারপরে আরো একজন সদস্য বলেছেন এই যে কোথায় নাকি একটি পুকুর কাটানো হয়েছিল— তার আগের বারও এ কথাটি বলা হয়েছিল। কিন্তু বারে বারে এই কথাটির উল্লেখ করা, আমি তার উত্তর দিয়েছি, তার পরেও মাননীয় সদস্য আবার সেই কথাটি বলেছেন। তার কারণ হল এই চুলার মুখ দিয়ে ছাই ছাড়া আর কিছু বহির্গত হয় না। অতএব সেইদিকে লক্ষ্য করে আমি বলব যে চুলার মুখে দিয়ে ছাইই বের হয়। কাজেই ছাই স্বরূপ এসবকথা বলতে পারেন। অতএব সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা কথা বলেন এবং সেভাবে তারা কথা বলেন এবং সেই ভাবে তারা আচরণ করেন। তারপরে বলা হয়েছে এই distressed people and agriculturists in Tripura unforeseen charge এর জন্য কৃষকদের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ৪ লক্ষ টাকা সেখানে রাখা হয়েছে। অতএব যদি প্রয়োজন হয়, সেই জায়গাতে আরও অর্থ আমরা বরাদ্দ করতে পারব। Unforeseen charge হিসাবে সেখানে ৪ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদিগকে অনুরোধ করব এই বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে যদি ত্রিপুরার উন্নতির কথা চিন্তা করে আমরা কাজ করি তাহলে আমরা যে plan, scheme সেই plan, scheme কে আমরা জয়যুক্ত করাতে পারব। আমাদের plan এর সার্থকতা এইখানেই। যারা আগে বলত এই Plan scheme অত্যন্ত খারাপ তারা আজকে এই plan scheme কে অভিনন্দিত করছেন এবং সেই plan ও scheme যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কার্যাকরী হতে পারে সেই সমালোচনা যদি করেন, ঠিক সেইভাবে তাহলে বাস্তবিকই আমরা plan ঠিক ঠিকভাবে জয়যুক্ত করাতে পারব এবং plan এর সার্থকতাও আজ এখানে এসেছে যারা planকে নিন্দিত করতেন, খারাপ বলে বলতেন, আজকে তাদের মুখ দিয়ে সেই কথা বের হচ্ছে। Milk production centre সম্বন্ধে আমার মনে আছে মাননীয় সদস্যরা নানা জায়গায়, নানাভাবে উল্লেখ করেছেন এবং আজকে তারা এই Milk production center এর কার্যাকারীতা বুঝেছেন এবং সেইজন্য আমি তাদের অভিনন্দিত করব যে কাজ ঠিক ঠিক ভাবে চলছে সেই কাজগুলোকে তারা ঠিক ঠিকভাবে অভিনন্দিত করুক। তাহলে দেশকে আমরা শক্তিশালী করতে পারব জনসাধারণকেও শক্তিশালী করতে পারব। এই বলে Cut motion গুলির বিরোধীতা করে আমি আমার demandকে House এর সামনে রাখছি। আশা করছি House সেটা unanimously গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker (Dy, Speaker on the Chair) —The discussion on Demand for grant No. 43 is closed, I would put the Motion to vote. First I put to vote the cut motion one by one. The cut motion No. 1 is moved by Shri Bulu Kuki that the demand be reduced by Rs. 100/- to discussion on inadequacy of provision for loans to distressed people and agriculturist in Tripura.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes', Voice 'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes', Voices —'Noes'.

'Noes' have it. 'Noes' have it.

The Cut Motion moved by Shri Sudhanwa Deb Barma is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provisions for loans for development of fisheries.

(ii) Inadequate provision for loans to gram Panchayet.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes',

Voices—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voices—'Noes'

Noes have it, Noes have it.

The cut motion moved by Shri Hlura Aung Mog is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on (i) Failure of the Govt. to start milk Production centres at different Parts of Tripura, (ii) inadequate provisions for loans to fire victims.

As many as are of same opinion will please say "Ayes"

Voices —"Ayes",

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

Voices—Noes

Noes have it, Noes have it,

The Cut Motion No. 4—moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on (i) inadequacy of provisions for loans to Agartala Municipality, (ii) failure of the Govt. to investigate into the causes of close down of a number of rural Industries started with Govt. loan and failure of the Govt to realise loans in other cases. (iii) inadequacy of Provision for loans for different housing schemes

As many as are of that opinion will please say "Ayes" voices—Ayes

As many as are of. contrary opinion will please say "Noes".

Voice—Noes

Next the cut motion is moved by Shri Sunil Kumar Chowdhury. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provisions for loans for improvement of markets in Tripura.

As many as are of that opinion please say "Ayes".

Voices—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voices—"Noes".

Noes have it, Noes. have it,

I would now put the main Motion to vote moved by Hon'ble Chief Minister that as sum not exceeding Rs, 46,35,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appro priation (Vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the year ending of the 31st March, 1966 in respect of Demand No. 43—Loans & Advances by the state and Union Territory Governments.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voices—"Ayes'i

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Ayes have it. Ayes have it.

The House stand adjurned till 11 A. M of Wednesday, the 7th April. 1965.

———

Unstarred question No. 266 by Shri Sunil Kumar Chowdhury, member.

QUESTION	REPLY
Will the Hon'ble Minister In-charge of the Industries Department be pleased to state—	
i) Whether Industrial Development Syndicate has started any Industry in Tripura.	1) Yes.
2) If so, details thereof,	2) Fountainpen, Barbed wire, Copper wire, Hospital appliances, Buckets.
3) Names of the managing committee of that Syndicate,	3) There is no managing committee.
4) Whether any loan has been granted to this Syndicate,	4) No.
5) If so, total quantity of loan given.	5) Does not arise.

Unstarred question No. 57 by Sri Sunil Kumar Chowdhury, M.L.A.

a) Names of the displaced Ex-politicals who have been given loan uptill December, 1964.	43 Ex-Political sufferers as per statement "A" enclosed.
b) Number of petitions received during the period for loan.	275 petitions received during the period.
c) Names of Ex Politicals whose petitions have been rejected.	232 petitions rejected as per statement "B" enclosed
d) The specific reasons for rejection of each of these petitions ?	Specific reasons for rejection have been stated in the remark Colum of statement 'B'

STATEMENT 'A'

LIST OF EX-POLITICALS WHO HAVE RECEIVED LOAN.

1. Shri Hemendra Bejoy Roy Chowdhury
2. ,, Brajesh Ch. Chakraborty
2. ,, Kshitish Ch. Bhattacharjee
4. ,, Chittaranjan Bhowmik
5, ,, Sudarsan Kar
6. ,, Anil Baran Deb
7. ,, Jogendra Ch. Das
8. ,, Gopi Ballav Saha
9. ,, Bharat Ch. Sarma Roy
10, ,, Sailendra Narayan Saha
11. ,, Lal Mohan Bardhan
12. ,, Amrit Lal Sarker
13, ,, Rajeswar Banik
14. ,, Ramani Mohan Debnath
15. ,, Aswini Kumar Roy
16. ,, Chitta Ranjan Chowdhury
17. ,, Satish Ch. Roy
18. ,, Praddut Ranjan Paul
19, ,, Rakesh Ch. Bhattacharjee
20. ,, Dhirendra Lal Roy
21. ,, Narendra Das
22. Shri Mathura Mohan Chakraborty
23. ,, Surendra Ch. Ghosh
24. ,, Brajendra Mohan Debnath
25. ,, Nani Gopal Deb
26. ,, Paresh Ch. Chakraborty
27. ,, Bhagaban Ch. Das
28. ,, Chandranath Bhowmik
29. ,, Brajendra Ch. Dey
30. ,, Pravat Ch. Chowdhury
31. ,, Satyendra Prasad Bhattacharjee
32, ,, Gopal Ch. Saha
33. ,, Ramesh Ch. Sarker
34. ,, Jnenendra Nath Dey
35. ,, Bhudar Ch. Das Gupta
36. ,, Ashutosh Roy
37. ,, Paresh Ch. Chakraborty
38. ,, Promode Ranjan Das
39. ,, Kunjalata Sutradhar
40. ,, Kamal Ranjan Modak
41. ,, Gopendra Ch. Sinha
42. ,, Akhil Ch, Bhattacharjee
43. ,, Lilabati Deb

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3

STATEMENT—'B'

LIST OF EX-POLITICALS WHOSE PETITION HAVE BEEN REJECTED.

1	Sri Narendra Chandra Saha, S/o O. L. Chandra Mohan	He is not a displaced person.
2	,, Kanti Chandra Deb Barma S/o L. Ananda Mohan	—do—
3	,, Raj Behari Ghosh S/o L. Basanta	He has already received loan.
4	,, Gopal Chandra Dutta Roy S/o L. Jogesh Ch.	He has already received R. F. A. loan. Rs. 8,000/-
5	,, Makhanlal Dam Chowdhury S/o L. Beni Madhab	He has already received loan.
6	,, Kamini Kr. Dey S/o L. Nabin Ch.	He is not a refugee.
7	,, Krishna Kr. Chakrabarty S/o L. Kailash Ch.	He has already received loan
8	,, Barda Kanta Deb Roy S/o L. Bharat Ch.	—do—
9	,, Nani Gopal Guha Roy S/o L. Hara Mohan	—do—
10	,, Nalini Ranjan Sen Gupta S/o Shri Bireswar	He is not a refugee
11	,, Prafulla Lahiri S/o L. Mahim Ch.	He has already received business & Housing loan
12	,, Mono Ranjan Lahiri S/o L. Mohim Ch.	He is not a refugee
13	,, Hemendra Ch. Seal S/o L. Rajani	—do—
14	,, Madhusudan Paul L. Mono Ranjan	—do—
15	,, Gopal Ch. Acharjee S/o L. Kali Kr.	He has already received loan. (housing & business)

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3
16	Shri Hari Mohan Pudder S/o. L. Iswar Ch.	He is in Govt. Service
17.	„ Khsitish Ch. Bhattacharjee S/o L. Udai Ch.	He has already received loan
18	,, Narruttam Debnath S/o L. Sonatan Debnath	He is not a refugee and not a Political sufferer
19	,, Monohar Sharma S/o L. Banamali	He is not a refugee
20	Haridas Goswami S/o. L. Banamali	He has already received loan
21	Amar Ch. Paul S/o. L. Balai Ch.	—do—
22	,, Dhirendra Narayan Chanda S/o. L. Lakshmi	—do—
23	,, Niranjan Sen S/o. L. Nil Kanta	He is not a refugee
24	,, Lakshmi Kanta Debnath S/o. L. Purna Ch.	He has already received loan
25	,, Prasanna Kr. Das S/o. L. Guna Ballav	—do—
26	,, Kartick Kr. Bhattacherjee S/o. L. Kamini	—do—
27	Smti Chintamani Roy Chowdhury ,. W/o. L. Surendra Ch.	She has already received Urban Housing loan
28	Sri Nisha Kanta Gosh, ,, S/o. L. Uma Kanta	He is not a refugee
29	., Manindra Chakraborty S/o. L. Adhar Ch.	—do—
30	,, Lal Mohan Acherjee ,, S/o. L. Mahendra Ch.	—do—
31.	,, Nabadwip Saha ,, S/o. L. Hari Mohan	He has already received loan

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3
32	Sri Rebati Mohan Debnath S/o. L. Bharat Ch.	He has already received loan
33	„ Aswini Kr. Deb S/o. L. Baikuntha	—do—
34	„ Sunil Kr. Dey S/o. L. Sarat Ch.	—do—
35	„ Sudhan Das S/o. L. Nityananda.	—do—
36	„ Naresh Ch. Datta S/o. L. Girish Ch.	—do—
37	„ Akhil Ch. Datta S/o. L. Banamali	—do—
38	„ Niranjan Das S/o. L. Nanda	—do—
39	„ Rebati Mohan Paul S/o. L. Nishi Kanta	Lives in own house
40	„ Amar Krishna Sarkar S/o. L. Bhagaban	—do—
41	„ Gupinath Banik, S/o. L. Akrur	He has already received loan
42	„ Harendra Kr. Bhowmik S/o. L. Sarat Ch.	He is not a refugee.
43	„ Narendra Kr. Bhowmik S/o. L. Sarat Chandra	He has already received Loan
44	„ Kiran Ch. Bhowmik S/o. L. Sarat Ch.	—do—
45	„ Bama Charan Chakraborty S/o. L. Tarini	—do—
46	„ Kamini Kr. Dey S/o. L. Chandi Charan	He has already received loan
47	Smti. Jagat Lakshmi Saha W/o. L. Jogesh Ch.	—do—

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3
48	Sri Bhupesh Ch. Bhattacharjee S/o.	Migrated in 1955. But no migration certificate is available
49	,, Prahlad Ch. Gosh S/o.	He is not a political sufferer
50	,, Kshirod Mohan Luch	He has already received house building loan
51	,, Krishna Sundar Sharma	Received housing loan
52	,, Prafulla Ranjan Sarker	He is not a refugee
53	Smti. Anima Bhowmik W/o. L. Jogesh Ch.	None of the family has been a political sufferer
54	Sri Mati Lal Roy S/o.	He is not a refugee
55	Smti. Sushama Bala Roy	Received housing loan
56	Sri Dhirendra Ch. Chakraborty	Has own house-does not want educational grant. Earns Rs. 100/-
57	,, Maulana Abdus Salam	He is not a displaced person
58	Smti Hasi Roy W/o. L. Prabhat	—do—
59	Shri Biresh Rjn. Roy Choudhury.	Received loan
60	,, Nimchand Rudra Sarma S/o.	Received house building loan
61	,, Mihir Ranjan Bhattacharjee	No migration certificate
62	,, Hshordde Behari Chakraborty	Received house and business loan
63	,, Surendra Nath Roy	Does not want anything other than maintenance
64	,, Hrishikesh Datta	Received house building loan

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3
65	Smti Sukha Bhattacharjee W/o. Shri Pravati Charan	She is not a displaced person
66	Shri Haran Lal Chowdhury	He is not a displaced person
67	,, Tripur Chandra Sen S/o.	—do—
68	,, Nalini Kr. Chowdhury S/o. Shri Acchut Kr.	Already received house building loan
69	,, Rebati Mohan Bhattacherjee	He is not a displaced person
70	,, Biswamber Goswami	Does not appear to be a political sufferer
71	,, Naresh Ch. Bhattacherjee	He is not a displaced person.
72	Smti. Biraj Sundari Bhattacherjee W/o. L. Kshirode Mohan	—do—
73	Sri Ganesh Ch. Chakraborty	Received housing & business loan
74	,, Aswini Kr. Biswas	He is not a d. person
57	,, Suresh Ch. Bhattacherjee	Received housing & business loan
76	,, Surendra Nath Chakraborty	Received business & living in house
77	,, Jogendra Ch. Bhattacherjee	He is not a displaced pesron
78	,, Chandra Mohan Bhattacherjee	—do—
79	,, Nimai Deb Barma	—do—
80	,, Hem Ch. Sarker	Not a refugee and not a political sufferer
81	,, Suresh Ch. Chakraborty	No prove of imprisonment
82	,, Mukshada Charan Chakraborty	Not a refugee and not a political sufferer

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3
83	Smt. Lilabati Debi	Not a genuine political sufferer.
84	Prabit Bandhu Paul Chowdhury	Received house and business loan.
85	,, Kshetra Mohan Bhattacherjee	do
86	,, Ahkil Ch. Chowdhury	No prove of imprisonment.
87	,, Rajendra Ch. Dey	Not a displaced person.
88	,, Khagendra Ch. Bhadra	Received house building & Agri. Loan.
89	,, Sudhir Ranjan Chokraborty	Received house building loan.
90	,, Hemendra Mohan Deb	Not a displaced person.
91	,, Jatindra Mohan Roy	do
92	,, Bakul Ch. Roy Chowdhury	He is in Govt Service.
93	,, Dhirendra Narayan Chanda	He has already received loan.
94	,, Amulya Lahari	do
95	,, Jatindra Kr. Chowdhury	He has ready received loan.
96	,, Jnenendra Prasad Chakraborty	do
97	,, Chandra Kishore Adhikari	do
98	,, Jagabandhu Banik	do
99	,, Mukunda Lal Ghosh	do
100	,, Upendra Ch. Roy	do
101	,, Kshirode Lal Roy	do
102	,, Manindra Chandra Paul	do
103	,, Sukumar Deb	do
104	,, Indra Mohan Bhattacherjee	do
105	,, Pandav Ch. Sidhyanta Shastri	do
106	,, Makhan Lal Dutta.	do
107	" Mati Lal Dutta	do
108	" Sudhir Ch. Dutta	do
109	" Birendra Ch. Seal	do
110	" Harendra Ch. Kar	He has already received loan.
111	,, Krishna Mohan paul	do

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3
112	Shri Dhirendra Narayan Chanda	He has already received loan.
113	,, Nil Mohan Ghosh	do
114	" Haridas Basak	do
115	" Nibaran Ch. Paul	do
116	" Pramatha Nath Chakraborty	do
117	" Jogesh Ch. Roy	do
118	" Upendra Ch. Paul	do
119	" Ganga Charan Deb Nath	do
120	" Prakash Ch. Deb	do
121	" Pramode Ranjan Paul	do
122	" Iresh Lal Acherjee	do
123	" Monoranjan Majumder	do
124	" Kali Sankar Shome	do
125	" Binode Behari Das	do
126	" Harendra Gope	do
127	" Jaladhar Adhikari	do
128	" Kumud Bandhu Bhattacherjee	do
129	" Sushil Kr. Chatterjee	do
130	" Nagendra Ch. Ghosh	do
131	" Nabadwip Chandra Das	do
132	" Raj Mohan Seal	do
133	" Mahendra Ch. Majumder	do
134	" Banamali Seal	do
135	" Debendra Ch. Bhowmik	do
136	" Kumud Roy	do
137	" Jagabandhu Saha	do
138	" Surendra Nath Das	do
139	" Amar Ch. Nandi	He is not a displaced person.
140	" Sailendra Ch. Kar Gupta	He has already received loan.

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3
141	Shri Ganesh Lal Roy	He has alreadyreceived loan.
142	" Sunil Ch. Dutta	do
143	" Ramendra Narayan Bhattacharjee	do
144	" Chinta Haran Chowdhury	do
145	" Sudhir Chandra Bhattacharjee	do
146	" Upendra Ch. Sarker	do
147	" Jogesh Ch. Gope	do
148	" Sarbananda Ghosh	do
149	" Harish Ch. Debnath	do
150	" Rasaraj Ghosh	do
151	" Promode Banerjee	do
152	" Atul Ch. Das	do
153	" Jogesh Ch. Chakraborty	do
154	" Jyotika Majumder	Her husband received loan.
155	" Birendra Kr. Nag	He has already received loan.
156	" Sadhu Charan Saha	do
157	" Santosh Ranjan Chowdhury	do
158	" Pramatha Nath Bhattacherjee	He is not a displaced person.
159	" Dinesh Ch. Bhattacharjee	do
160	" Jamini Kanta Gupta	He has already received loan.
161	" Benoy Kr. Nandi	do
162	" Rasamay Acherjee	do
163.	" Syed Abdul Rouf	He is not a displaced person
164.	" Saradindu Bhattacherjee	He has already received loan.
165.	" Rajendra Ch. Ghosh	do
166.	" Nripendra Ch. Datta Roy	do
167.	" Ashit Ch. Bhattacherjee	He is enjoying pension from East Bengal as Ex-political sufferer and he is not a displaced person
168.	" Sachindra Ch. Roy Chowdhury	He has already received loan.

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3
169.	Shri Saroj Ranjan Bhowmik	He has failed to produce necessary records to his refugeeship.
170	" Sadhindra Nath Dutta	He has already received loan
171.	" Sarada Charan Das	He is not a refugee
172.	" Priyaja Bhathacherjee	He has already received loan
173.	" Sushil Kr. Barman	do
174.	" Gopika Ranjan Dutta	do (from R/R, Deptt. & from R. F. A.)
175.	" Abani Mohan Kar	do do
176.	" Dhiresh Ch. Ghosh	He has already received loan
177.	" Kalika Prasad Bhattacherjee	He is not a refugee
178.	" Raj Ballav Saha	He is not a political sufferer
179.	" Ramendra Kr. Bhattacherjee	He has already received housing loan
180.	" Sashi Mohan Bhattacherjee	He has already received loan
181.	" Debendra Kr. Roy	do
182.	" Narendra Ch. Ghosh	do
183.	" Dhiraj Kr. Bhattacherjee	do
184.	" Haridas Debnath	do
185.	" Rajani Kanta Roy	do
186.	" Ananta Kr. Bhattacherjee	do
187,	" Harendra Nath Roy	do
188.	" Lavanya Prava Dutta	Her husband already received loan.
189.	" Giri Bala Debi	do
190.	" Nalini Kanta Dey	He has already received loan.
191.	" Girindra Nath Dey	do
192.	" Jogendra Bhusan Paul	do
193	" Jatindra Nath Maitra	He has already received loan.
194	" Benoyendra Kr. Bhattacherjee	do
195	" Kandarpa Kr. Chakraborty	do
196	" Jnenendra Nath Dey	do

Sl No	Name with father's name	Reasons for rejection
1	2	3
197	Shri Banka Behari Saha	Head, heirs could not produced sussession certificate
198	" Prafulla Kamal Chakraborty	He has already received loan
199	" Suresh Ch. Paul	do
200	" Parimal Kanti Datta	do
201	" Kanai Lal Majumder	Absent on call
202	" Bidhu Bhusan Chowdhury	He has already received loan
203	" Hemendra Ch. Bhattacharjee	do
204	" Monoranjan Roy	Govt. Servant and already received loan
205	" Suresh Ch. Bhattacherjee	He has already received loan
206	" Narendra Nath Chakraborty	do
207	" Hirendra Ch. Das Gupta	do
208	" Chandra Mohan Bhattacherjee	He is not a refugee
209	" Nimai Deb Barma	do
210	" Surendra Nath Ghosh	He has already received loan
211	" Hem Ch. Sarker	He is not a refugee
212	" Suresh Ch. Chakraborty	Hehas already received loan And also in Govt. service
213	" Mukhsada Charan Chakraborty	Not a political sufferer and not displaced person.
214	" Prabir Bhusan Paul Chowdhury	He has already received loan
215	" Akhil Ch. Chowdhury	do
216	" Dinesh Ch. Dutta	do
217	" Annada Charan Paul	do
218	" Tejendra Nath Sen Gupta	do
219	" Prafulla Mohan Nag	do
220	" Sudhangsu Mohan Paul	Absent on call

Sl No	Name with father's name		Reasons for rejection
1	2		3
221	Shri	Sudhangsu Mohan Dey	He has already received loan
222	"	Makhan Lal Deb	do
223	"	Makhan Lal Banik	do
224	"	Raj Mohan Chakraborty	He has already received loan
225	"	Hemendra Mohan Deb	He is not a refugee
226	"	Sashanka Kr. Chakraborty	He has already received loan
227	"	Annada Kr. Chakraborty	He is not a refugee
228	"	Dhirendra Ch. Gupta	He has received loan
229	"	Chitta Ranjan Sarker	do
230	"	Birendra Ch. Seal	He has already received B. Loan
231	"	Debendra Ch. Nandi	He is not a bonafide displaced person
232	"	Tejendra Chakraborty	He has already received loan

Unstarred question No. 73 by Sri Sunil Kumar Chowdhury, M.L.A.

a) What is the total amount of loan due for recovery from the displaced person.	Rs. 8.63,95.865'55 P,
b) What step has been taken to write off that loan ;	Draft procedure for writting off of loan upto Rs. 1000/- per family (excluding contributory & Professional loan) has been sent to the A. G. Assam & Nagaland for approval.
c) Whether any certificates case was instituted against any of these displaced loanees ;	Yes. The certificate cases have already been instituted against 10,941 displaced persons.
d) if so, a division-wise break up of the number of such cases ?	Statement showing the division-wise break up is enclosed.

STATEMENT SHOWING THE DIVISION-WISE BREAK UP OF THE CASES INSTITUTED AGAINST THE DISPLACED PERSONS.

1)	Sadar	... ...	4,233 cases
2)	Belonia	... ...	245 ,,
3)	Dharmanagar	... ...	63 ,,
4)	Kamalpur	... ...	313 ,,
5)	Sonamura	... ...	806 ,,
6)	Sabroom	... ...	165 ,,
7)	Udaipur	... ...	155 ,,
8)	Kailashahar	... ...	2,832 ,,
9)	Amarpur	... ...	332 ,,
10)	Khowai	... ...	1,797 ,,
			Total—10,941 cases.

Impress, Agartala.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

April 7, 1965

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 7th April, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty three Members.

Mr. Speaker—In the list of business for to-day the first item is Question, Starred Question. I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—Question No. 221.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Starred Question No. 221.

Question.	Answer.
(a) Whether the Government has any desire to enact a law to remit Bastee and Bhita from Land Revenue ;	(a) At the present moment the Government has no such desire.
(b) if not, the reasons thereof ?	(b) Assessment of land revenue on all lands is being made according to the provisions of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960.

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে বাস্তু ভিটায় যখন কোন আয় নাই তখন তার উপরে খাজনা বসানো যুক্তিসংগত কিনা ?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ—আমি আগেই বলেছি যে আয় করুক আর না করুক গভর্ণমেণ্টের কোন desire নাই, at the present moment the Government has no such desire to remit Bastee and Bhita from Land Revenue.

শ্রী ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন পশ্চিমবঙ্গে বাস্তু ভিটার জন্য প্রায় এক কানি জায়গার মত কর মুক্ত করা হয়েছে ?

শ্রী সিংহ--যা কিছু হউক না কেন এই এটেস্টেশন ফিনিশ না হওয়া পর্য্যন্ত এটা সম্পর্কে বিচার বিবেচনার প্রশ্ন এখন উঠছে না।

মিঃ স্পীকার—আই উড কল্ অন্ শ্রী রাম চরণ দেববর্ম্মা।

শ্রী রামচরণ দেববর্ম্মা—কোশচেন নং ২৫২

শ্রী এস, এল, সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী)— ষ্টার্ড কোশচেন নাম্বার ২৫২

Question	Answer
(a) Total number of petitions made under Tripura Land Revenue and Land Reforms Act for certified copies of various documents at Khowai Settlement Office during 1964—65.	(a) 1726 petitions were filed during the period from 1. 4. 64 to 10. 3. 65.
(b. Number of such certified copies issued.	(b) Certified copies were issued in respect of 335 petitions and 1260 petitions were rejected as the applicants failed to deposit requisite number of folios and other cost within the prescribed time.
(c) Whether unusual delay is made in issuing such certified copies ;	(c) No.
(d) if so, what steps will be taken to expedite issuing of certified copies ?	(d) Does not arise.

শ্রী ইস্‌লাম – মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি অনেকগুলি পিটিশন যে রিজেক্ট করা হয়েছে সেইগুলি কেন রিজেক্ট করা হয়েছে ?

শ্রী সিংহ—তাদের ফাষ্ট হল requisite number of folios and other cost within the prescribed time দেওয়া হয় নাই সেইজন্যই রিজেক্ট করা হয়েছে।

শ্রী ইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, এই যে সার্টিফাইড কপিগুলি চাওয়া হয়েছে এইগুলি কিসের সার্টিফাইড কপি ?

শ্রী সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী ইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, সার্টিফাইড কপির জন্য পিটিশন দেওয়ার কয়দিন পরে তাকে জানানো হয়েছিল যে তোমার পিটিশন রিজেক্ট করা হল ?

শ্রী সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—আই উড্ নাউ কল্ অন্ শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী—কোশ্চেন নাম্বার—২৬৯

মিষ্টার স্পীকার— ২৬৯

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ—

Question	Answer
(1) Whether any shop-keeper of Dharmanagar Town was evicted under section 15 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act ;	(1) Yes.
(2) if so, their number ;	(2) 8.
(3) whether any alternative plot of land was allotted to them ?	(3) No.

শ্রী ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, রি-কনষ্ট্রাকশনের জন্য কোন গ্রাণ্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী সিংহ—নো, এই রকম কোন দাতব্য তথ্য আমাদের হাতে নেই।

শ্রী ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, যে দোকানগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে তারা সেখানে কত বৎসর যাবত দোকানদারী করছিল ?

শ্রী সিংহ—তারা আন্-অথারাইজড অকুপেণ্ট ছিল এবং কতদিন ছিল তাহা ঠিক করে বলতে পারবনা, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তাদের কি কারণে উচ্ছেদ করা হয়েছিল ?

শ্রী সিংহ—আগেই বললাম আন্-অথারাইজড অকুপেণ্ট অন গভর্ণমেণ্ট খাস লেণ্ড।

শ্রী ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, দোকানগুলি কি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ?

মিঃ স্পীকার—ওয়ান বাই ওয়ান।

শ্রী রামচরণ দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, যে সেকশন ১৫ তে যারা ইভিক্টেড হয়েছে তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রী সিংহ—আমি আগেই বলেছি। এইট্ সপ্স্।

শ্রী ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, যে দোকানগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে সেইগুলি ট্রাফিক চলাচলের কি বাধা সৃষ্টি করেছিল ?

শ্রী সিংহ—বুঝতে পারলাম না প্রশ্নটা।

শ্রী ইসলাম—আমার প্রশ্ন হল, যে দোকানগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল, সেই দোকানগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল এই কারণে যে তারা আন-অথারাইজড অকুপেণ্ট ছিল। এখন তাদেরকে সেখানে বন্দোবস্ত কি দেওয়া যেত না ? তারা কি সেখানে ট্রাফিক চলাচলের কোন অসুবিধা সৃষ্টি করত ?

শ্রী সিংহ—হা, গভর্ণমেণ্ট এর কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করতো, এইজন্য সেটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, সেই দোকাগুলি সেখানে যদি বন্দোবস্ত দেওয়া হত তা হলে এতে গভর্ণমেন্ট এর কি কি কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করতো ?

শ্রী সিংহ—গভর্ণমেন্ট এর যে যে অসুবিধা হওয়া উচিত সেই সেই অসুবিধা করতো, গভর্ণমেন্ট এর খাস লেণ্ড এ পরে আন্‌-অথারাইজড অকুপেণ্ট আন্‌-অথারাইজড পিউপল্‌ যদি উইদাউট সেটেলমেণ্ট থাকে তা হলে পরে গভর্ণমেন্ট এর আর্থিক দিক থেকে সুরু করে সমস্ত দিকে ক্ষতির সম্ভাবনা, সেই সমস্ত কারণে সেখান থেকে তাদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে দোকানগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে তাদের অধিকাংশ উদ্বাস্তু এবং তাদের দোকানগুলি ভেঙ্গে দেওয়ায় ওদের আর রোজগারের কোন পথ খোলা নাই ?

শ্রী সিংহ—হোয়াটএভার মে বি দি কেইস দে ওয়ার আন্‌-অথারাইজড অকুপেণ্ট এবং সেইজন্য সেটা করা হয়েছে, সে উদ্‌বাস্তুই হউক আর অন্য কিছু হউক, যাই হউক না কেন।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে সেক্‌শন এ তাদের না কি উচ্ছেদ করা হয়েছে সেটা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না ?

শ্রী সিংহ—সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তারা অলটারনেট ল্যাণ্ড পাওয়ার জন্য কোন আবেদন করেছিলেন কিনা, সরকারের কাছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন যে এই দোকানগুলোকে অন্যত্র জায়গা দেওয়ার মত কোন জায়গা ধর্ম্মনগরে আর কোথাও ছিল না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—গভর্ণমেন্ট সেদিক দিয়ে বাধ্য নয় যে তাদের অলটারনেট জায়গা দিবে এবং সেজন্যই দেওয়া হয় নাই।

শ্রী বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে বিকজ দাম অব দি সপ-কিপারস আর রিফিউজীস, তাদের ইকনমিক রিহেবিলিটেবল করা কি সরকারের কর্ত্তব্য নয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— দোজ হু আর রিফিউজীস তাদিগকে সরকার অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান এণ্ড প্রোগ্রাম যা ছিল সেই অনুসারে রিহেবিলিটেট্‌ করিয়েছেন। অতএব তারা সেই আওতায় পড়ে কিনা তা আমি জানি না এবং তারা রিহেবিলিটেশন বেনিফিট অন দ্যাট সপের উপর নিয়েছিল কিনা। অন দ্যাট সপের উপর তারা নেয়নি। অতএব সেই জায়গাতে তারা অন্য কোন ঋণ নিয়েছে সেজন্য তাদিগকে ডাবল বেনিফিট দেওয়া চলে না।

Mr. Speaker—I would call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—271

Shri S. L. Singh—

Question.	Answer
1. Whether the bund construction at Kaulikura & Chattarmiah Haor at Kailashahar Subdivision have started.	Construction of bund at Kaulikura has already been started, while it has not been possible to start the construction of bund at Chattarmiah haor so far.
2. If so, names of the contractor to whom these constructions have been alloted.	The bund construction work at Kaulikura has been alloted to Shri S. K. Dev Choudhury, Contractor.
3. Total amount of money to be spent for each of these bunds.	i) For Kaulikura bund Rs. 35,256/- ii) For Chattarmiah Haor bund anticipated cost Rs. 5,53,300/- approx.

শ্রী আতিকুল ইলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সতের মিঞার হাওরের যে বাঁধটা সেই কাজটা কবে সুরু হয়েছে এবং এই যে কাউলিকুরা তার কাজটা কবে শেষ হবে ?

Shri S. L. Singh – It depends upon land acquision. Land acquisition is main factor. আব ভূমি, ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশানের বাংলা আমি বলছি খাস করা। ভূমি খাস যদি হয়ে যায়, খাস করতে পারবই। অতএব অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহলে সেটা করা যেতে পারে আর কতগুলি কারণ আছে যেমন ল্যাণ্ড আছে, কষ্ট অব কনষ্ট্রাকশন অব স্লুয়িচ ষ্ট্রাকচার যেগুলো আছে সেগুলোতে তার যে মেটেরিয়ালস আছে সেই মেটেরিয়ালস কতগুলো আছে যেগুলো ডিপেণ্ড করে ফরেন মারকেটের উপর। অতএব সেগুলি যদি পাওয়া যায় তাহলে অতি দ্রুত করা যেতে পারে। না হলে পরে ডিলে হবে।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে এই বাঁধের ফলে কত একর জমি উপকৃত হবে। যেটা আরম্ভ করা হয়েছে কাউলিকুরা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—অনুমান প্রায় তিনশ একরের মত হবে।

Mr. Speaker—I would then call on Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid—299

Shri M. L. Bhowmik—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 299.

Question	Answer
(1) Whether any wakf landed property exists in Tripura ;	(1) Yes
(2) if so, how many acres ;	(2) 562·43 acres

Question	Answer.
(3) what are the present position of the said property ; (4) Whether any wakf property has been transferred or disposed of, if so, how many acres ;	(3) & (4) 538·16 acres are under the management of Mutawallis and Mullas. ·4 acres are lying fallow due to the fact that the Mutawallis have left for Pakistan for good. 19·79 acres of land as detailed below have been exchanged by the Mutwallis with the landed property of Hindus in East Pakistan. These exchanges are unauthorised and therefore, void. 0·48 acre has been required for road project.

Name of Subdivision.	Name of care-taker who exchanged the land.	Area involved.	Name of persons with whom exchanged
Sadar	Dilbar Hossen	2·90 acres.	Nagendra Das
	Dilbar Hossen	4·56 ,,	Nagendra Das & Bidhu-Bhusan Das
	Siraj Islam	2·00 ,,	Lalmohan Bhowmik
	Abdul Hossen Sardar	1·30 ,,	Narendra Bhowmik
	Dilbar Hossen	3·60 ,,	Tripureswari Majumder
	Wajuddin Fakir	1·21 ,,	Nagarbashi Debnath and others
	Wajir Hossen	1·86 ,,	Nagarbashi Debnath and others
Sabroom	Abdul Mannaf	1·36 ,,	Sadhan Bala De

Question	Answer.
(5) if transferred or disposed of, what steps have been taken by the Government ?	(5) The matter is under examination.

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ—ধর্মনগরে লাটুগাঁও মৌজার ওয়াকফ সম্পত্তি এই হিসাবের অন্তর্গত কিনা ?

শ্রীএস, এল সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—আনসার করলেন একজন আর ডিমাণ্ড নোটিশ চাইলেন আর একজন, এটা কি রকম স্যার ? ডেপুটি মিনিষ্টার আনসার করলেন, আর ডিমাণ্ড নোটিশ চাইলেন চীফ মিনিষ্টার।

Mr. Speaker—That can be. The concern of the Hon'ble Member, he is to get the information. It is not testing the Ministers.

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী—যে সমস্ত মতুবালী পাকিস্তানে চলে গেছে এবং যে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি পাকিস্তান চলে যাওয়ার ফলে পরিত্যাক্ত অবস্থায় আছে সেটা এখন কি অবস্থায় আছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় ত আছেই সেটা গভর্ণমেণ্ট কোন তত্ত্বাবধান করছেন কিনা ?

Shri S. L. Singh—Unauthorised and therefore, void. 0·48 acre has been required. This proposal is under consideration and examination of the Government.

শ্রী মনসুর আলী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি আছে তা এক্স্‌চেঞ্জ করলে আইনতঃ সিদ্ধ হবে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আগেই বলা হয়েছে যে এটাকে যদি এক্স্‌চেঞ্জ করে সেটা বে-আইনী। ওয়াকফ সম্পত্তি এইভাবে বিনিময় করা চলে না।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ওয়াকফ আইনে এইকথা আছে কিনা যে যদি ওয়াকফ Property গভর্ণমেণ্ট অ্যাকোয়ার করেন, তাহলে তার পরিবর্ত্তে অন্য জায়গা দিতে হবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—দিতে হয় এবং ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—রাস্তার পার্শ্বে যে সমস্ত জায়গা তার বদলে কি অন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—হ্যা, জায়গাও দেওয়া হয়েছে, ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছে। একটা জায়গা ছিল ০·৪৮ একর মৌজা বদরসী আণ্ডার ধর্মনগর সাবডিভিশন। এটা যে ওয়াকফ প্রপার্টি ছিল অ্যাকোয়ার্ড অন ২৪।৩।৬১ ফর কনষ্ট্রাকশন অব ধর্মনগর তিলথৈ রোড an amount of Rs. 982·12 nP was awarded to the land compensation. Alternative land were purchased by the Mutwallis Shri Fakruddin.

শ্রী এরসাদ আলী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ওয়াকফ সম্পত্তি যে মতবালিকে যে সমস্ত ক্ষতিপূরণের জায়গা দেওয়া হয়েছে এটা কি তাঁর পার্সন্যাল ইউজের জন্য নাকি অন্য বিকল্প জমি খরিদ করেছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— এখন সেটা হল যে সেখানকার ও, সি, তাকে সেই অনুসারে দেওয়া হয়েছে সেটা সে যদি পার্সন্যাল ওয়েতে ব্যবহার করে থাকে ওয়কফ সম্পত্তির যে মালিক সে ভাবে সেটা সংরক্ষিত হয় তার যে লোক আছে তারা যদি সেটাকে সরকারের গোচরীভূত করেন, সরকার অবশ্যই সেদিকে দৃষ্টি দেবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন আইনে কি এই বিধান নাই যে যখন নাকি টাকা দেওয়া তখন গভর্ণমেণ্টকেই দেখতে হবে সেই টাকা ওয়াকফ প্রপার্টির পার্পাসে ব্যবহার করা হচ্ছে না পার্সন্যাল পার্পাসে ব্যবহার করা হচ্ছে? আইনের বিধানেই আছে, এটা গভর্ণমেণ্টকে দেখতে হবে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— এটা গভর্ণমেণ্টকে দেখতে হবে সেজন্যই মতবালিকে দেওয়া হয়েছে যিনি এই কোটার মালিকানা বলে ডিক্লেয়ার করেছেন, সেই অনুসারে তার হাতেই সে টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এটা যদি ব্যবহার না করে থাকেন কোনদিক দিয়ে কেউ তাহলে পরে ওখানকার যারা জনসাধারণ আছেন, ঐ ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা যারা তার হাতে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে পরে সরকার নিশ্চয়ই সেদিকে দৃষ্টি দিবেন।

Mr. Speaker— I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam— 235

Shri S. L. Singh— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No 235

Question.	Answer.
(a) Wheather C. W. & P. C. conducted as survey to examine the possibilities of undertaking some Hydro Mydro-Electric and run of the river schemes in Tripura.	Yes.
(b) If so what is the result of that survey.	None of them have been recommended for implementation.

এখন কথা হচ্ছে কতকগুলি বলা হয়েছে যেমন কুমারছড়া, মহারাণীছেড়া, পানিছেড়া এবং চামরাইছেড়া পাগলাছেড়া, শিবনগরছেড়া, শিলাছড়া রামচন্দ্রছেড়া, রাইমাছড়া এণ্ড চন্দ্রাইছেড়া এণ্ড চাম্পাছড়া, লাউগাংছড়া এইগুলি সার্ভে হয়েছে কিন্তু রি-কম্যাণ্ড করেননি ফর ইম্প্লিমেণ্টেশান।

মিঃ স্পিকার—শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা।

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা— ২৮৫

শ্রীশচীন্দ্র লালসিংহ— ২৮৫

Question	Answer
(1) Whether Jawan Shri S. k. Das of Salema, Kamalpur applied for a khas plot of land for his rehabilitation ;	(1) Yes,

Question	Answer
(2) if so, steps taken in the matter ?	(2) It has not been possible to allot the plot of land to Shri S. K. Das

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন, যে এই যে শ্রী এস, কে দাস জোয়ান তাকে সরকার থেকে কি কি সাহায্য করা হয়েছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জোয়ানকে ষ্টেট কমিটি ফর ওয়েলফেয়ার অ্যামিনিটীজ অব্‌ জোয়ান দুইশত টাকা দিয়েছে এবং ট্রাই সাইকেল যার মূল্য হচ্ছে ৯৫০ টাকা এই দুইটি জিনিষ তাকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—ট্রাই সাইকেলটা কি তাকে সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে না, লোনের টাকা থেকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—এটা তাকে সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—এটা তার লোনের টাকা থেকে কেটে রাখা হয়নি ? ট্রাই সাইকেলের দামটা, তাকে যে লোন দেওয়া হয়েছে বা গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয়েছে সেই টাকা থেকে কেটে রাখা হয়নি ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক— এখন পর্যন্ত সরকারকে এই বিষয়ে জানান হয় নাই। এটা গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট বলাই হয়েছে।

Mr. Speaker— I would call on Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid—301

Shri M. L Bhowmic— Hon'ble Speaker Sir, starred question No. 301.

Question	Answer
(1) Whether any fund was placed for the Dharmanagar market under Development Scheme in the year 1964-65.	(1) No.
(2) if so, what are provisions under the scheme ;	(2) Does not arise.
(3) if not, what action is proposed to be taken for its inclusion in the scheme ?	(3) Considering that some of the markets of this Territory including Dharmanagar market require some improvement such as (a) construction of pucca drain ; (b) brick soling of road ; (c) construction of stall, preparation of estimate and layout plan is under consideration of the Government.

শ্রী আব্দুল ওয়াজিদ— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি এই বাজারের কাজ না করার দরুণ বর্ষাকালে বাজারের প্রায় অংশে জল ঢোকার ফলে লোক চলাচল করতে পারে না ইহা কি সত্য নয়?

শ্রী এম. এল. ভৌমিক— লোক চলাচলের অসুবিধা হতে পারে।

শ্রী আব্দুল ওয়াজিদ—এই অসুবিধা কবে দূর হবে আমরা আশা করতে পারি?

শ্রী ভৌমিক— যখন আমাদের যে সমস্ত রিকনষ্ট্রাক্শানের কথা বললাম, যখন নাকি সে সমস্ত ফিল আপ করা হবে তখন হবে।

শ্রী আব্দুল ওয়াজিদ— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি বর্ত্তমান বৎসরে সেটার প্রিপারেশন হবে কি না?

শ্রী এম. এল. ভৌমিক— অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল করা হবে।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানাবেন ধর্মনগর মার্কেট ডেভ-লাপমেণ্ট করার জন্য কোন স্কীম তৈরী করেছেন কি না?

শ্রী এম. এল. ভৌমিক— স্কীম ইজ আণ্ডার প্রিপেরাশান, একথা আমি পূর্ব্বেই বলেছি।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম— এটা সম্পর্কে আমাদের কি একটা ধারণা দিতে পারেন, যে সেটা কি ধরণের স্কীম। মার্কেট ডেভলাপমেণ্ট করার জন্য কি কি প্রস্তাব করা হয়েছে?

শ্রী এম. এল. ভৌমিক— আমি পূর্ব্বেই একথার উত্তরে বলেছি construction of pucca drain, brick soling of road, construction of stall etc. is under consideration of the Government.

শ্রী আব্দুল ওয়াজিদ— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি বাজারের মধ্যে অনেক ট্রাইবেল দোকান খোলছেন তাহা বেআইনী কি না?

শ্রী এস. এল. সিংহ—সেটা ডিপেণ্ড করবে পজেশন অব ল্যাণ্ডের উপর, এখন পজেশন অব ল্যাণ্ড যদি সে পেয়ে থাকে তাহলে পরে বেআইনি হবে না, আর যদি পজেশন অব ল্যাণ্ড না থাকে তাহলে বেআইনি হবে।

শ্রী করুণাময় নাথ চৌধুরী—ধর্মনগর এ গরুর বাজারের ডাক হয় কিন্তু তার যে জমির অভাব তা জানা আছে কি?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—গরুর বাজারের ডাক হয় এবং তার জমির অভাব, জমির অভাব ত অস্বীকার্য নয়, জমির অভাব ত আছেই, কারণ টাউনে দিনের পর দিন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে অতএব সে জায়গাতে বাজার সংকুলান হচ্ছে না এটা সরকার অবগত আছেন।

শ্রী করুণাময় নাথ চৌধুরী—গরুর বাজারের জমি বন্দোবস্ত দিয়ে আরও সংকীর্ণ করা হয়েছে সেটা জানা আছে কি?

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—গরুর বাজারের জায়গা কি না তা জানিনা তবে সরকার তার প্রয়োজনে কতকগুলি জায়গা দোকানদারকে বন্দোবস্ত হয়ত দিতে পারেন সেটা এখন গরুর বাজারের

জায়গা কিনা সেটা এখন বিবেচ্য বিষয়।

শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে পজেশন অব ল্যাণ্ড বলতে তিনি কি বুঝাচ্ছেন, তৌজি আছে তা না এইগুলি অকুপাই করে আছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ— অকুপাইও করতে পারে, লীগ্যাল পজেশান নিয়েও বসে থাকতে পারে অতএব সেটা করতে গেলে এভিকশানের নোটিশ দিতে হবে। যখন তখন উঠান চলবে না, আর যদি তার তৌজি থাকে তাহলে এটা শক্ত ব্যাপার।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত— লীগ্যাল পজেশানে কতজন আছেন, অকুপেশানে কতজন আছেন বলতে পারেন ?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ— আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন যে একটা খাস জায়গা কতদিন দখল করে রাখলে পরে তার দখলি সত্ত্ব জন্মে ?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ— তা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, তা উকিলের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তারপর আপনাকে জানাতে পারব।

শ্রী করুণাময় নাথ চৌধুরী— যে জমি গরুর বাজারের ছিল তার জমি ব্যক্তিগত বন্দোবস্ত ছাড়াইয়া দেওয়া হয়েছিল তা জানা আছে কি ?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ— সরকার এই সম্বন্ধে অবগত নহেন অতএব আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রী আবদুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, বাজারের পূর্ব্বদিকে অনুমান ১৫ গণ্ডা যায়গা প্রায় ২০ বৎসর থেকে পতিত ছিল, বর্ত্তমানে প্রাইভেট পার্টি দখল করে ঘর প্রস্তুত করিতেছে এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন কি ?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ—সরকার এই বিষয় অবগত নহে।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ধর্মনগরের গরুর বাজারে বলদ কিনতে পাওয়া যায় কি না ?

Mr. Speaker—This Question should not be asked.

শ্রী সুনীল দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন বাজারের উন্নতি করা চলতি আর্থিক বৎসরে সরকারের পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রী সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অফ ইট।

শ্রী দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় একটু আগেই বলেছেন যে কয়টি বাজারের উন্নতি করার পরিকল্পনা আছে, কমলপুর বাজারটা এর মধ্যে আছে কি না ?

শ্রী সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অফ ইট।

শ্রী দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি বাজারের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের, ইম্প্রোভমেণ্ট এর চেষ্টা সরকার করবেন কি না ?

শ্রী সিংহ—প্রত্যেকটি বাজারের উন্নতি হউক, ভাল হউক, এটা প্রত্যেকটি লোকের কাম্য কিন্তু ইট ডিপেণ্ডস আপন দি রিসোর্সেস।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Ramcharan Dev Barma

Shri Ramcharan Dev Barma—Quesition No. 286

Shri M. L. Bhowmik (Dy. Minister)— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 286.

Question	Answer
(1) Whether a proforma was issued to all goldsmiths of Tripura asking for details of their econpmic condition ;	(1) A form of application for relief was sent to the District Magistrate & Collector to get such forms filled up by goldsmith applicants for exgratia payments.
(2) if so, number of proformas duly filled up and submitted to the Government ;	(2) 181 forms duly filled up have so far been received. These are under examination.
(3) whether any scheme for financial assistance to goldsmith have ever been submitted to Central Goverment ;	(3) Yes.
(4) if so, details thereof ?	(4) Scheme for educational assistance to their children has been approved by the Government of India. The details of the scheme are as per Annexure 'A'. The schemes regarding technical training of the children of goldsmiths and for financial assistance for settlement of goldsmiths in industry have not yet been finalised.

ANNEXURE "A"

Details of the scheme for assistance to the children of the goldsmiths.

POST MATRIC STAGE

Children of the unemployed goldsmiths studying in Pre-University/B. A. / B. Sc./ B. Com./Dip. Course in Engineering are entitled to scholarship at the following rates :

(i) Day scholar	Rs. 27/- p.m. plus compulsorily payable fees.
(ii) Hosteller	Rs. 40/- p.m. plus compulsorily payable fees.

DIP. COURSE IN ENGINEERING :

(i) Day scholar	Rs. 50/- plus compulsorily payable fees.
(ii) Hosteller	Rs. 65/- plus compulsorily payable fees.

PRE-MATRIC STAGE :

Book Grants :

Classes I to V	Rs. 10/-per academic session.
Classes VI to VIII	Rs. 25/- per academic session.
Classes IX to XI	Rs. 40/- per academic session.

Other assistance :

(a) For actual number of days staying in the Boarding House situated in Sub-divisional Head Quarters.	Rs. 1·25 p. per day each.
(b) For actual number of days staying in the Boarding House situated in rural areas.	Rs. 1·00 p. per day each.

Reimbursement :

Reimbursement of school leaving examination fees conducted by the Boards/Universities.

The Education Department has been requested to give financial assistance to the children of goldsmiths on the above pattern.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই যে স্কিম গোল্ডস্মিথদের ফিনান্সিয়েল এসিষ্টেন্টস্ দেওয়ার জন্য সেই স্কিমটার সবটাই এপ্রুভ হয়ে এসেছে, না ছেলেমেয়েদের সাহায্য দেওয়াটাই এপ্রুভ হয়ে এসেছে ?

শ্রী ভৌমিক—শুধু ছেলেমেয়েদের সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারটাই এপ্রুভ হয়ে এসেছে।

শ্রী ইস্‌লাম—এই স্কিম কবে পাঠানো হয়েছে মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী ভৌমিক—১৯, ৫, ৬৪।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ফিনান্সিয়েল এসিষ্টেন্টস্ সেটা কি লোন হিসাবে না গ্র্যান্ট হিসাবে চাওয়া হচ্ছে।

শ্রী ভৌমিক—গ্র্যান্ট হিসাবে।

শ্রী ইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি কোন গোল্ডস্মিথকে আজ পর্য্যন্ত

ফিনান্সিয়েল এসিষ্টেন্টস্ দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী ভৌমিক— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ত্রিপুরায় কতজন গোল্ডস্মিথ আছে ?

শ্রী ভৌমিক—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রী ইস্‌লাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি কোন গোল্ডস্মিথ কে কোন গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী ভৌমিক—একজন গোল্ডস্মিথকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি কে তা বলতে পারেন কি ?

শ্রী ভৌমিক— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker— I would request the Hon'ble Deputy Minister to stand upto the height of the mike otherwise the mike would not catch his voice.

শ্রী ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এটা কি সত্য নয় যে আমাদের কাছে একবার বলা হয়েছে যে দুইজন গোল্ডস্মিথকে ফিনান্সিয়েল এসিষ্টেন্স দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী ভৌমিক— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রী ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ফিনান্সিয়েল এসিষ্টেন্ট চেয়ে কতজন গোল্ডস্মিথ দরখাস্ত করেছেন ?

শ্রী ভৌমিক—এটা পূর্ব্বেই বলেছি যে ১৮১ ফরমস ডিউলি ফিল্ড আফ হেভ বিন রিসিভড।

শ্রী ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি এই রকম ফরম ছাড়া অন্যভাবে কতজন গোল্ডস্মিথ দরখাস্ত করেছে ?

শ্রী ভৌমিক— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রী ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি কোন গোল্ডস্মিথকে কি কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী ভৌমিক— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker— I would now call on Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid— Question No. 302,

Shri B. Das (Dy. Minister)— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 302.

Question	Answer
1. Wheather full compensation for Dharmanagar Pearacherra has been paid.	No.
2. If not, what are the reasons ?	Award from L. A. Authority awaited.

শ্রীআতিকুল ইস্লাম— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন তাদের এই জায়গাটা কবে রিকুইজিশন করা হয়েছে ?

শ্রী দাস— এর মধ্যে ছয়টা মৌজা পড়েছিল, পাঁচটা মৌজার এওয়ার্ডেড মানি প্লেস করা হয়েছে এডিশনাল ডি, এম এর কাছে, আর একটা মৌজার যেখানে তার এমাউন্ট লেণ্ড ইনভলভড ৯০·৮৫৫ একরস্ সেইটা এখন পর্য্যন্ত ফাইনালাইজড হয় নাই।

শ্রীআব্দুল ওয়াজিদ— এই গ্রামটা যেটা ফাইনালাইজ হয় নাই সেটা ফাইনালাইজ কবে হবে সেটা বলবেন কি মন্ত্রী মহাশয় ?

শ্রী দাস— এটা ফাইনালাইজ যত শীঘ্র সম্ভব হয় তাই চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রী ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এটা কবে একোয়ার করা হয়েছে, কোন সনে ?

শ্রী দাস— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রী ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বলবেন কি অন্যদের, যাদের কম্পেন্সেশন দেওয়া হয়েছে সেটা কবে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী দাস— সেখানে মানিটা প্লেস করা হয়েছে এডিশনাল ডি, এম, এর কাছে তারা এসে সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রী ইসলাম— প্লেস কবে করা হয়েছে ?

শ্রী দাস— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রী ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, যিনি পাচ্ছেন না তিনি কি জন্য পাচ্ছেন না তা বলতে পারেন কি ?

শ্রী দাস— যিনি পাচ্ছেন না এই প্রশ্নটা আসছে না এখন।

শ্রী ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাদের এওয়ার্ডটা কি করা হল না হল তা জানতে পারি কি ?

শ্রী দাস—আমি বলেছি একটা মৌজা যেটা ৯০,৮৫৫ একরস্ সেটা এখনও ফাইনালাইজড করা হয় নাই।

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে সমস্ত লেণ্ড একুইজিশন হয়েছে তার টাকাটা কি আগরতলাতে দেওয়া হয় না প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে দেওয়া হয়।

শ্রী দাস—প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে দেওয়া হয়।

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই রকম সব টাকা দেওয়া হয় না, অনেক মানুষের আগরতলাতে এসে অনেক কষ্ট পেতে হয়, অনেকে সার্টিফিকেট পর্য্যন্ত পায় না, এই রকম বহু লোক আছে যারা নাকি অর্দ্ধেকের বেশী এখানে থেকে সেংশন হয় এবং এখানে থেকে নিতে হয় সেই অর্ডার দেওয়া হয় সেটা জানা আছে কি ?

শ্রী দাস—সরকার তা অবগত নয়।

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগতির জন্য তদন্ত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রী দাস—আমাদের যে সিষ্টেম সেটা হল এডিশনাল ডি, এম, এর কাছে টাকাটা আছে, এওয়াড্ডে মানি সেখানে প্লেস করা হয়, সেখান থেকে, সেই সাবডিভিশনাল মেজিষ্ট্রেট সেখানে থেকে নিয়ে যাওয়ার কথা, কাজেই এই ধরণের যদি কোন কিছু হয় তবে সেইগুলি জানালে পরে আমরা দেখতে পারব।

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, যদি সব সাবডিভিশনে দেওয়ার কথা হয় তবে যে সব সাবডিভিশনে সমস্ত টাকা যায় না, আগরতলা এসে নিতে হয়, সেই জিনিষটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী দাস—আগরতলা থেকে সমস্ত টাকা নিতে হয় না সাবডিভিশন থেকেই নিতে পারে।

শ্রীমনছুর আলী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি সমস্ত টাকার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি অর্দ্ধেকের বেশী টাকা আগরতলা থেকে মানুষকে নিতে হয় আমরা জানি সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি এটাই হল আমার বক্তব্য।

শ্রী দাস—আমি এটার উত্তরে আগেই বলেছি এডিশনাল ডি, এম, এর কাছে সেটা প্লেস করা হয়েছে এবং সেটা সাবডিভিশনে যায় এবং যদি কোন অসুবিধা হয় সেইগুলি জানালে সেইগুলি আমরা দেখতে পারব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যাদের নাকি এওয়ার্ড হয় নাই, তাদেরটা কেন হয় নাই সেটা তিনি বলতে পারেন কিনা ?

শ্রী দাস—আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—There are some other questions given notice of by one Member, but the Hon'ble Member is absent.

Shri Atiqul Islam—May I ask sir ?

Mr. Speaker—Yes.

Shri Atiqul Islam— 104.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 104.

Question	Reply
a) Whether construction of flood protection bund at Khowai Town has been taken up	No work is being taken up shortly.
b) Is so, the progress of the work made.	Does not arise,
c) Whether land has been acquired for the purpose ?	Land acquisition is under progress.
b) If so, Whether compensation paid ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে খোয়াই শহরকে বন্যা

থেকে বাঁচাবার জন্য কোন প্রটেকশন স্কীম তাঁরা নিয়েছেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস—আমাদের স্কীম আছে এবং 'সি' এর যে কোয়েশচানটা আছে তাতে আমি বলেছি যে ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান ইজ ইন প্রগ্রেস।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—সেই স্কীম অনুযায়ী কাজটা কবে হতে পারে বলতে পারেন কি ?

শ্রী বি, দাস— ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশান ইজ আণ্ডার প্রগ্রেস। সেইভাবে আমরা এগোচ্ছি পরিকল্পনা অনুযায়ী।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশানটা কবে তক শেষ হতে পারে কিছু বলতে পারেন না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশানটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এখন যারা মালিক আছে তাদের কাছে এপ্রোচ করা হয়েছে। তারা বলেছেন এই, কাজ শুরু করতে পারেন এবং ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশনের যে রেট সেই অনুযায়ী যে টাকা ধার্য্য হবে সেটা দিলে পরে আমরা সন্তুষ্ট থাকব। অতএব সেই অনুসারে এখন সেইভাবে কনট্রাক্ট ডাকা হয়েছে। ফার্ষ্ট কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল সে কনট্রাক্ট ফুলফিল করতে পারেনি। সেকেণ্ড কনটাক্ট গায়েসুট, হয়েছিল, ফুলফিল হয় নি। তারপর থার্ড যেটা হয়েছে সেই কন্ট্রাক্টারকে দেওয়া হয়েছে এবং অলরেডি, মোষ্ট প্রবেবলী কাজ শুরু হয়ে গেছে। মোষ্ট প্রবেবলী আমি বলছি কাজটা সুরু হয়ে গেছে কারণ এগ্রিমেন্ট যেটা আছে ভূমির মালিকের সাথে সেই এগ্রিমেন্ট যদি হয়ে যায় তাহলে দুয়েকদিন আগেও হয়ে যেতে পারে বা এর মধ্যেই হয়ে যেতে পারে। কারণ ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশনের টাকা দেওয়া হয় নি। অতএব তাদের সাথে বন্দোবস্ত করা হচ্ছে যে তোমরা তাড়াতাড়ি এটা দিয়ে দাও তাহলে পরে আমরা এই সীজনের মধ্যেই কাজটা সুরু করে দিতে পারি। দে এগ্রিড যে হ্যা, আপনারা নিতে পারেন, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

Mr. Speaker— Any other Question ?

Shri Atiqul Islam—Yes, Sir, 107.

Shri M. L Bhowmik—Question No, 107.

Question	Reply
(a) Whether the construction of Khowai-Asharambari Road has been completed ?	No. Formation is completed and temporary bridge construction is in progress.
(b) If not, the reasons therefor.	Does not arise. The work is taking usual time.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে খোয়াই আশারাম বাড়ী রোডটা, এটা কি প্ল্যান রোড না নন-প্ল্যান রোড ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—The road is under central road fund scheme.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—এই রোডটায় কত টাকা ধরা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

এম, এল, ভৌমিক— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম— এই রোডের কাজটা কবেতক্ শেষ হবে বলতে পারেন কি ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক— এইমাত্র ফরমেশনের কাজ শেষ হয়েছে এবং টেম্পোরারী ব্রীজের কাজ হচ্ছে। কাজেই এই কাজটা হতে সময় লাগবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— যখন একটা স্কীম গভর্ণমেণ্ট করেন তখন তার একটা টারগেট থাকে যে আমরা এই কাজটা এখন করলাম এবং অমুক বছরে কাজটা আমি শেষ করব। সেই রকম কোন টারগেট গভর্ণমেণ্টের আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— প্রত্যেকটা স্কীমেই টারগেট থাকে কিন্তু সেই টারগেট বাঁচাতে গিয়ে যে পরিবেশ থাকা দরকার সেই পরিবেশ যদি হয় তাহলে সেই অনুসারে কাজটা সম্পূর্ণ হতে পারে। এখানে কতগুলি ব্যাপার আছে, ল্যাণ্ড একুইজিশন আছে, টেণ্ডার আছে। তিনবার চারবার হয়ত একটা টেণ্ডার হতে পারে। অতএব সেই সমস্ত কারণ নির্ভর করে। অতএব সেটা ডিলে হতে পারে। অতএব টারগেট সব সময় চলতে পারে যদি সেই সমস্ত কণ্ডিশান আমাদের এখানে থাকে। কিন্তু সেই সমস্ত ব্যাপার আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তার কারণ হল এই, কনষ্ট্রাকশন অব ব্রীজ যদি করতে হয় আমাদের যে শালখুটি, শাল বিম কালেক্ট করতে হয় তাও আমাদের সাফিসিয়েণ্ট কোয়াণ্টিটি নাই। হয়ত আসাম থেকে আনতে হতে পারে। অতএব অনেক-গুলি ফ্যাক্টরস আছে যে ফ্যাক্টরসের উপর টারগেট ডিপেণ্ড করে এবং টারগেটে যদি হতে পারত তাহলে খুবই সন্তুষ্ট হতে পারতান। কিন্তু টারগেটে সমস্ত কাজ সম্ভব হয় না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এই রাস্তাটা কবে কমপ্লিট হবে সেই রকম কোন টারগেট গভর্ণমেণ্টের আছে কি না ? তারপর যখন হবে না, তখন ত হবেই না।

শ্রী এস, এল, সিংহ— আমি আগেই বলেছি মাননীয় স্পীকার মহোদয় যে টারগেট প্রত্যেকটারই আছে। কিন্তু টারগেট অনুসারে কাজটা হচ্ছে না। এই সমস্ত কারণ আছে। এই সমস্ত কারণের জন্য টারগেট অনুসারে কাজ হয় না। সে জন্য আমরা দুঃখিত। যদি টারগেট অনু-সারে করতে পারতাম তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হতে পারতাম। এই ফ্যাক্টারসে তা হতে পারে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— স্যার এই কথায় সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। প্রত্যেকটার টারগেট আছে সেটা আমি জানতে চাই না এবং টারগেট মত কাজ করতে পারলাম না কেন সেটাও আমার জিজ্ঞাস্য নয়। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে কোন টারগেট আছে কি না ? কোন ইয়ারে কাজটা শেষ হবে গভর্ণমেণ্টের এইরকম কোন একটা ক্লীয়ার টারগেট আছে কি না ?

মিষ্টার স্পীকার— দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ক ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম— ইয়েস স্যার, দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ক। দিস পার্টিকুলার রোডে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—আমি আগেই বলেছি যে টারগেট আছে। আমি বলেছি যে প্রত্যেকটা ওয়ার্কেরই টারগেট আছে। আসল কথা হল যে থার্ড প্ল্যানে এটা আমরা শেষ করব। উইদিন থার্ড প্ল্যান ইট উইল বি ফিনিশড। এখন মোটে ফরমেশন অব দি ওয়ার্কস হচ্ছে ব্রীজের। মানে রোডগুলি

ফরমেশন হচ্ছে। টেম্পরারী হচ্ছে, তারপর এস, পি, টি হবে। থার্ড প্ল্যানের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি শেষ করতে। এটার মধ্যে আছে খোয়াই উদনা রোড ভায়া আশারামবাড়ী।

Shri Atiqul Islam— Another question Sir, 241.

Shri M. L. Bhowmik— Question No. 241.

Question	Answer
(1) Whether Shri Gopal Chandra Paul, a goldsmith of Shingicherra, Khowai died after remaining in starvation for days together ;	(1) No.
(2) Whether he made repeated appeal to Govt. through S. D. O., Khowai for relief which was not given ;	(2) Occasionally he approached the Sub-divisional Officer, Khowai for relief and was paid Rs. 20/- in the year 1963-64 from flood relief fund.
(3) Whether the Govt. will make an enquiry into the conditions in which he died ?	(3) Government have inquired. Gopal Chandra Paul was eighty years old and died on 2. 3. 65 due to attack of fever and cough.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই যে এনকোয়ারীটা করা হয়েছে সেটা কিভাবে করা হয়েছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক— যে ভাবে করার নিয়ম সেই ভাবে করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—সেটা কি ডাক্তার একজামিন করেছেন, না অন্য কেউ একজামিন করেছেন ? মৃত্যু সম্পর্কে কি কোন ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছে যে লোকটা এইভাবে মারা গেছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক—লোকটা যখন অসুস্থ ছিল ভদ্রলোক তখন নিশ্চয়ই ডাক্তার ডেকেছিলেন এবং ডাক্তার চিকিৎসা করেছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—গভর্ণমেণ্ট যখন নাকি এনকোয়ারী করেন, তখন কি কোন ডাক্তার এই সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে লোকটা ষ্টারভেশনে মরেনি, এই অসুখে মারা গিয়েছে ? এবং তার ভিত্তিতে কি আপনারা জবাব দিচ্ছেন, না আপনাদের মনগড়া কথা বলছেন ?

শ্রী বি, দাস--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে ডিউ টু অ্যাটাক অব ফিভার অ্যাণ্ড কাফ। ফিভার অ্যাণ্ড কাফটা ডাক্তারেই বলেন, অন্য কেউ বলেন না।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—না, স্যার, আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে এই যে ডিউ টু ফিভার অ্যাণ্ড কাফ মারা গেল সেটা কি কোন ডাক্তার তাদের কাছে বলেছে ? তারা কিভাবে ঘটনাটাকে জানলেন। লোকটা যে এইভাবে মারা গেল সেটা আমাদের মন্ত্রীমহোদয়রা কিভাবে জানলেন ? তাঁরা বলছেন যে এনকোয়ারী করেছেন। এনকোয়ারীটা কে করলেন ? ডাক্তার দিয়ে এনকোয়ারীটা হল না একজন

পিওন পাঠিয়ে এনকোয়ারী করে আনা হল ? এনকোয়ারীটা কে করলেন ? :

শ্রী বি, দাস—এনকোয়ারী করার যারা নাকি অথরিটি তারাই করেছেন এবং এনকোয়ারীতে যখন নাকি ফিভার অ্যাণ্ড কাফ বলেছে তখন সেখানে ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—কোন্ ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন বলতে পারেন কি ?

শ্রী বি, দাস—দেন আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—এর পরিবর্তে কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়ার গভর্ণমেণ্টের কোন সৎ ইচ্ছা আছে কি ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক— নো।

Mr. Speaker—All the questions are over. I would now pass on to the Next Item-Calling Attention Notice. I have received one calling attention notice from Shri Atiqul Islam. The subject is "Fire victims of Bhattapukur, Agartala and reluctance on the part of the Government to grant them adequate material and financial help." I have given my consent to the Motion of Shri Atiqul Islam to day and request the Hon'ble Minister in-charge of the Department namely Shri S. L. Singh, Chief Minister to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day, he will kindly give me the date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for tha statement.

শ্রী এস, এল, সিংহ—এই অল্প সময়ের মধ্যে ষ্টেটমেণ্ট দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব এই সেশানে আমি এটা দিতে পারব না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—ভট্টপুকুর ত স্যার আগরতলায়, এই ত হাওরা নদীর পাড়ে। যেখানে স্পীকার কলিং অ্যাটেনশন মোশন অ্যাডমিট করেছেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন জবাব দিতে পারবো না ?

Mr. Speaker—I think the Hon'ble Chief Minister means to say that there are only 2 days of the Session and ....

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—একটা ষ্টেটমেণ্ট দিতে গেলে স্থানীয় তদন্ত ইত্যাদি করতে হবে। অতএব ৮।৯ তারিখের মধ্যে দেওয়া, অর্থাৎ এই অল্প সময়ের মধ্যে দেওয়া, সমস্ত কিছু ফিনিশ করে এটা, সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেই জন্য আমি বলেছি এই ষ্টেটমেণ্ট দিতে পারব না। সেইজন্যই আমি সময় চেয়েছি। এই সেশানে দেওয়া অসম্ভব।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—এখান থেকে আধা মাইল দূরও হবে না।

Mr. Speaker—There is no way you see.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—স্যার, আমার একটা কোয়েশচান, যেখানে একটা কলিং অ্যাটেনশান মোশান স্পীকার অ্যাডমিট করেন সেখানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী একথা বলতে পারেন কিনা যে আমি এই সেশানে জবাব দিতে পারব না ?

Mr. Speaker-- Very large number of Calling Attention Notices have been answered by the Hon'ble Minister. There is no reason why he should be reluctant to reply this question—to make the statement in this connection also. But if it is not possible for him to collect materials within the day—only one day, the House can not force on him.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—এটা আপনি দেখবেন স্যার, আমার কিছু করার নাই। আমাদের একটা কলিং অ্যাটেনশান অ্যাডমিট হওয়ার পরও যদি আন্সার না হয়, তাহলে আমাদের কলিং অ্যাটেনশান দেওয়ারত কোন সার্থকতা নাই।

Mr. Speaker— Option is always given to the Hon'ble Minister and in his convenience, he make the statement after collecting the materials.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম—কলিং অ্যাটেনশান মানে একটা আর্জেন্ট ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করা। ঘটনাত আগে থেকে ঘটেনা, কাজেই আমরা আগে নোটিশ দিতে পারিনা। আগুন লেগেছে কয়েকদিন আগে কাজেই আমাকে নোটিস দিতে হবে এখনই। আমিত পনের দিন আগে নোটিশ দিতে পারি না। মিনিষ্টাররা যদি এই রকম অ্যাটিচ্যুড নেন, তাহলে হাউসের পক্ষে খুব ভাল না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সম্পর্কে ষ্টার্ড কোয়েশচান হয়েছিল, সেটার উত্তর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটা ষ্টেটমেণ্ট দিতে গেলে যে সব তথ্যাদি সংগ্রহ করা আবশ্যক সেটা সংগ্রহ করে একদিনের মধ্যে—৮ ৯ তারিখের মধ্যে দিতে হবে। একদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অসম্ভব সেজন্য আমি সময় চেয়েছি যে এই সেশানে দেওয়া সম্ভব নয়।

Mr. Speaker— Now I pass on to the Next item, Next item is presentation of the report of the Business Advisory Committee. I announce the Report of the Business Advisory Committee setting the Business of the House for 9th April, 1965. I call on Shri Ersad Ali Choudhury designated by me to move the motion that the House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

Shri Ersad Ali Choudhury—Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that this House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

Mr. Speaker—The Report has already been circulated to the Members.

Shri Ersad Ali Choudhury— I report the following time table as recommended by the Business Advisory Committee for disposal of the business of the House indicated below :—

Business	Date	Time
1. Discussion on the resolution on the language issue.	9-4-65	1-30 minutes
2. Discussiou on Code of Conduct of Ministers-notice given by Shri Nripendra Chakraborty.	9-4-65	1-00 do

Mr. Speaker—I would now ascertain the view of the House and then I put the question to vote. The question is that this House agrees to the allocation of time proposed by the Committee.

As many as are of that opinion will please say AYES

Voices--AYES

As many as are of contrary opinion will please say NOES

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker—I would now take up the next item—Government Business, Financial, Voting on Demands for Grants for 1965-66.

Next Business to-day is voting on Demands for Grants. Demand No. 26 Public Works (including Roads), Demand No. 40 Capital Outlay on Public Works, Demand No. 25 Electricity Schemes & Demand No. 39 Capital Outlay on Electricity Schemes, are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing the Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Chief Minister will move the Demands standing in his name one by one when called upon by me a particular Demand and as soon as the Chief Minister has moved the Demand I shall take all the Cut Motions relating to that Demand to be moved and there will be discussion on the Demand and the Cut Motions. Thereafter, when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demands No. 26 Public Works (including Roads) and No. 40 Capital Outlay on Public Works together and Demands No. 25 Electricity Schemes and No. 39 Capital Outlay on Electricity Schemes together and I shall have one general debate on these two Demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the Demands seperately.

Now, I shall request the Hon'ble Chief Minister to move the Demands No. 26 Public Works (Including Roads) and No. 40 Capital Outlay on Public Works together.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)— Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,55,61,300/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 26 Public Works (including Roads).

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,01,45,000/- [inclusive of the sums specified in Colum 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill,

1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 40-Capital Outlay on Public works.

Mr. Speaker— There are three cut motions against the Demand for Grant No. 40. One has been fallen through on account of absence of the member given notice. There now remain two cut motions—one by Shri Sunil Kr. Choudhury that the demand be reduced by Rs. 100 to discuss on 'Inadequacy of provisions for construction of buildings.' And second by Shri Bulu Kuki to discuss on 'Inadequacy of provisions for construction of roads, bridges etc'.

I would call on Shri Sunil Kr. Choudhury.

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমার কাট মোশন রাখা সম্পর্কে আমি বলছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে চেহারা, আমাদের স্কুলগুলির চেহারা যদি দেখি, ত্রিপুরার স্কুলগুলির কি চেহারা দেখতে পাই। সেখানে দেখতে পাই যে তার যে কনষ্ট্রাকশন, কনষ্ট্রাকশন বলতে কিছু নাই। এর উপরে ছনের চাল থাকে আর চারিদিকে বেড়া। সেই বেড়ার পর্য্যন্ত অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এই রকম হচ্ছে অবস্থা। কাজেই এখানে যে টাকাটা ধরা হয়েছে সেটা একেবারে পর্যাপ্ত নয়, অপর্যাপ্ত। আমি প্রথমে বলব যে স্কুল, যেমন খোয়াই স্কুল, ওতাবাড়ী প্রাইমারী স্কুল, সেখানটায় একটা স্কুল আছে। কিন্তু স্কুল থাকলে কি হবে তার উপরে শুধু চালটাই আছে। শুধু চালটা, তার চারিদিকে কোন বেড়াই নাই। এই যদি স্কুলের নমুনা হয় তা হলে যে কি করে চলবে আমি এটা বুঝতে পারি না। সরকারের এটা কি রকম দৃষ্টিভঙ্গী, সাধারণ একটা স্কুল যেখানে নাকি ছেলেমেয়েরা পড়বে তার অন্ততঃ একটা ভাল ব্যবস্থা থাকা দরকার। কিন্তু সেখানে স্কুলটার যে চেহারা, সেখানে ছেলেমেয়েদের পড়বার উপযুক্ত চেহারা নয়। আবার আর একটা আছে যেমন না কি সাব্রমের ঘোড়াকাপ্পা তহশীলে এলমাড়াতে একটি স্কুল আছে সেই স্কুলটার চেহারা যে কি, সেটা একটা গরুর ঘরের সামিল। গরুর ঘরও বোধ হয় এর চেয়ে অনেক ভাল থাকে। মানে চালের যে ছন সেটা পর্যান্ত নাই, পর্য্যাপ্ত নয়। সেখানে একটু বৃষ্টি হলেই জল পড়বে। ছেলেমেয়েরা পড়তে পারবে না। এই হল অবস্থা। আমি বলব এই রকম চেহারা আমাদের যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে থাকে, তা হলে বহু যায়গায় দেখতে পাব যে এই রকম চেহারা হচ্ছে স্কুলগুলির। তারপরে এইগুলির তো কনষ্ট্রাকশনের কোন ব্যবস্থা এখানে থাকছে না। তারপরে আমি আর একটা কথা বলব সেটা হচ্ছে কল্যাণপুর প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার। এর জন্য টি, টি, সি, এর আমলে টাকা সেংশন হয়েছিল এবং কাজও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যান্ত সেখানে কাজই আরম্ভ করা হয় নাই, সেখানে কতগুলি ইট নিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। আজকে পর্য্যন্ত তিন বৎসর চলে গেল ইট একটাও গাঁতনিতে লাগল না। তাই যদি হয় কনষ্ট্রাকশনের নমুনা তা হলে কি করে যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি হবে এবং বিল্ডিং ওয়ার্কস হচ্ছে এটা ঠিক বুঝা যায় না। তারপর

আমি আসছি যে আমাদের যে সব কনষ্ট্রাকৃশন হচ্ছে তার যে নমুনা সেটা আমি বলছি। সাব্রুম হসপিটেল হল সেখানে টি, টি, সি, এর আমলে। এই টি, টি, সি, তে কম্প্লেন্ট প্লেস করা হল যে সেটার ভেতরে সিমেন্ট পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে না। তখন ইন্কোয়ারী হল এবং এটা প্রোভড হল যে সেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সিমেন্ট দেওয়া হয় নাই। তারপরে সেই বিল্ডিংটা আংশিক ভাঙ্গা হল। তারপরেও আমরা কম্প্লেন্ট করেছি যে এটা কম্প্লিট হয় নি। কারণ সমস্ত বিল্ডিংটাই হয়েছিল উইদাউট সিমেন্ট এ, সিমেন্ট এর পোর্শান খুব কম ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে সেটা দেখা গেল যে যখন নাকি সাব্রুম গেইল হল সেই গেইলের সময়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে— সম্পূর্ণ বিল্ডিংটা পড়ে গেল। এটা একটা আশ্চর্য্য কথা যে একটা বিল্ডিং সেটা পড়ে যায়। সাধারণ ঝড় তুফানে পড়ে যায়। সাব্রুম ঝড় হয়েছিল, ব্যাপক ঝড় হয়েছিল এবং সাব্রুমে মহারাজার আমলের যে কনষ্ট্রাকৃশন আছে, যে বিল্ডিং আছে—যেমন সাব্রুম এস, ডি, ও, অফিস, সেটা সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার কিছু হয় নাই অথচ এটাকে বারবার আমাদের পি, ডব্লিউ, ডি, ডিপার্টমেণ্ট থেকে বলছে এটা অকোজো হয়ে গেছে, সেটাকে ভেঙ্গে ফেলে দেওয়া দরকার। সেই বিল্ডিংটা ষ্টিল দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নূতন যে সমস্ত কনষ্ট্রাকৃশন করা হয়েছিল সেটা গত গেইলে একটিও ছিল না, একটা বিল্ডিংও ছিল না। যে সব স্কুল ঘর করা হয়েছিল সেইসব স্কুল ঘর পর্য্যন্ত ছিল না। সাব্রুম জুনিয়ার বেসিক স্কুল যেটা করা হয়েছিল সেটার একটা অদ্ভুত চেহারা দেখছি আমরা। টিন লাগানো হয়েছিল, গেইল এর পরে দেখা গেল যে কাঠের ষ্ট্রাকচারগুলি আছে, টিন একটাও নাই। একটা টিনও নাই। আমার কথা হচ্ছে সেই টিনগুলি কিভাবে আটকানো হয়েছিল? টিনগুলি যদি স্ক্রু দিয়ে আটকানো হত তা হলে নিশ্চয় এইগুলি উড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তারপর আর একটা কথা হচ্ছে তেলিয়ামুড়ার সিনিয়ার বেসিক স্কুল এর একটা বোর্ডিং হাউস করা হয় সেটা একবার করতে প্রথমে ভেঙ্গে পড়লো। তারপর সেটা আবার কণ্ট্রাক্টার করলেন, করার পরে তুফানে নষ্ট হয়ে গেল, তার এখন কোন চিহ্নও নাই। বোর্ডিং হাউসের যে সমস্ত জিনিষপত্র ছিল সেইটার কিছু নাই, চিহ্নও নাই। অন্যান্য যে কোন জিনিষ ছিল কিছুই নাই, কোন অস্তিত্ব নাই।

তর্জ্জার বেড়ার চিহ্ন বা কোন অস্তিত্ব নাই. বেড়া টেড়ার কিছু নাই। এইগুলি গেল কোথায়? সেখানে যে কাঠের পোষ্ট ছিল সেই পোষ্টগুলি পর্য্যন্ত নাই। এই যদি হয় কনষ্ট্রাকশনের নমুনা তা হলে আমি বুঝতে পারি না এটা কি কাজে ব্যয় হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যে কনষ্ট্রাকটারদের পোষবার জন্যই এই বিল্ডিং ওয়ার্কসগুলি করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি বা তার যে অবস্থা তার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য করা হচ্ছে না। এটা শুধু কনষ্ট্রাকটারকে পোষার জন্যই করা হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কমিউনিকেশন সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে আমরা কমিউনিকেশন সম্পর্কে কি দেখছি? কমিউনিকেশন সম্পর্কে আমরা শুধু এইটুকু বলছি যে সাব্রুম থেকে আমাদের আগরতলাতে যদি আজকে আসতে হয়, এই যে বৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গেল, ৭/৮ দিন ১০ দিন কোন চিঠিপত্র পাওয়া বা যাওয়ার ব্যবস্থা হবে না। এই হচ্ছে অবস্থা। অথচ এই রাস্তার উপর নির্ভর করছে সাব্রুম, বিলনিয়া, উদয়পুর এই তিনটি সাবডিভিশন। এই সাবডিভিশনের মালপত্র

সমস্ত সব জিনিষ এই রাস্তা দিয়ে ইম্পোর্ট হচ্ছে। অথচ এই যদি অবস্থা হয় যে ৭।৮ দিন, ১০ দিন রাস্তাটা বন্ধ থাকবে তা হলে সেখানকার লোকের অবস্থা কি হয় অথচ এই বাজেটে, আমাদের ধারণা ছিল যে আমরা দেখতে পাব যে একটা ব্রিজ সাব্রুম পর্য্যন্ত, অন্ততঃ যাতে নাকি সাব্রুম কাকুলিয়াঘাট ব্রিজটার জন্য অন্ততঃ টাকা রাখা হবে। কিন্তু আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি যে তার জন্য একটা পয়সাও রাখা হয় নি এবং সেই যে ব্রিজ সেটা কবে হবে তার কোন নিশ্চয়তা আর আমরা পাচ্ছি না। আর ইন্টেরিয়ারের রোড্স্, সেই সম্পর্কে না বলাই ভাল। আমি বারবার বলেছি যে সাব্রুমে ৫টি তহশীল এর মধ্যে একমাত্র একটি তহশীল যেটা ইউ, এস, রোডে পড়েছে—মনুবাজার সেটার সঙ্গে মাত্র সাব্রুমের যে টাউন তার যোগাযোগ আছে। এ ছাড়া একটা তহশীলের সঙ্গেও নাই। যেমন নাকি আমলিঘাট তহশীল তার সঙ্গে নাই, সমরগঞ্জ তহশীল তার সঙ্গে নাই, ঘোড়াকাপফা তহশীল তার সঙ্গে নাই, সেটা আশ্চর্য্য যে যেখানে নাকি তহশীল অফিস আছে, ফরেষ্ট অফিস আছে, অন্যান্য সমস্ত রকম—বর্ত্তমানে আউটপোষ্ট হচ্ছে, অথচ আউটপোষ্টগুলির সাথে সেখানে রাস্তার কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এটা আশ্চর্য্য কাজেই আমি বারবার বলছি যে এখানে এইসব কাজগুলি দ্রুত করা দরকার। সাব্রুমে আমরা কি দেখছি—রাস্তা ঘাট না থাকার ফলে নানা রকম বিভ্রাট সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন নাকি জলাইয়াতে যখন নাকি পাকিস্তান থেকে আক্রমণ করা হল জলাইয়ার উপরে তখন রাস্তাঘাটের অসুবিধার দরুণ বিশেষ অসুবিধা আমরা অনুভব করেছি। সামরিক বিভাগের যে সমস্ত লোককে সেখানে যেতে হয়েছে তাদের ভীষণ অসুবিধার ভিতরে দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে হয়েছে। তারপর আর একটা হচ্ছে যেটা নাকি ছোটখিল, সেখানে রাস্তা আছে এবং ব্রিজ আছে। কিন্তু সেই রাস্তা মঙ্গলঘাট পর্য্যন্ত আছে, মঙ্গলঘাট থেকে আমলিঘাট পর্য্যন্ত রাস্তা নেওয়া দরকার, কারণ আমলিঘাট, শ্রীনগর, সমরগঞ্জ এইগুলি এক্স্ট্রিম বর্ডার, যেখানে নাকি অন্যান্য লেণ্ডের উপর ডিমার্কেশন পোষ্টগুলি আছে।

কাজেই সেই সব জায়গায় যদি দ্রুত আক্রমণ-টাক্রমণ হয়, সেই সব জায়গায় আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী। কাজেই সেই সব জায়গায় রাস্তাঘাটের যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু সেই রাস্তা আজও হচ্ছে না। এখন কথা হচ্ছে যে মনুঘাট পর্য্যন্ত রাস্তা ৬ মাইল। আর সাব্রুম থেকে মনুঘাট ৬ মাইল রাস্তা যেটা হচ্ছে যেটা নাকি মনুঘাট থেকে আমলীঘাট সেটা করলে আমলীঘাট এবং আমলীঘাট থেকে শ্রীনগর তিন মাইল এবং শ্রীনগর থেকে সমরগঞ্জ তিন মাইল সাব্রুমের সঙ্গে একটা দ্রুত সংযোগের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আমি কি দেখতে পাই ? সেটা হচ্ছে যে মনুবাজার, মনুঘাট এবং মনুবাজারের ভিতরে আমার মনে হয় অনেকে হয়ত ভুল করতে পারেন কাজেই আমি দুটিকে আলাদা করে বলছি যে মনুবাজার যেটা সেটা হচ্ছে সাব্রুম যে সহর তার উত্তরে অবস্থিত, আর মনুঘাট যেটা সেটা হচ্ছে সাব্রুমের পশ্চিমে অবস্থিত। দুটি আলাদা জিনিষ। এক বাজার নয়। দুটো আলাদা বাজার। এখন কথা হচ্ছে যে মনুঘাট থেকে কোন রাস্তা আমলীঘাটে নাই। এখন কথা হচ্ছে যে মনুবাজার থেকে একটা রাস্তা হওয়ার কথা ছিল সমরগঞ্জ পর্য্যন্ত। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে রাস্তা হয় নি। সমরগঞ্জ থেকে সেটা শ্রীনগর যাবে। শ্রীনগর থেকে আমলীঘাট যাবে। কিন্তু সেই রাস্তা আজও কমপ্লীট হয় নি। কাজেই এই যে অবস্থা এই অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদের বর্ত্তমান যে

ত্রিপুরার অবস্থা.সেই অবস্থার সঙ্গে ঠিক ঠিক ভাবে সঙ্গতি রেখে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা ঠিক নয়। কারণ আমি আর একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে মনুবাজার থেকে চালতা বকুল বাজার। এটার ডিষ্টেন্স হচ্ছে ৬ মাইল ৪ ফার্লং। এটা টেষ্ট রিলিফের থেকে মাটি কেটে রাস্তা করা হয়েছে। কিন্তু ব্রীজগুলির অভাবে এখনও সেখানে সংযোগ সাধিত হয় নি। বিভিন্ন জায়গায় ছড়া এবং নদী পড়ে আছে। তার জন্য যে রাস্তা আছে রাস্তাটা টেষ্ট রিলিফের টাকা দিয়ে হল, সেই রাস্তাটা কমপ্লিট হতে পারলো না আজ পর্য্যন্ত। কাজেই যাতায়াতের যে সুবিধা সেটা হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বিভিন্ন অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের, আমি বলছি যে কমপ্লিট ওয়ার্কস যেগুলো হয়েছে, সেগুলি ঠিক ঠিক স্পেসিফিকেশন অনুসারে যেভাবে সিমেণ্ট দেওয়ার কথা সেগুলিতে দেওয়া হয় নি। কারণ দেওয়া হলে পরে অন্ততঃ আমার মনে হয় যে 'গেলে' এসব নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকত না। কারণ এটা 'গেলে' ডেমেজ হয়ে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে তার পার্শ্বেই মহারাজার আমলের যে কনষ্ট্রাকশন যেটা ৪০ বছর আগে হয়েছিল সেটা অক্ষত শরীরে ৪০ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি কাচ্চা কনষ্ট্রাকশন যেটা তহশীল অফিস সাব্রুমে সেটাও সুদীর্ঘ কাল ধরে আছে! তার কিছু হয় নি। অথচ সেখানে সরকার থেকে যে সব নূতন কনষ্ট্রাকশন করা হল সমস্তগুলো একদম ভেঙ্গে পড়লো 'গেলে'। কাজেই এখানে আমার মনে হয় যে শুধু স্বজন পোষনের জন্যই এসব কাজগুলো করা হয়েছিল। আর রাস্তাঘাট সম্পর্কে আমি বলছি যে সেটা হচ্ছে বাস্তব যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা না নেওয়ার ফলে হয়ত যেখানে রাস্তার প্রয়োজন সেখানে রাস্তা হচ্ছে না। যেসব রাস্তা টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে হয়েছিল এবং ব্রীজগুলি না হওয়ার ফলে আর কোন সংযোগ সাধিত হচ্ছে না। কাজেই এখানে বাস্তব যে দৃষ্টিভঙ্গী সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কোন সঙ্গতি না রেখেই এই বাজেট করা হয়েছে। এই বলে আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Bulu Kuki.

শ্রী বুলু কুকী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেট প্রভিশনের উপরে একটা কাট মোশন রাখছি। আমার কাট মোশনটা হল Inadequacy of provisions for construction of roads, bridges etc. কারণ রাস্তার প্রয়োজন বিশেষতঃ এখন ইমারজেন্সীর পিরিয়ডে। তার উপরে আমাদের সংগে পাকিস্তানের রিলেশন ভাল নয় এবং এটা শুধু আমাদের গভর্ণমেণ্ট সব সময় এই কথাই বলেন যে এখন ইমারজেন্সী পিরিয়ড এবং সমস্ত কাজ ইমারজেন্সীর ভিত্তিতে করা হবে। কিন্তু এই কথা কি শুধু মুখের কথা না ঠিক ঠিক এখন ইমারজেন্সী চলছে এটা আমি বুঝতে পারছি না। কারণ আমি যদি বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের কার্য্য কলাপ বিশেষ করে রোড কনষ্ট্রাকশনের ব্যাপারে এই দিক দিয়ে দেখি তাহলে পরে ইমারজেন্সী আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ জোলাইবাড়ী যে এলাকাটা, এটা আমাদের গণ্ডগোলের জায়গা এবং এটাকে হস্তগত করার জন্য পাকিস্তানের তরফ থেকে অনবরত সেখানে আক্রমণ চালায়। এই দিক দিয়ে এখন সেই জায়গাকে রাখতে হলে পরে আমার রাস্তার প্রয়োজন এবং রিভার আছে রিভারের উপর ব্রীজ দরকার। যে কোন প্রয়োজনের সময় অনুযায়ী সেখানে আমাদের মিলিটারী ফোর্স তারা আমাদের দেশকে রক্ষা করবার জন্য যাতে সেখানে উপস্থিত হতে পারে যে কোন

সময়ে, তার জন্য তা হওয়া দরকার। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাই কি, যে এইখানে আজ পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট করে নাই এবং তারা নেগলেক্ট করছে যে এই সমস্ত রোড কনষ্ট্রাকৃশন এবং ব্রীজ কনষ্ট্রাকশন বিশেষ ভাবে কোন রাস্তার উপর এ'খানের রক্ষা যদি করতে হয় তাহলে অমরপুর দিয়ে সেখানে যেতে হয়। কিন্তু অমরপুরের উপর দিয়ে যদি যেতে হয় তাহলে গোমতী নদী তিনবার পার হতে হবে। কিন্তু ঐ' গোমতী নদীর উপর ব্রীজ করার আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং আমি আশা করেছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট প্লেস করেছেন সেই বাজেটের মধ্যে অন্ততঃ এই ব্রীজ আমি দেখতে পাব। কিন্তু আমি সেটা দেখতে পাই নাই। সেজন্য আমার ধারণা যে যদিও এখানে আমাদের গভর্ণমেন্ট বড় বড় গলায় চীৎকার করে বলে যে এমারজেনসী পিরিয়ড এবং আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু দেশ রক্ষার নাম তো তাদের কার্য্যকলাপে দেখা যায় না, একদম দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তারা শুধু ইমারজেন্সী করেছে কাদের জন্য? অপজিশানের জন্য। কিন্তু দেশরক্ষা করার যে ব্যবস্থা সেটা তারা কিছুই করে নাই এবং করার যে মতলব আছে বলে আমার মনে হয় না। তার প্রমাণ এখনি পাওয়া যায়। আমার দেশকে রক্ষা করার জন্য যেখানে রাস্তার প্রয়োজন সেখানে রাস্তা হচ্ছে না, যেখানে ব্রীজের প্রয়োজন সেখানে ব্রীজ হচ্ছে না। তাহলে আমি ত একথাই ধরে নিতে পারি যে তারা যদিও ইমারজেন্সী কথাটা বড় গলায় বলে কিন্তু সেটা ঠিক তাদের কার্য্যকলাপে প্রমাণ করে না। আর আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হয়েছে প্রায় ১৭ বৎসর। আজকে স্বাধীনতার ১৭ বৎসর পরেও এখানে কতগুলি এলাকা আছে যেখানে মানুষ যেতে পারে না। জীপ এবং গাড়ী যাওয়া তো দূরের কথা মানুষ যাওয়াটাও অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জায়গাটা হল রাইমাশর্মা। তবে আমি অনেকদিন আগে দেখছি, প্রায় ৩/৪ বৎসর হয় আমি দেখছি একটা রাস্তা, কুলাই থেকে রাইমাশর্মা পর্য্যন্ত একটা রাস্তা হওয়ার কথা। কিন্তু আজকে ৪ বৎসর হল সেই রাস্তা জীপেবল হওয়ার মতন কোন কিছু করতে পারে নাই আমাদের গভর্ণমেন্ট। অথচ সেখানে অন্ততঃ ১০ হাজার লোক হবে। সেখানে রাস্তা যদি না থাকে, এমন কোন জায়গাতে যেটা বর্ডারের সীমানা, আজকে হঠাৎ যদি পাকিস্তানের আক্রমণ সেখানে হয়, তাহলে সেই এলাকাটা রক্ষা করার জন্য এই গভর্ণমেন্ট কি করেছে? কিছুই করে নাই। আর কোন সময় করে? যখন তাদের যাওয়ার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ যাদের পার্সোন্যাল জীপ আছে সেগুলি যাতে যেতে পারে তার জন্য সরকার ব্যবস্থা করে। অথচ দেশ যাতে রক্ষা হতে পারে এবং সেখানের জনসাধারণের যাতে উপকার হতে পারে এবং এই রাস্তার মাধ্যমে যাতে যাতায়াত করতে পারে তার ব্যবস্থা এই গভর্ণমেন্ট এখনও করে নাই। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেজন্য যে রোড কনষ্ট্রাকশন এবং ব্রীজ কনষ্ট্রাকশন এর জন্য এখানে যে বাজেট প্রভিশন করা হয়েছে এটা ঠিক যথেষ্ট নয় এবং এটা আরও বেশী করার প্রয়োজন; যেহেতু এটা ইমারজেন্সী পিরিয়ড এবং এই আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হলে প্রথম আমাদের ব্রীজ এবং রাস্তাগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত— মাননীয় স্পীকার স্যার, রাস্তার উপর আমি দু'চারিটি কথাই রাখব, পি, ডব্ল্যু, ডি'র উপর। প্রথমতঃ একটা কথা হচ্ছে এই আগরতলা—সিমনা রোড ১৯৬১—৬২ সালে যে ব্ল্যাক টপিং করার জন্য টেণ্ডার কল করে মঞ্জুর করা হয়েছিল। আজ ১৯৬৫ সাল পর্য্যন্ত সেটা কমপ্লিট হয় নি। ৯—১৩ মাইল পর্য্যন্ত] যে রাস্তাটির যে অংশটি, সে অংশের মধ্যে মেটেলিং পড়েনি এবং তার কারণ যা শোনা যায়, প্রথমতঃ ইলেকট্রিক হাউসের যে কন্ট্রাক্টার তাকে টেণ্ডার দেওয়া হয়েছিল এবং কোয়ালিটি অব ব্রিক্স ইনফিরিয়ার হওয়ার দরুণ তার টেণ্ডার, সেই কাজটির ইটগুলি, বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সেই টেণ্ডার, এবং তার ওয়ার্ক বাতিল করে না দিয়ে সেই করাপ্ট প্রেক্টিসকে শাস্তি না দিয়ে, আবার সেই ইলেকট্রিক হাউসকে সেই রাস্তাটি দেওয়া হয়েছে। দেওয়ার পর আবার শুনছি আমরা থেফ্‌ট অব ব্রিক্স। সেই রাস্তার ইট চুরি হয়ে গেছে। সেই ইট চুরির ব্যাপার এখন পর্য্যন্ত আণ্ডার ইনভেষ্টিগেসান কিন্তু এই রাস্তাটি এখন পর্য্যন্ত ব্ল্যাক টপিং হয়নি এবং এমন কি মেটেলিং যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বে হয়েছিল, সেটার মেটেলিং নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সেটাও রিমেটেলিং হয়নি এবং ব্ল্যাক টপিং তো দূরের কথা কাজই ধরেনি। এইযে একটা অবস্থা ১৯৬১—৬২ সালে জিনিষটা দেওয়া হয়েছে ১৯৬৫ সাল তার মেটেরিয়ালা-ইজড হয়নি, তার বিরুদ্ধে ষ্টেপ নেওয়ার ব্যবস্থা এই সরকারের মারফত দেখছিনা। বিশেষতঃ কতগুলি কনসার্ণ আছে সেগুলি— কনসার্ণগুলি অন্যায় করল, অন্যায় ধরা পড়ল সেই সেই ব্রিক্স রিজেক্টেড হল, তাদের বিরুদ্ধে ষ্টেপ নেওয়া দূরের কথা, তাদের আবার কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয় সে রাস্তার। ২য় কথা হচ্ছে, বড় বড় কথা আমরা শুনি যে পাকিস্তান ত্রিপুরার চারিদিকে আছে, পাকিস্তান থেকে রক্ষা করতে হবে দেশকে। আর পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে চীন আসছে, নানারকম ভয় ভীতি এবং সাংঘাতিক কথা এবং সেই নিয়ে যে অনেক কিছু আক্রমণ হয় বিরোধী পক্ষের উপর কিন্তু দেশকে রক্ষা করতে আমরা চাই এবং দেশকে রক্ষা করবার জন্য যেসব কণ্ট্রাকটিভ সাজেশন আমরা দিচ্ছ সেসব গ্রহণ করা দূরের কথা আরও বিরূপ সমালোচনা হয়। আমি এখানে একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে যে সিমনা টু ঠেংগিয়া-বাড়ি যে অঞ্চলটি সেখানে কোন রাস্তা নাই কিন্তু ১৭।১৮ মাইল এরিয়া। কাতলামারা থেকে বি, ও, পি সেখানে যাওয়ার কোন রাস্তা নাই, যদি কোন ঘটনা ঘটে, ঘটেছেও ইদানিং সিঁধাই পুলিশ রিপোর্ট পড়ে দেখলে দেখতে পাবেন ৪০।৫০ জন পাকিস্তানি সমাগলার্স ঢুকেছিল। পুলিশ পূর্ব্বাহ্নে খবর পেয়ে ইন্টারভেন করেছে দুই চারিজনকে ধরেছে কিন্তু এইভাবে অহরহ সেই এলাকা দিয়ে মাল যাচ্ছে, ক্যাট্‌ল লিফটিং চলছেই প্রতি নিয়তই সেটা চলছে এবং ইদানিং আরেকটি সেই সাতছড়ি বর্ডার'এ ক্যাট্‌ল লিফটিং ব্যাপারে যারা ধরা পড়েছে সব পাকিস্তানি। এই যে একটা অবস্থা সেখানে তার প্রটেকশন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, কোন রাস্তা নাই। এই কয়েক বছর আগে আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৬১—৬২ সালে সেই সাতছড়ি যে ভোলাগঙ্গা বলে যে নদী আছে, তার মধ্য দিয়ে যে ছড়া গিয়েছে, সেই সিমনাছড়া কলোনীর রিফিউজীরা বাঁধ দিতে গিয়েছিল তাদের পাট ভিজানোর জন্য এবং পাকিস্তান ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স বাধা দিয়েছে এবং সেই বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছে। কিন্তু সেই জায়গায় যে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ফোর্স, দিয়ে তাদের প্রটেকশান দেওয়া, তাদের সাহস দেওয়া সেই ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর হয় নাই।

সৈন্য গেছে, কিন্তু রাস্তা ঘাট নাই অতএব এটা করতে খুবই বেগ পেতে হয়েছে। এক দুই মাইল নয়, ২০ মাইল। এখানে আমি যে কথাটা বলছি আগেও অনেকবার বলেছি যে কাতলামারা থেকে ভায়া সিধাইছড়া—দাগিয়াবাড়ি এই ডাঙ্গিয়াবাড়ি পর্য্যন্ত একটা অল ওয়েদার রোড দরকার, সেই এলাকাটা—সেই সীমান্ত প্রটেকশানের জন্য। এই প্রভিশানটি ইমিডেট্‌লি হওয়া দরকার যদি আমরা সেখানকার লোকদের নিরাপত্তা দেখতে চাই। ২য় কথা হচ্ছে যে ১৭ মাইল পর্যান্ত ব্ল্যাক টপিং আগরতলা—সীমনা রোডের ধরা হয়েছে কিন্তু রাস্তাটা হচ্ছে ২৯ মাইল এবং ১৭ মাইল পরে হচ্ছে সিধাই পুলিশ ষ্টেশান এবং সিধাই পুলিশ ষ্টেশান আর আপনার কাতলামারা বি, ও, পি এবং এই দুইটি বর্ডারের মধ্যে। সেই রাস্তাটি যাতে ব্ল্যাক টপিং হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত এবং সেই রাস্তার পাশে কতগুলি বড় বড় বাগানও আছে, সেই চা বাগান আছে এবং তাদের জিনিষপত্র সব সময় আসছে। যদি ব্ল্যাক টপিং না হয় সেই রাস্তাটি তবে সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত, বিশেষ করে বৃষ্টির সময় সেটা দিয়ে নানারকম জিনিষপত্র নিয়ে আসা যাওয়া করা খুবই অসুবিধা হয়। কাজেই সেই রাস্তাটি ব্ল্যাক টপিং হওয়া দরকার, কিন্তু সেই প্রভিশান আমি এটার মধ্যে দেখছিনা আমি আশা করেছিলাম ১৭ মাইলের পর যে এক্সটেনশান সেই এক্সটেনশানের প্রভিশান করা হবে। এই কয়টি দিকে বিশেষতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মনতলা কলোনির ডিসপেন্সারী ভেঙ্গে পড়েছে, ডিস্‌পেন্সারী ঘর নাই, কোয়ার্টার নাই। আজ পর্য্যন্ত সেটা হল না, সেখানে আমি গিয়েছিলাম যা শুনেছি যে তিন চার বছর এই অবস্থায় আছে কোন রিপেয়ারিং এর ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হয় নাই। কোয়ার্টারটা একদম নাই, নূতন কনষ্ট্রাক্‌শান না হলে চলবেনা, তার কোন ব্যবস্থা নাই। তারপর স্কুল—কলাগাছিয়া একটা স্কুল আমাদের শিক্ষা বিভাগ থেকে সিনিয়র বেসিক করেছে আজ প্রায় ৬।৭ বছর আগে। সিধাই স্কুলটি যে জায়গায় আছে সেই স্কুলটি সেই জায়গায় জনসাধারণের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ঘরটি, সিনিয়ার বেসিক স্কুল—গভর্ণমেন্ট স্কুল, সেটার জন্য আজ পর্য্যন্ত কনষ্ট্রাকশান করা বা টাকা বরাদ্দ করা তা হয় নাই। কোন রকম ইনস্পেকশান হয় নাই। কলাগাছিয়া স্কুলটি সিধাই সিনিয়ার বেসিক স্কুল নামে পরিচিত সেই স্কুলের অবস্থাটি কি—ঘরের তুলি নাই, ঘরটী ভেঙ্গে পড়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা সেখানে যাওয়া আসা করেন, অনেক মিটিং করেন, আশা করি এই স্কুলটি তাদের চোখের উপর পড়ে কিন্তু সেই স্কুলটি আজ পর্য্যন্ত, ৫।৬ বছর হয়েছে, তাকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটার কোন রকম কনষ্ট্রাকশান করা হয়নি। এবং সেই দিকে চিন্তা করতে আমি অনুরোধ করব। এই বাজেট আলোচনায় যে কাট মোশানগুলি আসছে তাকে সমর্থন করতে বাধ্য হচ্ছি এইজন্য যে ইমিডিয়েট দরকার কতকগুলি জিনিষের, যে প্রায়রিটি পাওয়া দরকার সে দিকে লক্ষ্য রেখে কোন কাজ হচ্ছে না বলে আমি মনে করি। কাজেই আমি এই কাট মোশানকে সমর্থন করছি।

মিঃ স্পীকার—I would call on Shri Krishnadas Bhattacharjee ;

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডব্লিউ, ডি, উপর যে ডিম্যাণ্ডটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন সেটাকে সমর্থন করি এবং তার উপর বিরোধী দলের সদস্য যে কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি দুই একটি কথা এখানে রাখছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পি, ডব্লিউ, ডি, উপরে যে ডিমাণ্ডটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে তারপরে বিরোধীপক্ষ যে কাট মোশন এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি দুই একটি কথা এখানে রাখছি। মাননীয় সদস্যদের মধ্যে প্রথমে যিনি বলেছেন, বিল্ডিং সম্পর্কে বলেছেন মাননীয় সদস্য সুনিল কুমার চৌধুরী মহাশয়। তিনি বলেছেন যে প্রাইমারী স্কুলের কনষ্ট্রাকশন বলতে কিছুই নেই এবং স্কুলের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা খুব কম এবং আরো টাকা থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাজেটটাকে দেখলে, দেখা যাবে যে বাজেটে স্কুলের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা মোটেই কম নয়। টোটেল প্লেন এবং নন-প্লেন দুইটি মিলিয়ে বিল্ডিং এ মোট ৮১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে নন-প্লেন ৪৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং প্লেনে বরাদ্দ হয়েছে ৩১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য স্কুল বিল্ডিংগুলির সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার বাজেট খুলে দেখলে দেখা যায় যে স্কুল বিল্ডিং কি হয় নাই, যথেষ্ট স্কুল বিল্ডিং হয়েছে, বিশেষ করে হয়েছে এডুকেশনের বিল্ডিং এর যে বাজেট তার দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা বুঝতে পারব এডুকেশনের নন-প্লেন ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং প্লেনে ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, মোট ৩১ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা এডুকেশন বাজেটে। সুতরাং বিল্ডিং প্রভিশন নাই এটা বলাটা ঠিক যুক্তিযুক্ত হচ্ছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। এবং বিল্ডিং সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন যে বিল্ডিংগুলি ঝড়ে পড়ে গেছে এবং যে পরিমাণ ঝড় হয়েছিল তাতে আমার মনে হয় শুধু গভর্ণমেণ্ট বিল্ডিং নয় প্রাইভেট যে ঘরগুলি ছিল, প্রাইভেট বিল্ডিংএরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। ঝড় এর সঙ্গে যে একটা, ওয়ারের সঙ্গে তো একটা কথা নয়, তাতে যদি একটা ক্ষতি হয় তার জন্য কন্ট্রাক্টারকে কিম্বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টকে দোষ দিতে হবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। যখন কাজগুলি করা হয় তখন যতটুকু সম্ভব ভাল করে করা হয়। তারপর যদি কোন কারণে, যদি বিশেষ কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়, হতে পারে। বিল্ডিং এর দিক দিয়ে আমাদের যে প্রভিশন রাখা হয়েছে এটা খুব যথেষ্ট। টাকার দিক দিয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই যে এটা যথেষ্ট পরিমাণ ধরা হয়েছে। তবে মেটিরিয়েলসের দরুণ আমরা সেই রকম অগ্রসর হতে পারি না সেটা সকলের জানা আছে। যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই পরিমাণ টাকা বিল্ডিং এর ব্যাপারে খরচ করা একটু অসুবিধা হয়ে দাড়ায়; কারণ টাইমলি মেটিরিয়েলস পাওয়া যায় না কারণ যে সমস্ত যায়গায় বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন হয় এবং এমন বহু যায়গা আছে ইন্টিরিয়রে যেখানে টেণ্ডার করলে টেণ্ডার পাওয়া যায় না এবং তাতে হয় কি বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশনে আমাদের একটু দেরী হয়ে যায়, এটা খুব স্বাভাবিক। বিল্ডিং এর জন্য ধরা হয়েছে, আমাদের জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশন থেকে ধরা হয়েছে ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, জেলে ধরা হয়েছে ২ লক্ষ টাকা, আমি নন-প্লেনের কথা বলছি। জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশনে ১২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা জেলে ২ লক্ষ টাকা, এডুকেশনে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার, কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্টে ৬৫ হাজার, এডমিনিষ্ট্রেশন অফ জাসটিস ৮০ হাজার টাকা, পুলিশ ৭ লক্ষ ৮১ হাজার এবং বহু পুলিশ আউটপোষ্ট ইত্যাদি খোলার জন্য যথেষ্ট টাকা ধরা হয়েছে। তাঁরা যে দেশ রক্ষার কথা বলেছেন, তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। পুলিশ

আউট পোষ্ট এবং পুলিশ অফিসারস কোয়ার্টারস করার জন্য যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা আছে এবং সেটা নন-প্লেনে দেখানো হয়েছে ৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা পুলিশের বরাদ্দ, মেডিকেলে ৮ লক্ষ ৪৫ হাজার, এক্সাইজে রাখা হয়েছে ২৫ হাজার, সিভিল ওয়ার্কস এবং পি, ডব্লিউ, ডি ওয়ার্কস ৪ লক্ষ ৮১ হাজার, ইণ্ডাষ্ট্রী এক লক্ষ, পাবলিসিটি ১০ হাজার টাকা, সাইন্টিফিক পার্পাস যে সাইন্টিফিক পার্পাস এর বিল্ডিং এ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মোট ৪৯ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা রয়েছে নন্‌প্লেনে। আর প্লেনে দেখা যাচ্ছে এডুকেশনে ১৮ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, মেডিকেল এ ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, সাইন্টিফিক ডিপার্টমেণ্ট এ ৭ হাজার, ষ্টেশনারী বিল্ডিং এ ৮ হাজার টাকা, এগ্রিকালচার ৪ লক্ষ ২৬ হাজার, ইন্‌ডাষ্ট্রী ২ লক্ষ ১৯ হাজার, এনিমেল হাসবেণ্ড্রী ৪০ হাজার, রিহেবিলিটেশন বাজেটে রিহেবিলিটেশন কলোনীতে ৬টি প্রাইমারী স্কুল কনস্ট্রাকশনের জন্য ধরা হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। সুতরাং বিল্ডিং এ যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা যথেষ্ট। তিনি যে অভিযোগটা করেছিলেন যে, বিল্ডিং যে করা হয় সেটা কণ্ট্রাক্টরকে পোষবার জন্য করা হয় সেটা সত্য নয় এবং যে সমস্ত বিল্ডিং হচ্ছে তার মধ্যে একমাত্র যে সমস্ত যায়গায় সাইক্লোন বিশেষ করে গুরুতর গেইল হয়েছে সেই সমস্ত যায়গায় কিছু ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু অন্য যায়গায় দেখা গেছে যে বিল্ডিং এর কোন ক্ষতি হয় নাই। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে খুব একটা গাফেলতি দেখা যাচ্ছে না। তারপর আর একটা বলেছেন, রাস্তা সম্বন্ধে বলেছেন, বিভিন্ন রাস্তা যে হচ্ছে তা বাজেটের ৪৩২ পাতায় যে রাস্তা রয়েছে সেইগুলি নাকি মেজর রোডই বলা যায়। এইগুলি একটু লক্ষ্য করলেই তিনি দেখতে পাবেন। সাব্রুমের কথা বলেছেন বিশেষ করে। সাব্রুমের যে রাস্তাগুলি তৈরী করা হয়েছে আমি বিশেষ করে সেইগুলি পয়েণ্ট আউন্ট করব, মাননীয় সদস্যকে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে বাজেটের ৪৩৮ পাতায় লক্ষ্য করতে বলব আইটেম নং ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮১, ৮২, ৮৭, ৮৮, ১০৪, ১১০ এই সমস্ত আইটেমগুলি মাননীয় সদস্য দেখে নিতে পারেন, আমি পড়লে অনেক সময় নষ্ট হবে। সাব্রুমে কতগুলি রাস্তা ধরা হয়েছে এবং কাজ হচ্ছে সেইগুলি এই আইটেমগুলিতে ধরা আছে। এটা দেখেছেন কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। মাননীয় সদস্য সাব্রুমের যিনি কথা বলছেন এই সমস্ত পাতাগুলি তিনি দেখছেন কি না আমার সন্দেহ হচ্ছে, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮১, ৮২, ৮৭, ৮৮, ১০৪, ১১০ সেখানে দেখুন, সেখানে ব্রীজও ধরা হয়েছে. সেখানে মুহুরী এবং মনুর উপর যে ব্রীজ তারও প্রভিশন ধরা হয়েছে। তাই বর্ষাকালে যে, যে অভিযোগটা এনেছেন, রাস্তা খারাপ হলে পরে তার জন্য কি সরকার চুপ করে বসে আছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানেন যে এই ব্রীজের কাজ গত বৎসরই আরম্ভ হয়েছে, বিশেষ কোন কারণে এই কাজটা শেষ করতে পারছে না, কারণ কতগুলি টেক্‌নিকেল ডিফিকালটিস্ দেখা যাচ্ছে, হাঁ তা আছে, পড়ে আছে। তারপর সেই ব্রীজগুলি ধরা হয়েছে এবং কাজের কণ্ট্রাক্ট উদয়পুরের খুব ভাল একটা ফারমকে দেওয়া হয়েছে এবং কাজ অগ্রসর হচ্ছে। তাছাড়া রাস্তায় যে সমস্ত নদী পড়ে তার উপরও ব্রীজের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মনুতেও আছে। গোমতীর উপর দিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীলুড়া আং মগ যখন আসেন তখন

বোধ হয় তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে আসেন। কারণ গোমতী নদীর মধ্যেও একটা ব্রীজ হচ্ছে।

(ভয়েজ—অমরপুরের গোমতী নদী।) অমরপুরের গোমতীতেও হবে, আগে লাইফ লাইনটা শেষ হয়ে যাক। (ইন্টারাফশন) কন্সট্রাকশনের কাজ ওয়ার্কস অন রিভার মনু ইন উদয়পুর রোড আইটেম নাম্বার ৮৮ দেখুন তাতে আছে। চশমা আছে কি চশমা? মাননীয় সদস্য তিনি যে প্রশ্নটা করেছেন মাননীয় সদস্যকে সেটা দেখিয়ে দিলুম। তার থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে তাঁহারা না দেখেই এই সভায় বলেন। সভায় দাঁড়িয়ে যে বাজেটের কথা বলছেন বাজেটে যেটা আছে সেটা নাই বলে ইত্যাদি আজেবাজে নানারকম উক্তি করেন। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমি অনুরোধ করব তিনি যেন মাননীয় সদস্যদের একটু রেস্পন্সিবল হতে অনুরোধ করেন। বাজেট না দেখেই যা তা উক্তি করছেন। তারপর মাননীয় সদস্য বুলু কুকি বলেছেন যে দেশ রক্ষার জন্য রাস্তার দরকার। এইদিকে দেশরক্ষা করছেন, পাকিস্তান আক্রমণ করবে কি চীন আক্রমণ করবে মাননীয় সদস্য দাশগুপ্ত বলেছেন অথচ বর্ডার রোড নাই। সেই দায়িত্ব, সেই বোধ সরকারের আছে, যখন যেখানে গোলমাল হচ্ছে সেখানে বড় বড় ট্রাক যেতেও পিছ পা হয় না। বড় বড় মিলিটারী ট্রাক যাচ্ছে এবং যখন নাকি অমরপুরে অপারেশন হয়েছিল মাননীয় সদস্য ভাল করেই জানেন যে সেখানে যে ট্রাক গিয়েছিল, বড় বড় মালবাহী ট্রাক সেটা জানা আছে। সুতরাং সেইদিক দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য ভুল হবে না। মাননীয় সদস্যদের আমি বলছি যে আমরা যথেষ্ট সজাগ আছি। বর্ডার রক্ষার জন্য যে কোন সময়ে যে কোন ভেহিকলস নেওয়ার দায়িত্ব সরকারের আছে এবং সরকার তা করছেন। আমার মনে হয় রাস্তার দিক দিয়ে বিল্ডিং এর দিক দিয়ে ত্রিপুরা যে প্রকার, যদিও ত্রিপুরা মেটারিয়েলস দিক দিয়ে খুব অভাব, এমন কি রাস্তার মেটারিয়েলস এর দিক থেকেও খুব অভাব, সেই স্থলে ত্রিপুরা যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে সেটা খুব প্রশংসনীয় এবং আমি ডিমাণ্ডটা সম্পূর্ণ সমর্থন করছি।

Mr. Speaker—I would call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে পি, ডব্লিউ, ডি, বাজেটের আলোচনা করছি। আমাদের একটা মেজর এমাউন্ট খরচ হচ্ছে পি, ডব্লিউ, ডি এর মারফতে। কাজেই সেই খরচ কিভাবে হচ্ছে বা ঠিকমত হচ্ছে কি না, কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে কর্ম্মচারীদের যোগাযোগে আমাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে কি না সেটা আমাদের দেখা দরকার। আমি জানি আগরতলায় এমন কনষ্ট্রাক্সন হচ্ছে যেটা অত্যন্ত খারাপ, যেগুলির ইনকোয়ারী সেণ্ট্রেল ইনভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে করেছেন যেমন কুঞ্জবন টাউন সিপ। কুঞ্জবন টাউনসিপ সম্বন্ধে যখন কমপ্লেন উঠলো তখন কর্তৃপক্ষ সেটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ইনকোয়ারী করতে চান না। বুঝাতে চাইলেন যে সেখানে কোন গোলমাল হয় নাই। তারপর সেণ্ট্রেল ইনভেষ্টিগেশন বুরো ইনকোয়ারী করে দেখলেন যে সেখানে যে রকম সিমেণ্ট দেওয়ার কথা ঠিক সেই রকম সিমেণ্ট দেওয়া হয় নাই, যে রকম মর্টার দেওয়ার কথা সেই রকম মর্টার দেওয়া হয় নি, জানালায় যে রকম কাচ দেওয়ার কথা এ সেই রকম কাচ ব্যবহার করা হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর ইট দেওয়ার কথা কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ইট দেওয়া হয় নি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ইট দেওয়া হয়েছে। ইনকোয়ারী যিনি করেছেন

তিনি একজন রেস্পন্সিবল অফিসার তিনি হচ্ছেন কেন্দ্রীয় খবরদারী কমিশনের টেক্নিকেল অফিসার শ্রীশঙ্করণ এবং স্পেশাল পুলিশ এষ্টাব্লিসমেণ্টের শ্রী এস, কে, দেব তাঁরা ইনকোয়ারী করে গেছেন এবং ইনকোয়ারী করার পরে এইসব সেখানে ধরা পড়েছে। তারপর যে কি হল আর কি হল না আমার আর জানবার সুযোগ হয় নি। সেটাকে এখন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে এবং তার সঙ্গে পি, ডব্লিউ, ডি এর রেস্পন্সিবল অফিসাররা জড়িত। যদি সেখানে হাত দেওয়া যায় তবে অনেক পদস্থ কর্ম্মচারী জড়িয়ে পড়বেন। কাজেই এটা কি করে এখন ধামাচাপা দেওয়া যায় তার একটা চেষ্টা চলছে। এই হল কুঞ্জবন টাউনসিপের কথা। আমি জানি আমাদের যে হাওড়া ব্রীজ সেখানে, আগরতলার বিভিন্ন পত্রিকায় খবর বেড়িয়েছে, যে পরিমাণ মাল-মসলা দেওয়ার কথা ছিল ঠিক সেই পরিমাণ মাল-মসলা ব্যবহার করা হয়নি। তার চেয়ে অনেক কম মাল-মসলা ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার অতিরিক্ত যে সমস্ত মাল-মসলা সেগুলি ভিন্নভাবে ব্যবহার করে তার থেকে বেশী রোজগার করা হয়েছে এবং খবর বেরিয়েছে "ভারতকল্যাণ" পত্রিকায় ১৫-১-৬৫ তারিখে। পত্রিকাটা কংগ্রেস সমর্থক। কাজেই আমি আশা করতে পারি যে তারা একটা গল্প বানিয়ে তাদের পত্রিকায় ছাপেনি। যদি ছাপিয়ে থাকে তাহলে সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে প্রপার ষ্টেপ নেওয়া গভর্ণমেণ্টের অথরিটি কন্সার্ণের উচিৎ ছিল। কিন্তু তাও করা হয় নি। সেই পত্রিকায় যে খবর বেরিয়েছে তাতে আমরা দেখেছি যে কয়েক হাজার টাকার জিনিষপত্র আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং তার কোন পাত্তা আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এটার বোধ হয় এনকোয়ারী করা হয়েছে এবং এনকোয়ারী করার পর কি হয়েছে না হয়েছে আমরা তার খবর পাই নি। এখন আমরা দেখছি যে, কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে পি, ডব্লিউ, ডি যে সমস্ত এগ্রিমেণ্ট করে সেই এগ্রিমেণ্টদের মধ্যে এমন সমস্ত ফাঁক থাকে যার ফলে কন্ট্রাক্টরদের আমরা হাতের কাছে পাই না। ফলে কন্ট্রাক্টররা যদি খারাপ কাজও করে তাদের আমরা কোন আইনের আওতার মধ্যে ফেলতে পারি না। ঠিক এই রকম একটা ঘটনা ঘটেছে কলেজ হোস্টেল নং ২ যখন কনস্ট্রাকশন হয়। কলেজ হোস্টেল নাম্বার টু যখন কনষ্ট্রাকশন হয় তখন সেখানে প্রায় ২১ হাজার টাকার কাজ হওয়ার পর পি, ডব্লিউ, ডি, অবজেকশন দিলেন যে সেখানে যে সমস্ত মাল-মসলা দেওয়ার কথা ছিল তা সেখানে ব্যবহার করা হয় নি। এই বলে কাজ সেখানে বন্ধ করা হল। কন্ট্রাক্টর বলল যে, আমার সঙ্গে যে চুক্তি ছিল সেই চুক্তিমত কাজ করেছি। কাজেই আমার কাজ তোমরা বন্ধ করতে পার না। কিন্তু তবু তার কাজ বন্ধ করা হল। কন্ট্রাক্টর মামলা করল সুপ্রীম কোর্টে এবং সুপ্রীম কোর্টে মামলা করে সে জিতে আসল। Bar এর সে শুধু কেবল যে তার বিলের টাকা পেল তা নয়, তার যে বিল সাসপেণ্ড করা হয়েছিল তা তো পেলই তাছাড়া তার বিল পেমেণ্ট করতে যে ডিলে করা হয়েছে সেই ডিলের জন্য তাকে আরো ৩ হাজার টাকা দিতে হল। তার পেমেণ্ট যে ডিলে করা হয়েছে তার জন্য নাকি আরও ৩ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। এখন এই যে ২১ হাজার টাকা প্লাস ৩ হাজার টাকা এই ২৪ হাজার টাকা যে আমাদের দিতে হল তার জন্য রেস্পন্সিবল কে? আমাদের কর্ত্তব্য সেই রেস্পন্সিবল অফিসারটিকে খুঁজে বের করা যে কার ত্রুটিতে, কার দোষেতে গভর্ণমেণ্টের এতগুলি টাকা নষ্ট, হল এতগুলি পাবলিক মানি নষ্ট হল। কিন্তু সেগুলির কোন তদন্ত আজও হয়নি এবং হয়নি বলেই

যারা কন্ট্রাক্টর, যারা কাজ করে বা কাজ বিলি করে তারা তাদের খুশীমতন যখন তখন যা তা করতে পারেন। জে, সি, কোর্টের দক্ষিণে যে বিল্ডিং হওয়ার কথা ছিল, যেখানে প্রায় ১৭।১৮ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে সেই ঘটনাটা আমি উল্লেখ করতে চাই। চাই এইজন্য যে এই ঘটনাটা আমি আগেও বলেছি কিন্তু তার কোন ষ্টেপ আজও নেওয়া হয়েছে কিনা জানতে পারিনি। সেখানে প্রথম যখন বিল্ডিং এর কাজ সুরু হয়, নেওর গাড়া হয় তখন সেখানে বড় বড় গাছ ফেলে ভর্ত্তি করানো হয়। কিন্তু তারপর দেখা গেল সেখানকার যে সয়েল সেই সয়েলে এই দালানের ফাউণ্ডেশন করা চলে না। কাজ বন্ধ করা হল। ইতিমধ্যে ১৭।১৮ হাজার টাকার মাল কন্ট্রাক্টরকে ইস্যু করা হয়ে গেছে এবং সে এইগুলি নিয়ে খরচ করেছে। ১৭।১৮ হাজার টাকার খরচ হওয়ার পর খেয়াল হল সয়েল ত টেষ্ট করতে হয়। তখন টেষ্ট করা হল এবং সয়েল টেষ্ট করে দেখা গেল যে এই সয়েলে এই বিল্ডিং এর ফাউণ্ডেশন হতে পারে না। এখন আমার এই যে ১৭।১৮ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল তার জন্য কে রেসপন্সিবল ? সে টাকাটা কে ভরবে ? যে নাকি রেস্পনসিবল এই ঘটনার জন্য, যার অপরাধে আমার এতগুলি Public money নষ্ট হল, যদি আমরা সেই ব্যক্তিটিকে ডিটেক্ট করতে না পারি তাহলে এই জাতীয় ঘটনাকে আমরা কোন সময় বন্ধ করতে পারব না। আমাদের প্ল্যানে অনেক রাস্তা করার কথা আছে। প্ল্যানে কি কি রাস্তা করার কথা আছে না আছে আমাদের বই খুলে সেগুলি দেখানো হয়েছে। আমার কথাটা এইটুকু যে প্ল্যানে থাকলেই সবটা হয়ে যায় না সেই প্ল্যান মত কাজ করতে হয় সোনামুড়া থেকে নিদয়া পর্য্যন্ত যে রাস্তা করার কথা আছে যা নাকি সেকেণ্ড প্ল্যানে হওয়ার কথা ছিল, থার্ড প্ল্যান শেষ হতে চলছে, সেই রাস্তাটা এখনো কম্প্লিট হয় নি। সোনামুড়া—বক্সনগর রাস্তাটা, যে থার্ড প্ল্যানে হওয়ার কথা, সেটা এখনও অর্দ্ধেকটায় গিয়ে পৌঁছায়নি। দুর্গানগর—বক্সনগর রাস্তা যেটা থার্ড প্ল্যানে হওয়ার কথা ছিল সেইটা এখনও শুরু হয় নি। কাজেই থার্ড প্ল্যানে কয়টা রাস্তার নাম দেওয়া আছে সে দেখিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করে লাভ নেই। যেই প্ল্যানে যেই রাস্তা হওয়ার কথা সেই প্ল্যানে সেই রাস্তাগুলি হয়েছে কিনা সেটা আমার দেখবার বিষয়। আমি যখন গত অধিবেশনে, পি, ডব্লিউ, ডি, নিয়ে আলোচনা করি তখন আমি দেখিয়েছি যে আমাদের থার্ড প্ল্যানে ১৯টা ব্রীজ করার কথা ছিল তার মধ্যে আমরা ৪টা ব্রীজ করেছি, আর ১৩।১৪ টা ব্রীজ এর কাজ এখনও শুরুই হয় নাই। প্ল্যানে বাকী যে সময়টা আছে সেই সময়টাতে এই ব্রীজগুলি স্বাভাবিক ভাবে করা যাবে না। তাহলে এই সমস্ত প্ল্যান করার সার্থকতা কি ? প্ল্যান কেনই বা করা হয় ? যদি প্ল্যান মত আমি আমার কাজটা কম্প্লিট না করতে পারলাম তাহলে এতবড় একটা প্ল্যান দেখিয়ে আমাকে খুশী করার তো কোন অর্থ নাই। সেতো আমাকে একটা ভাওতা দেওয়া যে অনেকগুলো রাস্তা হবে, অনেকগুলি ব্রীজ হবে, অনেকগুলি বিল্ডিং হবে। কাজেই আশ্বস্ত হও তোমরা। ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা জানি যে সেকেণ্ড প্ল্যানের কাজ থার্ড প্ল্যানে আসে, থার্ড প্ল্যানের কাজ ফোর্থ প্ল্যানে আসে। কিন্তু কাজ আর শেষ হয় না। ফলে প্ল্যানের টাকা আসে প্ল্যানের টাকা ফেরত যায়। হয়ত বা এক খাতের টাকা অন্য খাতে ট্র্যান্সফার করা হয়। ফলে যেখান থেকে আমার যে কাজ পাওয়ার কথা সেই কাজ আমি পাই না। আমি এই কানেকশানে আর একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে যখন নাকি

কন্ট্রাক্টরের সংগে পি, ডব্লিউ, ডি, এর বিরোধ হয় তখন একজন আরবিট্রেটর সেখানে এপয়েন্ট করা হয়। আরবিট্রেটর সাধারণতঃ থাকেন চীফ কমিশনার। মেচারেলী চীফ কমিশনার সেখানে যান না, তাঁর বদলে পি, ডব্লিউ, ডি, এর কোন অফিসারকে সেখানে ডিপুট করা হয়, টু ফাংশন এজ এম আরবিট্রেটর। এখন ডিসপুট হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ভারসাস কন্ট্রাক্টার। সেখানে আরবিট্রেটার ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের না হয়ে একজন থার্ড পার্সন হওয়াটা বাঞ্ছনীয় যাতে সে নিরপেক্ষভাবে সবটা ঘটনাকে দেখতে পারে। তা না হলে পরে পক্ষপাতিত্ব হওয়ার খুব সম্ভাবনা সেখানে থাকে। কাজেই আরবিট্রেটার যিনি হবেন যাতে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের না হন এবং না হয়ে একজন তৃতীয় পক্ষের কেউ আরবিট্রেটর হন সেইদিকে লক্ষ্য রেখে যদি আরবিট্রেটার এপয়েণ্ট করা হয় তাহলে সেটা উভয় পক্ষের পক্ষেই মঙ্গলকর। আমি এখানে একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের উন্নয়নমন্ত্রী মহাশয় প্রায়শঃই বলে থাকেন যে আপনারা কি দেখাতে পারেন যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন ইনষ্ট্রাকৃশনটাকে আমরা মানিনা, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কোন ইনষ্ট্রাকশনটাকে আমরা এইখানে ফলো করিনি? আমি যখন সেদিন গভর্ণমেণ্ট এম্প্লয়ীদের পে নিয়ে আলোচনা করি তখন আমি দেখিয়েছিলাম যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের যে সমস্ত ইমষ্ট্রাকশন দেওয়া আছে টেম্পরারী এম্প্লয়ীকে কিভাবে কোয়াচী পারমানেন্ট করা হবে সেগুলি অবজার্ভ তাঁরা করেন নি। আজকে আমি এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট একটা ইনষ্ট্রাকশন দিয়েছেন যে পি, ডব্লিউ, ডি, এর সাতটা ওয়ার্ক চার্জড এস্টাব্লিশমেন্টের পোষ্ট রেগুলার এষ্টাব্লিশমেন্টে ট্রান্সফার করা হোক। গার্ড, চৌকিদার, সুইপার, ষ্টোরকিপার, সাব-ওভারসীয়ার, সার্ভেয়ার এবং ওয়ার্ক অ্যাসিষ্টেণ্ট এই সাতটা পোষ্টে, যারা নাকি ওয়ার্কচার্জড এসটাব্লিশমেন্টে আছে, তাদের রেগুলার এস্টাব্লিশমেন্টে ট্রান্সফার করতে বলে দেওয়া হয়েছে। ৬২ থেকে সেই ইন্‌ষ্ট্রাকশনটা পড়ে আছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সাতটা যে পোষ্ট এগুলিকে রেগুলার এসটাব্লিশমেণ্টে তারা ট্রান্সফার করেন নি। তারা এখনও টেম্পরারী এসটাব্লিশমেণ্ট এ ঝুলছেন। সেই যে ইনষ্ট্রাকশন তাতে এই কথাও বলা হয়েছে যে এই সাতটা পোষ্টে যেন কোন নিউ এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া না হয়। No fresh appointment will be made in the work-charged establishment in the categories of posts mentioned above. এই ইনষ্ট্রাকশন সেখানে পরিস্কার দেওয়া আছে যে, যে সাতটা পোষ্ট রেগুলার এষ্টাব্লিশমেণ্টে নিতে বলা হল সেই সাতটা পোষ্টে যেন কোন নূতন এপয়েন্টমেন্ট না হয়। কিন্তু আমি জানি যে এই অল্প কয়দিন আগেও সেখানে প্রায় ১৪টি ওভারসিয়ার পোষ্টে নূতন এপয়েণ্টমেণ্ট, ওভারসিয়ার বা সাব-ওভারসিয়ার দেওয়া হয়েছে। এটা কি একটা ক্লীয়ার ভায়েলেশন অব সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ইনষ্ট্রাকশন নয়। আমি একথা বুঝতে পারি না যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ইন্‌ষ্ট্রাকশন থাকার পরেও এটা কি করে হতে পারে। যেখানে সাতটা পোষ্টকে আমি রেগুলার করতে বললাম তা আমি করলাম না উপরন্তু যেখানে নূতন এপয়েণ্টমেণ্ট দিতে না করা হল সেখানে আমি নূতন এপয়েণ্টমেণ্ট দিয়া দিলাম এবং তারপর কি আমাকে এই কথা মনে করতে হবে যে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের ইনষ্ট্রাকশনকে ইন টোটো ফলো

করেন ? তা তাঁরা করেন না। তাঁদের খুশীমত যখন ইচ্ছা হয় ফলো করেন, যখন ইচ্ছা হয় ফলো করেন না। এখানে ওয়ার্ক চার্জ এম্‌প্লয়ী সম্পর্কে একটি কথা আমাদের বলা হয়েছে যে ১৩ দিন তারা হলিডে' এনজয় করতে পারেন এবং কোন্ ১৩ দিন তারা এনজয় করতে পারবেন এটা সব ডিভিশানে জানান হয়েছে। এটা সমস্ত ওয়ার্ক চার্জ এম্‌প্লয়ীজরাও জানেন, যে বছরের কোন্ ১৩ দিন তারা ছুটি ভোগ করতে পারবেন। একটা কমন লিষ্ট, টু অল ডিভিশান'এ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনা হচ্ছে এটা যে কমন লিষ্ট বলে কিছু নেই। এক একটা ডিবিশান তার খুশী মত ১৩ দিন তারা ঠিক করে নেন। মাইনর ইরিগেশান এক রকম করেন, অন্য একটা ডিভিশান আরেক রকম করেন। এক একটা ডিভিশন তার খুশী মত এক একটা ১৩ দিন বেছে নেন। কেউ কালী পূজার ছুটি দেন, কেউ দেন না। কেউ মহালয়ার ছুটি দেন, কেউ দেননা। এই হল ব্যাপার। এবং কোন ১৩ দিন এম্‌প্লয়ীজরা ভোগ করতে পারবেন তা এম্‌প্লয়ীজদের আগে জানিয়ে দেওয়া হয়না। কোন ডিবিশানের এম্‌প্লয়ীজরা জানেনা যে বৎসরে কোন্ ১৩ দিন তারা ছুটি ভোগ করতে পারবেন। সেটা সেই ডিভিশানের যিনি হেড তাঁর খুশীর উপর নির্ভর করে। অথচ হাউসে সেই ১৩ দিনের দিনগুলো ঘোষণা করে দেওয়া হল এবং বলে দেওয়া হল যে, সকল ডিভিশানের ওয়ার্ক চার্জ এমপ্লয়ীজরা এই ১৩ দিনের ছুটি ভোগ করতে পারবে। এই কথাটার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নাই। এটা সম্পূর্ণ সত্যের বিপরীত এবং আমি যে কথাটা বললাম এটাই সত্য। যদি আমার সত্যকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চান আমার সত্যকে আমি এষ্টাব্লিশ করতে পারব। মাননীয় স্পীকার স্যার, পি, ডব্লিউ, ডি সম্পর্কে আজকে এই পর্য্যন্ত আমার বক্তব্য।

Mr. Speaker— I would call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৪০ এবং ২৬ এই দুইটি মিলিয়ে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকার মত ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। আজকে যেভাবে এখানে অংক ধরা হয়েছে, অংকের পরিমাণ দেখে মনে হয় যে আমরা অনেক টাকা ব্যয় করছি কিন্তু বাস্তব পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যের যে প্রয়োজন তার সংগে যদি আমরা একটার পর একটা মিলাতে যাই তখন এই যে টাকা এটা আমাদের পক্ষে অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার সংগে যদি মিলাতে যাই তাহলে যথেষ্ট বলার কোন কারণ নাই। কারণ এটা আজকে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন এবং আমরা নিজেরাও স্বীকার করি, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ, তার রাস্তা ঘাট সমস্ত দিক দিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের এই অবস্থা। কাজেই এই অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ অবস্থাকে যদি দ্রুত উন্নতশীল করতে হয় তাহলে আজকে এই টাকার পরিমাণ এখানে যা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম কারণ আমরা দেখছি। যদিও অনেক রাস্তা ঘাট বা ব্রীজ বা এস, পি, টি ব্রীজ ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে অনেক টাকা ধরা হয়েছে এবং করার জন্য অনেক প্ল্যান প্রোগ্রাম আমাদের আছে কিন্তু আজকে যদি আমরা এইগুলি আরও দেখতে যাই তাহলে দেখব যে অনেক বড় বড় কাজ আমাদের প্ল্যানের মধ্যে স্থান পায়নি যেমন আমাদের মাননীয় সদস্য বুলুকুকি একটা কথা উল্লেখ করেছেন যে আজকে যদি আমাদের জম্পোয়ার যেতে হয় অনেক সময়

মিলিটারী ট্রাক পাড় হয়ে যায়না তা নয়, পাড় হয়' এ যায় নৌকার উপর দিয়ে একটি একটি করে পাড় হয়ে যেতে হয়। তাতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়, কাজেই আজকে অমরপুর এর মধ্যে জলেয়ার একটা ডিস্‌পুট আছে, পাকিস্তান হিন্দুস্থান এটা নিয়ে হামেশা এই সমস্ত গোলমাল লেগেই আছে। মিলিটারী, পুলিশকে যখন যাতায়াত করতে হয়, এটা হামেশা সেখানেই লেগেই আছে কাজেই তখন যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা দেখা দেয়। কাজেই অমরপুর থেকে গাঁওমারাঘাট যেখানে গোমতী নদী, সেখানে ব্রিজ হওয়া নিতান্ত দরকার। শুধু সেখানে নয় নূতন বাজারের কাছে গোমতী নদীর উপর একটা ব্রীজ হওয়া দরকার। রাস্তা যেমন আমরা করছি সংগে সংগে সেখানে আমরা যদি ব্রিজ না করি তাহলে রাস্তা ঘাট ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করা বিভিন্ন পারপাসে সম্ভব হয়ে উঠে না। কাজেই, এই প্রয়োজনগুলি যদি সামনে রেখে আমরা মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখব আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় এইগুলি খুবই কম, এই কথা বলতে হবে। অথচ এখানে টাকার অংক দেখলে অনেকে মনে করবেন যে বহু টাকা আমরা ধরেছি। তারপর রাস্তা— আরও ছোটখাট রাস্তা অনেক আছে, যে সমস্ত রাস্তা আমাদের করা হয়েছে ইতিমধ্যে আরেকটা ঘটনা হল আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী আতিকুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে ধর্মনগর থেকে কম্লনগর পর্যান্ত সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে যে রাস্তাটি প্ল্যান প্রোগ্রাম ছিল আমরা টি, টি, সি থেকেই বাজেটে দেখছি যে ধর্মনগর টু কম্লনগর কম্লনগর থেকে নিদয়া একটা রাস্তা আছে। আরও এইরকম অনেক রাস্তা আছে কিন্তু কার্য্যতঃ সেই সেই রাস্তাগুলি এখন পর্য্যন্ত কমপ্লিট হয়নি। এই হল অবস্থা। শুধু বাজেটে রাখলেই যথেষ্ট নয়, এই রাস্তাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। আরেকটি হল যেমন কাঠালিয়া— কাঠালছড়া বা টাকারজলা অনেকদিন থেকেই শুনছি রাস্তা হচ্ছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যানবাহন চলাচল এর মত একটা উপযোগী রাস্তা আমরা করতে পারছি না যার ফলে আজকে সেখানে কোন প্রয়োজন যদি পড়ে বা সেখানকার মানুষ বিশ্রামগঞ্জ বা চড়িলাম বা অন্যান্য এলাকার মানুষ যে রকম সুযোগ সুবিধা পায় যানবাহনের যে সুযোগ সুবিধা জাম্পুইজলা বা টাকেরজলার মানুষ সেই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না আর এইভাবে একটি দুইটি রাস্তা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যে বহু রাস্তা আধাআধি অবস্থায় পড়ে আছে, আজ পর্য্যন্ত সেগুলি কমপ্লিট হয় নাই। প্ল্যান আমরা করছি, বাজেটে আমরা টাকা রাখছি কিন্তু কার্য্যতঃ এইগুলি হয়ে উঠছে না। এইভাবে রাস্তা আছে এবং ব্রিজও আছে। তারপর স্কুল-এর ব্যাপারে এডুকেশন খাতে যে সমস্ত কনষ্ট্রাকশন সম্পর্কে অনেক টাকা রাখা হয়েছে সেটা আমি দেখেছি কিন্তু সমস্ত দেখার পর আমি একটা জিনিস দেখছি যে টিচার্চ কোয়ার্টার সম্পর্কে এখানে নজর খুব কম দেওয়া হয়েছে কারণ বিভিন্ন খাতে যেভাবে কোয়ার্টার করা হয় স্কুলের যে সমস্ত সিনিয়ার বেসিক স্কুল বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এই সমস্ত স্কুল মফঃস্বলে বা বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যেমন বিশ্রামগঞ্জ সিনিয়ার বেসিক স্কুল, হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে সেখানে মাষ্টারের কোয়ার্টার— বর্ত্তমানে যে কোয়ার্টার আছে সেটা সাফিশ্যান্ট নয় এবং চড়িলাম একটা জুনিয়ার হাইস্কুল আছে সেখানে মাষ্টাররা থাকেন এইভাবে একটি-দুইটি স্কুল নয় বহু স্কুল ত্রিপুরা রাজ্যে আছে মফঃস্বলে মাষ্টারদের থাকার যে একটা ব্যবস্থা করা তার প্রতি এই বাজেটে খুব কম নজর দেওয়া হয়েছে। আর বিভিন্ন

কনষ্ট্রাকশনের দিক দিয়ে আমরা হয়ত অনেক টাকা পয়সা ধরি এবং অনেক কনষ্ট্রাকশান যে না হয় তা নয়, কনষ্ট্রাকশান হয় কিন্তু কার্য্যত এইগুলি ঠিক ঠিক ভাবে হয় না। রাস্তার ক্ষেত্রে যদি যাই, উদয়পুর থেকে অমরপুর রাস্তায় যে কালভার্ট করা হচ্ছিল। তা করার প্রায় ২/৩ দিনের মধ্যেই এই যে কালভার্ট যেখানে নাকি বসান হয়েছিল এইগুলির ইট-টিট আপনে আপনেই ধ্বসে পড়ে যায়। ইঞ্জিনীয়ারের কাছে লিখিতভাবে আমি জানাই তিনি বললেন যে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের কারণে ইটগুলি ধ্বসে পড়ে গেছে, এই হচ্ছে তার রিপ্লাই। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে নালিশ করি তাতে কোন লাভ হয় না। কাজেই এই যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজকে পি, ডব্লু, ডি'র মধ্যে কাজেই এই কারণে সাব্রুমের মধ্যে গতবার যে সাইক্লন হয়ে গেল তাতে পুরানো মহারাজার আমলের বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশনগুলি টিকে থাকল কিন্তু নূতন নূতন যে সমস্ত হয় সে সমস্তগুলি নষ্ট হয়ে গেল। এই অবস্থার মধ্যে এবং শুধু তাই নয় বিলোনীয়ার মধ্যে আমরা দেখছি যে বিলোনীয়ায় যে গার্লস হাইস্কুল আছে সমস্ত দালানের ছাঁদগুলি ফেটে গেছে এবং শুধু বিলোনীয়ায় নয়, এই রকম খুঁজতে গেলে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ঘটনা আছে যেমন আরেকটি ঘটনা ধর্ম্মনগর সাবজেল সম্পর্কে আমরা দেখি। আমরা হয়ত সেখানে কণ্ট্রাক্টারকে দোষ দিতে পারি কিন্তু যেখানে উৎলা জায়গার মধ্যে সাবজেল করা হল সেখানে মাটিতে দেওয়াল করার মত তার ক্ষমতা নাই কাজেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাটি পাকা দেওয়ালগুলি ডাবতে আরম্ভ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফাটতে আরম্ভ করল, সেখানে কনষ্ট্রাকটারের বিল বন্ধ রাখা হল এই হল অবস্থা। যে ভাবে আমরা টাকা পয়সা খরচ করি এই টাকাগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ইউটিলাইজ করা হয় সেইদিকে নজর রাখা অন্ততঃ রুলিং পার্টির কর্ত্তব্য কিন্তু সেদিকে নজর খুব কম দেওয়া হয়। যেমন এই পি, ডব্লিউ, ডি'র যে ডিপার্টমেণ্ট এটা যেন একটা লুটের বাজার, যে যেভাবে পার লুটে খাও এই যে একটা নীতি এইভাবে যদি চলতে থাকে, বাজেটে পাঁচ কোটি কেন, ১০ কোটি টাকা রাখলেও আমরা ঠিক ঠিক ভাবে মানুষের উপকার, দেশের উপকার করতে পারব সেটা মনে করার কোন কারণ নাই। কাজেই এই যে বাজেটে যেটা সাড়ে চার কোটির মত আমরা আজকে এখানে রাখছি এই টাকাগুলি যে আজকে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হবে, মানুষের উপকারে লাগবে দেশরক্ষার কাজে লাগাতে পারব একথা যে মনে করতে পারব সেটা ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারছি না। এই রকম একটা ঘটনা আমি আপনাদের সামনে রাখছি।

Mr. Speaker— The House stands adjourned till 2 P. M. The Member speaking will have the floor.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— স্পীকার স্যার, আমি কি বলব ?

Mr. Speaker— I should call for. No member should start speaking without the permission of the Speaker.

I now call on Sri Aghore Deb Barma to continue his speech.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু Demand এর উপর যে ভাবে টাকা ধরা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম, একথা আমার বক্তব্যে রাখছি। কারণ Teliamura

to Khowai Townএ যেতে Chebri ঘাট দিয়ে খোয়াই নদী পার হ'তে হয়। সেটা পার হতে বর্ষাকালে কত যে কষ্ট পাইতে হয় তা মাননীয় সদস্যরা সবাই জানেন। শুধু তাই নয় পুরান আগরতলায় দেবতাবাড়ী যাইতেও বড় অসুবিধা হয়, সেখানেও একটা পুলের দরকার। অন্যান্য রাজ্যে যে সমস্ত বড় বড় নদীর উপরে Bridge তৈরী হচ্ছে সেগুলি অবশ্যই আমাদের দেখা দরকার ছিল। আর আজকে এই সমস্ত Bridge ও roads constructionএর ব্যাপারে কি ভাবে যে টাকা লুঠ করা হচ্ছে তার একটি মাত্র ঘটনার কথা আমি হাউসের সামনে উল্লেখ করছি। যেমন টাকারজলার মধ্যে বহুদিন আগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে যেখানে করা হয়েছিল Primary Health Centre, এখন পর্য্যন্ত সেই Health Centre যে ভাবে construction হয়েছিল সেই construction গুলো দেখলে সেখানে আর বলে দিতে হয় না যে কি ভাবে টাকা লুঠ করা হয়েছে। কারণ দালানগুলো যেখানে যে ভাবে করা হয়েছে সেগুলো দেখলেই যথেষ্ট, সেই সম্বন্ধে আর বেশী বলার প্রয়োজন হয় না। এই construction এখন পর্য্যন্ত helf done অবস্থায় পড়ে আছে এখন পর্য্যন্ত openingই হচ্ছে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা প্রায় শেষ হওয়ার পথে এখন পর্য্যন্ত এটা শেষই হল না। তাছাড়া একটি ঘটনা আমি হাউসের সামনে রাখছি। একটা স্থানীয় পত্রিকার ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬৪ সন headingটা আমি পড়ছি—"কুম্ভকর্ণ জাগিয়াছে P. W. Dর কলিজায় হাত পড়িয়াছে, একজন Assit. Engineer সহ ৪ জন suspend, ৩৪ bag সিমেন্ট হাওয়ায় উড়ে গেছে, ২৭শে আগষ্ট কুম্ভকর্ণ ত্রিপুরা সরকারের এতদিনে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে বহু বৎসরের কালিমালিপ্ত রাজ্যের পূর্ত্ত বিভাগের দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে নরককুণ্ড জমিতেছে এই সম্পর্কে স্থানীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অভিযোগকে উপেক্ষা করিয়া সরকার এতকাল নিদ্রা যাইতেছিলেন। এইভাবে এটা আছে। আরও অনেকগুলো কথা আছে। আমি তা বিস্তৃতভাবে বলছি না, ৩নং division এর store police হেফাজতে। ৩নং division এর অধীন কতগুলি গনতি ধরা হয়েছে, বর্ত্তমানে সবগুলো পুলিশের খবরদারীতে আছে। আরও জানা যায় এই Division এর সমস্ত cement অন্যান্য লৌহ-লক্করের stock গুলি পুলিশ পরীক্ষা করে দেখে গিয়েছে। এই হল ঘটনা। আর এখানে আর একটি ঘটনা আছে, পুকুরচুরির রহস্য, কিভাবে মানে চুরি হয়। এই গোজামিল কি একদিনে সংঘটিত হইয়াছে? না তা হতে পারে না। সুদীর্ঘ ৩ বৎসরের অতীত কাল এই কাজকর্ম্ম চলিয়া আসিতেছিল। জানা যায় কোন একজন Asstt. Engineer এর আমলে জনৈক Work Asstt.কে store in-charge করে রাখা হয়েছিল সুদীর্ঘকাল। আর সেই সময় হইতে নাকি পুকুর চুরি আরম্ভ হয়। আপনারা এখন দেখতে পারেন এখন কি অবস্থা, আমরা বাজেটে যখন ব্যয় বরাদ্দ রাখি জনসাধরণের কল্যাণের জন্য, রাজ্যের উন্নতি, অগ্রগতির জন্য, এগুলোকে কিভাবে misuse করা হয়, কিভাবে যে টাকা লুট হয় আর একটা ঘটনা এখানে আছে, life line এ life নাই। অর্থাৎ আসাম আগরতলা রাস্তাকে ত্রিপুরার life line এর মর্য্যাদার প্রতিশ্রুত করা হয়েছে, কিন্তু স্থানীয় পূর্ত্ত বিভাগ এই সম্পর্কে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতেছেন বলে বোধ হয় না। Contructor দের সহিত অবৈধ মিতালীর ফলেই কি পূর্ত্তবিভাগ এই রাস্তার গুরুত্ব দানে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন? আঠারমুড়ার পুলগুলো

অত্যন্ত নিম্ন মানের কাঠ দ্বারা হাল্কা ভাবে নির্মিত হয়েছে। তাতে প্রতি বৎসরই দেখা যায় এই পুলগুলির কাজ সব সময় লেগেই আছে। অভিজ্ঞ মহলের সহিত আলোচনায় জানা যায় এই ছোট ছোট পুল-গুলোকে ঢালাই cement দিয়ে মজবুত করে তৈয়ার করা অসম্ভব কিছুই নয়। নিম্ন মানের কাঠ ব্যবহার করে হালকা ভাবে কাজ করার ফলে একদিকে অর্থের অপচয় অপরদিকে পন্য চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। এই হল ঘটনা। কাজেই আজকে বাজেটে আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি টাকার অংক নেহাত কম নয় কিন্তু কাজ করতে গিয়ে আজকে Ruling Party যদি এই ধরণের কাজকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন বা আজকে এমন কতগুলো ঘটনা আছে যে কোন কোন contractor এর বিরুদ্ধে যদি নালিশও করা হয় সেখানে Engineer রা তাদের সম্পর্কে কোন কথা বলতে গিয়ে যেন আটকিয়ে যায়। তারা বলতে পারে না, এ রকম ঘটনা আছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আজকে দেশরক্ষার নামে, জনসাধারণের উন্নতির নামে রাস্তা বা দেশের উন্নতি অগ্রগতির নামে যে সমস্ত টাকা পয়সা লুট করা হচ্ছে তাতে যদি বাধা দেওয়া না হয়, এগুলো যদি আজকে ঠিক ঠিক ভাবে জনসাধারণের রাস্তা building construction এ বিভিন্নভাবে খরচ করা না হয়, পথে ঘাটে যেখানে সেখানে আত্মীয় স্বজন পোষণ দলীয় লোক পোষণ আজকে যদি Ruling Party র চলে তাহলে আজকে যে টাকার ব্যয় বরাদ্দ আমরা এখানে রাখছি, তা দেশের উন্নতির সহায়ক হবে না। আজকে যদি এই টাকাগুলো ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা যেত তাহলে নিশ্চয় জনসাধারণ এবং দেশের উপকার হত। কিন্তু আজকে যে অবস্থার কথা আমি House এর কাছে রাখছি এই ঘটনা যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদের ভবিষ্যতে এই টাকা দিয়ে যতটুকু হওয়ার কথা ততটুকু হবে কিনা এটাই আমার সন্দেহ।

Mr. Speaker—I would call on Sri Hlura Aung Mog.

Sri Hlura Anng Mag—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি P. W. D. সম্পর্কে বলব। এই P. W. Department যে কি রকম একটা ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্নীতির বাসা, সেটা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু আজ পর্যান্ত বিধান সভা থেকে এই দুর্নীতি দূর করতে পারে নাই। কিন্তু জনসাধারণ আশা করছিল যে এই P.W.D. মাধ্যমে যে দুর্নীতি চলছে এই দুর্নীতিকে দমন করার জন্য বিধান সভা এগিয়ে আসবে। কিন্তু আজও এই বিধান সভা আমাদের এই P. W. D. তে যে দুর্নীতির কাজ চলছে তাহা দমন করতে পারে নাই এবং সেইদিক দিয়ে আমাদের এই মন্ত্রীসভা failure হয়েছে। আজ তার ফল স্বরূপে আমরা দেখতে পাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই main রাস্তার সাথে আভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলির যোগাযোগ অবস্থার দিকে তাকালেই আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা টাকা খরচ করেছি সত্য, হাজার লক্ষ টাকা রাস্তার মধ্যে ঢেলেছি তা সত্যকথা, কিন্তু তাতে dressing ছাড়া অন্য কোন গাড়ী ঘোড়া চলতে পারে এমন রাস্তা কোথায়ও আমার চোখের মধ্যে পড়ে না। আগরতলা থেকে সাব্রুম, আগরতলা থেকে ধর্মনগর রাস্তা ছাড়া অন্য আভ্যন্তরীন রাস্তাগুলোর যে যোগাযোগ রয়েছে তার কোনটাই ঘোড়া চলার উপযুক্ত নয়। শুধু টাকা খরচ করেছি Contractorদের পকেট ভারী করার জন্য

এবং এই Deptt.গুলির যারা আমলারা আছেন তাদের পকেট ভারী করার জন্য। এই সমস্ত কাজগুলো চলছে। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এবং শুনা যায় যে হয়ত কোন মন্ত্রীর ভাই বা মুখ্যমন্ত্রীর ভাই এককালে ছিলেন সেই road এ কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য road Mohorar হিসাবে। পরবর্ত্তীকালে উন্নতি হয়ে Overseer হয়েছে। এরপরে Contractor. একসাথে তাকে ৬০ হাজার টাকা advance দেওয়ার ফলে সে রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠল। এই যে নজীর এবং তাতে মনে হয় যে P. W. D. মাধ্যমে কিভাবে যে আমাদের টাকাগুলো খরচ করা হচ্ছে। শুধু দলীয়, আত্মীয় পোষণনীতি এবং কন্ট্রাক্টর পোষণনীতি দ্বারা আজ এই বিধান সভায় আমাদের কাজকর্ম্ম এই অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে। আমাদের বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত কাজ হয়েছে এবং মোহনপুর থেকে বিলোনীয়া খয়্যমুখ রাস্তা সেই রাস্তাটা প্রথমে করেছে। কিন্তু অস্থায়ী পুল করা হয়েছে সেই পুল ২।১ বৎসরের মধ্যে ভেঙ্গে গেছে এবং সেখানে permanent পুলের কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। সেখানে রাস্তার উন্নতির কাজ কিছুই করা হয় নি। জোলাইবাড়ী থেকে পূর্ব্বটিলার যে রাস্তা করা হয়েছে Tribal Welfare Fund থেকে তাতে ১৫হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে কিন্তু একটা culvert, একটা পুল পর্য্যন্ত সেখানে করা হয় নি। তারফলে অভ্যন্তরের যোগাযোগ সেই রাস্তা দিয়ে এখন পর্য্যন্ত মালগাড়ী বহনের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তারফলে বাজারে মাল আনা এবং নেওয়ার পক্ষে কৃষকের বড় অন্তরায়। এদিকে যে technologist নিয়ে report দিয়েছে সেই reportএ দেখা যায়, সেই report এর প্রারম্ভেই সেকথা লিখেছে যে ত্রিপুরার সমস্যা নিয়ে এবং শেষ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার সমস্যার উপর জোর দিয়ে এই report বের হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে আমরা শিল্প এবং কারখানা গড়ে তুললেও রাস্তার যদি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা না করি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা নিরর্থক। একটা পরিকল্পনা হবে এবং সেই বাজারগুলিতে নিয়ে যাবার মত আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। সেইভাবে প্রথম পর্য্যন্ত ত্রিপুরার অভ্যন্তরের সাথে যোগাযোগ মোটেই হয়নি। শুধু রাস্তাগুলো কোথায়ও dressing হয়েছে, কোথায়ও টিলা কেটে একটুকু হয়েছে, কোন জায়গায় টিলা cutting পর্য্যন্ত হয়নি, একটা culvert বা পুল এখন পর্য্যন্ত construction করতে পারিনি। কারণ আমরা টাকা রাখি কতগুলো contractor পোষণের জন্য। তাদের scheme প্রথমে রাস্তা করতে গিয়ে সেখানের মধ্যে temporary পুল দেয়, তাতে ২০।৩০ লক্ষ টাকা সেখানে খরচ হল, তারপর আবার temporary পুল করা হল, এইভাবে করতে করতে শেষ ধাপে এসে পৌছি, কিন্তু permanent করার scheme নেই। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর contractorদের কতগুলো টাকা দেওয়ার জন্য আজ plan programme করা হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এককালীন খরচ করে আজ সেই লক্ষ্য আমাদের এই মন্ত্রীসভা করতে পারছেন না। তাই বলে আজ ত্রিপুরা রাজ্যের এই সমস্যা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারছি না এবং ভয়াবহরূপে সেটা আজ ত্রিপুরা রাজ্যে দেখা যাচ্ছে। এবং সেই ভয়াবহরূপ—টাউনের থেকে গ্রামাঞ্চলে জিনিষপত্র যাওয়া বা গাড়ীঘোড়ার ব্যবস্থা এখনো হয় নাই। তারফলে বর্ত্তমানে জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক। টাউনের থেকে জিনিষপত্র যে মূল্য দিয়ে

নেওয়া হয় তার থেকে দেড়গুণ দ্বিগুণ বেশী দাম বেড়ে যায়। আমরা এই যে গাড়ীঘোড়ার রাস্তা করেছি, আগরতলা থেকে সাব্রুম বা আগরতলা থেকে বিলোনীয়া বা এখান থেকে ধর্ম্মনগর, এই যে গাড়ী চলাচল রাস্তা এখন পর্য্যন্ত Govt. থেকে এই সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দিতে পারে নাই যে সবসময় গাড়ী চলাচল করবে এখন পর্য্যন্ত তার ঘোষণা নাই। সব season এ সবসময় গাড়ী চলাফেরা করতে পারবে এই রকম কোন গ্যারান্টির কোন ঘোষণা নাই। তারজন্য এখন এই অবস্থা ঘটছে, একটু বৃষ্টি হলে, আকাশে একটু মেঘ হলে দক্ষিণ অঞ্চল একেবারে cut up হয়ে যায়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যার ফলে আজ ত্রিপুরার এই দুর্দ্দশা। এখন পর্য্যন্ত সেই মুহুরীপুর, সেই মুহুরী নদীর কাকুলিয়াঘাটে রাস্তা করতে পারে নাই। Scheme এ রাখা হয়েছে সত্যকথা সেখানে Scheme এ রাখা হয়েছে ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত টাকা। গত বৎসর ধরা হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা তার একটি পয়সা খরচ হয় নি। Reviseএর মধ্যে ২০ হাজার টাকা আছে, এই বৎসর আবার মুহুরীপুর কাকুলিয়া ঘাট ব্রীজের জন্য ধরা আছে ১ লক্ষ টাকা। এই টাকার একটি পয়সাও খরচ হবে না। আবার আগামী সনের বাজেটে revise করতে গিয়ে আবার ধরবে দুই লাখ টাকা। কিন্তু গত সনে যে ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে তার একটি পয়সাও খরচ নাই। আর মনুতে গত বৎসরে ধরা ছিল ৫০ হাজার টাকা। তাতে গত বৎসর একটি পয়সাও সেখানে খরচ হয় নাই। এই বৎসর সেখানের জন্য আবার ৫০ হাজার টাকা খরচ ধরা হয়েছে। এই টাকাও খরচ হবেনা, অথচ আমরা বড় বড় কথা বলব। Scheme এর মধ্যে রাখা হচ্ছে, কিন্তু কাগজপত্রে রাখলে তো হবে না, তা কার্য্যকরী করার জন্য তার ক্ষমতা থাকা চাই, প্রেরণা চাই, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের অভাব অভিযোগকে উপলব্ধি করার মত হৃদয় চাই, কিন্তু সেই দিক দিয়ে অভাব আছে বলে আমি মনে করি। কারণ আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীরা অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় নিজের গাড়ী ঘোড়া নিয়ে জিপ গাড়ী দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করেন, কিন্তু তাদের চোখে এইটুকু পড়ল না। আজ এই ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি যদি করতে হয়, প্রত্যেক এলাকার সাথে যদি আমাদের যোগাযোগ করতে হয় তাহলে আমাদের এই আভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলিকে জরুরী কাজ হিসাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু সেই জরুরী কাজ এখন পর্য্যন্ত হলনা। আমরা দেখতেছি D. I. Rules যে ভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে যদি আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সমস্যা, মানুষের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে যদি আমরা জরুরী হিসাবে গ্রহণ করতাম তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম টাকার অপব্যয় হত না এবং ঠিক ঠিক ভাবে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণ করতে সক্ষম হত। কিন্তু সেই সক্ষম হতে মন্ত্রীরা আজ বিচ্যুত হয়েছে তার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও করতে পারে নাই। কোন জায়গায় যদি Jeep গাড়ীতে করে মন্ত্রীরা যান তাহলে মন্ত্রীরা হয়ত পায়ে হেঁটে যেতে হবে, এই রকম অনেক জায়গা আছে। যেমন আমরা ২০ হাজার টাকা ব্যয় করে লাঠিছড়া রাস্তা করেছি। কিন্তু সেখানের মধ্যে একটা Culvert নাই, একটা পুল নাই। ছড়াটা পার হওয়ার কোন ব্যবস্থা সেখানে নাই। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেখানে পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। কিন্তু গিয়া শুধু পরিদর্শন করেই আসলেন পুলের মাপ নিলেন সেই জায়গায় গিয়া। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সেই জায়গার যে সমস্যা এইদিকে

কোন কিছু আমরা করব না তাহলে আমি বলব এটা প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে। সেইদিকে মন্ত্রী-মণ্ডলীকে অনুরোধ করব ঠিক ঠিক ভাবে যদি ত্রিপুরার সমস্যা যদি নিজের প্রাণপণে সেটা গ্রহণ করেন এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখে সে রকম আমাদের যে কাজ সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker--I would call on Hon'ble Chief Minister to give his reply.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীপক্ষের সদস্যরা যে ভাবে এখানে বক্তব্য রাখছেন তারমধ্যে প্রথমেই আমি দু'একটির উত্তর দিচ্ছি। একটি হল ৭টি Post ছিল, সেই ৭টি Post কি করা হল ? আমরা বিভিন্ন answer এবং question এর মাধ্যমে সেটি দিয়েছি যে সেই সমস্ত Postগুলা যাতে regular হয় তার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে যে Overseer এর Post এ appointment দেওয়া হয়েছে। এই Postগুলার মধ্যে আছে guard চৌকিদার, store-guard, sweeper, sub-overseer, work assistant. অথচ overseer appointment করার against এ কোন কিছুই নেই। তারপরে আরও আছে, কতকগুলা work আছে—plan works. Plan works এ যে post আছে, যে কাজ আছে, সেই অনুসারে সেটিকে করা হবে। আর কতগুলা আছে non-plan works. অতএব সেইদিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে যে এক একটি road এর যে টাকা আছে, সেখানে যে অর্থের বরাদ্দ আছে 2½%, সে অর্থের বরাদ্দ দেখে সেখানে temporary appointment guard, চৌকিদার, store guard, sweeper, overseer, surveyer, work assistant ইত্যাদি এবং যারা ওখানে আছেন ৭টি Post এ, বিশেষ করে তাদিগকে সেই সমস্ত জায়গাতে appointment দেওয়া হয়। যতদিন পর্য্যন্ত regularise না হবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেই সমস্ত জায়গাতে রাখা হবে। তারপরে বলা হয়েছে যে form of contract তার agreement যেটা হল—এটা Hostel এর works সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কোন Contractor ২২ হাজার টাকার কাজ করে সেই জায়গাতে সে খারাপ specification এবং...... ...... specification এ কাজ করছিল। সেখানে সে কাজ বন্ধ করে রাখার জন্য বলা হয়। তারপরে Supreme court এ গিয়ে মোকদ্দমায় সে জয়লাভ করে। অতএব এই জায়গাতে চিন্তা করতে হবে যে একটি contractor যদি খারাপ specification এ কাজ করে, সরকারী স্বার্থকে দেখার জন্য সেই গৃহের স্বার্থকে দেখার জন্য, Hostel এর construction এর জন্য তিনি সে কাজ করেছেন এবং C. P. W. এর যে form, contract form যে agreement এটা হচ্ছে Govt. of India এর ১৯৫২-৫৩ অনুসারে করা হয়েছে। অতএব সেই জায়গাতে willful negligence যে কোথায় আছে সেটা আমি চিন্তা করতে পারলাম না। তবে তাদের কথা হল এই যে বলা দরকার, বলতে হবে সেই জন্যই তারা এটা বলছেন। তার পরে বলা হয়েছে যে কতগুলা জায়গাতে কাজকর্ম্ম হচ্ছে না। বলা হয়েছে এই যে রাস্তার কাজ হয় না। bridge হয় না। এ রকম নানা অভিযোগ করা হয়েছে। আর একটি অভিযোগ করা হয়েছে যে কতগুলা কর্ম্মচারী Hourah bridge এর কাজে ব্যস্ত ছিল তাদের অবস্থা কি হল ? এটাও আমরা answer এবং

questions এর সাথে বলেছি যে সেই কর্ম্মচারীদের কি হল। অতএব সেই সম্বন্ধে তাদের aganist এ এ যাবত আছে এবং বলা হয়েছে যে corruption cases are dealt with by this Department. At present there are seven vigilance cases in which 4 gazetted officers, 10 non-gazetted officers are involved and the gazetted & non-gazetted offices have been suspended. অতএব সেই জায়গাতে কোন কিছুর ত্রুটি নেই charge-sheet draw করা হয়েছে। অতএব যেখানেই অন্যায় থাকবে সেই জায়গাতে সরকার নিষ্ক্রিয় বসে নেই। অতএব সেই জায়গাতে সেই সমস্ত কাজে যারা অপকর্ম্ম করবেন তাদিগকে নিশ্চয় শাস্তি দেওয়া হবে। এর থেকেই তারা বুঝতে পারেন সরকার নিষ্ক্রিয় বসে নেই। আর একটি কথা বলা হয়েছে যে, সাক্রমে যে construction হয়েছিল সেই construction পড়ে গেছে, আর মহারাজার আমলের যে construction সেটি দাঁড়িয়ে আছে। এখন কথা হল যে সেটি gale এর জন্য পড়েছে এবং gale এর গতি যেদিকে থাকে, মাননীয় সদস্যরা হয়ত অবগত আছেন, চিটাগাঙ্গে যখন সেই ঝড়টা হয় তখন অনেক বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত নদী থেকে ঝড়ের বেগে নদীর পাড়ে উঠে গেছে, অনেক দালান পাকা পড়ে গেছে। কিন্তু সেইজন্য চিটাগাঙ্গের সমস্ত দালান পাকাই ভেঙ্গে পড়েনি। এবং তার সাথে ছোট ঘরও দাঁড়িয়ে আছে এবং গতি অনুসারে, ঝড়ের গতি অনুসারে সেটি চলে এবং সেই অনুসারে সেটা চলছে এবং সেই অনুসারে সেটা হয়েছে। অনেক govt. construction সেখানে ছিল, সেটি নষ্ট হয়নি। কিন্তু ঐ জায়গাতে সেই গৃহটির কথা বলা হয়েছে, সেটিকে আমি উল্লেখ করছি। আর তিনি বলেছেন যে সেখানে টিন যদি screwed up থাকত তাহলে ভাল হত: তিনি যেন technical expert হিসাবেই এরকম অভিমত জ্ঞাপন করছেন। টিনে যেন কোনরকম screwed না করেই সেই টিন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। টিনগুলা উড়ে গিয়েছে, দালান-পাকা সেই ঝড়েতে উড়ে গেছে। আমি সেই জায়গাতে গিয়েছিলাম, গাছপালা সমস্ত কিছু দেখেছি গুড়ি থেকে উড়িয়ে সেটাকে অন্য জায়গায় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যদের সে সম্বন্ধে অনুভূতি আছে কিনা, ঝড়ের গতি সম্বন্ধে অনুভূতি আছে কিনা সেটাই আমার অবিশ্বাস হয়ে পড়ছে। ঝড়ের প্রচণ্ডতা সম্পর্কে তারা আগেও উল্লেখ করেছেন একটি ঘর পড়ে গিয়েছে ঝড়ে। তার দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত P.W.D. Works ই খারাপ। আর কথা হল এই সে একটা ভাল যুক্তি আছে যে, আফ্রিকাতে শুনা যায় যে white crow আছে। অতএব তার দৃষ্টি হল এই সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত crow রাই white এই যে যুক্তি, অযুক্তির যুক্তি। অতএব সেই যুক্তি এখানে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এখানে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার works হচ্ছে, যেখানে দু'একটা দালান ঝড়ে পড়ে গিয়েছে এবং সেটিকে উল্লেখ করে তিনি সেটা করেছেন। অতএব মাননীয় সদস্যরা আমার বলার সাথে সাথে যাই চীৎকার দিতে থাকুন না কেন, আমি জানি যে আমার যে কথা তার যুক্তি আছে। অতএব সেই যুক্তি অনুসারে আমি তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করব। কি করে, দেখব এই ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত দালান পাকাগুলি, যেন তারা করেছেন, যেমন এই কলেজটা উনারা করেছেন, Basic College গুলা উনারা করেছেন, দশটি Hospital প্রত্যেকটা sub-division এ হাসপাতাল আছে, G, B. Pantha হাসপাতাল আছে এগুলির construction আমার মনে হয় তারা যেন দেখাতে যচ্ছেন, বুঝতে যাচ্ছেন জনসাধারণকে এই construction গুলা যেন তারা নিজেরা করেছেন। আর

ঐ সাব্রুমের ঐ Health Centre সেটা কেবলমাত্র P.W.D. করেছে। এটাই যেন প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে যত দালান পাকা সমস্ত জায়গায় গড়ে উঠছে, স্কুল, হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী ঐ P.W.D তার সমস্ত বাধা বিপত্তি থাকা সত্বেও technical বাধা থাকা সত্বেও সেটা গড়ে তুলছে ঐ P.W.D. অতএব সেই সত্যকে অবিশ্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে তাদের একমাত্র ব্যাপারই হচ্ছে এইযে party, এই party যে powerএ আছে। অতএব এই partyএর powerএ যারা আছে তাদের নিন্দা করার জন্যই বক্তব্য, আর কিছু নয়। অতএব Charater এর classification করতে হবে। অতএব সেইজন্য আর কতকগুলা কথা বলতে হবে, অযৌক্তিক কথা বলতে হবে, সেইজন্যই তা করা হচ্ছে। কারণ P. W. D. কে জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা অথবা P. W. D. এর যারা Contractor আছেন তাদের কাছে যেই যেই জায়গাতে হয়তো টাকা নিচ্ছেন, সেই সমস্ত জায়গাতে আর কোন কথা বলছেন না। অতএব হয়তো সেই জায়গাতে কোন জায়গাতে কোন টাকা পয়সা পায়নি, অর্থের অভাব হয়েছে। অতএব আগে হয়তো ভয়টা দেখিয়ে অন্যান্য জায়গাতে যে অর্থাদি আদায় করত অথচ সেই সমস্ত জায়গায় অর্থাদি এখন আর আদায় হচ্ছেনা। অতএব যারা বাস্তবে কাজ করে যাচ্ছেন, ভালভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাহাদিগকে নিন্দিত করা, তাদের পক্ষেই শোভা পায় যারা কাজকে দেখলে পরে, উন্নতিকে দেখলে পরে ভীত সন্ত্রস্ত হয়, তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব সেই সমস্ত যুক্তির অবতারণা করে এই কাজকে নষ্ট করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। অতএব সেই অনুসারে তা করা হচ্ছে এবং আমি এখানে বলব যে টাকাই রাখা হয়নি, অর্থের সাথে সাথে 3rd Planএ formation ছিল Roads এর 294 achievement upto February '65, 237 miles, mateleing 149 miles আর 122 miles achieved in February '65, black top 344 miles, 236 miles achieved upto February '65. Bridge over river Howra, Agartala is completed. Bridge over river Gumati, Udaipur 27·50% done, Bridge over Burima of Bishalgarh 16·2% already done, Bridge over river Howra near Champaknagar a road in progress, Bridge over town Kumarghat, Kailashahar—Kumarghat road is in progress, Bridge over river Juri, a road is in progress. অতএব এই সমস্ত বড় বড় Bridge এর কাজ আমাদের করতে হচ্ছে। P. W. D.র লোক সেই সমস্ত কাজে ব্যস্ত আছে। বাস্তবিক পক্ষে Bridge এর দরকার আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে দশটি নদী আছে, ছড়া আছে; যে সমস্ত জায়গা দিয়ে সেই সমস্ত road চলছে, plan এবং non-plan মিলিয়ে এই যে বাজেট, ১৫ কোটি টাকার মধ্যে ৫ কোটি টাকার মত হল এখানকার বাজেটে অঙ্ক এখানে রাখা হয়েছে। অতএব সেই অঙ্কের সাথে তাদের যে road power সেটিও চিন্তা করতে হবে এবং চিন্তা করে, বিচার করে আমরা যদি একবার বলি, তাহলে পরে বলার স্বার্থকতা থাকতে পারে। জানি আমাদের অভাব আছে, রাস্তা চাই, ঘাট চাই, তাবাদে bridge চাই, অস্বীকার কেউ করছিনা। বিরাট একটা অভাব আমাদের আছে এবং সেই অভাব অনুসারেই সবগুলি আমরা একদিনে করতে পারব না। অতএব যেটা করা হচ্ছে সেইদিক দিয়ে Programme রয়েছে, plan wayতে তা করা হচ্ছে। অতএব তার যে একটা plan থাক, জনসাধারণ plan এর সহিত সহযোগিতা করে তাকে শক্তি ও প্রাণবন্ত করাতে চাচ্ছে এবং সেইভাবে কাজ অনেক অগ্রসর হচ্ছে। সেটাকে নিন্দিত করতে হবে। সেটা অপব্যাখ্যা দিতে হবে

তা না হলে Party in power যে কাজ করে যাচ্ছে, Department যে কাজ করে যাচ্ছে, P.W.D. যে কাজ করে যাচ্ছে সেটাকে যদি নিন্দিত না করা হয় তাহলে পরে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, শুধু নিন্দার উপর তাদের অস্তিত্ব, negation এ তাদের অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে অতএব তারা কখনও affirmative এ, affirmationএ কোন কাজ হচ্ছে সেটাকে তারা কোন সময়েই, কোন দিনেই সমর্থন করবে না। তবে আজকের দিনে এটা সমর্থন করছেন। তার কারণ হল এই জনসাধারণ আজকে তার উপকারিতা বুঝেছেন। কারণ আমরা দেখেছি রাস্তা যখনই যে জায়গায়—এই সেই A. A. Road হয়েছে, এই জায়গাতে labourকে হত্যা করা হয়েছে, constructionকে হত্যা হয়েছে। এইজন্য করা হয়েছে যে এই রাস্তা যদি সম্প্রসারিত হয়, তাদের সমাজবিরোধিতার যে কার্য্যকলাপ চলছিল পাহাড়ে, সে কার্য্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব সিপাই আসবে, military আসবে। আজকে তারা সিপাইয়ের উপকারিতা বুঝেছেন,militaryএর উপকারিতা বুঝেছেন,বর্ডার সংরক্ষণ করতে হবে তা তারা বুঝেছেন। যতদিন তারা চিন্তা করেছিল যে বর্ডার সংরক্ষণের দরকার নেই, রাস্তার সম্প্রসারণ করার দরকার নেই তাদের পক্ষে আজকে এই যে সুর ফিরিয়েছেন তার জন্য আমি তাদিগকে অভিনন্দিত করছি। সুর ফিরানার কারণ হল এই জনসাধারণ plan কে তাদের প্রাণ স্বরূপ মনে করেছে। অতএব সেই অনুসারে আজকে জনসাধারণের সাথে জনসাধারণের চাপে আজ তাদিগকে বলতে হচ্ছে, সেই পুল পুড়াবার কাজ আজ জনসাধারণের কাছে সে কথা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব তারা তা বুঝেই আজকে সেটাকে অভিনন্দিত করছেন এবং সেইজন্যই আজকে তাদিগকে তাদের যে মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে তার জন্য আমি অভিনন্দিত করছি। তারপর আর একটি এখানে বলা যে তাদের যে হিসাব ১৫কোটি টাকা আমাদের যে বাজেট আছে সেই বাজেটের মধ্যে ৫ কোটির উপর টাকা আছে captial outlay road and construction of building। ১৫ কোটি টাকার মধ্যে ৫ কোটি হল roads communication, building and captial outlay। তাহলে আমরা বুঝব কি এই যে Planটি হল P. W. D ত্রিপুরার উন্নতিমূলক। কাদের জন্য করা হচ্ছে, এই বাজেট হল উন্নতিমূলক কাজের বাজেট।

তারপরে Educationএর জন্য ধরা হয়েছে ২ কোটি টাকার উপরে। তাহলে আমরা দেখছি কি ১৫ কোটি টাকার মধ্যে ৭ কোটি টাকা, অর্দ্ধেকের মত হল ত্রিপুরা রাজ্যের Education এবং P. W. D খাতে। অতএব এই জায়গাতে যারা এই বাজেটকে আরও অন্যভাবে বিচার করতে চান, নিন্দা করতে চান, তারা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি চান না বলেই আমার মনে হয়। এটাকে তারা আজ কোন দিকেই খণ্ডন করতে পারছেন না। তার কারণ হল এই যে চিন্তা করতে হবে ১৫ কোটি টাকার মধ্যে ৫ কোটি টাকা improvement of roads, communication এই খাতে রাখা হয়েছে। অতএব এটাকে আরও বৃদ্ধি কর বলে যারা চীৎকার করছেন তারা বাস্তব জ্ঞানহীন, বাস্তব চিন্তা তাদের মোটেই নেই। তা না হলে তারা এইভাবে এই কাজকে আরও প্রসারিত করার জন্য বলতে পারেননা, তাদের বাস্তব জ্ঞান নিয়ে চিন্তা করতে হবে এই যে বাজেট করা হয়েছে without incurring taxes of the people। জনসাধারণের উপর কোন tax করিনি। এই ৫ কোটি টাকার বাজেট এখানে রাখা হয়েছে। অতএব আমি যখন একটা suggestion দেব তখন আমার resource সম্পর্কে

চিন্তা করা উচিত। আমার যে needs, সে needs পর্ব্বত প্রমাণ। এটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমার resource find out করা দরকার। যখন more roads আমি চাই, যখন more bridges আমি চাই, more building construction চাই তখন আমার চিন্তা করতে হবে আমার resource সম্পর্কে। সেই বাস্তব জ্ঞান নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত এবং সেইভাবে বাজেটের প্রতিবাদ করা উচিত এবং Cut Motion রাখা উচিত। অতএব সেইদিক দিয়ে আমি বিরোধীদলের সদস্যদিগকে বাস্তব জ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে, আমার অভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে, resource এর দিকে দৃষ্টি রেখে যদি বাস্তবিকই এই Motion গুলার, এই Demand এর তারা প্রতিবাদ করতেন তাহলে পরে সহযোগিতা করতেন। তা হলে পরে বুঝা যেত এই যে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা তা করছেন। তারা এইখানে এই Budget এর সমালোচনা করছেন না। মানুষকে যে সমস্ত Department এর লোক, যে সমস্ত লোক কাজ করে যাচ্ছে, সেই সমস্ত লোকদিগকে হেয় নিন্দিত করে এই যে উন্নতি চলছে, এই প্রগতিমূলক কাজ চলছে তাকে ব্যহত করার দৃষ্টি নিয়ে, ত্রিপুরার উন্নতিমূলক কাজকে ব্যহত করিয়ে ত্রিপুরার জনসাধারণের যে গতি তাকে শ্লথ করার জন্য, তাকে দুর্ব্বল করার জন্যই তারা প্রতিবাদ করছেন। সেই জন্যই আমি এই Cut Motion এর বিরোধিতা করে, আমি আমার যে Motion এই House এর সামনে রাখছি, আশা করি House এটা সর্ব্বসম্মতক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker—The Discussion on demand No. 26 & 40 are closed.

I would now put the Motion to vote. First I would put to vote the Cut Motions. There are two Cut Motions moved one by Sri Sunil Kr. Choudhury, I put that to vote first. The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy on provisions for construction of Buildings,

As many as are of that opinion will please say Ayes—Voice 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say Noes—Voice 'Noes'

Noes have it, 'Noes' have it,

I would now put to vote the Cut Motion by Sri Bulu Kuki, the question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of provisions for construction of roads bridges etc.

As many as are of that opinion will please say Ayes—Voice Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes— Voice 'Noes'

'Noes' have it, 'Noes' have it.

I would now put to vote the Demand to the original Motion, the Demand for grant No. 40—Capital outlay on public works. The question is that a sum not exceeding Rs. 2,01, 45,000/-, [inclusive of the sum specified in column 3 of the Scheduled to the appropriation (vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charge which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966, in respect of demand No. 40 Capital outlay on public works.

As many as are of that opinion will please say Ayes—Voice 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'—

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

Mr. Speaker—Am I to take that the opposition is abstaining from voting. What am I to understand by their silence—to the abstained from voting. Abstained. This should be recorded in the proceedings.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Hon'ble Speaker Sir, how many are abstained, this should be recorded, – number.

Mr. Speaker—This should also be noted. The number of Members abstained or even discussed their names should be recorded. Now I put to vote the Demand for grant No. 26—Public works (including Roads). The question is that a sum not exceeding Rs. 2,55,61,300/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the scheduled to the Appropriation (vote on account) Bill, 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 26 – Public works (including Roads).

As may as are of that opinion will please say Ayes—Voice Ayes

As may as are of contrary opinion will please say Noes —

'Ayes' have it, 'Ayes' have it. Now I take up the next item. The Demand for grant No. 25—Electricity schemes and Demand for grant No. 39—Capital outlay on Electricity schemes.

I would call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—to move his Motions together.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) – Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 21, 92, 500/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on acconnt) Bill, 1965] be granted is defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 25—Electricity Schemes.

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 32,16,000/- [inclusive of the sums Specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1966 in respect of Demand No. 39 Capital outlay on Electricity Schemes.

Mr. Speaker—Against the Demhnd No. 25, there are two cut Motions tabled by Sri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on i) Failure to Supply electricity at cheaper rate. (ii) Failure to Supply electricity to certain parts of Agartala and adjoining areas, and extend supply of electricity to

other Parts of the Territory.

I would call on Sri Aghore Deb Burma.

Sri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 25 এ আমার দুটি Cut Motion আছে। একটি হল আজ Electric যেভাবে Supply করা হচ্ছে, সে পরিমাণে এটার দাম অত্যন্ত বেশী। যাতে সস্তা দরে Electric Supply করা যায় সেই ব্যবস্থা আমাদের অন্ততঃ থাকা দরকার। আর দুই নম্বর প্রশ্ন হল যে আজ সহরের মধ্যে যে holding Tax দেই, সেখানে লেখা আছে light charge অর্থাৎ আমার বাসার সঙ্গেও লাইট নাই, বাসায়ও light নাই তথাপি আমাকে light charge দিতে হবে। যেহেতু সহরের রাস্তায় রাস্তায় আমি হাঁটি সেইহেতু আমাকে light charge দিতে হবে। এই যে অবস্থা দেখছি যদি দিতেই হয় তাহলে সহরের সর্ব্বত্রই light এর ব্যবস্থা করা দরকার। যেমন অনেকগুলি জায়গা এখনও শহরের মধ্যে আছে, রামনগর, জয়নগর সেখানে S. D. O. র বাসার সামনে পর্য্যন্ত গিয়াই শেষ, আর ভিতরে দেওয়া হয় না। তারপর অলিগলির মধ্যে আরও যে সমস্ত জায়গায় Light দেওয়া দরকার, Light extension করা দরকার, সেখানে আর দেওয়া হয়না। ঠিক এমনি ভাবেই রামনগরের মধ্যে এমন বহু জায়গা আছে এখন পর্য্যন্ত light এর কোন চিহ্নই নেই। সেখানে extension করা দরকার। আর একটি কথা হল যেমন বনমালীপুর নূতন Bodhjung Higher Secondary School থেকে পূর্বদিকে যে রাস্তা গেছে সেই রাস্তায় এখন পর্য্যন্ত light এর কোন lineই দেওয়া হয় নাই, এই হল অবস্থা। কাজেই যাতে শহরের সর্ব্বত্র এই light এর ব্যবস্থা করা হয় সেইদিক দিয়ে নজর আমাদের দেওয়া দরকার। তাছাড়া আজকে এখান থেকে চম্পকনগর, তেলিয়ামুড়া, রাণীর বাজার ইত্যাদি এলাকার মধ্যে extend করা উচিৎ। কিন্তু আজকে শহরের মধ্যে এই সমস্ত আনাচে কানাচে এই ভাবে neglect করে রাখার যে কি হেতু আছে তা আমি বুঝিনা। আজ চম্পকনগর গিয়েছে, রাণীর বাজার গিয়েছে, খুব ভাল কথা। ঠিক সেইভাবে আজ কামালঘাট বলুন বা মোহনপুর বলুন, বা বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ এই সব এলাকার মধ্যেও light আস্তে আস্তে extend করা দরকার। এইরকম ভাবে বহু জায়গা আছে ত্রিপুরা রাজ্যে। যেমন সাব্রুম, আর বিলোনীয়া Bagafa Centre থেকে supply দেওয়ার পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ তা হচ্ছে না। যাতে এগুলি হয় সেইদিক দিয়ে আমাদের নজর রাখা দরকার। আর একটা মূল বিষয় বস্তু হচ্ছে, এখানে এই দু'টা Demand এ Capital outlay সহ প্রায় 54,08,500/- টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু আজকে কিছুক্ষণ আগেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অনেক বড় বড় কথা বললেন যে আমরা রাস্তা চাই, Bridge চাই, আমরা অমুকটা চাই কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে ? মস্ত বড় প্রশ্ন, এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। কিন্তু একটা জিনিষ হচ্ছে সভ্যতার মানদণ্ডই হল এই Electrification. এখন পর্য্যন্ত আমাদের যেটার উপর জোর দেওয়া দরকার সেটা না করে আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেছি ; অর্থাৎ যে সমস্ত ছোটখাটো কাজ হয়েছে সেগুলি না হওয়ারই মত। আজকাল Electrification এর উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যদি রাজ্যের উন্নতি করতে, রাজ্যের আয় বাড়াতে হয় তাহলে Electrification এর উপর বিশেষ নজর দিয়ে

আমাদের বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে নজর রাখা দরকার। কারণ যে খাতে টাকার ব্যয় বরাদ্দ বেশী ধরলে, যেটা আমরা আগে করলে আয় বাড়ানোর একটা সম্ভাবনা আছে সেগুলি আমরা করবো না, শুধু আমরা ফাঁকা আওয়াজ বড় বড় লম্বাচওড়া বক্তৃতাই দেবো। রাস্তা চাইলেই টাকার কথা বলা হয়, আজকে Bridge এর প্রয়োজনের কথা বললেই টাকার কথা বলা হয়। কিন্তু এইভাবে যে সমস্ত মূল্যবান জিনিষ সে সমস্ত যদি আমরা neglect করি তাহলে আমাদের রাজ্যের আয় কি ভাবে বাড়বে? সাধারণ একটা জিনিষ, আমরা অনেক সময় অনেক কথা বলি। বড় বড় Industry এর কথা আমরা বলি। কিন্তু বড় Industry এর কথা বাদই দিলাম আমি, এই ছোট খাটো Industryর কাজও করতে হয়। তাহলে আজকে Electricityর দরকার। কিন্তু আমরা যদি Electricity Consume করার ব্যবস্থা না করি, Supplyএর কোন ব্যবস্থা না করি, তাহলে কি ভাবে যে এখানে Industry গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন তা আমি বুঝতে পারছিনা। কাজেই সেইদিক দিয়ে আজ সত্যিই বড় দুঃখের কথা। আমরা পনর কোটি টাকার বাজেট করি অথচ আমাদের আয় বছরে একমাত্র Revenue Income ছাড়া আর কি আছে? সব মিলিয়ে সাতাশি লক্ষ টাকার মত আমাদের ইনকাম। তার মধ্যে আমরা ১৫ কোটি টাকার বাজেট করি কেন্দ্রিয় সরকারের উপর নির্ভর করে। এই অবস্থা থেকে অন্ততঃ আমাদের কাটিয়ে উঠার মত একটা চেষ্টা থাকা দরকার। কিন্তু যেদিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি একেবারে minus—কিছুই নাই। কিন্তু এই Budget এ যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তার দ্বারা এখানে যে Industry গড়া বা রাজ্যকে উন্নত করার তার সম্ভাবনা মোটেই নেই। কারণ এখানে অনেক পরিকল্পনা হচ্ছে। যদি আজ এখানে Electrification এর উপর জোর দেওয়া হত, তাহলে বিভিন্ন ধরণের Industry এখানে গড়ে উঠত। কোন একটা রাজ্য শুধু Revenue Income বা Forest Income এর উপর কোন অবস্থাতেই চলতে পারে না। তার আয় বাড়ানো দরকার। আয় যদি বাড়াতেই হয় তাহলে Industryর প্রতিষ্ঠা আমাদের এখানে করতে হবে এবং Industry করতে গেলেই আজ Electrification এর দরকার, এটা কেহই অস্বীকার করবে না। কাজেই আজকে যদি বড় বড় Industry গড়ে উঠত বিভিন্ন রকমের, তাহলে সেখানে তার মারফতে অনেক Income হত। তাতে রাজ্যের আয় অনেকটা বাড়তো, মানুষ সেখানে খেটে খাওয়ার মত সুযোগ সুবিধা পেত। এখানে Electricity Scheme এর খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে তাতে সহসা যে আমাদের Income বাড়ানোর মত কোন পথ এর মারফতে হবে তা মনে করার কোন কারণ নেই। কাজেই এই Electrification এর উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া উচিত ছিল। এই বলেই আমার Cut Motion এর পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker— I would call on Shri Umesh Lal Singh.

Sri Umesh Lal Singh— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী Demand for grant No. 25 and 39. এই দুইটি Demand এর আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং তারজন্য যে অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা আমাদের কাজের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে দেখে আসছি যে আমাদের আগরতলা সহরে মাত্র

Electificationএর ব্যবস্থা ছিল অতি ক্ষুদ্রাকারে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে আরো দু'টি হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলের কতিপয় সহরে যেমন ধর্মনগর, কৈলাসহর, খোয়াই এবং উদয়পুরেও Electrification এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের মফঃস্বলের আরো কতিপয় জায়গাতে যেমন—রাণীর বাজার, চম্পকনগর, তেলিয়ামুড়া, নরসিংগড়, মেলাঘর ও সোনামুড়া প্রভৃতি স্থানে Electrification এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং তার সাথে আরো যুক্ত করা হয়েছে বগাফা, শান্তিরবাজার, বিলোনীয়া এবং এরপরে দেখছি সোনামুড়া থেকে মেলাঘর হয়ে কাকড়াবন, উদয়পুর হয়ে আবার অমরপুরের সাথেও সংযোগ রেখে Electrification এর ব্যবস্থা আছে। তাহাও আমাদের Budget এর মধ্যে ধরা হয়েছে। তাছাড়া আমি দেখতে পাই আমবাসা, কুমারঘাট এবং পানিসাগরেও Electrification এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবং আর একটি যদি দেখি যে আগরতলা সহরের আশেপাশে যে সমস্ত জায়গা আছে যেমন—অভয়নগর, অরুন্ধতীনগর ইত্যাদি জায়গাতেও Eletrification এরও ব্যবস্থা হয়েছে এবং করাও হয়েছে। এবং ভবিষ্যতে আরও লোকালয় যেখানে বেশী হবে, লোকসংখ্যা যেখানে বেশী হবে, সেখানে বাড়াবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। একটা কথা এখানে বলা হয়েছে, আমাদের মাননীয় সদস্য বিরোধীপক্ষ থেকে যে আমাদের এখানে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ। এই যে কয়েকটা জায়গাতে Electrificationএর ব্যবস্থা করছে তাতে আমরা দেখতে পাই যে সবগুলি ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত এবং সেই ইঞ্জিন থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তা খরচ অত্যন্ত বেশী পরে। একমাত্র আগরতলা সহরে অতি সামান্য মুনাফা নিয়ে এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। যদিও কারো কারো মতে এটা অত্যন্ত বেশী চার্জ্জ করা হয় বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু দেখতে হবে আমরা বিদেশ থেকে যে সমস্ত ডিজেল ইঞ্জিন আমদানী করি, আমাদের দেশেতো সেগুলি তৈরী হয় না, কাজেই সেগুলির দাম বেশী পরে। এবং তার জন্যই এখানে আমাদের ব্যয় বরাদ্দের অঙ্কটা খুব বেশী এবং খরচও যথেষ্ট হয়ে থাকে। শুধু ব্যয় বহন করার জন্যই এবং লোকসান দিয়ে আমাদের এখানে বিদ্যুৎ পরিচালিত করতে হবে, এ অবস্থা যদি হয় তবে কতদিন পর্য্যন্ত সেটা পরিচালনা করা সম্ভব হবে সেটা আমার ধারণার বাইরে। তাছাড়া মফঃস্বলে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে এখন এই ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা সেখানেও আমাদের লাভ তো মোটেই হয় না, আমাদের খরচটাই বেশী হয় সেখানে। কাজেই পরিকল্পনা হিসাবে ধরা হয়েছে, সেগুলি কার্য্যে রূপায়িত হবে এবং আশা আছে ভবিষ্যতে সেগুলির দ্বারা লাভ হবে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে সেটাতে শুধু খরচই চলছে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই আসাম থেকে চোরাইবাড়ী হয়ে আগরতলা পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্যই আসাম থেকে বিদ্যুতের একটা সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। তারজন্য অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং তাহলে পরে খরচ অনেকটা কম পরবে এবং আরো বিভিন্ন স্থানে—যেমন কতিপয় Sub-Divisional সহরে—যেমন কমলপুর কিংবা সাব্রুম, অবশ্য সাব্রুম এবার আমাদের নয়, অবশ্য মাননীয় বিরোধিপক্ষের সদস্যকে আমি একটু আশ্বাস দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই হবে। তবে এটা ঠিকই যে বিদ্যুৎ চাইলেই হঠাৎ বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে না। এবং সেটা শুধু পরিকল্পনার মধ্যে ধরলেই হবে না। আমরা বাইবেলে পড়েছি—পবিত্র বাইবেলের মধ্যে লেখা

আছে "God said, let there be light and there was light" এখন যদি আমরা মনে করি, সরকার যদি মনে করেন যে Govt. এর যখন ইচ্ছা তখন সেখানে Electricity আপনা থেকেই হবে তা নয়। সেইজন্য তার একটা বিশেষ পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে তাতে লোকসান না হয় সেভাবে কাজে অগ্রসর হতে হবে এবং এই সমস্ত কাজের জন্য যত প্রকারের Expert দরকার, যে সমস্ত Machinary দরকার সেটা চাইলেই যখন তখন পাওয়া যায় না এবং সেটা সম্ভবপর নয়। আমরা পরিকল্পনার মধ্যে যদি আশা করে রাখি যে একটা কিছু পরিকল্পনা নিয়েছি যখন তখন তো এটা হয়েই যাবে। এটা দিয়ে আমাদের আন্দোলন চলতে পারে ভবিষ্যতে যে হ্যাঁ আমরা অমুক সময়ে অমুক কথা বলেছিলাম এখানে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সে সমস্ত কাজ হয়নি। যখন এটা কার্য্যে রূপায়িত হবে তখন আমরা তো বলেছিলাম এই কথাটা। কাজেই আমাদের কথাটাই কার্য্যে রূপায়িত হয়েছে। এবং সরকার আমাদের কথাটা শুনতে বাধ্য হয়েছে—এই জাতীয় কথা বলা তখন খুব সহজ হবে—এই মনে করে যদি কেউ বলেন তাহলে তাতে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু তাদেরকে আমি এটুকু অনুরোধ করবো যে তারা যেন ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে কার্য্যে কতটা রূপায়ীত করা যায় এবং সেদিকটা যে কতটুকু সম্ভবপর-ভাবে পরিচালনা করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ ধরতে হবে এবং করতে হবে। আজকে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে আমরা দেখেছি সোনামুড়া থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত যে connection আছে তাতে আমাদের ২১ মাইল লম্বা একটি Electric Line তৈরী হয়েছে। আবার বগাফাতে যে Centre তৈরী করা হচ্ছে সেটা শান্তিরবাজার, বগাফা, বিলোনীয়া পর্য্যন্ত যে Line যাচ্ছে তার ১৪ মাইল পর্য্যন্ত Elcctricityর কাজ চলছে। এবং তাছাড়া আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত যে লাইন গেছে সেটার দুরত্ব ২৮ মাইল। আগরতলা থেকে নরসিংগড় পর্য্যন্ত যেটা গেছে তারও দুরত্ব ১১ মাইল, এ ভাবে কাজ চলছে। আমবাসাতে যে Centre খোলা হবে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সেখান থেকে কমলপুরকে সংযোগ করা হবে। মাঝে তো অনেক জায়গাই তার সাথে সংযুক্ত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। তাতে তারও দুরত্ব হবে ২৪ মাইলেরও উপর। পানিসাগরে যে Electric line তৈরী হচ্ছে সেটার থেকে ধর্ম্মনগরের দুরত্ব ১৩ মাইল। এভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের line গুলো তৈয়ারী হচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে আমাদের যতটা প্রয়োজনীয় জিনিষের দরকার, যতটা Post এর দরকার ততটা আমরা পাইনা। যদি পেতে হয় তাহলে আমাদের সরকারের হাতে আলাউদ্দিনের গুপ্ত প্রদীপ আছে কিনা জানিনা অথবা Engeering Deptt. আমাদের এই আলাউদ্দিনের গুপ্ত প্রদীপের মত একত্রে সব স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে দিতে পারবেন এটা আমার ধারণার বাহিরে। এইজন্যই আমি বলব যে পরিকল্পনা হিসাবে—পরিকল্পনা করলেই চলে না এবং আমাদের সরকার এবং Planning Commission এর পরিকল্পনা নিয়ে বিচার বিবেচনা করছেন। আমাদের Planning Commission যেটা রয়েছে যাতে Dumbor Hydro Electric গ্রহণ করা যায় সেটার দিকে তারা চিন্তা করেছেন এবং মঞ্জুর করেছেন এবং সেটাকে কার্য্যকরীভাবে তোলার জন্যই আমাদের বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমি আশা করি অতি শীঘ্রই Dumbor Project এর কাজ শুরু হবে এবং সেটা আসলে পরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে এবং সফল হবে। আমি এই বলেই এই দুটো

Demand কে সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker—I would now call on Sri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় Speaker, Sir, আমরা এখানে Electricity Scheme এর উপর আলোচনা করছি। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে আমরা যদি Industry গড়ে তুলতে চাই তাহলে Electricityকে বাড়াতে হবে। Techno. Economic Survey একথা বার বার বলেছেন যে ত্রিপুরাতে electric consumption অত্যন্ত কম। এই consumption কম হওয়ার কারণ তারা বলেছেন যে এখনও ত্রিপুরাতে বিভিন্ন Division এ এমন কি 3rd plan এও যে সমস্ত জায়গায় Electricity যাওয়ার কথা ছিল সেই সমস্ত জায়গায়ও Electricity যায়নি। যেমন নরসিংগড় যাওয়ার কথা ছিল, যায়নি, বিশালগড় যাওয়ার কথা ছিল যায়নি। আগরতলা শহরেও বিভিন্ন জায়গায় রামনগরের বা জয়নগরের সব জায়গায় এখনো Electricity যায়নি। জয়নগরের একটা interesting ব্যাপার হল যে সেখানে S. D. O. র বাড়ীটা যেখানে ঠিক সেখানে গিয়েই Electricity Post টা শেষ হয়ে গেছে। এরপর আর electricity এগোয় নি। ফলে সেখান পর্যন্তই আলোকিত হচ্ছে, আর কোথায়ও আলোকিত হচ্ছে না। আমাদের ত্রিপুরার যে Electricityটা এটার main problem হচ্ছে যে এর rate টা অত্যন্ত বেশী। সেটা আমি আগেও বলেছি এবং এই high rate হওয়ার ফলে যারা Industrialist তারা অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করছেন। কারণ তাদের cost of production অনেক বেশী পড়ে। অথচ এত বেশী high rate Bengal এর কোথায়ও বা আসামের কোথাও নাই। আমাদের এই রাজ্য অত্যন্ত back ward, cost of living এখানে অত্যন্ত বেশী—high এবং trasport এর costও অত্যন্ত বেশী পড়ে। তা'পরে Electricityতেও যদি cost বেশী পড়ে তাহলে competitionএ গিয়ে সে আর পারে না। এটা একটা main trouble to the business-men যে Electricityটা তারা পাচ্ছেন না এবং যেটুকু পাচ্ছেন তারও দর খুব বেশী। এটাকে কমানো যায় কিনা বা subsidy দিয়েও কমানো যায় কিনা সেটা Govt. এর দেখা উচিত। তা না হলে পরে এখানে যে সব petty industry গুলো আছে তারা খুব suffer করবে। আমাদের আগরতলার যে Electricity আছে তার light প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়, হঠাৎ দেখলাম যে একটা light বন্ধ হয়ে গেল। বিভিন্ন জায়গায় কখন যে light বন্ধ হবে এবং কখন যে হবে না তার কোন ঠিক নেই। পূজোর সময়ও অনেক সময় line নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ব্যবসায়ী মহল অত্যন্ত suffer করে। কারণ যারা বড় বড় ব্যবসায়ী তারা হয়ত সেই sufferটা make up করে নিতে পারে। কিন্তু যারা ছোট ছোট ব্যবসায়ী, যারা ছোট ছোট পানের দোকান, বা অন্য কোন দোকান নিয়ে বসেছে তাদের এতে অস্বাভাবিক ক্ষতি হয়। অথচ এটার কোন প্রতিকার হয় না। কারণ এ কথা আরও অনেকবার আমরা বলে এসেছি এবং তারপরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমাদের এখানে অনেকেই তাদের বাড়ীতে বা দোকানে light নেওয়ার জন্য দরখাস্ত করে বসে আছেন। দীর্ঘদিন যাচ্ছে কিন্তু তারা light পাচ্ছে না। যেমন আমি মহারাজগঞ্জ বাজারের কথা বলছি। সেখানে ছোট একটি দোকান আছে, পানের দোকান। তিনি অনেকদিন

যাবত দরখাস্ত করে রেখেছেন কিন্তু তিনি এখনো light পাচ্ছে না। ফলে তারপক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। আগরতলার একজন Goldsmith, তার একটা connection দরকার। দরখাস্ত করেছেন অনেক দিন হলো কিন্তু আজও Electric connection পান নি। ফলে রাত্রিতে Goldsmithটির কাজ করা অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। হারিকেন জ্বালিয়ে বা পেট্রোমাক্স জ্বালিয়ে কাজ করা অত্যন্ত অসুবিধা। ফলে সে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করছে। কাজেই এই দিকটা আমাদের দেখা উচিত। যারা light এর জন্য petition করে দীর্ঘদিন বসে আছেন তারা যাতে তাড়াতাড়ি light টা পেয়ে যান এবং এই rate টা যেটা অত্যন্ত বেশী বলে আমি মনে করি এবং সকলেই মনে করেন, সেটা কমানো যায় কিনা তা আমাদের দেখা উচিত।

Mr. Speaker— I call on Honb'le Chief Minister to reply.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Cut Motionএর সমালোচনা করতে গিয়ে আজকে এ কথাই বলতে হচ্ছে যে Electricity র যে rate সেই rateটা অত্যন্ত বেশী। World Bankএর যে recommendation ছিল সেই recommendation এ বলেছে returns on power project should be twelve to fifteen persent. ১২ থেকে ১৫ percent করতে হয়। কিন্তু Electricity র rateটা আমাদের এখানে 6 to 7 percent return on the Capital তা ধার্য্য করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য অবগত আছেন যে এখানে যে Power চলছে সেটা ডিজেল মেশিন। অতএব ডিজেল মেশিনের যে Capacity এবং তার returning Capacity of Capital rate অত্যন্ত বেশী। Bengal এবং অন্যান্য প্রদেশের কথা বলা হয়েছে, সেই সমস্ত যায়গাতে আজকে ডিজেল মেশিন অচল হয়ে গিয়েছে। সেখানে কাজ চলছে Hydel scheme এ এবং সেই Hydel scheme যদি হয় তাহলে আমরাও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সেই rate কমাতে পারব। তবে সুখের বিষয় যে আমাদের দুটো Scheme আছে। একটি হচ্ছে উমিয়াম থেকে power নেওয়া। সেটা আমরা আশা করছি 1966-67 এ আমরা সেটা আসাম থেকে পাব। সেই টাকার পরিমাণ হল ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। গোমতীর যে Hydro-electric scheme করা হয়েছে তার জন্য ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তখন আমাদের বর্ত্তমান যে rate আছে তার থেকে নিশ্চয়ই অনেক কম পড়বে। এখানে এই কথাগুলিই বলা উচিৎ যে আমাদের ডিজেল পাওয়ারে যতটুকু দেওয়া সম্ভব সেই অনুসারে আমরা তা করছি এবং rateও অত্যন্ত বৃদ্ধি আছে। সেইজন্যই আজকে এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যে উমিয়াম Hydro-electric scheme যেটা, power supply হবে এবং গোমতীর থেকে যেটা হবে সেটাতে rate অত্যন্ত কম হবে। তার ফলে আমরা আশা করি যে যারা ব্যবসায়ী, ব্যবসা বাণিজ্য এবং industry এটা আমরা স্বীকার করি যে যেস্থানে Hydel power নেই সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প গড়ে উঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব সেইজন্যই আজকে Dumbor পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সেইদিকে দৃষ্টি রেখে পরিকল্পনা কমিশনও অর্থাৎ Planing Commission সেটাকে sanction করেছেন এবং technical sanctionও পেয়ে গেছে। সেই অনুসারে আমাদের যে power আছে তা আমরা আমাদের

জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারব। তখন লোকের চাহিদা অনুসারে যেটা হবে, আমরা আশা করব যে লোকের চাহিদা আমরা কিছুটা মিটাতে পারব। তবে এটা ঠিক Power যখন আসে তখন মানুষের চিন্তা থাকে যে Power Consume করবে কয়জন লোক। কিন্তু Power যখন introduce হয় তখন দেখা যায় যে লোকের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়। এখন যে Power আছে, ডিজেল Power এ আগরতলাতে—জিরানিয়া থেকে তেলিয়ামুড়া, সোনামুড়া প্রভৃতি অঞ্চল, শান্তিরবাজার, নরসিংহগড়, পানিসাগর প্রভৃতি করা হবে। সেই যে পরিকল্পনাগুলো আজকে যে ডিজেল পাওয়ার আছে তার উপর নির্ভর করে Sub-Divisionগুলাতে করা হইয়াছে এবং সেই অনুসারে আমরা জানি জনসাধারণের যে চাহিদা আজ বর্দ্ধিত হয়েছে, সেটা এই scheme গ্রহণ করা হয়েছে বলেই বর্দ্ধিত করা হয়েছে এবং তাদের সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই অনুসারে দাবী উঠেছে। এই Diesel Machine দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৩ লক্ষ লোকের এই যে চাহিদা সেই চাহিদা মিঠানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই power supply এবং Hydel scheme এর পরিকল্পনা রাখা হয়েছে এবং হলে পরে আমরা বিশ্বাস করি যে সমস্ত জায়গাতে সেটাকে প্রসারিত করে জনসাধারণের যে চাহিদা সেই চাহিদাকে কিছু পরিমাণে মিটাতে পারব। সেই ভরসা আমাদের আছে এবং এটা ঠিক যে তখন তার উপর ভিত্তি করে সেই Industryর পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতএব এই পরিকল্পনা স্বার্থক হবে যদি আমরা ঐ দু'টোকে ঠিক সময় মত কার্য্যে রূপায়িত করতে পারি। অতএব আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে কতগুলো অসুবিধা যে আমাদের নাই তা নয়, আমাদের যে resource, meagre resource এত অল্প যার ফলে আমরা আমাদের চাহিদা অনুসারে সেই কাজগুলাকে ত্বরান্বিত করতে পারছি না। মাননীয় সদস্যরাও নিশ্চয়ই অবগত আছেন সেই সম্বন্ধে। অতএব আজকে Demand আছে শুধু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গাতে, আজ power এর জন্য demand উঠছে এবং সেই অনুসারে industry, heavy industry গড়ে উঠেছে। Heavy industry গড়তে হবে, consumers industry গড়তে হবে, medium industry করতে হবে এবং সেই জায়গাতে চিন্তা করতে হবে, scheme সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যে আজকে আমরা যে দালান পাকা তৈয়ারী করছি, দালান পাকা তৈয়ারী করতে গেলে আমার cement এর দরকার, লোহা লক্করের দরকার। অতএব আগে যে সেই সমস্ত factory আছে industry আছে সেই সমস্তকে গড়ে তুলব কিনা। Communication এর জন্য—Rail Engine বা Rail Line তৈয়ারী করতে হবে, জাহাজ তৈয়ারী করতে হবে, Aeroplane তৈয়ারী করতে হবে, মোটর তৈয়ারী করতে হবে, সেই সমস্ত industryকে গড়ে তুলব কিনা, priority কোনটাকে দিব? অতএব সেই অনুসারে পরিকল্পনা কমিশন priority দিয়ে সেই সমস্ত পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করার জন্য করা হয়েছে এবং তারপরেই আসছে আমাদের economically backward ত্রিপুরা state এবং Border State ত্রিপুরা। Border State এর যে economy তাকে গড়ে তুলবার জন্য, আমাদের meagre resource থাকা স্বত্বেও এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য planning commission গ্রহণ করেছেন এবং

সেই Power and Irrigation Ministry technically sanction দিয়াছেন। অতএব আমাদের সেইদিকে দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করতে হবে। তারপর এই কাজগুলি করতে গেলে expert এর দরকার। Hydel Scheme আমাদের এখানে যারা Engineer আছেন এবং Division যেটা আছে তাদের মধ্যে কোন লোকই নেই যে Hydel Scheme এ যে সেটাকে ঠিক ঠিক মত করতে পারে। কিন্তু তবুও তারা এই পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে technically sanction এনেছেন এবং Planning Commission এর sanction এনেছেন সেইজন্য আমি সেই সমস্ত কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব যে, তারা তাদের loads কে রেখেও এই যে extra works তারা করেছেন, তার কারণ হলো এই যে আমাদের যে Division গুলো sanction করার কথা ছিল, 3rd plan এ সেই sanction আমরা এইমাত্র পেয়েছি after the 4th year of the 3rd plan. অতএব আমাদের বাধাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। Posts' sanction, creation of the Post and availability of the technical person এই সম্বন্ধে আমাদের ভাবা উচিৎ, চিন্তা করা উচিৎ। হ্যাঁ সত্যিই যদি Industryকে develop করাতে হয় Electricity ও powerকে develop করাতে হবে। এবং সেইজন্যই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, অতএব সেই rate কে যদি কমাতে হয়, তাহলে এ ডিজেল মেসিনকে রেখে তা কমানো সম্ভব নয়। একমাত্র Hydel Power আসলে পরে সেটা কমবে এবং কমা স্বাভাবিক। অতএব সেইদিকে মাননীয় সদস্য যারা আছেন, স্পীকারের মারফতে তাদের এই উদ্দেশ্যেই বলব যে তারা যেন সেইদিকে দৃষ্টি রাখেন। তারপরে একটা কথা বলা হয়েছে যে জয়নগরে S. D. O. র বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছে। কারণ এই যে lineটি সেটি কেবল তার বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত যায়নি। তার বাড়ীর কাছে যেতে হলে অনেকগুলো বাড়ী অনেকগুলি রাস্তা pass করে যেতে হয়। অতএব এমন ভাবে কথা বলা হয়েছে যে S. D. O. র বাড়ী পর্য্যন্তই lightটি গিয়াছে। সেটা যেন আর কেহ উপভোগ করছে না। একটি রাস্তা অগ্রসর হয়ে সেই জায়গায় গেল, সেই জায়গায় গিয়ে শেষ হয়নি, সেটা S. D. O. র বাড়ীর জন্য রাস্তা করা হয়নি এবং সেই জায়গায় কেবল S. D. O.ই সেটা ভোগ করছেন না, ভোগ করছেন সেখানকার প্রত্যেকটি জনসাধারণ, যারা সেই জায়গা দিয়ে যাবেন তারাই ভোগ করছেন। অথচ কথাটা বলা হয়েছে এইভাবে যে একটা কিছু বলতে হবে। কোন জায়গায় গিয়ে এটা শেষ হলেই, যদি ও জায়গাতে S. D. O. না হয়ে আর একটি লোক হত, তাহলে তারা বলতেন যে সে কংগ্রেসের লোক বলেই ঐ জায়গাতে এটা শেষ হয়েছে। অতএব ঐ ভাবে দৃষ্টি নিয়ে যারা বলেন তাদের বলার কথাটি হল, ঢংটি হল এই। ঐ জায়গাতে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে যে যখন একটি power আসে সেই powerটি উৎপন্ন হয় না S. D. O. র বাড়ী থেকে, সেটা উৎপন্ন হচ্ছে আমাদের যে power house আছে সেটা থেকে। একটা line সেখান থেকে আনা হয়। এবং এই line এর মধ্যে যারা ইচ্ছুক, তারাই বলছেন যে সেই line এ বিড়িওয়ালা যারা আছে' পানওয়ালা যারা আছে, প্রত্যেকেই তা পাচ্ছেন। বক্তব্যে এটা রাখা হয়েছে।

অতএব সেই সমস্ত রাস্তাতে যারা আছেন সেটা ভোগ করছেন তারা, তারাও তা স্বীকার করছেন। স্বীকার করে তারপর আবার বলা হচ্ছে, এমনভাবে বলা হচ্ছে যে S.D.Oর বাড়ীর কাছে থামল কেন? এটাকে আরও প্রসারিত করা হয় না কেন? কারণ আরও রাস্তা ছিল কারণ এটা Main Road দিয়ে গেছে। অতএব সেই সমস্ত রাস্তার সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে সেটা গিয়েছে। অতএব সেই জায়গাতে আছে এবং প্রত্যেকটি ব্যক্তিই পানওয়ালা থেকে বিড়িওয়ালা পর্য্যন্ত যারা তার সুবিধা ভোগ করার, তারা প্রত্যেকেই ভোগ করছেন। সেই জায়গাতে তাদের আর একটি অভিযোগ হল এই যে, হঠাৎ মাঝে মাঝে Electricity off হয়ে যায় কেন? অনেকটা হয় যখন power change করে, তখন একটা বিরতি আসে। স্বভাবতঃ, তা প্রত্যেক জায়গাতেই হয়। কেবল এখানে নয় ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গাতেই যখন change করে power তখন ৫ মিনিট ১০ মিনিটের জন্য Power Service বন্ধ থাকে। অতএব সেটা তাদের চিন্তায় নেই অথচ ঐ জায়গাতে বলা হচ্ছে সেটা হয় কেন? হতে বাধ্য কারণ Electric Power System যেখানে আছে Change করতে গেলে পরে একটা Machine এর যে Power আছে Supply Capacity সেই Capacity যখন শেষ করে তখন আর একটা New Machine সেখানে introduce করতে হয় এবং তার ফলে, সেটি হচ্ছে Dizel Powerএ। অতএব সেই অনুসারে সেটি হচ্ছে। তারপর ঝড় আসলে পরে gale আসলে পরে যেটি হয় সেটি আকস্মিক ব্যাপার। অতএব তাদের বলার ঢংটাই হল এই Electricity Power Continuasly চালিয়ে যাও, রাতদিন সমানে, থামবে না, অবিরাম গতিতে চালিয়ে যাও, যে ব্যবস্থা চালু করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব উর্ব্বর মস্তিস্ক পরিকল্পনা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়। কারণ যারা জানেন যে Diesel Mechine তার Power limited এবং তার rate অত্যন্ত বেশী এবং সেটি Electricity Powerএ যারা আছেন তারা পরিকল্পনা করেছেন 6% or 7% Capital return 4th Plan এর মধ্যে করতেই হবে এবং সেই Plan অনুসারে, সেই Scheme অনুসারে তা করা হচ্ছে। তারা তা জানেন, জেনেও উর্ব্বর মস্তিস্ক থেকে উর্ব্বরতম হয়ে সেই সমস্ত কথা বের হচ্ছে। এর কারণই হল এই যে চাঁদের কলঙ্কটুকু ছাড়া আর তো কিছু দেখার অভ্যাস ওদের নেই। তার কারণ হল এই—"মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি"। মক্ষীকা দেখা যায় এই যেখানে ব্রণ থাকে, যেখানে মধু থাকে সেখানেই গিয়ে বসে। অতএব তাদের ভাল জিনিষ দেখার চিন্তাধারা নেই। গোলাপের কাঁটা ছাড়া তারা আর কিছু দেখবে না। কারণ নিন্দুক হয়ে গিয়েছে তাদের মনোবৃত্তি। অতএব আমি তাদের আবার অনুরোধ করব এই, গোলাপের সেই সৌন্দর্য্যটুকু যেন উপভোগ করার চেষ্টা করেন, চন্দ্রের সেই সৌন্দর্য্যটুকু উপভোগ করার যেন চেষ্টা করেন এবং Power এর যে উপকারিতা সেইটি যেন ভোগ করেন। তাহলে তাদের চিত্তবৃত্তি প্রস্তুত হবে। Honesty যদি increase করা হয়, তাহলে পরে কোন অপরাধ নেই কারণ নিজের সক্রিয় বৃত্তিই স্ফুরণ হবে, উন্নত হবে। এই বলে আমার যে Demand আছে, সেই Demandকে—

(জনৈক সদস্য—আরো তো রয়ে গেছে) 4th Plan এ সাক্রম সম্পর্কে আমরা চিন্তা করতে পারি। তাও আবার নির্ভর করবে—আমি আগেই বলেছি যে আমাদের যা লোক আছে

তার উপরে যে লোক দেওয়া দরকার তার বেশী লোক আমরা দিতে পারবো না। অতএব সেই সমস্ত Technical men পেলে পরে, সেই সমস্ত অবস্থা আসলে পরে তখন আমরা চিন্তা করতে পারবো। অতএব এই জায়গাতে এই বলেই আমি আমার Motionকে House এর সামনে রাখছি। আশা করি House সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker—Discussion is closed. I would now put to vote the Motions. First I would take up Demand for grant No. 25. First I would take up the cut Motions tabled by Shri Aghore Deb Barma. The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to supply electricity at cheeper rate and failure to supply electricity to certain parts of Agartala and adjoining areas, and extend supply of electricity to other parts of the Territory.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voice—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—"Noes"

Noes have it, Noes have it.

I would now put the main Motion, the Demand for Grant No. 25 Electricity Schemes to vote.

The question is that a sum not exceeding Rs. 21,92,500/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 25 Electricity Schemes.

As many as are of same opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

Ayes have it, Ayes have it. The opposition abstained

I would now put to vote the Demand for Grant No. 39. Capital outlay on Electricity Schemes.

There is no Cut Motion against this. So I put the main Motion to Vote.

The question is that a sum not execeding Rs. 32,16,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on

Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 39—Capital outlay on Electricity Schemes.

As many as are of that opinion will please say AYES.

Voice—AYES.

As many as are of Contrary opinion will please say NOES.

AYES have it, AYES have it.

The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

APRIL 8, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Thursday, the 8th April, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty three Members.

Mr. Speaker :— From the list of business we take up starred questions.

I would call on Shri Ram Charan Deb Barma.

Shri Ram Charan Deb Barma :— Question No 292.

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 292.

QUESTION	REPLY
1. Total amount of money spent for the excavation of 2 tanks at Gandhigram and Lankamura and construction of bund across Kalacherra near Gandhigram.	The total amount of money spent upto the end of Feb/65 are as under :— a) Gandhigram tank = Rs. 2,665/- b) For Lankamura tank = Rs. Nil. c) Kalacherra bund near Gandhigram = Rs. 1,967/-
2. Total area irrigated by these tanks and bund.	The areas that are expected to be irrigated from these schemes, after their completion are as below :— a) Gandhigram tank = About 30 Acres. b) Lankamura tank = About 20 Acres. c) Kalacherra bund near Gandh i gram = About 150 Acres.

শ্রীআতিকুল ইসলাম : – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই ট্যাঙ্কগুলি কবে কাটানো হয়েছে ? এই গান্ধীগ্রাম ট্যাঙ্ক এবং কালাছড়া বান্ধ-ট্যাঙ্কটা কবে কাটানো হয়েছে আর বাঁধটা দেওয়া হয়েছিল কবে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— ফেব্রুয়ারীতে। বলেছি আমি ফেব্রুয়ারীতে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এর বেনিফিট কি এখন কেউ পেতে শুরু করেছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— জল আসলে পরে হবে। বৃষ্টি হলে জল হবে, তারপর হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ইরিগেশনের জন্য ট্যাঙ্ক কাটানো হল, ইরিগেশনের জন্য বাঁধ দেওয়া হল, এখনও জলই আসলো না ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— জলের সময় এখনও আসেনি। জল যখন পড়বে তখন ট্যাঙ্কে জল আসবে। আর বাঁধের যেটা নাকি বলেছি আমি যে ১৫০ একর সেটাও হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ট্যাঙ্কে কি জল এখন নেই ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— জল এখন কি করে আসতে পারে ? শীতকালে কি জল আসবে ? বর্ষাকালে আসবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কি আশ্চর্য্য, পুকুরে কি জল থাকে না ? পুকুর কি শুকনা থাকে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— ট্যাঙ্কটা কাটা হয়েছে মাত্র। জল থাকা অবস্থায় ট্যাঙ্ক কি করে কাটানো যায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বুঝতে পারলামনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ট্যাঙ্কটা কি কাটা কমপ্লিট হয়নি ? ট্যাঙ্কটা কাটা যদি কমপ্লিট হয়ে থাকে, ট্যাঙ্কে তো জল থাকবে।

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— কমপ্লিট হয়েছে একথা তো আমি বলিনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে ট্যাঙ্ক কাটানোটা কবে কমপ্লিট হবে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— দি ওয়ার্ক অব দি এক্সকেভেশন ইজ ইন প্রগ্রেস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— সেটা কবে শেষ হবে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ হবে। বর্ষার আগে শেষ হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ট্যাঙ্কটা কবে কাটানো শুরু হয়েছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— ফেব্রুয়ারী মাসে শুরু হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ফেব্রুয়ারী মাসে শুরু হয়েছে। কাজ কি এখনও চলছে, না চলছে না ? যদি চলে থাকে তবে নিশ্চয়ই বলতে পারেন যে কবে শেষ হবে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তরে বলেছি যে এক্জেভেশান ওয়ার্ক ইজ ইন প্রগ্রেস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— একসকেভেসন ওয়ার্ক ইজ ইন প্রগ্রেস বললে, একথা কি বলা যায় না যে ট্যাঙ্কটা কাটানো কবে শেষ হতে পারে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বৃষ্টি নামবার আগে শেষ হবে।

শ্রীবুলু কুকী :—শেষ করার কোন টারগেট ছিল কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক : সে সমস্ত কাজের কোন টারগেট থাকে না। ট্যান্ক কয়দিনে কাটানো হবে তার টারগেট থাকে না। এটা ডিপেন্ডস অন দি এক্সকেভেশন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ট্যান্ক কাটতে গিয়ে মোট কত টাকা খরচ হবে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এষ্টিমেটেড্ কষ্ট আমি বলতে পারি। Estimated cost for Gandigram—Rs. 12,547/-. For Lankamura Rs. 8,660·66 nP and for Kalachara Bund 5,400/-.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই ট্যান্‌ক কাটতে গিয়ে লেবারদের 'পে'টা কত করে দেওয়া হয় ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—যে সিডিউল রেট আছে তাই দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সিডিউলটা কত বলতে পারেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি ঠিক যে, সিডিউল যে রেট আছে ঠিক তার থেকে অনেক কম করে লেবারদের দেওয়া হয় ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ট্যান্‌কটা কাটানো হচ্ছে সেই ট্যান্‌কে জল থাকবে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—এটা আমি বলতে পারি না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে জল থাকবে কিনা। থাকবার জন্যই ট্যান্‌ক কাটানো হচ্ছে।

শ্রীহেমন্ত দেব :—আমি জানতে চাই যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্যান্‌ক কাটানোর পরে যদি জল না আসে বা বর্ষায় জল হতে পারে কিন্তু বর্ষার পরে তখন জল থাকবে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগেই বলেছি যে পুকুর এখনও কাটানো শেষ হয় নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা মনে করেন না যে বর্ষাকাল এখন এসে পড়েছে এবং যদি এখনি কাটানো না হয় তাহলে পরে পুকুর আর কাটানো যাবে না ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখনি বর্ষা আসে নি। আমরা জানি আষাঢ়, শ্রাবণ দুইমাস বর্ষাকাল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন না যে গতকালও বৃষ্টি হয়ে গেছে এবং এই বৃষ্টি হওয়ার ফলে পুকুরে জল জমতে পারে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শীতকালেও বৃষ্টি হয় এবং যে কোন দিনে বৃষ্টি হতে পারে।

Mr. Speaker : - I think the questions and answers should be on concrete things. Academic discussion would not help any body. If we start a research about the 'Barshakal' and 'Basantakal', you see, it will not be of any use to us. Both the questions as well as answeres should be on concrete form.

Mr. Speaker :—Next I would call on Shri Sunil Kr. Choudhury.

Shri Sunil Kr. Choudhury :—296.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No 296.

QUESTION	ANSWER
1) What are the reasons for enhancing the price of ration supplies through Government Ration Shops ;	The Government of India have increased the issue prices of rice and wheat supplied from Central Stocks and as such, the issue prices of rice and wheat released through fair price shops in Tripura have to be enhanced proportionately on the advice of the Government of India.

2)	What steps have been taken to bring down this price to the old level ?	The Government of India was moved to bring down the issue price in Tripura but they did not agree.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন চাউলের দর কত থেকে বাড়িয়ে কত করা হয়াছে ?

শ্রীবি, দাস :—১৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৩ টাকা করা হইয়াছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই দরটাকে আরও বাড়াবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—এই কথাটা ঠিক নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে কন্ট্রোল এ যে সমস্ত চাউল দেওয়া হয় তাতে অত্যন্ত ধান এবং কাঁকড় থাকে।

শ্রীবি, দাস :—আমাদের যতটুকু জানা আছে তাতে ধান এবং কাঁকড় খুব বেশী থাকার কথা নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কন্ট্রোলের চাউল খান ?

শ্রীবি, দাস :—আমরা কন্ট্রোলের চাউল খাই, বাজার থেকেও খাই সব জায়গা থেকেই খাই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের থেকেই চাউল খেয়ে বেড়াই।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে রেটটা বাড়ান হয়েছে এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা মধ্যবিত্ত এবং কৃষক তাদের একটা চরম বিপর্যয়ের অবস্থা এসেছে এটা সত্য কিনা ?

শ্রীবি, দাস :—এই কথাটা সত্য নয়, কারণ কৃষকদের চাউল আছে ঘরে কাজেই তাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে চাউলের যে কোটা এখন দেওয়া হয়, পার হেড পার ফেমিলি, সে কোটা বাড়ান হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—না, সেই কোটা বাড়ানো হবেনা কারণ এটা হল একটা অল ইণ্ডিয়ার কোটা অতএব সেই অনুসারে সেটা বাধা হবে এর চেয়ে কমতে পারে বাড়তে পারেনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, চাউলের কোটা আরও কমাবার কোন চিন্তা গভর্ণমেণ্ট করেছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—যদি সেই রাইস না পাওয়া যায় তাহলে কমিয়ে দিতে হবে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট থেকে যদি রেশনের চাউল পাওয়া না যায় তাহলে কমিয়ে দিতে হবে।

Mr. Speaker :—There are some Starred Questions. The Members who give notices are absent in the House to day.

Shri Atiqul Islam :—May I ask, Sir ?

Mr. Speaker :—Yes.

Shri Atiqul Islam :—166.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 166.

QUESTION.	REPLY.
a) Names of the contractors who supplied bricks for the construction of Nabagram Higher Secondary School building at Sadar ;	.. (a) i) Shri Jitendra Ch. Dutta ii) Sri Sibcharan Dey, Agartala. iii) Sri Kali Kumar Dey, Agartala.
b) Total amount of cement supplied for construction of the said building.	(b) 1418 bags.
c) Whether any enquiry has been made into the complaints of misappropriation of cement ;	(c) There was no compaint regarding any misappropriation of cement and hence question of enquiry does not arise.
d) If so, the results of the enquiry.	(d) Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে, এই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে যে সমস্ত ইট সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে, সেইগুলি তৃতীয় শ্রেণীর ইট কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ইট লাগান হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করিনা কারণ যে স্পেসিফিকেশন আছে সেই অনুসারে ব্রিক লাগান হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী নামে যে একজন ভদ্রলোকের ইটের ভ টি ছিল, যে ইটগুলি রিজেক্টেড করা হয়েছে, সে ইটগুলি স্কুলে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা ?

Shri M. L Bhowmik :— This question is not related with the main question, so it does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে স্কুলের জন্য যে সমস্ত সীমেণ্ট স্যাংশান করা হয়েছিল সে সমস্ত সীমেণ্ট স্কুলে ব্যবহার না করে পার্সন্যাল পারপাসে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

Mr. Speaker : Any other question

Shri Atiqul Islam :— 236

Shri M. L Bhowmik :—Hon'ble speaker Sir, starred question No. 236

QUESTION	REPLY
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supply Deptt. be pleased to state :—	
a) Whether attention of the Govt. has been drawn to the reports appeared in Ganaraj of 21. 2. 65 and 26. 2. 65 and Jagaran of 21. 2. 65, containing some serious allegations against Shri Haripada Rai (Saha) a sugar dealer of Colonel Chowmohani, Agartala.	Yes.
(b) if so, what steps have been taken in the matter ?	The matter is being enquired into.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে জাগরণে যে রিপোর্টটা বেড়িয়েছিল ২১।২।৬৫, সেখানে কি রিপোর্ট বেড়িয়েছিল ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— জাগরণে ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— হ্যাঁ।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—এটা একজন লোক হরিপদের দোকান থেকে চিনি নিয়ে যাচ্ছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— পত্রিকায় কি রিপোর্টটা এই রকম ছিল না যে যিনি নাকি ডীলার তিনি নিজেই ১৭ সের চিনি নিয়ে রাত্রিতে পাঁচার করছিলেন ; এখন ধরা পড়েছেন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— পত্রিকায় কি লেখা আছে না আছে সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল ফ্যাক্ট কি। সেটাই হচ্ছে একটা লোক পনের সের চিনি নিয়ে যাচ্ছিল এবং সে লোককে সেখানকার লোক ধরে পুলিশের কাছে দেয় পুলিশ ব্ল্যাক মার্কেটিং'এর কেস ইস্যু করেছে এবং সেটার চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। আর অ্যাডালটারেশানের একটা কেস ছিল সেটা অ্যানালিসিসের জন্য ক্যালকাটা অ্যানালিসিষ্টের কাছে পাঠান হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যে কথা বলেছেন সেটা ভাল কথা। উনি বললেন যে পত্রিকায় বেড়িয়েছিল একজন লোক চিনি নিয়ে যাচ্ছিল।

Mr. Speaker :—The question is, if the Hon'ble Member can get the information from that paper he did not put the question from the available sources. If any information can be obtained from available records or documents or paper, you see, a question may be put.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কোয়েশ্চানটাইত স্যার, পত্রিকা সংক্রান্ত, পত্রিকার ডেট দিয়েই কোয়েশ্চানটা আনা হয়েছে।

Mr. Speaker :— Yes, from that you may put any question you like. It has been reported here in the 'Jagaran' so and so and so the Minister on the Government has to say on that.

শ্রীআতিকুল ইসলাম : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যিনি চিনিটা স্মাগলিং করছিলেন তিনি সেই কর্ণেল চৌমুহনীর ডিলার কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— তা আমাদের জানা নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— স্যার, প্রশ্নত শুধু............

Mr. Speaker :— Name has been given. In the paper has the name of the man implicated has been given ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— পেপারে লিখেছে যে ডীলার সতের সের চিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন, যদি পেপারের রেফারেন্সে বলে থাকেন তাহলে আনসারটা ত মিলছে না। পেপারে উঠেছে যে ডীলার সতের সের চিনি নিয়ে স্মাগলিং করতে যাচ্ছিলেন। কাজেই আমি চাচ্ছি, সেই কেসটাকে এনকোয়েরী করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : - এখানে লোকটার নামও বলা হয়েছে যে কে নিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা হলো যে ৯ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরথীন্দ্র চক্রবর্তী ওরাজ কেরিং অ্যাবাউট ১৫ কে, জি, সুগার। সে লোকটাকে কর্ণেল চৌমুহনীর কাছে ধরা হয় এবং বলা হয় যে সে লোকটার বিরুদ্ধে একটা কেস দেওয়া হয়েছে সেটা হল ব্ল্যাক মার্কেটীং এর কেস এবং তাকে চার্জশীট দেওয়া হয়। এখন সে লোকের সাথে মিলে কিনা

আমার বলার শক্তি নাই। অতএব এই সেই লোক আমরা যাকে ধরেছি সেই পনর কে, জি, সুগার নিয়ে যাচ্ছিল কর্ণেল চৌমুহনীর কাছে অন নাইথ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫, সেখানে জনসাধারণ তাকে ধরে পুলিশের কাছে দেয়, পুলিশ সেটাকে এ ব্ল্যাক মার্কেটিং এর কেস বলে চার্জশীট দিয়েছে। অ্যাডালটারেশানের কেস সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছিল, সেটা অ্যানালিসিসের জন্য কলিকাতায় পাঠান হয়েছে। সুতরাং এখন কোন পত্রিকায় কি ছিল না ছিল সে সম্পর্কে আমরা বলতে পারব না এই হল ফ্যাক্ট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ২১।২।৬৫ এবং ২৬।২।৬৫ গণরাজ পত্রিকায় যে খবর বেড়িয়েছিল সেই খবরের ভিত্তিতে গভর্ণমেণ্ট কোন এনকোয়েরী করেছেন কিনা?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— জনসাধারণ ধরে পুলিশে দিয়েছে পুলিশ সেটাকে ব্ল্যাক মার্কেটিং এর কেস বলে চার্জশীট দিয়েছে। সেটা তার অনুবলে ধরা হয়েছে না জনসাধারণের অনুবলে ধরা হয়েছে সেটা বলা শক্ত।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে গণরাজ এবং জাগরণে যে কেইস দুইটার কথা রেফার করা হয়েছে—

Mr. Speaker :— What is that case? In that case you can clearly put it down.

Shri Atiqul Islam :— Smuggling of Sugar.

Mr. Speaker :— The paper Ganaraj and Jagaran are not in the House, it is not with the Hon'ble Minister and I do not know whether it is with the Hon'ble Member. So you should put the question in a concrete form.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— Sir, জাগরণ এবং গণরাজের নাম কোশ্চানের মধ্যে করা আছে।

Mr. Speaker :— What is the allegation, what is the allegation.

Shri Atiqul Islam :— The allegation is about smuggling.

Mr. Speaker :— Yes, than you are to put that.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমি তো সেইটাই বলছি স্যার, ২১, ২. ৬৫ এবং ২৬. ২. ৬৫ তে যে স্মাগলিং এর খবর গণরাজ এ বেড়িয়েছে সেই ঘটনাটার তাঁরা কোন ইনকোয়ারী করেছেন কিনা?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মুখ্য মন্ত্রী এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

Mr Speaker :— Is there any name mentioned in the report of Ganaraj?

Shri Atiqul Islam :— No, Sir.

Mr. Speaker :— No, yes now you may reply.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে তিনি বলেছেন যে ব্ল্যাকমার্কেটিং এর কেইসে রথিন চক্রবর্তী, তার বিরুদ্ধে সরকার মোকদ্দমা করেছেন আণ্ডার এসেনসিয়ে লকমোডিটিস এক্ট, চার্জশীট অলসো হেভ বিন ফ্রেমড এগেইনষ্ট হিম এণ্ড হি উইল ষ্টেণ্ড ট্রায়েল

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন এই সেই লোকটি কি ডিলার?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক : মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এর জবাব দিয়েছেন—রথিন চক্রবর্তী সেই।

শ্রীলুড়া আং মগ :— ডিলার কিনা?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— উই ডু নট নো হোয়েদার হি ইজ এ ডিলার অর নট।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমরা জানি যে সে ব্ল্যাক মার্কেটিং করছিল, তাকে ধরা হয়েছে, চার্জশীট করা হয়েছে এবং সেটা পুলিশের কি কি তদন্ত আছে সেটা শেষ না হওয়া পর্যান্ত বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

চার্জশীট দিয়েছে সেটা শেষ না হতে আমি বলতে পারব না। অতএব তার আগে কিছুই বলা যাবে না। ব্ল্যাক মার্কেটিং এর কেইসে তাকে ধরা হয়েছে, ১৫ কিলো সুগার তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল, অতএব তাকে ধরা হয়েছে। আর একটা হল যে কেইসের কথা আমি বলেছি সেটা হল একটা এডাল-টারেশনের কেইস এবং সেটা এনালাইসিস এর জন্য কলিকাতা পাঠানো হয়েছে।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই লোকটা ডিলার কিনা ? সেটা তদন্ত করবেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : তা আমি বলতে পারব না কারণ পুলিশ এই লোকটার বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়েছে তারপর আমার কি করবার আছে তা আমি বুঝতে পারছিনা। চার্জশীটের পরে আবার কেইস ফ্রেম করতে হবে তা আমি বলতে পারব না। চার্জশীটের পরে আমি কোন কিছু বলতে পারব না।

মিঃ স্পীকার : ইজ দেয়ার এনি কোশ্চান ?

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে হরিপদ সাহা বা রায় সুগার ডিলার তার এগেইনষ্ট এ কোন একশন নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ : আমি আগেই বলেছি এডালটারেশনের জন্য একটা কেইস হয়েছে হরিপদ রায় এবং তার এডাল্টারেশনের জন্য এনেলাইসিসের জন্য কলিকাতা পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই সুগার স্মাগলিং, তার জন্য তার বিরুদ্ধে কোন একশন নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— সেই জন্য তার লাইসেন্স কেন্সেল করা হয়েছে। (ইনটারেফশন)

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ইট ইজ নট ক্লিয়ার।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক : - মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বলা হয়েছে যে তার সুগার লাইসেন্স কেন্সেল করা হয়েছে।

Mr. Speaker :— This information was not supplied.

Shri Atiqual Islam :— Yes Sir,

Shri Manindra Lal Bhowmik :— They did not want this information.

Mr. Speaker :— They also did not put it in a concrete form, therefore I was pressing that the question should be in a concrete form and the answer should also be in a concrete form. Is there any other question ?

Shri Atiqual Islam :— Question 237.

Shri B. Das :— (Dy. Minister) Hon'ble Speaker , Sir, Question No. 237.

a) Whether any complaint has been received from the people of Tuisindai, Teliamura against Shri Krishnamohan Deb who has been given contract for the construction of bridges on Tusindrai-Krisiabai-Kaipung Road, Tehasil Teliamura.	...............No
b) Whether it is a fact that the timber used for the construction of these bridges are not according to specification,	. ...Does not arise.
d) If so, steps taken in the matter ?	.........Does not arise.

Mr. Speaker :— No other supplementary.

Then I would pass on to the next item. Next item in the List of Business is Government business (Financial) Voting on Demands for Grants for 1965-66.

Next item in the List of Business Voting on 6 Demands viz. Demands No. 27—Famine Relief, No 28—Pension and other Retirement Benefits, No. 29—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers, No. 32—Miscellaneous, No. 33—Other miscellaneous Compensations and Assignments and No—30 Stationery and Printing are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing the Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Chief Minister will move the Demands standing in his name one by one when I call a particular Demand and as soon as the Chief Minister has moved the Demand I shall take all the Cut Motions relating to that Demand to be moved and there will be discussion on the Demand and the Cut Motions. Thereafter, when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demands No 32—Miscellaneous and No. 33—Other Miscellaneous Compensations and Assignments together and I shall have one general debate on these Demands as they are of allied nature : of course, I shall dispose of the Demands separately.

Now I shall request the Hon'ble Chief Minister to move his Demand No 27—Famine Relief

Shri S L. Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,35,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 27—Famine Relief.

Mr. Speaker :— Against this Demand there is one Cut Motion tabled by Shri Bulu Kuki to discuss on inadequacy of provisions for famine relief.

I would call on Shri Bulu Kuki.

শ্রীবুলু কুকি ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা সরকারের কৃষি নীতির ব্যর্থতার ফলে আজকে ত্রিপুরার মধ্যে অভাব দিনের পর দিন সৃষ্টি হচ্ছে কারণ গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বৎসরে, চলতি বৎসরে অভাবটা আরো বেড়ে গেছে এবং এটার মূল কারণ হল তাদের এখানে যে কৃষি নীতি। এই সমস্ত যারা নাকি অভাবগ্রস্ত সেই সমস্ত লোকদেরকে সাহায্য করা প্রয়োজন এবং তাদেরকে সাহায্য করতে হলে পরে আমাদের টাকার প্রয়োজন, কিন্তু এখানে যে টাকার প্রভিশন রাখা হয়েছে রিলিফের কাজে এটা তুলনার অনুপাতে খুব কম কারণ আমরা এই বাজেটে দেখতেছি মাত্র এক লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে, কারণ দুর্ভিক্ষ প্রতি বৎসর হয়, এটা আমাদের সকলের জানা আছে যে গত বৎসর ত্রিপুরার মধ্যে

এই দুর্ভিক্ষের ফলে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়েছে কারণ এই সমস্ত গত সেসনে আমি হাউসকে জানিয়েছিলাম যে রাইমাসরমায় অনাহারে ১১ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আজকে গভর্ণমেণ্টের এবং এইখানে মন্ত্রীদের দায়িত্ব সেই অভাবগ্রস্থ এবং দুর্ভিক্ষগ্রস্থ জনসাধারণকে রক্ষা করাব। কিন্তু এই রক্ষা করতে গিয়ে আজকে যে ভাবে এইখানে বাজেট এষ্টিমেট করা হয়েছে, সেটা এত নগণ্য এবং এত কম যে এই টাকা দ্বারা সেই জনসাধারণকে দুর্ভিক্ষের হাত হতে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আর আমি জানি যে এই বৎসরেই যে দুর্ভিক্ষ হবে না এই কথা আমি বলতে পারি না। কারন এখনি প্রত্যেক বাজারে সারা ত্রিপুরার মধ্যে ৩৫ টাকার উপরে চালের দাম উঠে গেছে। এখন আরও ৩ মাস পরে যে দুভিক্ষ হবে না এটা বলা অসম্ভব। কারণ এটা আমাদের ধরতে হবে বুঝতে হবে যে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে দুর্ভিক্ষ অনবরত এবং তার অবস্থা আজকে সারা ত্রিপুরার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে এটা আমরা দেখতে পাই এখন সব দিকে অনাহারে মানুষ হাহাকার করছে এবং সকলে কণ্টোলের চাল, রেশনের চালের উপরে তারা সব নির্ভর করেছে। কিন্তু আজকে প্রধান কথা হচ্ছে যদি সেই কণ্টোলের চাল খরিদ করতে হয় তাহলে তাদের টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে। তাদের ব্যবসা বাণিজ্য তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। বিশেষ ভাবে যারা কৃষক আছে, গ্রামাঞ্চলের জনসাধারন আছে তাদের নির্ভর করতে হবে সরকারী টেষ্ট রিলিফ এবং সরকারী সাহায্যের উপরে। অতএব আজকে যে অবস্থায় এবং যে দৃষ্টি ভঙ্গীতে এই টেষ্ট, রিলিফের কাজের জন্য এবং গ্রাচুয়িটি রিলিফের জন্য যে টাকা এখানে স্যাংশন করা হয়েছে এবং যে বাজেট এষ্টিমেট করা হয়েছে এটা খুবই কম এবং এটা সম্পর্কে আমি এই হাউসে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তবে একটা কথা হল আজকে আমি এই জিনিষটা খুব ভাল করে বুঝতে পেরেছি যে বর্ত্তমান ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে রক্ষা করতে নারাজ এবং জনসাধারণকে দুর্ভিক্ষের হাত হতে রক্ষা করতে নারাজ। কিন্তু অন্য একটি কাজ করতে তাদের বাঁধে না। সেই জিনিষটা হল আমি জানি যে যে জায়গাতে দুর্ভিক্ষ হয় সেই জায়গাতে আজকে জনসাধারণ তারা কাজ পাচ্ছে না, কাজের জন্য আজকে তারা চারিদিকে ছুটাছুটি করছে। কারণ কণ্টোলের চাল খরিদ করতে হলে পরে এবং বাজারের চাল খরিদ করতে হলে পরে তাদের জীবনকে রক্ষা করতে হলে পরে টাকার প্রয়োজন আছে। টাকা ছাড়া তারা কোন সময় কণ্টোলের চাউল এবং বাজারের চাউল তারা খরিদ করতে পারবে না। কিন্তু ঐ সমস্ত জনসাধারণকে বিশেষভাবে অমরপুরের জনসাধারণকে তারা সে সমস্ত টাকা পাওয়ার যে তাদের যে জায়গা যেমন যখানে যেখানে কণ্ট্রাক্টরের কাজ করে টাকা যাতে রোজগার করে কণ্টোলের চাউল খরিদ করতে পারে সে সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং বন্ধ করে দিয়ে যারা নাকি আমার দেশের প্রতি শত্রুপক্ষ সেখানের লোকজনকে এনে লেবার এনে আমাদের সেই টাকা তাদের তুলে দিচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি এই হাউসে এইকথা বলতে চাই যে নাগরিক পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে সেই খবরটা কি "অমরপুর রাস্তার কাজে যে সহস্রাধিক পাক শ্রমিক নিয়োগ" এবং এই যে সহস্রাধিক পাক শ্রমিকদের দ্বারা দৈনিক কত টাকা তারা রোজগার করে ? ৪ হাজার টাকা দৈনিক তারা রোজগার করে। আজকে এই টাকা যদি আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণ যারা কৃষক আছে, যারা লেবার আছে তাদের হাতে যদি এই ৩ হাজার ৪ হাজার টাকা দৈনিক যেত তাহলে পরে তারা অন্ততঃ বাঁচার মত ব্যবস্থা করা সম্ভব হত। কিন্তু তারা করে নাই। অথচ এই সরকার,

এই রুলিং পার্টি তারা দেশের নিরাপত্তার নাম করে ডি, আই, রুল জিয়াইয়া রেখে আমাদের যে সমস্ত যারা নাকি গণতন্ত্রের পথে যদি জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য যারা নাকি আন্দোলন করতে চায় এবং জনসাধারণের দাবীকে নিয়ে যারা নাকি অগ্রসর হতে চায় তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য তারা এই কথা বলে ডি, আই, রুল বলে তারা আটক করে রেখেছে। কিন্তু যে পাকিস্তান আমাদের প্রতি সর্বদা শত্রুতাপন্ন এবং যারা নাকি আমাদের আক্রমণ করার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট আছে সেইখানের লোক এখানে এসে আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে এই ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট। সে জন্য যদি কোন কারণে ত্রিপুরার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তাহলে বর্ত্তমান যে রুলিং পার্ট্রি আছে আমি সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করব। তাছাড়া আমি জানি গত ১৯৬৪ সালে জুলাই আগষ্ট মাসে সেখানে অনেক পাকিস্তানী লেবার এসেছিল এবং তাদিগকে এরেষ্ট করা হয়েছিল। এরেষ্ট করার ফলে আমাদের ভারতের যারা কণ্ট্রাক্টর আছে এই ত্রিপুরার যারা নাকি কণ্ট্রাক্টর সেই কণ্ট্রাক্টররা তাদের সিকিউরিটি দিয়ে এবং ৫০ টাকা জরিমানা দিয়ে তাদের সেখান থেকে বাহির করে নিয়ে আসে। তার অর্থ হল যারা নাকি দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে এবং কৃষকদের যারা কাজ করে খেতে পারে সেই পথ বন্ধ করে দিয়েছে আজকে আমাদের সরকার। অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই কথা বলতে চাই যে এই সমস্ত অনেকবার পত্রিকাতে রিপোর্ট হয়েছে কিন্তু তদন্ত করে কি হয়েছে তা দেখে নাই। দেখবার প্রয়োজন তারা বোধ করে নাই। কারণ এই কণ্ট্রাক্টরা যদি তাদের পকেটে পয়সা থাকে তাহলে কংগ্রেসের ফাণ্ড বাড়বে এবং কংগ্রেসের প্রচার করা সুবিধা হবে। কারণ জনসাধারণের স্বার্থের জন্য তারা কাজ করতে রাজী না। যার ফলে আমরা দেখতে পাই এইখানে অমরপুরে সেই অবস্থা। পাকিস্তানী লেবারদের তারা পজিশন করছে এবং তার দ্বারা আমাদের দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। (এ ভয়েস: পত্রিকার তারিখটা বলুন) এই পত্রিকা নাগরিক পত্রিকা ৪ঠা এপ্রিল ১৯৬৫।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— স্পীকার স্যার, রিলিফের সম্পর্কে আমি খুব বেশী বলতে যাচ্ছি না কারণ এই বিষয়ে কথা বলে খুব লাভ নেই। কারণ রিলিফ, আমাদের দেশের এখন যে অবস্থা সকলেরই দরকার। যাদের নাকি মনে হয় দরকার নাই প্রকৃতপক্ষে তাদেরও দরকার। তবে আমি এখানে একটি কথা উল্লেখ করতে চাইছি। আমি একটা কলিং এটেনশান দিয়েছিলাম ভটপুকুরে আগুন লাগা সম্পর্কে। সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তিনি এই সময়েতে পারবেন না। সেই ঘটনাটা সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করার উদ্দেশ্যই এই ঘটনাটা আমার এখানে বলা। ভটপুকুরে কয়েকদিন আগে আগুন লাগল এবং আগুন লাগাতে প্রায় ২৫।৩০ টা ঘর একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেল। যারা সেখানে আছে তারা অধিকাংশ গরীব লেবারার বা সাধারণ ছোট ছোট দোকানদার। এই আগুন লাগার ফলে তারা এখন একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। সেখানে সরকার থেকে খানিকটা চিড়া আর পাউডার মিল্ক ছাড়া এখন পর্য্যন্ত আর কিছু দেওয়া হয়েছে বলে অন্ততঃ আমি খবর পাইনি। অথচ তাদের যদি কিছু ফিনান্সিয়াল এড দেওয়া না হয়, তাদের যদি কিছু মেটেরিয়াল হেল্প না করা হয়, ছন বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে, তাহলে তাদের পক্ষে এই ঘরগুলি তোলা একেবারে অসম্ভব। এই সম্পর্কে তারা অনেকবার এসেছেন ; শুনেছি অনেক মন্ত্রীও সেখানে গিয়েছেন। গিয়ে তাঁরা কি করে এসেছেন সেই খবরটা অবশ্য এখন পর্য্যন্ত আমি পাই নি। কিন্তু যদি তাদের এখনও কোন সাহায্য করা না হয় তাহলে ওরা বাড়ীগুলি যে রিকনষ্ট্রাকশন করতে পারবে সেই সম্ভাবনা কম। কাজেই এই দিকে আমি মিনিষ্টার কনসার্ণড এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে তাদের কিছুটা সাহায্য ইমিডিয়েটলী দেওয়া দরকার।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Karunamay Nath Choudhury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড রেখেছেন আমি সেই ডিমাণ্ডের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। সেখানে এই প্রসঙ্গে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য দুইজন যেটুকু বলেছেন, প্রথমতঃ বলতে হয় ফেমিন্ রিলিফ'এ যে আলোচনা আসার কথা ছিল এখানে ঘর পোড়ার কথা আসার প্রশ্ন উঠে না। ন্যাচারেল ক্যালামিটিজ বলতে বা ফেমিন্ রিলিফ বলতে এখানে ঘর পুড়া বুঝায় না। তারপর আরেকজন সদস্য তিনি কোথায় পাকিস্তানী লেবার আসছে ইত্যাদি বলে একটা দৃশ্যের অবতারণা করেছেন কিন্তু রিলিফ সম্পর্কে তিনি সত্যই কিছু বলতে পারেন নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬৩ সালে যে ভয়ংকর অবস্থা হয়েছিল, এখানে যেমন বন্যা হয়েছিল তেমনি বড় তুফানে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক ডিভিশন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল তখন সেখানে যথাসময়ে রিলিফ দেওয়া হয়েছিল। বাজেট প্রভিশান রাখা দরকার সেই প্রভিশান এখানে রাখা হয়েছে। এখন রুলিং পার্টির লোককে কিছু বকতে হবে, তাদের কিছু মন্দ না বললে নিজেদের সুবিধা হবে না সেজন্য কিছু বলতে গিয়ে বলে ফেলেছেন আমার মনে হয় আমার বক্তব্যের মধ্যে বিরোধী পক্ষের একজন সদস্য ছোট্ট একটা প্রশ্ন রেখেছেন যে ঘর পোড়ার জন্য যে সাহায্য এটা কি ফেমিন্ রিলিফ থেকে দেওয়া হয়না ?

(ভয়েস —কোথা থেকে দেওয়া হয়, কোন্ হেডের থেকে দেওয়া হয় ?)

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ—আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমার বক্তব্য রাখছিনা, আমি রাখছি যে এখানে ফেমিন রিলিফ বলে যে হেড রয়েছে যে কারণ বশতঃ আমরা এখানে ১,৩৫,০০০ টাকা এখানে ব্যয় মঞ্জুর'এর কথা বলব আমি সেই সম্পর্কে বলব। এখানে আমাদের গত বৎসর টাকা ব্যয় হয়েছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে যেটুকু রাখলে আমাদের কাজ চলে সেই অনুযায়ী রাখা হয়েছে। ফেমিন রিলিফ এমন কোন অবস্থা কেউ পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বলতে পারেনা যে আগামী বৎসর কি অবস্থা আসবে এবং সেই অবস্থার জন্য আজকে একটা অযথা অতিরিক্ত টাকা ধরে রাখতে হবে বাজেটে, এই রকম কোন বিধান নাই, যাতে সময়ে দেওয়া যায় সেজন্য একটা মোটামুটি অন্যান্য বৎসরে যেভাবে থাকে সেভাবে ব্যবস্থা রাখতে হয় এবং তাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী রেখেছেন এখানে যথোপযুক্ত হিসাব নিয়ে রেখেছেন এবং আমি মূল বক্তব্য সমর্থন করছি, তাই বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন তার কোন সারবত্তা নাই, তাই তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :– I would call on Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীহ্লুড়া আং মগ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রুলিং পার্টির একজন সদস্য এই যে ফেমিন রিলিফ'এ যে কাটমোশনটি এখানে রাখা হয়েছে এটাকে বিরোধিতা করতে গিয়ে যে কথা বলে গেলেন—কারণ তিনি এলাকা সম্পর্কে কোন তথ্য না জেনেই, কোন সামঞ্জস্য না রেখেই এখানে তিনি এই সাফাই গেয়ে গেলেন, আমি মনে করিনা এই কথা—কারণ ধর্ম্মনগর এলাকার মধ্যে খেদাছেড়া, দশদ', কাঞ্চনবাড়ী এলাকার যে অবস্থা দেখি, বর্ত্তমান অবস্থায় সেখানে চাউলের মূল্য ৩০ টাকার উপরে উঠেছে এবং সেখানের যে জনসাধারণ ক্ষুধার তাড়নায় সমস্ত ছেলে মেয়েরা স্কুল ছেড়ে এবং সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দিয়ে তারা আজ সে সমস্ত পাহাড়ী ছেলে মেয়েরা আজ পাথর ভাঙ্গছে সেখানে আর একথা মনে করলেন না এই সদস্য, তার এলাকার যে অবস্থা তা দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি নয় কি ? এই রকম আজ সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিলোনীয়া থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত সমস্ত পাহাড়ী এলাকায় জুম বন্ধ করার পর যে হাহাকার রব উঠেছে প্রতি বৎসর সেখানকার মধ্যে—কোন বৎসর অনাহারে মরে নাই এই রকম নজির পাওয়া যায় না। রাইমা শরমা সেই এলাকাতে

১৩ জন লোক মারা গেছে গত বৎসর, খৈফাং এলাকায় ২।৩ জন মেয়ে সেই ক্ষুধার তাড়নায় তারা সেখানে মারা গেল কিন্তু আজ পর্য্য শুনলাম না রুলিং পার্টি থেকে যে আজ পাহাড়ী এলাকার মধ্যে এই রকম অভাব অনাহার সৃষ্টি হয়েছে। তা এখন দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের মুখের মধ্যে এইরকম শুনতে পেলামনা, কি রকম দেশ দরদি মানুষ তা আমি বুঝতে পারলাম না যে এতবড় একটা সাফাই গেয়ে গেলেন কিন্তু আমি মনে করি এই সমস্ত অঞ্চলকে, পাহাড়ী অঞ্চলকে সাবরুম থেকে শিলাছড়ি, খৈফাং থেকে রামগড়, সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চলকে সেখানে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হউক এবং যে টাকাটা এখানে রাখা হয়েছে সেই টাকাটা মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। মাত্র ষ্টেট রিলিফের মাধ্যমে রাখা হয়েছে এক লক্ষ টাকা, গ্রেচুইটি রিলিফে রাখা হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা, সেটা এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোথাও জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হয় নাই। প্রায় ২১ হাজার'এর উপর পরিবার এখনও হয় নাই, যাদের পুনর্ব্বাসন হয়েছে তারাও যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। সেই অন্নের অভাবের তাড়নায় তারা বনের মধ্যে আলু খোঁজে বেড়াচ্ছে, বাঁশ কড়ল খোঁজে বেড়াচ্ছে এটা তারা চোখে দেখেন না, শাসক পক্ষের দল। কিন্তু আজ কতবড় যে নির্লজ্জ একটা সাফাই গেয়ে গেলেন যে এটাতেই তাদের চলবে। একজন সদস্য, শ্রীবুলুকুকি বললেন পাকিস্তানের কথা, পাকিস্তান থেকে এখানে যে মজুর আনে কনট্রাক টাররা এবং আমাদের খাদ্য লুট করছে, সেটার উপর সরকারের চোখ নাই এবং আমাদের দেশের মানুষ আজ সেই অন্নের অভাবে, খাদ্যের অভাবে ঘুরাফেরা করছে এবং আজও আনএমপ্লয়মেন্ট রেজিষ্টার্ড খাতার মধ্যে প্রায় ১৫ হাজারের মত বেকার অবস্থায় আছে এই দিক দিয়ে এবং এই অবস্থার পরিপেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব চেহারাটা কি—বাস্তব চেহারাটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখছি পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে প্রায় সব সময় অভাব লেগেই আছে, সেই অভাবটার দিকে দৃষ্টি রেখে সমস্ত মানুষকে সেবা করা, সত্যকারের দেশ সেবা করার যদি প্রবৃত্তি থাকে তাহলে আমি মনে করিনা এই টাকাটা রাখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, বেশী টাকা রাখলে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর মাধ্যমে অনুরোধ করতে চাই রুলিং পার্টি এবং সেই মন্ত্রী-মণ্ডলীর কাছে, এই যে রিলিফ খাতে যে টাকাটা রাখা হয়েছে সেই টাকাটা বাস্তব চিত্রের তুলনায় খুব সামান্য টাকা এটা বাড়ালে অনেকে কাজ পাবে, অনেকে তার থেকে বাঁচতে পারবে, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এই বাজেট করা প্রয়োজন। অবিলম্বে সে সমস্ত পাহাড়ী এলাকাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করে, টেষ্ট রিলিফ এবং ব্যাপকভাবে সাহায্য বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হউক, এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Chief Minister to give his reply.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফেমিন রিলিফ-এর টাকার বরাদ্দ খুব কম, সেটা বর্দ্ধিত আকারে রাখা হউক এই বলে একটা কাট মোশান আনা হয়েছে এবং এই জায়গাতে মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ১৯৬৫-৬৬ সালে রিলিফের জন্য ১,৭২,৮৫০ টাকা আমরা বরাদ্দ করেছি, ১৯৬৪-৬৫'এ ১,২৫,০০০ ছিল বরাদ্দ, ৩,৭০,০০০ টাকা আমরা ব্যয় করেছি। অতএব সময়ে আনফোরসীন চার্জ এই জায়গাতে রাখা হয়েছে অতএব সেই অনুসারে একটা সাম এখানে রাখা হয়েছে, তারা যে তা জানেন না তা নয়, তারা তা জানেন। এখন বলা হচ্ছে অভাব নাই একথা আমরা বলছিনা, অভাব এবং ফেমিন এক কথা নয়। অভাব আছে, চাউলের এবং সেজন্য আমরা সেটাকে ফিল-আপ করার জন্য ২৪ হাজার মেট্রিক টন্স খাদ্য বাহির থেকে আনছি এবং সেটাকে বৃদ্ধি করার জন্য গ্রো মোরে ফুড ক্যাম্পেন, এ ক্যাম্পেনকে জয়যুক্ত করার জন্য আমরা প্ল্যান এবং স্কীম-এ টাকা রেখেছি।

এখন তাদের কথা হল এই যে গ্রো মোর ফুড ক্যাম্‌পেন—ট্যাম্‌পেন বুঝিনা, তাহলে ত অভাবটা অন্ততঃ এই জায়গাতে জনসাধারণের উপকার হবে। অতএব জনসাধারণকে আগের থেকে যেমন তেমন করে ......তোমরা ঘুর, কাজকর্ম কিছু কর না, তাহলে গ্রো মোর ফুড যে ক্যাম্পেন এবং জুমিয়া রিহ্যাবিলিটেশান-এর জন্য যে স্কীম, ল্যাণ্ডলেসকে বসাবার জন্য যে স্কীম, সে সমস্ত স্কীম কার্য্যকরী হয়ে গেলে পরে তাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সার্থক হবে না, তারা জানেন যদি মানুষকে অনবরত এই কথা বলা হয় তাহলে মানুষ তাদের পেছনে পেছনে যাবে। তাদের দিয়ে দরখাস্ত করাবে, এক টাকা করে চাঁদা আদায় করবে তাদের থেকে এবং সেই টাকা দিয়ে পার্টি ফাণ্ড করা হবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা আগের থেকে এই চীৎকার শুরু করছে, কারণ এখন হাঙ্গামা দ্বারা, ডাকাতি দ্বারা, ভীতির দ্বারা টাকা আর আদায় হয় না। অতএব এই শ্লোগান যদি সমস্ত জায়গাতে উঠানো যায় তা হলে কিছুটা লোকের থেকে চাঁদা আদায় করে পার্টির ফাণ্ডকে শক্তিশালী করার যে প্রচেষ্টা সেটা সার্থক করতে পারবে। তবে সেই আশাতেও বালি। তার কারণ হল এই, জনসাধারণ তাদের সত্যিকার রূপ দেখেছে ও বুঝেছে। অতএব সেইজন্য আজকে এখানে বলা হচ্ছে পাকিস্তান থেকে লেবারার আসছে। একদিকে বলছে কাজের অভাব আবার এইদিকে বলছে অন্যখান থেকে লেবারার এসে কাজ করছে। তা হলে কাজ যথেষ্ট আছে। সেই লোক কাজ যাতে না করে তার ব্যবস্থা করবার জন্য চীৎকার দেওয়া হচ্ছে। অতএব সেই জায়গাতে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। পাকিস্তান থেকে যদি কোন শ্রমিক আসে তা হলে তার শাস্তি হবে, ন্যায়ানুগ ভাবে যে পথ আছে সেই পথ ধরে তার বিচার হয় এবং সেই বিচারে তাদের দণ্ড হবে। অতএব এই কথা বলতে গিয়ে একটা সাপাই গাওয়া হয়েছে। পাকিস্তান যদি আক্রমণ করে, পাকিস্তানের সাথে যাদের দোস্তী, মিতালী, আমি মনে করছি এই যে পাকিস্তানকে বলা হচ্ছে যে আমরা অসন্তোষের সম্প্রদায় এখানে আছি, তোমরা আক্রমণ কর, এটা বলার জন্য এই কথাটা বলা হয়েছে। আমরা সজাগ আছি কারণ আক্রমন করলে পরে আক্রমনের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা প্রস্তুত এবং তার জন্য যা কিছু হওয়ার সরকার যখন চালনা করি তখন সরকার সেই দায়িত্ব নেবে, দায়িত্ব নিয়ে সেখানে সেই অন্যায়কে, আক্রমনের সম্মুখীন হওয়ার জন্য দেশবাসী প্রস্তুত। তারা না থাকতে পারেন কারণ তাদের সাথে চাইনীজ এবং পাকিস্থানের যে ফ্রেণ্ট হয়েছে তারা নিস্ক্রীয় থাকতে পারে এবং তারা আহ্বান করে আনতে পারে। কিন্তু দেশবাসী সেই আক্রমণকে রোখার জন্য প্রস্তুত এবং তার দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছে এবং সেই দায়িত্ব তারা প্রতিপালন করবে। তারপর বলা হয়েছে যে লোক মারা গেছে অনাহারে। ত্রিপুরা রাজ্যে একটা লোকও অনাহারে মরে নি, মরতে আমরা দেব না, মরতে আমরা দিতে পারি না অনাহারে। তবে এটা তাদের প্রচার হচ্ছে। এখন দেশের লোকের মধ্যে অভাব আছে অনটন আছে এটা আমরা অস্বীকার করছিনা। দেশের লোকের মধ্যে অভাব অনটন আছে সেই অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে আমাদের দেশবাসীকে প্ররোচনা দিয়ে আমাদের অভ্যন্তরে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরীর জন্যই তারা তা করছেন। জনসাধারণের দুঃখে নয়, পাকিস্থানের আক্রমনের মনোভাবকে আরো বাড়িয়ে দেওয়াই এই বলার উদ্দেশ্যে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই বলছেন। চায়নিজ আক্রমন রোখার জন্য যে জনসাধারণ রুখে দাড়িয়েছে সেইটাকে দুর্ব্বল করার জন্য এই কথা বলা হয়েছে। অতএব দেশবাসী তাদের সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন এবং অবগতির জন্য সেই ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করছেন। ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই, এখন যুদ্ধকেও ভয় করছেন তার কারণ হল এই ভীতি সন্ত্রাস যারা করে তাদের সাইকোলজি এই, অন্যায়কারী যারা তারা সদাই ভীত থাকে। অতএব আমার বক্তব্য আমি এই জায়গাতে বলছি। আর একজন লোক বক্তৃতা দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য বলেছেন

ভট্টপুকুরে আগুন লেগেছে এবং সেই জায়গাতে ফেমিন রিলিফ দেওয়া হউক। এটা নেচারেল কেলামেটি নয়, যেটা দেওয়ার কথা সেটা সেই জায়গাতেও দেওয়া হচ্ছে। চিড়া, গুর যাই আছে ঠিক সেই অনুসারে দেওয়া হচ্ছে। অতএব সেই অনুসারে দেশবাসীকে আমাদের বলতে হবে যাতে ফায়ার ব্রিগেডের কাজ চলতে পারে সেই সেই জায়গাতে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তাগুলি এন-ক্রোচ করে লোক বসে না থাকে। অন্তত পক্ষে যদি সেই জায়গাতে এই কথা বলে রাস্তাটা প্রশস্ত করার জন্য সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে অনুনয় বিনয় করতেন তা হলে খুব ভাল হত, তারাও প্রটেকশন পেত। কিন্তু সেই সমস্ত কথা না বলে এ উল্লেখ করার কারণ যে কি আমি বুঝতে পারলাম না। অতএব এই যে কাট মোশন তার বিরোধীতা করে আমি আমার ফেমিন রিলিফের যে গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে সেটা আমি হাউসের কাছে রাখছি। আশাকরি হাউস সেটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে এই যে ফেমিন্ রিলিফ-এর টাকা ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য রাখা হয়েছে, সেই বাজেটকে পাশ করে ত্রিপুরার জনসাধারণের উপকারের জন্য, তাহাদিগকে বাঁচানোর জন্য যে অঙ্ক রাখা হয়েছে, প্রয়োজন যখন পড়বে টাকার কোন অভাব হবে না।

Mr. Speaker ;— Debate is closed. I would now put the motion to vote. I would first put to vote the Cut Motion. There is one Cut Motion by Shri Bulu Kuki. The question is that the Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on inadequacy of provisions for famine relief.

As many as are of that opinion will please say "AYES".

"Ayes."

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

"Noes."

Mr. Speaker:—"Noes" have it, "Noes" have it.

I would now put the main motion Demand for Grant No. 27 to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,35,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in the course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 27—Famine Relief.

As many as are of that opinion will please say "AYES".

"AYES."

As many as are of contrary opinion will please say "NOES".

"NOES."

Mr. Speaker :—"Ayes" have it, "Ayes" have it.

I would now take up the Demand for Grant No. 32 and Demand for Grant No. 33 together as they are of allied nature. I would call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand for Grant No. 32—Miscellaneous and 33—Other Miscellaneous Compensations and Assignments together.

Shri S. L. Singha (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 51,23,800/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 32—Miscellaneous.

Shri S. L. Singha :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,00,000/-, [inclusive of the sums specified in culumn 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill 1965] be granted to defray the charges which will come in a course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 33- Other Miscellanceous Compensations & Assignments).

Mr. Speaker :— There are a number of cut motions - one by Shri Aghore Deb Barma. I have admitted all the cut motions. The cut motion of Shri Aghor Deb Barma is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'Failure to extend Municipal area of Agartala and its amenities to adjoining town areas', Another by Shri Atiqul Islam to discuss on 'Misuse of money in publicity work and In press advertisements in particular' Another 'absence of provision for grants to distressed unemployed goldsmith and their families'. The cut motion given notice of the Shri Nripendra Chakraborty falls through; Another cut motion by Shri Sudhanwa Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'Failure to hand over adequate powers and functions to elect Gram Panchayats and inadequte provisions for their functioning'. Another cut motion is by Shri Sunil Kumar Choudhury to discuss on 'Inadequate provisions for contribution to post offices'. The last cut motion is by Shri Sudhanwa Ded Barma to discuss on 'Misuse of money earmarked for settlement of landless agriculturists and inadequate provision of money for the purpose'.

I would call on Shri Aghore Deb Barma to start.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ৩৩ এর মধ্যে আমার একটা কাট মোশান আছে। এই কাট মোশানটা হল, আমরা অনেক দিন পূর্ব্বেই শুনে আসছি যে বৃহত্তর আগরতলা হবে এবং আগরতলার আসে পাশে যে সমস্ত এলাকা আছে সেগুলিকে নিয়েই মিউনিসিপ্যালিটী এরিয়া করা হবে। এটা আমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার কোন কার্য্যকারিতা আমরা দেখছি না। তদুপরি আজকে যে সমস্ত এলাকাগুলি আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার বাইরে আছে এগুলি অতি সত্বরই মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার ভিতর নিয়ে আসা দরকার। তাছাড়া এই মিউনিসিপ্যালিটীর এরিয়ার ভিতরে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বার বার একটা জিনিয উল্লেখ করেছি যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটী এরিয়ার ভিতরে ড্রেনেজ বছরে একবারও করা হয় নি, এগুলি আমি হাউসের সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোন রকম রিপ্লাই পাই নি। অতএর আমি আবার এই জিনিষটা হাউসের সামনে রাখতে চাই। বনমালীপুরের বোবজং দীঘির পশ্চিম দিক থেকে আরম্ভ করে রামনারায়ণ ঠাকুর বাড়ীর আসে পাশে এবং বসন্ত ঠাকুরের বাড়ীর পশ্চিমের দিক বা উত্তর দিকের সমস্ত এলাকার মধ্যে বৃষ্টি হলে জল বাইরে যাওয়ার কোন রাস্তা নাই। ড্রেনের কোন ব্যবস্থা নাই। এগুলি বছরে একবারও পরিষ্কার করা হয় না। এইগুলি পরিষ্কার না করার পেছনে যে কি কারণ থাকতে পারে আমি কিছুই বুঝি না। কাজেই এগুলি যাতে পরিষ্কার রাখা হয় সেজন্য আমি আবার হাউসের মধ্যে এই বক্তব্য পেশ করছি। তাছাড়া আর একটা জিনিষ প্রায় সময়ই দেখা যায়, বিশেষ করে আমার বাসার সামনে ময়লা ড্রেনের মধ্যে ফেলে রাখে। মেথর এলে পরে তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই সম্পর্কে আমি আমাদের এডমিনিষ্ট্রেটরের কাছে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। উনি

অবশ্য নিজেই সশরীরে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল এবং তারপর অবশ্য আমি স্বীকার করব, তারপর কোন ধরণের কাজ আর হয় নাই। এভাবে শুধু আমার বাসা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে আমার পাড়ার মধ্যে যখন আমরা দেখি যে খাল, নালা বা রাস্তার কিনারে অনেক সময় ময়লাগুলি জমাট করা হয় সেখানে ফেলে। ফলে রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করা খুব অসুবিধা হয়। কাজেই অন্ততঃ আমাদের এই ডিপার্টমেন্টটার প্রতি খুব নজর রাখা দরকার। তদুপরি আজকে ৬ই এপ্রিল বিভিন্ন দাবীর উপরে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্মচারীরা একটা মিছিল করে। জানিনা তাদের দাবী দাওয়া কি। এ সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল নই। নিশ্চয়ই তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে তারা মিছিল করেছে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে নিশ্চয়ই জানিয়েছে এবং তাদের দাবী দাওয়াটা যে কি এটা যত্ন সহকারে আমাদের কর্তৃপক্ষের দেখা দরকার। কারণ আমাদের জন স্বাস্থ্য এর দিক দিয়ে তাদের উপর যে দায় দায়িত্ব আছে এই দায়িত্বগুলি যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে পূরণ করতে পারে সেই দিকে নজর রেখে তাদের দাবীগুলি অন্ততঃ মেনে নেওয়া উচিত। আর একটা হল এই ডিমাণ্ড অন মিসেলেনীয়াস এটা সম্পর্কে আরও অনেকগুলি ঘটনা এখানে আছে। আর একটা কথা হল এইখানে আমরা ভূমি সংস্কার আইনের অনুবলে তালুকদারদের জমিগুলি খাস করেছি এবং খাস করা অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই আইনের মধ্যেই আছে কমপেন্সেশন দেওয়া হবে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে ১২ হাজার যার নাকি প্রাপ্য তাদের আজকের দিনে এমন একটি ক্যাঁকড়া সৃষ্টি করে ৭ হাজার ৬ হাজার দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে। এই হল অবস্থা। আর তার মধ্যেও আবার অনেকে সেই দিচ্ছি করে অনেকদিন পর্যন্ত তাদিগকে দেওয়াই হচ্ছে না। শুধু ঘুরানো হচ্ছে। কাজেই এই যে একটা অবস্থা চলছে কারণ আমাদের জানা থাকা দরকার এই রাজ্যে অনেকগুলি ছোটখাট তালুকদার-এর উপর নির্ভরশীল। তাদের আমরা আইনত স্বীকার করেছি যে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই ক্ষতিপূরণ যাতে অতি সত্বর দেওয়া হয় সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রাখছি। আর পঞ্চায়েত সম্পর্কে আমি সামান্য একটা কথার উল্লেখ করব এখানে। কয়েকদিন আগে যে পঞ্চায়েত একটা নির্ব্বাচন হয়ে গেল এবং আমি বিস্তৃত ঘটনার মধ্যে যাই না। শুধু একটা ঘটনা সম্পর্কে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব হাউসের। যেমন বিশালগড়-এর বি, ডি, ও, ব্লকের মধ্যে যে সমস্ত নির্বাচন এর মধ্যে হয়ে গেল তার মধ্যে রাঙ্গাপানিয়া, বিশ্রামগঞ্জ এবং বড়জলা এই তিনটাতে আবার নাকি নির্বাচন করতে হবে। কারণ সেখানে যখন নাকি নির্বাচন চলে, কতগুলি সিট আছে যেমন সিডিউল্ড কাষ্ট রিজার্ভ সিট, সিডিউল্ড ট্রাইবসের রিজার্ভ সিট থাকে এবং জেনারেল সিটও কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অবস্থা হয়েছে যেমন সিডিউল্ড ট্রাইব যে সমস্ত সিট আছে সেগুলিতে কনটেষ্ট হল বা সিডিউল্ড কাষ্ট সিটগুলিতে কণ্টেষ্ট হল বা জেনারেল সিটগুলোতে কোন কণ্টেষ্টই হল না। যার ফলে পুলিং অফিসার, জানিনা তাদের উপর কি ইনষ্ট্রাকশন ছিল তারা জেনারেল সিটগুলোতে কণ্টেষ্ট করান নাই। যার ফলে আজকে একটা প্রশ্ন দেখা দিল যেহেতু জেনারেল সীটগুলিতে কণ্টেষ্ট হল না। আনকণ্টেষ্টেড চলে গেল অতএব আবার এই সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে রি-ইলেকশান করতে হবে। এই যে অবস্থাটা ঘটল কারণ একটা পঞ্চায়েত নির্বাচন যদি রান করাতে হয় তার পিছনে অনেক কিছু দরকার, অনেক লোকের দরকার এবং অনেক টাকের দরকার এমন কি জনসাধারণও কম বয়রাণি হয়না, অনেক ঝামেলা করতে হয়, কাজেই আজকে যে ঘটনাটা ঘটল, এত বড় একটা ঘটনা

আজকে ঘটে গেল অথচ এই সম্পর্কে কোন তদন্ত হল না। আমরা অনেক সময়ে একথা শুনি যে যাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্বাচন রাণ করাবার জন্য তাদেরকে অনেক ট্রেনিং দেওয়া হয়, শিক্ষিত করা হয়, কিন্তু তাদের কারণে আজকে সেই এলাকায় আবার পুনঃ নির্বাচন করতে হবে তাহলে আজকে এই ঝামেলা নির্বাচনের ঝামেলার মধ্যে আবার জনসাধারণকে ঠেলে দেওয়া হল সঙ্গে সঙ্গে সরকারী খরচ পত্র যথেষ্ট ঝামেলা আছে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই সমস্ত নির্বাচন যারা পরিচালনা করেন অন্ততঃ তাদের এই জ্ঞান থাকা দরকার যাতে নাকি আমাদের আবার এই অবস্থার মধ্যে পড়তে না হয়। সেই দিক থেকে তাদের শিক্ষিত করে, ট্রেনিং দিয়ে পাঠান দরকার ছিল। কিন্তু আজকে যার জন্য এই অবস্থা হতে যাচ্ছে তার জন্য দায়ী কে? দায়ী, সম্পূর্ণ তারা, যারা নির্বাচন পরিচালনা করেছেন, যারা আইন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন না তারাই সম্পূর্ণ দায়ী। কাজেই এই ভাবে জনসাধারণকে আজকে হয়রানি করার জন্য আজকে যেভাবে এটা করা হচ্ছে তার জন্য রুলিং পার্টির নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার কে এইজন্য দায়ী, কার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি হল। একটা নির্বাচন যদি চালাতে হয় তার টাকা পয়সা লাগে, গাড়ি লাগে অনেক ফ্যাকড়া আছে, অনেক রকম ঝামেলা, কাজেই আজকে এই ঝামেলার মধ্যে যে জনসাধারণকে ঠেলে দেওয়া হল তার জন্য কে প্রকৃতপক্ষে দায়ী সেটা খোঁজা করা দরকার এবং তারজন্য প্রয়োজন হলে যথাযথ শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে ভবিষ্যতে এই ধরণের ঘটনা না ঘটে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে যে সমস্ত কুকীর্ত্তি চলছে এবং আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটার কি ভাবে গভর্ণমেণ্ট প্রপার্টিকে পারসন্যাল প্রপার্টি হিসাবে ব্যবহার করছেন, কি ভাবে তার খেয়াল খুশিমত কর্ম্মচারীদের ছাঁটাই করছে তার কতকগুলি ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। মিউনিসিপ্যালিটি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃত্বে এসেছে তা আজ অনেকদিন। সাত বছর কি তারও বেশী হবে। সেখানে একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটার বসান হয়েছে। বসান হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে এতে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ কর্ম্মের উন্নতি হবে। ফিনান্সিয়াল সেষ্টেবিলিটিকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে মিউনিসিপ্যালিটিকে এখনও সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে এবং একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিয়োগ করা হয়েছে। এখন সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার কতখানি মিউনিসিপ্যালিটিকে উন্নত করছেন অথবা মিউনিসিপ্যালিটির টাকায় নিজে উন্নত হচ্ছেন সেই দিকটা আজকে আমাদের দেখা দরকার, দরকার এই জন্যে যে গভর্ণমেণ্ট প্রপার্টি, পাব্লিক প্রপার্টি, কেউ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করুক এটা কেউ বরদাস্ত করবেন না এবং করা উচিতও নয়। মিউনিসিপ্যালিটিতে আগে যে সমস্ত হরিজনরা বা রেগুলার এমপ্লয়িজ ছিল তারা এখন সব মাষ্টার রুলের এমপ্লয়িজ হয়ে গেছেন। তাদের মাষ্টার রুলে ডেইলি পেমেণ্ট করা হয়। মাষ্টার রুল হিসাবে লেবার ড্রেন ইত্যাদিতে যারা কাজ করেন তাদের অনেককেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটার তার নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ডোমেষ্টিক সার্ভেণ্ট হিসাবে কাজ করান। থালা, বাটি, বাসনকোষণ ইত্যাদি তাদের দিয়ে ধোয়া হয়। ছয় জন মাষ্টার রুল এমপ্লয়িজ প্রায়স তার বাড়ীতে কাজ করে থাকেন এবং যখন একবার দুইজন এমপ্লয়ীজ অস্বীকার করলেন যে আমরা এই ভাবে বাড়ীতে চাকরের কাজ করতে পারব না তখন তাদের ছাঁটাই করা হল। সেই কর্মচারী দুইটি এখন পর্য্যন্ত ছাঁটাই হয়ে আছেন কারণ তারা অস্বীকার করেছেন এই বলে যে আমরা তার বাড়ীতে ডোমেষ্টিক সার্ভেণ্ট হিসাবে কাজ করতে পারব না। একজন ক্লাস ফোর্থ এমপ্লয়ীকে বরাবর অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার তার

বাড়ীতে কাজ করাতেন এবং সেই ভদ্রলোক অস্থির হয়ে ছুটি নিলেন, ছুটি নেওয়ার পর সে জানে যে আমি যদি ফিরে আসি তবে আবার আমাকে দিয়ে বাড়ীর কাজ করান হবে কাজেই সে আবার তার ছুটির এক্সটেনশান করার জন্য প্রেয়ার করল। তার সেই এক্সটেনশানটাকে গ্র্যান্ট করা হল না। গ্র্যান্ট না হওয়ার ফলে সে আর চাকুরীতে হাজির হল না এবং হাজির না হওয়ার ফলে তাকে ওভার সেট দেখিয়ে ছাঁটাই করা হল। সে কর্মচারী আজকে ছাঁটাই হয়েই আছে। যদি খোঁজ খবর নেওয়া যায় যে তাকে দিয়ে বাসার কাজ করান হত কিনা, তবে সে বলবে তাকে দিয়ে কি কি কাজ করান হত। মিউনিসি-প্যালিটিতে একজন কার্পেন্টার অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। সেই কার্পেন্টার মিউনিসিপ্যালিটিতে যায় সেকথা কেউ বলবে না। মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। মাসের শেষে সে গিয়ে বেতনটা নিয়ে আসে আর অন্য সময়টা অ্যাডমিনিষ্ট্রারের বাড়ীতে কাজকর্ম করেন। কোথায় তাঁর দরজা ভাঙ্গল, কোথায় জানালা ভাঙ্গল, কোথায় কাঁচ ভাঙ্গল ইত্যাদি কাজ তাকে দিয়ে করান হয়। তার হাজিরা তাঁর বাড়ীতে, অফিসে হাজিরা দেওয়ার কোন প্রশ্ন নাই এবং অফিসে তিনি হাজিরা দেন একথা কেউ বলতে পারবে না। মাসের শেষে তিনি যান, হয়ত একদিনে এক মাসের হাজিরা দিয়ে আসলেন। এই সেখানে চলছে। মিউনিসিপ্যালিটির একটা আবর্জনা টানবার গাড়ী আছে। সেই আবর্জনা টানার গাড়ী দিয়ে অ্যাডমিনি-ষ্ট্রেটার তার নিজের বাড়ীতে মাটি এনে ভরেছেন। কোথা থেকে এনেছেন? না, আগরতলার পুরানো ময়লাখলা যাকে বলা হয়, সেখান থেকে আবর্জনা টানবার সেই গাড়ীতে করে মাটি এনে তার বাড়ীতে ভর্তি করেছেন। গভর্ণমেণ্টের গাড়ী দিয়ে, গভর্ণমেণ্টের ড্রাইভার দিয়ে, গভর্ণমেণ্টের পেট্রল খরচ করে, গভর্ণমেণ্টের জায়গা থেকে, আমি আমার বাড়ীতে মাটি ফেললাম। কতখানি সাহস থাকলে পরে, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে কতখানি সচেতন থাকলে পরে এইরকম করতে পারেন, প্রকাশ্য দিবালোকে, সেটা ভাববার বিষয়। মাননীয় স্পীকার, ঘটনা শুধু এখানেই শেষ নয়। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির অনেক ব্রিজ আছে। যেগুলি নষ্ট হয়ে যায়, পুরাণো হয়ে যায়, সেই অকেজো ব্রিজগুলিতে অনেক কাঠ থাকে। ব্রিজের সবগুলি কাঠই নষ্ট হয়ে যায়, সেরকম নয়। তার মধ্যে অনেক কাঠ ভালই থাকে, কিন্তু এটা মিউনিসিপ্যালিটির খাতায় জমা হয় না। নিয়ম মত তাই হওয়া উচিত, কারণ ব্রিজগুলি মিউনিসি-প্যালিটির প্রপার্টি বা গভর্ণমেণ্ট প্রপার্টি। সেগুলি গভর্ণমেণ্টের খাতায় জমা হবে। কিন্তু সেগুলি সেখানে জমা হয়না। সেই কাঠগুলি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার সংগ্রহ করেন, করে এনে প্রিয় হেমন্ত কর্তার বাড়ীর সামনে যে স' মিল সেই স' মিলে নিয়ে সাইজ করান এবং তারপর তিনি তার পার্সন্যাল কাজে ব্যবহার করেন, টেবিল বানান। চেয়ার বানান, ফার্নিচার বানান। ড্রেসিং টেবিল বানান গভার্ণমেণ্টের প্রপার্টি এইভাবে একটা ভদ্রলোক, যিনি নাকি একজন রেসপনসিবল অফিসার অব দি গভার্ণমেণ্ট, তিনি এইভাবে পার্সন্যাল পারপাসে ব্যবহার করছেন। মাননীয় স্পীকার, আমাদের মিউনিসিপ্যালিটীতে যে পরিমাণ পেট্রল খরচ হয় সেটা অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক এই জন্য যে এই মিউনিসি-প্যালিটির যে জীপ, সেগুলি মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার তার পার্সন্যাল পার্পাসে ব্যবহার করেন। জীপ দিয়ে উদয়পুর কালা বাড়ীতে যান স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে, যখন মেলা হয় উদয়পুর মেলা দেখতে যান এখানে সেখানে হাটে বাজার করে থাকেন। অনেক ঘুরাফেরা তিনি করে থাকেন। অডিট সেখানে অবজেকশান দিয়েছে যে এত পেট্রোল মিউনিসিপ্যালিটিতে খরচ হতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটির যে কাজ সে কাজে এত পেট্রোল লাগতে পারে না। যদি আপনারা অডিট রিপোর্টটা খোঁজ করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে অডিট অবজেকশান দেওয়া আছে। আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন

ইঞ্জিনীয়ার অ্যাপয়েন্ট করার কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে ইঞ্জিনীয়ারটা অ্যাপয়েণ্ট করা হয়নি কেন না ইনজিনীয়ারিং কাজটা, আমি শুনেছি, অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিজেই করে থাকেন। ফিতা নিয়ে মাপজোখ করেন, মাপজোখ করে কোথায় কি লাগবে না লাগবে তার মেঝারমেন্ট করেন এবং সেখান থেকে যে লভ্যাংশ পাওয়ার তা তিনি সেখানে নিয়ে নেন। ইনজিনীয়ার থাকলে হয়ত সেখানে অসুবিধা হবে কাজেই সেখানে কোন ইঞ্জিনীয়ার রাখেন না। আগে, প্রকৃতপক্ষে, একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিল। সেই ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে একটা বাড়ী কনষ্ট্রাকশান নিয়ে অ্যাডমিনিসষ্টেটারের ক্লেশ হয়। ইঞ্জিনীয়ার সেখানে অবজেকশান দিয়েছিলেন যে উইদ আউট প্রিভিয়াস পার্মিশান অব দি মিউনিসিপ্যালিটি কনসট্রাকসন করা হয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারের সেই অবজেকশান অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর শুনলেন না এবং না শুনার ফলে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার'এর সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারের ক্লেশ হয়। ইঞ্জিনীয়ার চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যান। তারপর থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন ইঞ্জিনীয়ার অ্যাপয়েন্ট করা হয় নি। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই কেন হল না। আপনারা খোঁজ করে দেখতে পারেন যে আগরতলা শহরে কোথাও বাড়ী কনষ্ট্রাকশান করতে গিয়ে প্রিভিয়াস পার্মিশান নিয়ে করেন নি বলে ইঞ্জনীয়ার কোন অবজেকশান দিয়েছিলেন কিনা এবং সেই অবজেকশান অনুযায়ী কোন লীগ্যাল ষ্টেপ, অ্যাডমিনিসষ্ট্রেটার নিয়েছিলেন কিনা। তিনি নেননি। নেননি বলেই এই ঘটনাটা ঘটেছে। আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিতে একজন পাবলিক হেল্‌থ অফিসার থাকার কথা অথচ এখন পর্য্যন্ত পাবলিক হেলথ অফিসার অ্যাপয়েন্ট করা হয় নি। ফলে যদি কোথাও তেলে ভেজাল ধরা পড়ে সেটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার স্বয়ং সেখানে গিয়ে দেখেন এবং সেখানে গিয়ে যা খুশী তিনি তা করেন। এটা আমি বুঝি না, একটা অ্যাডমিনিষ্টেটার কি করে তেলে ভেজাল কি আছে না আছে বুঝবেন, তিনি কেন একজন পাবলিক হেলথ অফিসার অ্যাপয়েণ্ট করেন না। কাজেই যদি আমরা এই সমস্ত ঘটনাগুলি মিলিয়ে দেখি তাহলে এই কনক্লোশানে পৌঁছতে পারা যায় যে সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিটা তিনি চাচ্ছেন তার হাতের মুঠোর মধ্যে রাখতে। সমস্ত ফাংশানটা তার হাতের মধ্য দিয়ে হউক তিনি এটা চান এবং এটা চান বলেই অন্য কোন অফিসার তিনি আনতে চান না। কারণ তাতে তাঁর যে একনায়কত্ব, তাঁর যে স্বেচ্ছাচারিতা, তাতে বাধা সৃষ্টি হবে। নানারকম গোলমাল সৃষ্টি হবে, ক্লেশ সৃষ্টি হবে এবং সেইজন্য তিনি ইঞ্জিনিয়ার আনতে চান না, পাবলিক হেলথ্‌ অফিসার আনতে চান না। এইভাবে মিউনিসিপেলিটিটাকে সম্পূর্ণভাবে তার করতলগত রেখে, তার মুঠার মধ্যে রেখে, তিনি সমস্ত এড্‌মিনিষ্ট্রেশনটা চালাচ্ছেন। ফলে মিউনিসিপেলিটির ডেভলপমেন্ট এর কথা যা বলা হয়েছে, তার মেশিনারীর ইমপ্রুভমেন্ট এর যে কথা বলা হয়েছে, সেটার কিছুই হচ্ছে না। আমাদের মিউনিসিপেলিটির এমপ্লয়িদের পে স্কেল আজ পর্য্যন্ত rivision করা হয়নি। তারা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডএর বেনিফিট পাচ্ছেন না। তারা যে মেডিকেল বেনিফিট পাওয়ার কথা সেই মেডিকেল বেনিফিট পাচ্ছেন না। সেই দিন মিউনিসিপেলিটির এমপ্লয়িরা আগরতলা সহরে মিছিল করেছেন। সারা সহরে তারা ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং ডিমাণ্ড করেছেন যে আমাদের পে স্কেইল রিভাইজড করা হউক, আমাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এস্‌টাব্লিস করা হউক, আমাদের মেডিকেল বেনিফিট দেওয়া হউক। আজকে আগরতলা মিউনিসিপেলিটির এমপ্লয়িরা মিছিল করেছে, কালকে গভর্ণমেন্ট এম্‌প্লয়িরাও মিছিল করবে কারণ অভাব এক, দুঃখ এক, এবং ক্ষুধা এক। কাজেই আন্দোলনে ঐক্য হতে বেশি দেরী হবে না। আজকে মিউনিসিপেলিটির কর্মচারীরা যে পথ দেখালেন, যে পথে যাত্রা সুরু করলেন, সেই পথে আগামীকাল সকল এম্‌প্লয়ি মিলবে, এই সরকার তখন এই যৌবন জলতরঙ্গকে রোখতে পারবেন না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, মিউনিসিপেলিটি সম্পর্কে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই এবং আমি আশা করব যে সমস্ত কম্‌প্লেন এখানে উপস্থিত করলাম সেই সমস্ত কম্‌প্লেনগুলিকে যথারীতি ইন্‌কোয়ারী করা হবে।

আমাদের যে এড্‌ভারটাইজমেণ্ট বিলি করা হয় সেই সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার কথা আমি এখানে বলতে চাই। যখন সেন্‌ট্রেল গভর্ণমেণ্ট কোন এড্‌ভারটাইজমেণ্ট ডিষ্ট্রিবিউট্‌ করেন টু এনি পেপার তখন তার একটা কন্‌ট্রাক্ট বণ্ড থাকে। সেই কন্‌ট্রাক্ট বণ্ড এ কথা বলে দেওয়া হয় যে আমরা যে হার দিচ্ছি যদি তার চেয়ে কম রেইটে তোমরা কোন এড্‌ভারটাইজমেণ্ট পাবলিশ্‌ কর তা হলে পরে তোমরা সেই কম রেইটে নিতে বাধ্য থাকবে। সেন্‌ট্রেল গভর্ণমেণ্ট যে এড্‌ভারটাইজমেণ্ট ইস্যু করেন তার পার কলাম্‌, পার ইন্স, পার ইম্প্রেশন হচ্ছে দুই টাকা এখন আগরতলার পত্রিকা, ধরুন, "গণরাজ পত্রিকা" যার মালিক হচ্ছেন আমদের উন্নয়ন মন্ত্রী. সেই "গণরাজ" পত্রিকা যে বিজ্ঞাপন তারা ছাপেন. তার হাত দুই রকম। কোন দোকান বা কোন প্রাইভেট কোম্পানী বা আগরতলা মিউনিসিপেলিটি থেকে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন তারা ছাপেন তার রেইট তারা আট আনা, বার আনা, একটাকা বা একটাকা চার আনা, মাছের দরের মতো যা পান তা নিয়ে থাকেন। আর ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট যেসমস্ত এড্‌ভারটাইজমেণ্ট ইস্যু করেন সেখানে তারা, ধরুন, "গণরাজ" পত্রিকা, চার টাকা পার কলম, পার ইন্স, পার ইম্প্রেশন নিয়ে থাকেন। আমার কথা হচ্ছে যে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট যে এড্‌ভারটাইজ্‌মেণ্ট ডিস্‌ট্রিবিউট করেন তার কোন কন্‌ট্রাক্ট বণ্ড নাই কেন? সেন্‌ট্রাল গভর্ণমেণ্ট যদি বিজ্ঞাপন বিলি করতে পত্রিকার কাছ থেকে কন্‌ট্রাক্ট বণ্ড সহি করিয়ে নিতে পারেন, তবে ত্রিপুরা সরকার পারবেন না কেন? এই বণ্ড না থাকার ফলেই পত্রিকাওয়ালারা চার টাকা নেবেন গভর্ণমেণ্ট থেকে পার কলম, পার ইঞ্চিতে এবং অন্য প্রাইভেট কোম্পানী বা দোকান থেকে নেবেন আট আনা, বার আনা, একটাকা বা একটাকা চার আনা। আগরতলা মিউনিসিপেলিটি যে সমস্ত এড্‌ভারটাইজমেণ্ট ইস্যু করে থাকেন, সেখানে "গণরাজ" পত্রিকা খুব সম্ভব, মেক্‌সিমাম একটাকা পার কলম পার ইঞ্চ নিয়ে থাকেন। এইভাবে "গণরাজ" পত্রিকা গভর্ণমেণ্ট থেকে যে বেশী টাকা নিচ্ছে সেইটা আইনতঃ অত্যন্ত অসিদ্ধ এবং এটা যদি একাউনটেণ্ট জেনারেল এর নজরে নিয়ে যায় তাহলে এ, জি, থেকে অব্‌জেক্‌শন দেওয়া হবে। কেননা গভর্ণমেণ্ট থেকে বেশী রেইট আর পাবলিক থেকে কম রেইট বিজ্ঞাপন নেওয়া যায় না। একথা আগে বলা হয়েছে যে বিজ্ঞাপন বিলি করার ব্যাপারে সরকার দেখেন কি পত্রিকাটির কি রকম প্রচার, কি রকম সার্কুলেশন এবং তার পাঠকগোষ্টি কি রকম ইত্যাদি এই সমস্ত গুণাবলী বিচার বিবেচনা করে বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়ে থাকে। এখন "গণরাজ" পত্রিকায় কত কাগজ লাগে বৎসরে তার একটা হিসাব আমি এখানে দিচ্ছি। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই, কারণ এটা গভর্ণমেণ্ট রেকর্ডের কথা। "গণরাজ" গত এপ্রিল মাস থেকে এই মার্চ্চ পর্য্যন্ত নিউজপ্রিণ্ট ক্লেইম করেছিল দেড় টন। ক্লেইম করেছিল টু দি চিফ্‌ কনট্রোলার অফ এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্‌পোর্ট, নিউদিল্লী। তাদের কাছে গণরাজ পত্রিকা ক্লেইম্‌ করলেন যে আমাদের এক বৎসরে দেড়টন কাগজ দরকার। তাকে সেংশন করে এক টন কাগজ। গত এপ্রিল থেকে এই মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাকে একটন কাগজ সেংশন করা হয়েছে। অথচ "জাগরণ" পত্রিকা চেয়েছিল চার টন—৪.২৫ মেট্রিক টন কাগজ এবং সেই যে এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্‌পোর্ট কন্‌ট্রোলার তাকে ফুল কোটা সেংশন করেছেন। তাকে ৪ ২৫ মেট্রিক টন, যা "জাগরণ" পত্রিকা ক্লেইম করেছিল, সেকসান তারা দেখলেন যে তার এতোগুলি কাগজ দরকার এবং সেটা দেখে তার ফুল কোটা সেংশন

হয়ে গেল। তাহলে এখানে কি এষ্টাব্লিশড হল। এষ্টাব্লিশড এটা হল যে "গণরাজ্যের চেয়ে "জাগরণের" সার্কুলেশন বেশী এবং সেইজন্য তার নিউজপ্রিণ্ট বেশী দরকার। সরকারের যে নিউজপ্রিণ্ট দপ্তর বিলিবণ্টনের সেখান থেকে এটা এষ্টাব্লিসড হচ্ছে। অথচ "জাগরণ" কোন গভর্ণমেণ্ট এডভারটাইজমেণ্ট পায় না। এদিকে কিন্তু 'জাগরণ' পত্রিকা মাঝে মাঝে সেন্ট্রেল গভর্ণমেণ্টএর ও এডভারটাইজমেণ্ট পান। সেন্ট্রেল গভর্ণমেণ্ট তাহলে মনে করেন যে "জাগরণ" পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, এটা এতো খারাপ পত্রিকা নয়। কিন্তু ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট তাকে এডভারটাইজমেণ্ট দেওয়া তো দূরের কথা, ডিসপ্লেও দেন না। কোনরকম বিজ্ঞাপন পায় না। যেখানে সেন্ট্রেল গভর্ণমেণ্ট দেখছেন যে এটাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায়, সেখানে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট দেখলেন যে এটাকে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না। এই যে অদ্ভুত এটিচিউড তারা নিয়েছেন আমরা তার কোন লজিক খুঁজে পাই না। যারা ডিমোক্রেটিক বলে ক্লেম্ করেন, যারা এই কথা বলে থাকেন যে আমাদের কাছে যোগ্যতাই বড় কথা, কোন পত্রিকার বিরুদ্ধে আক্রোশ বা বিদ্বেষ নাই যে পত্রিকার প্রচার থাকবে, ভাল পাঠকগোষ্ঠি থাকবে তাকেই বিজ্ঞাপন দেব, তারা এই কনক্লুশানে কি করে পৌছান যে জাগরণকে কোন বিজ্ঞাপন দেব না। কাজেই মনে হয় কি জানেন,—যে সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ অনেক বেশী এবং সেইজন্য সেন্ট্রেল গভর্ণমেণ্ট যা পারেন ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট তা পারেন না। কিন্তু এইজন্য জাগরণ মরে যায় নাই এবং মরে যাবেও না। আমরা জানি "জাগরণ" কিজন্য এখানে বিজ্ঞাপন পায় না। সে গভর্ণমেণ্ট এর ক্রিটিসাইজ করে। সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির কড়া সমালোচনা করে। কাজেই গভর্ণমেণ্ট ভাবছেন যে তাকে বিজ্ঞাপন না দিয়ে টিপে গলা মারতে হবে। কিন্তু মারতে চাইলেই যে কোন জিনিষকে মারা যায় না; সেটা তাদের বুঝা উচিত। পার্লামেণ্টে যখন কেশকার মিনিষ্টার ছিলেন তখন বলেছিলেন যে কোন পত্রিকাকে, তার রাজনৈতিক মতবাদের জন্য আমরা বিজ্ঞাপন বন্ধ করি না। যে কোন পত্রিকা, যদি তার ষ্ট্যাণ্ডার্ড থাকে, যদি তার প্রচার সংখ্যা থাকে তাহলেই তাকে বিজ্ঞাপন দিতে পারি। কাজেই সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী বিজ্ঞাপণ জাগরণ পেতে পারে। সেদিন তারা এই সভায় বলেছেন যে ত্রিপুরাতে বিজ্ঞাপণ বিলি করার ব্যাপারে কোন রিভিউ বোর্ড নাই। কোন কালেই রিভিউ বোর্ড ছিল না। এটা একটা সত্যের অপলাপ। একজন মিনিষ্টার হয়ে যে কি করে এই কথা বললেন তা আমি বুঝতে পারি না। কারণ ত্রিপুরাতে একটা রিভিউ বোর্ড ছিল। ৬২তেও তারা রিভিউ করেছেন। অন্তত: আমি জানি যে ৬২ এর আগেও একটা রিভিউ বোর্ড ছিল বিজ্ঞাপণ বিলির ব্যাপারে এবং সেই রিভিউ বোর্ড বছরে দুইবার রিভিউ করতেন। অথচ সেদিন তাঁরা এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে সাফ বললেন যে না আমাদের এখানে কোন রিভিউ বোর্ড নাই এবং কোন কালে রিভিউ বোর্ড ছিলও না। মিনিষ্টাররা যদি হাউসে এইরকম প্রলাপ বকেন তাহলে কে যে সত্য কথা বলবে আমি বুঝি না। এডভারটাইজমেণ্ট সম্পর্কে এইটুকু বলে এখানে আমি ক্ষান্ত থাকছি।

পঞ্চায়েত সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাচ্ছি। পঞ্চায়েত করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে আমরা গণতন্ত্রকে একেবারে সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে পৌছে দেব। অথচ পঞ্চায়েত রাজ হওয়ার পর আজ পর্যন্ত সেখানে যে গণতন্ত্র কতদূর পৌছলো তা আমরা বুঝতে পারি না। পারি না এই জন্য যে আজ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। তারা সেখানে বসে আছে এবং তাদের বোধ হয় যারা সেখানকার বি, ডি, ও, তারাও খোঁজ রাখেন না যে কে প্রধান, কে মেম্বার আর কে মেম্বার নন। কাজেই এইভাবে যদি কতগুলি পঞ্চায়েত করে রাখা হয় এবং যদি সেই পঞ্চায়েতকে কোন ক্ষমতা

না দেওয়া হয় তাহলে পঞ্চায়েত করার কোন সার্থকতা থাকে না। সেদিন আমি পত্রিকায় দেখেছি যে শান্তনম কমিটি একটা সুপারিশ করেছে, পঞ্চায়েতগুলি কি রকম হওয়া উচিত। সেখানে তারা বলেছেন যে, কমিটি কর্তৃক সরপঞ্চ ইলেক্ট করার যে পদ্ধতি চলে আসছে, জিনিষটাকে সেভাবে না রেখে যাতে সাধারণ ভোটারস মিলে সরপঞ্চকে ইলেক্ট করতে পারেন সেই সিষ্টেম এডপ্ট করা উচিত। তা না হলে পরে সরপঞ্চের যে ফাংশন সেই ফাংশন সে করতে পারবে না। তাঁরা সেখানে এই কথা বলেছিলেন যে পঞ্চায়েতে মেয়েলোকের জন্য সীট রিজার্ভ থাকা প্রয়োজন। আমি সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এক্ষণে আলোচনা করতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আজকে আমাদের পঞ্চায়েত আইনে হাত তুলে ভোট দেওয়ার যে পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতিকে আমরা সংশোধন যদি না করি তাহলে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের কোন অর্থ থাকে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সব সময় আমলারা তাদের নিজের খুশী মত আইনটাকে টুইয়িষ্ট করতে পারবে। এটাকে বিকৃত করতে পারবে এবং বিকৃত তারা করেছে। করেছে কি রকম তারই কতগুলি উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি। খোয়াইতে তেলিয়ামুড়া ব্লকে কিছুকাল আগে ইলেকশান হয়ে গেছে, পঞ্চায়েত ইলেকশান। সেখানে যে ভাবে আইন সঙ্গত ভাবে ইলেকশান হওয়ার কথা ছিল, সেভাবে ইলেকশান সেখানে হয় নি। আইনে এই বিধান আছে যে প্রত্যেক প্রার্থী নিজ নিজ এজেন্ট দিতে পারবে এবং ভোটাররা যখন হাত তুলবে, তখন এজেন্টও হাতগুলি গুণতে পারবে, কয়টা হাত উঠেছে, কয়টা হাত উঠেনি। তেলিয়ামূড়ার ব্লকের দুর্গাপুর, মধ্যকল্যানপুর, হাওয়াইবাড়ী, লক্ষীপুর, কুঞ্জবন, তেলিয়ামুড়া এই সমস্ত পঞ্চায়েতগুলিতে এজেন্টদের ভোট গুণতে দেওয়া হয় নি। আইনে বিধান আছে যে যখন নাকি হাত তোলা হবে, হাত তোলার পর, গুনার পর, সেই প্রার্থী কতগুলি ভোট পেল তা ঘোষণা করতে হবে। তারপর আর একটা প্রার্থীর ভোট নেওয়া হবে, তার হাত গুণা হবে এবং সেটা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু এই সমস্ত এলাকাগুলিতে তা করা হয় নি। সবগুলি প্রার্থীর নাম একে একে ডেকে ভোট গ্রহণ করা হল এবং তারপর প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা এক সঙ্গে ঘোষণা করা হল। ফলে যে ভোটার বেশী ভোট পেল সে জিতল না, যে ভোটার কম ভোট পেল সেই জিতল। (এ ভয়েজ : ভোটার না ক্যাণ্ডিডেট?) আই এম সরি, ক্যাণ্ডিডেট। যে ক্যানডিডেট বেশী ভোট পেল সে জিতল না। যে ক্যাণ্ডিডেট কম ভোট পেল সে জিতল। কেন এরকম হল? কারণ আমি এজেন্ট, গুণার সময় আমাকে গুণতে দেওয়া হল না। প্রিসাইডিং অফিসার গুণে টুকে রাখলেন, সেই গুণাটা ঘোষণাও করলেন না। সবগুলি প্রার্থীর ভোট গুণার পর তারপর ঘোষণা করা হল কে কত পেয়েছে। ফলে আমি যে আছি একজন ক্যানডিডেট বা একজন এজেন্ট আই অ্যাম ইন কমপ্লিট ডার্ক। কি হল, কে কত ভোট পেল তা আমি জানতে পারলাম না। প্রিসাইডিং অফিসার তার খুশীমত গুণলেন, খুশীমত সেগুলি ঘোষণা করলেন। তেলিয়ামূড়াতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। আগরতলার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর ভাই সেখানে ইলেকশন কনটেষ্ট করছে। ব্যবসায়ীটির নাম সূর্যপাল। তার ভাই তেলিয়ামুড়াতে ইলেকশন কনটেষ্ট করছে। সূর্যপাল তেলিয়ামূড়ার বাসিন্দাও নন, তেলিয়ামূড়ার ভোটারও নন। যখন ইলেকশন হয় তখন সূর্যপাল গেলেন তেলিয়ামুড়ায়। গিয়ে যেখানে ইলেকশন হচ্ছে তার ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকে তিনি প্রিসাইডিং অফিসারের পাশে গিয়ে বসলেন। সেখানে যারা এজেন্ট তারা আপত্তি করলেন যে এই ভদ্রলোক ঢুকতে পারবে না কিন্তু আপত্তি কেউ শুনল না। তিনি গিয়ে সেখানে বসে থাকলেন এবং বাজার থেকে কমলা কিনে এনে সেই কমলা ভোটারদের মধ্যে বিলি করলেন। আপত্তি জানানো হল। সেখানকার যারা এজেন্ট ছিলেন তারা আপত্তি জানালেন। সেই আপত্তি গ্রাহ্য হলনা এবং

সেখানে কমলা বিলি করা হল। তিনি ভোট গুণা শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসে থাকলেন। এইভাবে পঞ্চায়েতের গণতন্ত্র চলছে এবং এইভাবে আমলারা তাদের নিজের খুশীমত গণতন্ত্রকে টুয়িষ্ট করছে, বিবৃত করছে। আমি এখানে আইনের কয়েকটা ত্রুটির কথা বলতে চাই। যেগুলি সংশোধন করা উচিত। এই যে এজেন্ট দেওয়া হয় তার কোন এপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয় না। ফলে এখন কেউ যদি বলে সে এজেন্টই নয় তাহলে আমার প্রমাণ করার সাধ্য নাই যে আমি একজন এজেন্ট। ধরুণ কোর্টে মোকদ্দমা হল। এখন গভর্ণমেন্ট পক্ষ বললেন যে সে একজন এজেন্টই না হী ইজ নট এন এজেন্ট এট অল। আমার প্রমাণ করার সাধ্য নেই যে আমি একজন এজেন্ট। কেননা এজেন্ট এপয়েন্ট করার পরে কোন এপয়েন্টমেন্ট লেটার বা কোন নির্দ্দেশ পত্র দেওয়া হয়না। আইনের আর একটি ত্রুটি হল এই যে ভোটার সব হাজির হওয়ার পর যারা আসল তারাই যে ভোটার তা দেখবার কোন সুযোগ নাই। কারণ আইনে, ভোটারলিষ্টের সংগে যারা উপস্থিত আছেন তাদের মিলিয়ে দেখার কোন বিধান নাই। ফলে যারা সেখানে হাজির হচ্ছে তারা সবই হাত তুলছে, সবই গুণা হচ্ছে। কাজেই আইনে যখন ত্রুটি আছে তখন যারা কনসার্ণড তারা তার সুযোগ নিবেন বা আইনের অর্থ বিকৃত করবেন। এটাই স্বাভাবিক এবং এই বিকৃতি বা ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে বিভিন্ন জায়গায় অনেক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। (এট দিস সেটজ দি লাইট ওয়াজ লিট।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আর একটু সময় চাই। পঞ্চায়েত সম্বন্ধে আমি আর বলব না। অন্যেরা বলবেন। আমি গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাচ্ছি। আমার এখানে যারা নাকি স্বর্ণ শিল্পী—

মিঃ স্পীকার ঃ— থ্রী মিনিটস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— স্যার আমাকে ১০ মিনিট দিতে হবে। আমাদের আজকে যে কয়টা ডিমাণ্ড আছে সেই কয়টা ডিমাণ্ড কমপ্লিট করে দেব। আলোচনা করা হোক আর না করা হোক আর তো নাই স্যার। আর ওনলী আলোচনা হবে প্রেস অ্যাণ্ড প্রিন্টিংএ। আর ত কোন আলোচনা নাই।

Shri S L. Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, I draw your attention. Time should be limited to the opposition and after that our time also will be allowed.

Mr. Speaker :— Yes, Government party will be given as much time as the Opposition.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— কালকে তো স্যার নাই। যদি কাইণ্ডলী কালকের জন্য দুই একটা রাখতে পারেন। কারণ আমাদের শুধু প্রেস আর প্রিন্টিং এ কিছু বলার আছে। অন্যগুলির মধ্যে বিশেষ কিছু বলার নেই।

Mr. Speaker :— Today we shall have to finish it.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আমাদের এখানে যে স্বর্ণশিল্পী তার সংখ্যা হবে ৯০৭ জন। এই ৯০৭ জন স্বর্ণশিল্পী আজ পর্যন্ত কোন রকম সাহায্য পান নি। ফলে কোন স্বর্ণশিল্পী পানের দোকান করেছেন, চায়ের দোকান করছেন, কোন স্বর্ণশিল্পী কোন রকম ব্যবস্থা করতে না পেরে বাড়ী বাড়ী বোতল বিক্রী করছেন এবং অনেক স্বর্ণশিল্পী না খেতে পেয়ে মরেছেন। ওরা স্বীকার করুক আর নাই করুক, অনাহারে যে মরেছে এতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— খোয়াইর রাইমোহন রায় (সহ) চারিজন স্বর্ণশিল্পী অনাহারে মারা গেছে। অবশ্য সরকারী খাতায় কোন সময়ে অনাহারের জন্য মারা যায় না, মারা যায় অনাহারজনিত রোগে। কাজেই মানুষ অনাহারে মারা গেলে খাতায় উঠবে না, তা আমরা জানি। কিন্তু আমরা স্বীকার করি আর নাই করি অনাহারে মৃত্যু কারও স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না। যা সত্য, সত্যই। স্বীকার করলেও সত্য না করলেও সত্য। যমন সূর্য্য সত্য। এই যে স্বর্ণশিল্পীরা তাদের অবস্থাটা আজকে আমাদের জানা দরকার। গভর্ণমেণ্ট, অনেক সময় আমরা শুনে থাকি, অনেক স্কীম পাঠিয়ে আসছেন এবং সে সমস্ত স্কীম অনুযায়ী অনেক সাহায্য দেওয়া হবে। কিন্তু সে সমস্ত স্কীম-এর কোন গন্ধ আজ পর্য্যন্ত আমরা পাচ্ছিনা। গত অধিবেশনে বলা হয়েছিল যে দুইজন স্বর্ণ-শিল্পীকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে মজা হচ্ছে যে তারা স্বর্ণশিল্পী নন এবং তারা নিজেরাও কোন সময়ে এই ক্লেম করেন না যে আমরা স্বর্ণ-শিল্পী। অথচ এই হাউসে বলে দেওয়া হল যে দুইজন স্বর্ণশিল্পিকে আমরা সাহায্য দিয়েছি। এই রকম উজবুকি কথাবার্ত্তা কি করে মিনিষ্টাররা বলেন আমি বুঝে পাই না।

Mr. Speaker :— 'Ujbuki' is not allowed. 'UJBUKI' is unparliamentary.

Shri Atiqul Islam :— Yes, I withdraw it.

এই সমস্ত কথাবার্ত্তা যাদের মস্তিস্কে মগজ কম তারাই বলতে পারেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জানি যে উন্নয়ন মন্ত্রী, মিঃ ভৌমিক, কৈলাসহরের স্বর্ণশিল্পী সমিতির সভাপতি ছিলেন। কাজেই স্বর্ণশিল্পীদের অবস্থা কি তিনি আমার চেয়ে বেশী জানবেন। তিনি তখন অনেক চোখের জল ফেলেছেন। বোধহয় তিনি অনেক জামা কাপড়ও ভিজিয়েছেন। কিন্তু জামা কাপড় ভিজলে পরেও স্বর্ণশিল্পিরা আজ পর্য্যন্ত একটা পয়সা পায় নাই। এখন এই স্বর্ণশিল্পীদের নিয়ে অনেক জুয়াখেলা হয়েছে। এই স্বর্ণশিল্পিদের নিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অনেক কথা বলেছেন, যেকথা কোন সভ্য মানুষ বলতে পারেন না। যখন কৈলাসহর, বিলোনিয়ায় তিনি জনসভা করেন, আমি শুনেছি, সেখানে তিনি একথা বলেছেন যে এইসব স্বর্ণশিল্পীরা চোর, এরা রূপা, তামা নিয়ে টিপ্‌রাদের ঠকাচ্ছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকব ততদিন আমি দেখব যে এরা কি করে সাহায্য পায়। এই কথা তিনি প্রকাশ্যে বলেছেন বিলোনীয়াতে। বলার পর বিলোনীয়ার যিনি স্বর্ণ-শিল্পী সমিতির সম্পাদক, তিনি প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছেন এবং এই সম্পর্কে একটি দরখাস্ত তিনি আগরতলা স্বর্ণশিল্পী সমিতির অফিসে পাঠিয়েছেন। তার স্বাক্ষর করা কাগজ যদি প্রয়োজন হয়, আমি তা দেখাতে পারি এবং আমি শুনেছি যে এর পর যখন বিলোনীয়াতে কংগ্রেস কমিটির মিটিং বসে, সেখানে তাকে.........

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আই ড্র দি অ্যাটেনশান অব দি চ্যায়'র। মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি যে উক্তি করেছেন সেই উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক। অতএব আমি সেজন্য সেটা প্রমাণিত হউক আমি চাই। আমি চাই যে, আমি এই উক্তি করেছি তিনি সেটা প্রমাণ করুক।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— উনি যে একথা বলেছেন আমি সেটা প্রমাণ করতে পারি। কাগজ পত্র আমাদের কাছে আছে।

Shri S. L. Singh :— I want he should produce it just now.

Shri Atiqul Islam :— I am not at all bound to produce it just now.

Shri S. L. Singh :— Because this is a personal allegation, so I want to know the fact.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমিত ফ্যাক্ট বললাম, স্যার

Mr. Speaker :— No more about this.

Shri Atiqul Islam :— What about, Sir ?

Mr, Speaker :— About that statement which is alleged to have been made by the Chief Minister.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— স্যার তিনি একথা বলেছেন তা আমি বলতে পারব না ? তিনি তাহলে হাউসে আপত্তি করুন যে আমি একথা বলিনি। তিনি বলুন যে আমি সেটা ভুল বলেছি বা মিথ্যা বলেছি। এটার রিপ্লাই তিনি দিবেন। তার কারণ তিনি বলবেন। আমার কাছে যা ফ্যাক্টস আছে তা আমি বললাম।

Mr. Speaker :— You have said enough, then you pass on to the next point.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমি বলছি তার যে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র তা আমি দেখাতে পারব এবং আমি শুনেছি যখন নাকি বিলোনীয়ায় কংগ্রেস কমিটির মিটিং বসে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে তারা অনেক সমালোচনা করেছেন। ঠিক এর পরেতে কৈলাশহরে মিটিং হয় এব আমি শুনেছি কৈলাশহরে মিটিং-এও তিনি এমন সব বক্তব্য করেছেন যা অত্যন্ত অশোভনীয় এবং সেগুলি সম্পর্কেও কাগজ পত্র......

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাশহরে এই বিষয়ে কোন সভা হয় নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কৈলাশহরে সভা হয়েছে, ডাকবাংলোতে এবং সেই সভাতে যে সমস্ত মন্তব্য স্বর্ণশিল্পিদের সম্পর্কে তিনি করেছেন, সে সমস্ত কাগজ পত্র যদি চাওয়া হয় হাউসে বা পরে, যদি আমাকে টাইম দেন, আমি এনে সেগুলি প্রডিউস করতে পারি। আমি যখন চীফ মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে বলছি, সার্টেনলি পেপার্স ছাড়া বলছিনা।

Shri S. L. Singh :— I draw the attention of the Hon'ble Speaker. These are personal allegation. If he is to speak anything, he is to produce it before the House. So I want it, and if not, there should be expunged from the speech.

Mr. Speaker :— These are personal allegations.........

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— যদি কোন মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে কমপ্লেন থাকে তাহলে কি আমি বলতে পারব না ? আমি তাঁর নাম বলছি না, আমি মিনিষ্টারকে বলছি, যদি কোন মিনিষ্টার করাপ্ট কাজ করেন, আমি কি তা বলতে পারব না হাউসে ?

Mr Speaker :— A personal allegation against any member of the House......

Shri Atiqul Islam :— No Sir, it is in his capacity as a Chief Minister যদি কোন কিছু করে থাকেন অ্যাজ এ' চীফ মিনিষ্টার আমি কি তা বলতে পারব না ?

Mr. Speaker :— In a Public Meeting he might have made a statement and that is not in his capacity as a Chief Minister.

Shri Birchandra Deb Barma :— In the meeting at Kailasahar Dak Bunglow he has made a statement, this is the allegation. Now he may say whether this is a fact or not.

Shri S. L. Singh :— No, as a Chief Minister I have not given any statement like that.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— তাহলে কে বলেছে ?

Shri S. L. Singh :— You, yourself have told this.

Mr. Speaker :— As a Chief Minister he has not passed that remark nor has made that statement.

Shri Atiqul Islam :— Let him deny it.

Shri S. L. Singh :— I have not given such kind of statement ;

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আপনার সময়েতে আপনি প্রতিবাদ করবেন। আপনি কি ক্যাপাসিটিতে বলেছেন তা ত আমার জানবার উপায় নাই। আপনার সময়েতে আপনি প্রতিবাদ করবেন।

Mr. Speaker :— Shri S. L. Singh might have told this.

Shri Atiqul Islam :— তাত আমার জানবার কোন উপায় নাই।

Mr. Speaker :— No, no there are two different capacities.

Shri Birchandra Deb Barma :— But Sir, we may presume when a Minister makes any statement, it is in his official capacity.

Shri S. L. Singh :— No, I do not say anything like that.

Shri Birchandra Deb Barma :— It was said and you must say in what capacity it was spoken.

Mr. Speaker :— Whatever might be his statement, it was in the public meeting.

Shri Birchandra Deb Barma :— But the statement which was made in the Dak Bunglow was in his official capacity also. The meeting referred was held in Duk Bunglow..... ...

Mr. Speaker :— But the Chief Minister is totally disowning this.

Shri Birchandra Deb Barma :— It may be, he may say like this now, but we have also facts and figures to substantiate it.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speaker Sir, তারা বলেছেন একথা যে বেলোনীয়ায় মিটিং হয়েছে। আমি চীফ মিনিষ্টার হিসাবে বিবৃতি দিয়েছি। আমি তার উপরে বলব চীফ মিনিষ্টার হিসাবে কোন বিবৃতি বেলোনীয়ায় দেই নাই, এবং ডাক বাংলার কথা বলা হয়েছে সেখানে কৈলাশহরে ডাক বাংলোর মিটিং'এ আমি চীফ মিনিষ্টার হিসাবে কোন ষ্টেটমেণ্ট দেই নাই। আর ডাক বাংলোতে এমন কোন সভাও হয় নাই যেই সভাতে চীফ মিনিষ্টার হিসাবে কোন ষ্টেটমেন্ট আমি দিয়েছি। অতএব মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা পার্সন্যাল অ্যালিগেশান,। অতএব তিনি যদি প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে আমি অনুরোধ করব——

মিঃ স্পীকার :— না, প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখেনা। He can not make any personal charge against any member, not to speak of any Minister. Any Member of the House can not make any personal charge against any Minister.

Shri Atiqul Islam :— It is not a personal charge against anybody, Sir.

Mr. Speaker :— However, I have given my ruling, so you proceed.

শ্রীআতিকুল ইসলাম : কাজেই যে ঘটনাগুলির কথা বলছি সেগুলি সম্পর্কে আমি আবার বলতে পারি যে আমার কাছে অল নেসেসারি পেপার্স আছে এবং আমি আমাদের কেস

এস্‌টাব্লিশ করতে পারব। যিনি লিখেছেন তিনি একজন কংগ্রেসের সদস্য। তিনি যদি ভুল করে লিখে থাকেন তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা। তবে তিনি লিখেছেন আমি সে সম্পর্কে কাগজপত্র প্রডিউস করতে পারি। এটা ঠিক, যারা স্বর্ণশিল্পী তাদের তিনি শাসিয়ে একথা বলেছেন যে আমি মুখ্যমন্ত্রী যতদিন থাকব, দেখব কি করে তারা সাহায্য পায়। কাজেই চীফ মিনিষ্টার হয়ে তিনি যদি এইরকম শাসান, এইরকম কথাবার্ত্তা বলেন তাহলে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে? কোথায় গিয়ে তারা সাহায্য পাবে? তার কোন রকম জায়গা আমি খুঁজে পাইনা। কাজেই এই সমস্ত অ্যাটিচ্যুড আমাদের শাসকদল যদি পরিবর্ত্তন না করেন তবে তাদের যে মনোভাব, তাদের যে দাম্ভিক উক্তি সেগুলি কি করে প্রত্যাহার করতে হয়, এই মনোভাবকে কিভাবে পরিবর্ত্তন করতে হয়, সেই পথ জনসাধারণকেই বেছে নিতে হবে। সেই পথ নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর কোন গত্যান্তর নাই।

Mr. Speakar :— I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Shudanwa Deb Barma—মাননীয় স্পীকার স্যার, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে, তাদের যে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার যে ক্ষমতা সেটা দেওয়ার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের যে ব্যর্থতা সে সম্পর্কে আমার একটা কাটমোশান আছে। আমরা শুনতে পাই যে কংগ্রেস সরকার খুব জোর গলায় বলে থাকেন যে আমরা পঞ্চায়েত রাজ গঠন করব। কিন্তু আমি বাস্তবক্ষেত্রে দেখি যে পঞ্চায়েত রাজ গঠন না করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী রাজই গঠন করার যে টেনডেনসী সেই দিকটাই ভাল করে লক্ষ্য করছি। কারণ যখনই যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত'এর মধ্যে নির্ব্বাচন হয়েছে সেগুলি আমরা দেখি সেক্রেটারী যারা আছেন তারা কিভাবে কাজ করেন সেটা যখন লক্ষ্য করি, তখন আমরা বুঝি স্থানীয় যারা জনসাধারণ আছেন তাদের সাথে আলোচনা করা বা তাদের অনুরোধ বা উপরোধ রাখা, তারা ঠিক মনে করেন না বা তাদের কথার দ্বারা, উপদেশের দ্বারা তারা চলেন না। আমি একটা ঘটনার কথা এখানে বলব। আমি নিজে যে গ্রামে থাকি সেই গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে সেখানের একজন পঞ্চায়েত ইলেকশানের ভোটার হিসাবে নিজেকে গণ্য করি, যদিও ভুলক্রমে আমার নাম উঠে নাই ভোটারলিষ্টে। এটা যখন স্থানীয় লোকেরা বলে দিলেন যে উনার নাম ভোটারলিষ্টে উঠে নাই, তা উঠান প্রয়োজন। এখন এটা এমন সময় বলা হল যে যখন নোটিশ গেল যে এত তারিখের মধ্যে যাদের ভোটারলিষ্টে নাম উঠেনি তাদের নাম দিতে হবে, ঠিক এইভাবেই তারা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে সেখানে আমার নাম উঠে নাই। যখন জিজ্ঞাসা করা হল কেন এটা হলনা তখন তিনি বললেন আমার মনে নাই, সেজন্য দিতে পারি নাই। এই সমস্ত বলে তিনি দায়িত্ব থেকে খালাশ হয়ে গেলেন। এইভাবে আমরা যদি দেখি— এখন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের কাজ শেষ হয়ে গেছে, ন্যায় পঞ্চায়েতগুলিতে যাদের নেওয়া হবে সদস্য, সে ক্ষেত্রে শুনছি যে ন্যায় পঞ্চায়েতে যারা সদস্য হবেন তাদের সেখানকার নির্ব্বাচিত সদস্য পঞ্চায়েতে, তারাই নির্ব্বাচন করে পাঠাবেন। মনোনয়ন করে পাঠাবেন না পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি পাঠাবেন সেই প্রশ্নে আমরা দেখি যে সেক্রেটারীরা নিজেদের ইচ্ছামত বাছাই করে ন্যায় পঞ্চায়েতের সদস্য'র নাম ব্লক অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবং দেন। তারপর পুলিশ ভেরিফিকেশান'এর পর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য যারা তাদের নিযুক্ত করা হবে। সেখানে নির্ব্বাচনের কথা তো নাই মনোনয়নের ব্যাপারেও অফিসারের পুলিশের এবং সেক্রেটারীদের খেয়াল খুসির উপরে সমস্ত নির্ভর করে। কাজেই জনতার রাজ যেখানে বলা হয়, পঞ্চায়েত রাজ যেখানে বলা হয় সেখানে আমরা কাদের রাজত্ব দেখছি,? রাজত্ব দেখছি এই সেক্রেটারীদের পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের এবং পুলিশদের। হাঁ সেখানে ইণ্ডারেক্টলি'এ

সেই ক্ষেত্রে গিয়েই পৌঁছাল। কারণ কারা মনোনয়ন করছে, সে জনতা নয়। কাজেই এই ধরণের গণতন্ত্র আজকে আপনারা সৃষ্টি করেছেন এবং এ'ভাবে বিধান রেখেছেন। কাজেই সেখানে পঞ্চায়েত রাজ না হয়ে আমরা দেখছি সেখানে সেক্রেটারী রাজ এব পুলিশ রাজ সেখানে দেখতে পাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি লক্ষ্য করেছি যে আজকে এখানে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হয়েছে প্রায় পাঁচ বৎসর হয়ে গেছে। এমন অনেক পঞ্চায়েত আছে যেমন জিরানিয়া, জিরানিয়া ব্লকের পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। কিন্তু আজও তারা এই দীর্ঘ কয়েক বৎসরের ভিতরে তারা অলস হয়ে বসে আছে। যারা নির্ব্বাচিত প্রধান হয়েছে তাদের কোন কাজ নাই, কোন কাজ আজ পর্যন্ত তাদের হাতে দেওয়া হয় নাই, ক্ষমতা তাদের হাতে দেওয়া হয় নাই। আমরা ভেবেছিলাম যে গ্রাম-উন্নয়নমূলক কাজ, ভিলেজ ডেভলপমেন্ট এর সমস্ত কাজে তাদের সহযোগিতা নেওয়া হবে। অনেক কিছু কাজ করার সময় তাদের সহযোগিতা দরকার এবং তার ফলে আমরা এটা আশা করতে পারি যে উন্নয়নমূলক কাজ, গ্রামের উন্নয়ন এর কাজ, যেটা আমাদের ত্রিপুরা সরকার খুব জোর গলায় প্রচার করে থাকেন, তাদের কোন কাজ দেওয়া হবে, তাদের হাতে কিছু কাজ দেওয়া হবে, আজকে দেখছি সেটা সম্ভব হবে না। কিন্তু আমরা দেখছি যে যদি আমাদের কৃষকদের হাতে ধানের বীজ বিলির ব্যাপারে, তাদের লোন দেওয়ার ব্যাপারে, এই সমস্ত কাজে যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতা নেওয়া হত তা হলে নিশ্চয় এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠভাবে হত। কিন্তু সেইদিকে আমরা দেখছি যে আমাদের সরকারের কোন নজর দেন না এব সেই জন্য আজকে এই দীর্ঘ কয়েক বৎসরের মধ্যেও গ্রাম পঞ্চায়েতরা বসে আছে, কোন কাজ তাদের হাতে নাই। তারা ভেবেছিল যে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার পরে নিশ্চয়ই ত্রিপুরাতে তাদের একটা কর্ত্তব্য থাকবে কাজ করার জন্য। কিন্তু আজকে তারা ভাবছেন যে গ্রাম পঞ্চায়েত তো গঠিত হয়ে গেল, প্রধান নির্ব্বাচিত হয়ে গেল কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের ভবিষ্যত কি সেই ব্যাপারে তারা অন্ধকারে আছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে আমাদের একটা বাজেট প্রভিশন আছে। আমরা দেখলাম এখানে এই বাজেটে তাদের জন্য মাত্র এক লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এই এক লক্ষ টাকায় ত্রিপুরার কতজন ভূমিহীন কৃষকের পুনর্ব্বাসন হবে সেটা আমরা অনুমান করতে পারি না। যদি তাদেরকে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয় তাহলে মাত্র ২০০ পরিবার ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসন হবে। এই ত্রিপুরায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা কত সেটা লক্ষ্য করে এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে আমি মনে করতে পারি না। তা হলে এই সামান্য টাকায় নিশ্চয়ই ত্রিপুরায় যে সংখ্যক ভূমিহীন আছে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে না। এই ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন ক্ষেত্রে জুমিয়া পুনর্বাসন এবং ভূমিহীন পুনর্বাসন দুইটাকে এমন বিশৃঙ্খল ভাবে দেওয়া হয়েছে যে উভয় পক্ষে একটা জমি নিয়ে ডিসপুট সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই রকম অনেক ঘটনা আমরা খোয়াইতে এবং বিভিন্ন সাব ডিভিশনে লক্ষ্য করেছি। কাজেই ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্ব্বাসন ব্যাপারে যাতে একটা সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা হয় সেটা দেখা উচিত। আর এখানে এই বরাদ্দের ব্যাপারে, ৩২ নং ডিমাণ্ড-এ যে বরাদ্দ, এর ব্যাপারে যে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসের জন্য, বেকওয়ার্ড ওয়েলফেয়ার কাণ্ড থেকে বোর্ডিং-এর জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা খুব আশাজনক নয়। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক বৎসর আমরা দেখি যে গভর্ণমেণ্ট স্কুল-এ যে বোর্ডিং সেই বোর্ডিং গুলিতে ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান হয় না এবং সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবস ছাত্র যারা আছে তাদের স্থান সঙ্কুলান হয়না। প্রত্যেক বৎসর সেখানে ছাত্রদের নিরাশ

হয়ে ফিরে যেতে হয়। এমন অবস্থায় যদি আমরা প্রাইভেট স্কুল যেগুলি গভর্ণমেন্ট এইডেড, এই বেকওয়ার্ড ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড থেকে যদি তাদের সাহায্য একটু ভাল ভাবে দেওয়া হয় এবং সেখানে যদি বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তা হলে কিছুটা রিলিফ তারা পেত। অন্তত কিছু সংখ্যক ছাত্র এই সমস্ত প্রাইভেট স্কুলে যে ছাত্রাবাস দেওয়া হয় এবং সেই ব্যবস্থা যদি থাকে সেখানে তারা এই সুযোগ পেত এবং সেইদিক থেকে যদি আমরা এখানে লক্ষ্য করি তবে টাকা খুব কম বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সেই টাকা খরচের ব্যাপারেও আমরা দেখি চাহিদা অনুপাতে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। কাজেই এইদিক দিয়ে, মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি আমাদের বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে, তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য এবং বাস্তব যে অবস্থা, যে সমস্যা, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পার্টি ইন পাওয়ার এই বাজেট রচনা করছেন বলে আমরা মনে করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার ঃ-- আই উড নাউ কল অন শ্রী এম, এল, ভৌমিক, ডেপুটি মিনিষ্টার।

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড নং ৩২ এবং ৩৩তে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী করেছেন তা আমি সমর্থন করি এবং এই ব্যয় বরাদ্দের উপর বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা কয়েকটি কাট মোশন এনেছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীদেববর্মা বলেছেন আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির এরিয়া আরো বাড়ানো দরকার। আমরা এটা সকলেই জানি আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি যে চলছে তা পিউরলি অন গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট। ক্রমে ক্রমে এরিয়া বাড়ানো হচ্ছে। পূর্বে ১০ বৎসর আগে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির যে এরিয়া ছিল এখন তা নাই। এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে ক্রমে ক্রমে তার এরিয়া বাড়ছে এবং এটা যে বাড়ানো হচ্ছে সেটা আমরা পরিকল্পনা করেই বাড়াচ্ছি কারণ অর্থ সঙ্গতির উপরে সেটা নির্ভর করে। এটা আমরা অস্বীকার করি না যে আগরতলা শহরের আরো কোন কোন জায়গা এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের আর্থিক সঙ্গতি কতটা আছে, এটা তারা বিবেচনা করবেন না। তারা চান যে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা বা এরিয়াটা আরো বাড়িয়ে তার যে সমস্ত সমস্যা আছে সেটা আমরা বাড়িয়ে তুলি।

Mr. Speaker :— The House stauds adjourned till 2 P. M. The Member speaking will have the floor.

Mr. Speaker : — Discussion on Demand for grants No 3? and 33 is to continue, I would call on the Dy. Minister Sri M. L. Bhowmik to continue.

Shri M. L. Bhowmik, Dy. Minister .— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছিলাম যে আগরতলা Municipality পরিকল্পনা অনুসারে extension করা হচ্ছে এবং আগামী চতুর্থ পরিকল্পনায় আরো নূতন অঞ্চল আগরতলা Municipalityর-র অন্তর্ভুক্ত হবে। তার জন্য provision বাজেটে রাখা হয়েছে। পরিকল্পনায় আপনাদের বিশ্বাস আছে কিনা তা আমি বলতে পারি না কিন্তু আমরা পরিকল্পায় বিশ্বাসী, পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হচ্ছে এবং জনসাধারণ তা উপলব্ধি করছে। Agartala municipality এর উপর cut motion এর আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব আগরতলা Munic'pality-র Administrator এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন। আমরা একটা খবর পেয়েছি যে আগরতলা Municipality-র কিছু জায়গা নাকি মাননীয় সদস্য encroach করেছেন। (Interruption) এবং আগরতলা municipality সে সম্পর্কে objection দিয়েছেন। কাজেই municipality-র administrator এর উপর একটা ক্রোধ থাকতে পারে। তাকে নানা ভাবে লোক চোখে হেয় করবার চেষ্টা করেছেন। তাতে আমার মনে

হচ্ছে সেটা যেন তার উপর মাননীয় সদস্য সাহেবের একটা জাতক্রোধ রয়েছে। তিনি বলেছেন যে আগরতলা Municipaityর যারা regular হরিজন তাদেরে দিয়ে Administrator Muster rollএ কাজ করাচ্ছেন। এটা ঠিক নয়। Muster rollর যারা কাজ করছেন তারা রাস্তা ঘাটের কাজ করছেন। হরিজনেরা Muster rollএ কাজ করেন না। কোন regular employeeকে Muster rollএ কাজ করতে বাধ্য করা যায়না। যদি এরকম হয়ে থাকে তবে তার কোনপ্রকার দোষের জন্য শাস্তিমূলক ভাবে হতে পারে। কোন regular employeeর স্থায়ী চাকুরী খতম করে তাকে Muster rollএ কাজ করতে বধ্য করা যায় না। তারপর তিনি বলেছেন যে আগরতলা Municipalty underএ যে সমস্ত পুল আছে সেই সমস্ত পুলের কাঠ দিয়ে Administrator তার বাড়ীতে furniture করেছেন। আমরা জানি Bridge এর যে কাঠ সেগুলি পুরানো হলে সেগুলিকে auction করা হয় এবং auction হয়েছে। আর যেগুলি কাজের যোগ্য থাকে সেগুলি নূতন repairএ কাজে লাগানো হয়। কাজেই ভাঙ্গা পুরানো কাঠ দিয়ে Administrator তার বাড়ীতে furniture করেছেন এটা একটা অমূলক অবাস্তব অভিযোগ তিনি তার বিরুদ্ধে এনেছেন। তার পর তিনি বলেছেন যে engineer, যিনি Municipalityতে চাকুরী করেছেন মাত্র তিন মাস, তিন মাস চাকুরী তিনি করেছেন তার মধ্যে চার বার তিনি কলিকাতায় গিয়েছেন অন্য চাকুরীর চেষ্টায়। তার সঙ্গে নাকি এই furniture এর ব্যপার নিয়ে Administrator এর সাথে clash হয় তাই তিনি চাকুরী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তা ঠিক নয়, তিনি অন্য ভাল চাকুরির আশায় Municipalityর চাকুরী ছেড়ে চলে যান। তারপর তিনি বলেছেন যে Agartala Municipalityতে কোন Public Health Officer নেই। মাননীয় সদস্যদের আশা করি জানা আছে যে যাদের M. B. B. S., D. P. H. ডিগ্রী আছে তারাই Public Health Officer হতে পারেন। M. B. B. S. হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু D. P. H. ডিগ্রীধারি লোকের অভাব। এইরূপ ডিগ্রীধারি লোকের সারা ভারতবর্ষেই অভাব। তার জন্য Municipality advertise করেছেন কিন্তু এ পর্যন্ত কোন লোক তারা পাননি। কিন্তু যিনি food inspector তিনি food adulteration এর কাজ দেখছেন। অনেক ভেজাল food materials পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় পাঠানো হয়েছে। অথচ মাননীয় সদস্য বলেছেন যে food adulteration কোন কাজ এখানে হচ্ছে না। যে সমস্ত sample পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে যেগুলি adulterated বলে report এসেছে তাদের বিরুদ্ধে case দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি বলেছেন যে একজন Class IV employeeকে Administrator এর বাড়ীতে জোর করে কাজ করানো হয় এবং সেই জন্য সে কাজ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তা নয়। সে অনেকদিন যাবত unauthorised absence ছিল যার ফলে তার চাকুরী চলে যায়। তারপর তিনি বলেছেন যে, আমাদের মিউনিসিপাল অফিসে নাকি একজন কাট মিস্ত্রী আছেন, যিনি মাসের মধ্যে কয়েকদিন কাজ করে মাস শেষে তার মাহিনা নিয়ে যান। সেই মিস্ত্রী নাকি Municipal Administratorর উজ্জয়ন্ত palaceএর মত বাড়ীর যে সব দরজা জানালা সব সময় ভাঙ্গছে সেগুলি repair করছেন যার জন্য মিউনিসিপালিটি সব সময়ের জন্য তাকে নিযুক্ত করে রেখেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা মিউনিসিপালিটি কোন carpentar ই আজ পর্য্যন্ত নিযুক্ত করেননি। উনি আরেকটা অভিযোগ করছেন যে তিনি তাহার বাড়ীর জন্য আবর্জনা-বাহী গাড়ীর সাহায্যে trancing ground থেকে মাটি এনেছেন। তিনি যদি সত্যি এ কাজ করে থাকেন তবে তার বিধান আছে সে সরকারী কর্ম্মচারী নিজের কাজে যদি

সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন তবে তাকে Petrol ইত্যাদির যে খরচ হয় তা দিলে ব্যবহার করতে পারেন।

(Interruption)

নিশ্চয় দিয়েছেন, petrol এর খরচ প্রত্যেক responsible offlcerই দিয়ে থাকেন এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়েছে বলে আমরা মনে করিনা। তিনি মিউনিসিপ্যাল গাড়ীতে নিজের কাজে বা অফিসের কাজে এত বেশী পরিমাণ পেট্রোল খরচ করেছেন যে A. G. তাতে audit objeetion দিয়েছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত অমূলক কথা কারণ A. G. এই রকম কোন objectionই দেননি। আমি জানি না তিনি কোথা হতে এই সব তথ্য পেয়েছেন। সরকারী কাজে তিনি অনেক জায়গায় যেতে পারেন। তারপর তিনি unemployed goldsmith দের সম্বন্ধে বলেছেন যে তাদের জন্য সরকার কোন কিছু করেননি। আমরা আগেও এই হাউসে বলেছি যে unemployed goldsmithদের industryতে যাতে rehabilitate করা যায় তার জন্য scheme করা হয়েছে, সেটা Centrol Govt. এর কাছে পাঠানো হয়েছে। কাজেই ঐটি approved হলে আমরা নিশ্চয়ই তা দিগকে industryতে rehabilitate করার ব্যবস্থা করব। তা ছাড়াও সরকার unemployed goldsmithদের ছেলেমেয়েদের জন্য book grant দিয়েছেন এদের tuition fee ইত্যাদি দিতে হয় না, আর তাদের কয়েকজনকে সরকারী চাকুরীও দেওয়া হয়েছে। অতএব unemployed goldsmithদের সম্পর্কে সরকার উদাসীন এবং তাদের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না, এটা সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন। আমরা তাদের rehabilitation এর জন্য চেষ্টা করছি এবং এই বিষয়ে সরকার সচেতন আছেন।

তারপর তিনি Publicity Organisation সম্পর্কে অনেকগুলি অভিযোগ করেছেন। এখানে Publicity Organisation যেভাবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বিলি করছেন সেটা নাকি আইন অনুসারে করছেন না, তাদের খেয়াল খুসী মতে করছেন। তিনি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে গণরাজ পত্রিকা ২ টন নিউজপ্রিণ্টের requisition দিয়েছেন তারা পেয়েছেন ১॥ টন আর জাগরণ পত্রিকা ৪ টন নিউজপ্রিন্টের requisition দিয়ে পেয়েছেন ৪ টন। নিউজপ্রিণ্টের পরিমাণ দিয়ে বিজ্ঞাপন বিলির ব্যবস্থা করা হয়না। নিউজপ্রিণ্ট অন্য কাজেও ব্যবহার করতে পারেন বিক্রী করতে পারেন। বিজ্ঞাপন দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করে কতগুলি সরকারী Policyর উপর। যেমন পত্রিকার status ইত্যাদি। কাজেই পত্রিকার status অনুসারে বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপনের হার সম্পর্কে তার অভিযোগ হল সরকার এক হারে দেন, আর বেসরকারীরা আর এক হারে দেন। তা দিবেনই। সরকারের যে হার তার সাথে বেসরকারী যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দেন তার বৈষম্য থাকতে পারে। বেসরকারীরা অনেক সময় এমনিই ছাপাতে পারেন।

(Interruption)

contract আমাদের কিছু নেই, তবে একটা Policy আমাদের আছে, সেই অনুসারে বিজ্ঞাপন বিলির ব্যবস্থা এখানে হচ্ছে। কাজেই এখানে এই ব্যাপারে কোন কারসাজি নেই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন সদস্য বলেছেন যে failure to handover adequate powers and functions to elect gram panchayats and adequate provisions for their fanctioning gram parchayat আইনানুসারে যে ক্ষমতা পাওয়ার যোগ্য, ত্রিপুরা রাজ্যে যখন সমস্ত গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচন শেষ হবে, তখন সেগুলিকে দেওয়া হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমারা কোন কোন গ্রাম

পঞ্চায়েতকে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাদিগকে Block Advisory comittees বলে যেসব committee রয়েছে তাতে তাদিগকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করেছি। ইহাতে তারা গ্রামোন্নয়নের কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। তাছাড়া কোন কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকে যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে. তার খবর মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় জানেন। পূর্ব্ব বড়জালা ও জিরানীয়াতে যাতে তারা গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে পারেন, সেজন্য ১৯৬২-৬৩তে ১১২৫ টাকা loan হিসাবে এবং ১১২৫ টাকা সাহায্য হিসাবে মোট ২২৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে পূর্ব্ব দেবেন্দ্র নগর, জিরানীয়া ২২৫০ টাকা, বঙ্কিমনগর জিরানীয়া—৭৫০ টাকা, রামচন্দ্রনগর, জিরানীয়া—৮০০ টাকা, চাম্পামুড়া জিরানীয়া— ১৫০০ টাকা, মাদাইনগর জিরানীয়া—১৫০০ টাকা, পূর্ব্ব নওগাঁও, জিরানীয়া ৪২৫০ টাকা, (grant) আর ৪২৫০ টাকা (loan) মোট ৮৫০০ টাকা, উপ্পখালি, পানিসাগর grant— ৭৭৮০ টাকা এবং loan ৭৭০০ টাকা মোট ১৫৪০০ টাকা। বাঘবাসা পাণিসাগর—১৭৭০ টাকা (grant) আর ১৭৭০ টাকা (loan) মোট ৩৫০০ টাকা। শনিছড়া পানিসাগর grant দেওয়া হয়েছে ৩৫০০ টাকা এবং লোন দেওয়া হয়েছে ৩৫০০ টাকা মোট ৭০০০ টাকা। কাজেই এই পঞ্চায়েতগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তাদের গ্রামের, তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকার সাহায্য করছেন। (Interruption) আমরা যে পঞ্চায়েতগুলিকে ক্ষমতা দিতে চাই তারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। গ্রামের রাস্তা ঘাট এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্যই সরকার তাদেরকে loan এবং grant দিচ্ছেন।

(Interruption)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী করতে চাই, তাদের কাছে আমরা ক্ষমতা দিতে চাই, এই উদ্দেশে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে সাহায্য করছি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তারা অভিযোগ করেছেন। আমি জানিনা তারা কি মনে করে। আমরা যে উদ্দেশ্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে টাকা দিয়েছি তা আমরা বলেছি এবং সেটা খুব সুস্পষ্ট। মোটামুটি যে সমস্ত অভিযোগ তারা করেছেন। আমি তার উত্তর দিয়েছি। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং ছাঁটাই প্রস্তাব আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

Shri Sunil Kr. Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমার একটা cut-motion আছে। সেটা হচ্ছে যে Post Officeকে সাহায্য দান করা। Post Office অবশ্য একটা extra Deptt.

বহিঃবিশ্ব এবং অভ্যন্তরের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যই Post Office এর একান্ত দরকার। কাজেই আজকে Post Office এর যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন সম্পর্কে নূতন করে কিছু বলার নাই। এখানে Postal Advisory Committeeর last যে মিটিং হয়েছিল তাতে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যে আরো একশতটা নূতন Post Office খোলা হবে। Postal Deptt. এর যিনি Supdt. তিনি বলেছিলেন যে Union Govt. যদি ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তার যে ক্ষতি সে ক্ষতির সহায়তা করেন তা হলে সেখানে তারা Post Office খুলতে পারেন। এখন কথা হচ্ছে যে একশতটি Post Office খোলার জন্য যে list already করা হয়েছে, সেই ১০০টি Post Office খুলতে গেলে, সব জায়গায় ত আর Profit হবে না Lossও হবে। সেই Loss এর জন্য Contributionও দিতে হবে, কাজেই আমার মনে হচ্ছে এখানে যে ৩০,০০০৲ টাকা ধরা হয়েছে এই টাকায় কিছুই হবে না।

ত্রিশ হাজার টাকায় ১০০টা Post Office এর কিছুই হবে না। কাজেই এখানে যে budget পেশ করা হয়েছে তা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা হয়নি। এখন কথা হচ্ছে যে এইসব জায়গায় immediately by Post Office করা দরকার। জম্পুইজলা, শিলাছড়ি, দেবদার, করভোগ ইত্যাদি আরো আছে। এইসব জায়গায় অবিলম্বে Post Office খোলা দরকার এবং তারজন্য সরকারকে দায়ীত্ব নিতে হবে যদি সেখানে Loss হয় এর সেই Loss এবং জন্য দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত সরকারকে guarantee দিতে হবে। তা হলে Postal Deptt. সেখানে Post Office খুলবেন। একথা Postal Deptt. এর Supdt. জানিয়েছেন / কাজেই যে list করা হয়েছে তার জন্য অবিলম্বে টাকা বরাদ্দ করা দরকার। তার ফলে আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারব। যে সব জায়গায় Post Office নাই তাদের কথা উল্লেখ করে আমি একটি ঘটনার কথা বলব—যেমন শিলাছড়ি থেকে সাধারণ একটা চিঠি লিখেও জানানো সম্ভব হয় না। কাজেই Post Office এর যে সুযোগ সুবিধা সেগুলি সত্বর এইসব জায়গার অধিবাসীগণকে দেওয়া উচিৎ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Postal Deptt. এর আরো কতগুলি অসুবিধার কথা বলছি—যেমন মেইল বাসে করে আনা-নেওয়া হয়। বাসে করে মেইল আনা-নেওয়া যথেষ্ট অসুবিধা হয়। সেই জায়গায় আমরা যদি Postal Deptt.কে সহায়তা করি তাহলে মেইল Van যাতায়াত করতে পারে। মেইল Van হলে Postal Deptt. এর কাজ অনেক দ্রুত হবে এবং আমরাও লাভবান হব। এখানে budgetএ Contribution মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এর দ্বারা কিছুই হবে না। কাজেই এই amountটা আরো বাড়ানো দরকার। বিভিন্ন Sub-Office যেখানে তার বিলির ব্যবস্থা আছে—টেলিফোন আছে ঠিকই কিন্তু টেলিফোনে সংবাদ প্রেরণ করতে গেলে সবসময় অন্যের সামনে করতে হয়। তাতে অসুবিধা হয়। সুতরাং Telephone Booth থাকা দরকার। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গা যেসব Post Office আছে কোথাও আমার Telephone Booth দেখতে পাই না। কাজেই Telephone Booth এর জন্য সরকারকে আরো কিছু provision রাখা উচিৎ ছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হলে এই যে এখানে মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, এর দ্বারা কিছুই হবে না। এর দ্বারা বড় জোর ১৫টা Post Office খোলা যেতে পারে বলে আমার মনে হয়। কিন্তু একশতটা Post Office এর নাম already listed up হয়ে আছে। টাকার অভাবে সেটা খোলা হচ্ছে না। কাজেই আমার মনে হয় Union Territory Govt. যদি সেই দায়িত্বটা নেন তবে দুই হাজার পর্য্যন্ত যে ক্ষতি হবে সেটা তারা দিতে স্বীকৃত আছেন। তাহলে Post Officeগুলি হতে পারে এবং ত্রিপুরার যে বাস্তব চেহারা তার সঙ্গে মিল হতো। কিন্তু সেটা হচ্ছে না কাজেই এই যে বাজেট তা অসম্পূর্ণ বাজেট।

Mr. Speaker :—I would call on Sri Bir Chandra Deb Barma.

Sri Bir Chandra Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand for grant No. 32 তে welfare of backward classes সম্পর্কে যে একটা item রয়েছে তার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলছি। সর্বপ্রথম আমি বলছি তাদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে যে ratio আছে সেটা ঠিকমত maintain করা হয় না। scheduled caste & sch. tribes যেসব ছেলে মেয়েরা আছে, class I & class II বাদ দিলে সাধারণতঃ তারা class III এর Class IV এর চাকুরী পেতে পারে। কেন না, হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে যে তাদের মধ্যে requisite qualification এর ছেলে মেয়ে নেই, কাজেই আমরা class I এবং class II চাকুরী তাদেরকে ঠিক ratio মত দিতে পারিনা। কিন্তু সেই কথা অবশ্যই class IV employee সম্পর্কে খাটেনি class IV employeeদের

বেলায় আমরা দেখি যে Sch. caste sch. tribes বা backward classদের জন্য যে ratio, আছে, কিন্তু actually করা হচ্ছে না। 1961 Census অনুযায়ী Sch. casteএর যে সংখ্যা আছে আমি বলব সেটা correct নয় কারণ তারপরেও there is much influx of refugees from East Pakistan কাজেই Sch. caste এর সংখ্যা সেটা অনেক বেড়েছে ' অতএব সেই অনুযায়ী ratio আরো বাড়া দরকার। কিন্তু এখন যে ratio আছে সেটাও ঠিকমত পূরণ করা হচ্ছে না। এই সম্বন্ধে Dhebar Commission এবং sch. cast & sch, Tribes Commission এর recommendation হল not only to fill up the ratio but to give them nore facility. অর্থাৎ যাতে করে ratio এর উপরে তারা সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে এই অনুরোধ রাখব. sch. caste & sch tribeদের যে চাকুরীর ratio আছে, সেটা অন্ততঃ class IV employeeদের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে maintain করা হয় এবং এদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যারা আছেন তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন বলে আমি মনে করি। Class III সম্পর্কেও সেই ratio ঠিক মত maintained করা হয় না। তবে class I and class II সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে minimum qualification যেটা, সেটা আমরা পাচ্ছি না। তারপর sch caste, sch. tribes এবং back-ward classদের জন্য যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়, আমি পূর্বেও বলেছি যে it is not utilized for the benefit of sch. caste or srh. tribes. but benefit is going to be exploited by non tribal or non-sch caste or non-sch tribe people সেটা বোর্ডিং হাউস facility সম্পর্কে আমরা দেখি sch Tribesদের welfare এর জন্য যে টাকা রয়েছে, সেই টাকা দিয়ে কতগুলি non-govt. বোর্ডিং হাউস তৈরী হয়েছে। যেমন প্রগতি. গান্ধী মেমরিয়াল, রাম ঠাকুর পাঠশালা বোর্ডিং হাউস তৈরী হয়েছে। Sch tribes বা sch caste এর যে welfare fund রয়েছে, তা দিয়েই এই বোর্ডিং হাউসগুলি তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেখানে sch caste বা Sch tribes ছেলেদের জন্য কোন seats reservation নেই বা তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। Sch. caste বা Sch. tribes এর ছেলেরা বোর্ডিং হাউসের কোন facility পাচ্ছে না অথচ the fund which is reserved for sch caste & sch. tribes boarding houses facilites সেটা ব্যয় হচ্ছে যে সমস্ত non Govt. school আছে তার boarding তৈরীর জন্য। কাজেই আমি বলব যাতে adequate number of seats, sch. caste & sch. tribes ছেলেদের জন্য reserved থাকে এবং সেই reserved seatগুলি যাতে ঠিক ঠিক মত পূর্ণ হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার অর্থাৎ sch caste and sch tribes ছেলেদের boarding house facility পেতে কোন অসুবিধায় না পড়তে হয়। সেখানে girl's studentsদের ও accommodation করা দরকার। আমাদের এখানে girl students দের জন্য যে accommodation আছে আমি বলব that is not sufficient এবং সেখানে sch. caste বা sch. tribes মেয়েদের জন্য কোন seats reservationএর কোন ব্যবস্থা নেই। অতএব আমি বলব যদি. আমরা tribal মেয়েদেরকে stipends ও boarding house ইত্যাদি facility দিয়ে উৎসাহ না দেই তাহলে tribal মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে আসবে না। সুতরাং এজন্য তাদেরকে আমাদের এসব facility দেওয়া দরকার। তাই আমি বলছি, এখানে বাজেটে যে অঙ্ক ধরা হয়েছে তা মোটেই sufficient নয়।

তারপর Sch. tribesদের জন্য যে Tribal Development Block আছে. আমি দেখিয়েছি যে

যেখানকার যে number of Tribal Population, it is going to be decreasing day by day. অমরপুর যেখানে Tribal Dev. Block রয়েছে, Govt statistics থেকে দেখা গেছে যে সেখানে 70% Tribal Population ছিল কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থা তাতে দেখা যায় সেখানে Tribal population কমে যাচ্ছে এবং non Tribal Population বেড়ে যাচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে refugee আসছে বা যে সমস্ত মুসলমান Population ছিল তারা refugeeদের সঙ্গে land exchange করে যাচ্ছে বা যে ভাবেই হোক non-Tribal Population বাড়ছে। অতএব যেখানে Tribal predomenent area ছিল, যেটা ডেবর কমিশনের recommendation অনুসারে ও tribal dominated area ছিল, সরকারী Statistics অনুসারে ও যেখানে 70% of the population were Tribal, আজকে সেখানে Tribal population অনেক কমে গেছে। কাঞ্চনপুর Tribal Dev. Block সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। সেখানকার Tribal population অনেক কমে যাচ্ছে। সেখানকার Tribal population অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। Tribal দের উন্নতির জন্য যদি Tribal Development Blockগুলি হয়ে থাকে তা হলে সে টাকাগুলি যাতে Tribalদের benefitএ আসে সেই ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু আমরা দেখেছি যে Scheduled caste এবং Scheduled Tribesএর Commissioner report করেছেন যে most of the fund utilised for non-Tribal and not for Tribal. এই সম্পর্কে Schedule caste, scheduled Tribes Commissone এর রিপোর্ট বাদেও একটা সমীক্ষা হয়েছে, তাতেও দেখা গেছে যে 70% of the fund utilised for non-Tribal and not for Tribal. কাজেই আমি মনে করব যে Tribalদের জন্য যে সব provision রাখা হয়েছে সেগুলি যাতে tribalদের কাজে, তাদের benefitএ আসে সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। জুমিয়া rehabilitation সম্পর্কে আমি বলব যে এ সম্পর্কে আমাদের proper assessment হওয়া দরকার। সরকার একটা সংখ্যা দেখান যে এত লোক আমরা rehabilitate করেছি, কিন্তু আমাদের কথা হল যে actually যে সমস্ত জুমিয়া কলোনীতে আছে সেখানে সে পরিমান জুমিয়া নেই। তারা কলোনী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমরা বলি তাদেরে properly rehabilitate করার জন্য যে fund দরকার সেই fund তাদেরে দেওয়া হয়নি। তাদেরে টাকা পয়সা দেওয়া হয়নি। যে Scheme তারা করেছে এ Scheme দ্বারা proper rehabilitation হতে পারে না। কাজেই আমার মনে হয় যে কয়েকটা সংখ্যা দেখালেই চলবে না, সে সমস্ত জুমিয়া কলোনী করা হয়েছে সেইগুলি সম্পর্কে একটা proper assessment হওয়া দরকার। তা ছাড়াও যে সমস্ত জুমিয়াকে সরকার rehabilition দিয়েছেন বলে দাবী করছেন তাদের বাহিরেও একটা বিরাট সংখ্যক জুমিয়া রয়ে গেছে। They are awaiting rehabilitation, এবং তাদের সম্পর্কেও ডেবর কমিশন বলেছেন যে the work should be speeded up. তাদের rehabilitation এর কাজে খুব তাড়াতাড়ি না করলে আমরা তাদেরে রাখতে পারব না। কেননা তারা যদি economic rehabilitation না পায়, জুমের উপর এখন restriction হয়েছে কাজেই আগে যে কাজ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত তা বন্ধ হয়ে গেছে, কাজেই আজকে যদি আমরা তাদের rehabilitation খুব তাড়াতাড়ি না করি তা হলে তারা অন্যথানে চলে যাবে। যেটা আজকে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরা থেকে অনেক জুমিয়া আসামে চলে যাচ্ছে, পূর্ব্বপাকিস্থানে চলে যাচ্ছে এবং এটা আমাদের পক্ষে খুবই পরিতাপের বিষয়। কাজেই এই জুমিয়াদের তাড়াতাড়ি proper rehabilitationএর ব্যবস্থা করা দরকার। আর একটা কথা, এটা আমার কথা নয় ডেবর কমিশন তার recommendationএ বলেছেন যে ত্রিপুরার জমির উপর এমন বিরাট চাপ পড়েছে যে টিলা জমি ছাড়া

টিলা জ'ম ছাড়া খানি জমি জুমিয়াদের দিতে পাচ্ছি না। এখন টিলা জমিতে জুম চাষ ছাড়া কি ভাবে তাদেরে কৃষি কাজে নিয়ে আসা সম্ভব সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই অন্য কোন একটা ব্যবস্থা করা দরকার যাতে তারা টিলা জমিতেই জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে। কাজেই Horticulture বা এ ধরণের অন্য কোন scheme নিয়ে তাদের যাতে টিলা জমিতে Rehabiiitation দেওয়া যায় সেদিকে চিন্তা করা উচিৎ। আমি এই কথাই বলব যে টাকা রাখা হয়েছে সে টাকা যাতে Tribalদের কাজে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয় সেই দিকে নজর রাখা দরকার। আর একটা কথা আমি বলব যে Land alianation হচ্ছে, Tribalদের জমি non-tribal দের হাতে চলে যাচ্ছে। আমরা আইন করেছি বটে যে Collectorএর permission ছাড়া জমির যে দলিল তা registered হবে না। কিন্তু আমরা জানি, ডেবর কমিশনের রিপোর্টেও এই কথা আছে যে বহু জমি কোন registration ছাড়াই মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। বিনা রেজিষ্ট্রিতে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে and this is going to the hand of Mahajan, কাজেই এ সম্পর্কে কি করে আমরা তাদেরকে landএ settle করতে পারি এই land alianation থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারি সেই সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করা দরকাব যাতে করে tribalদের জমি non-tribalদের হাতে চলে না যায়। কাজেই আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে এই Houseএর সামনে এই problemগুলো তুলে ধরছি কারণ যারা backward যারা পশ্চাৎপদ তাদেরকে সামনে যদি এগিয়ে নিয়ে না আসতে পারি তাহলে তা সমগ্র দেশের উন্নতির পথেই পবিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে। কেননা একটা শরীরের সমস্ত কিছু অঙ্গ যদি ঠিক ঠিক ভাবে সুস্থ না থাকে তাহলে শরীরটাকে আমরা perfect বলতে পারি না, কাজেই দেশের একটা অংশ যদি পিছিয়ে পড়ে থাকে সেই পিছিয়ে পড়া অংশটাকে অগ্রবর্ত্তী করে আমরা যদি না আনতে পারি তাহলে দেশ অগ্রসর হতে পারে না, দেশ পিছিয়ে যাবে এবং তার re-action হবে এই যে যারা পেছনে পড়ে আছে তারা যারা এগিয়ে গেছে তাদেরকেও পিছু নিয়ে আসবে। একটা অংশ যদি শরীরের বিকল হয়ে যায় তার দ্বারা সমস্ত শরীরটাকে তাকে বিকল করে দেবে, পঙ্গু করে দিবে কাজেই দেশের দিক থেকেও আজকেও অনগ্রসর যারা রয়েছে তাদের উন্নতির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য না করি তাহলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে, দেশকে কিছুতেই আমরা এগিয়ে নিতে পারব না। এই কথা বলেই আমি এই demand সম্পর্কে যে সব cut motion এসেছে সেগুলো সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :— I now call on Sri Gopesh Ranjan Deb.

Shri Gopesh Ranjan Deb :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই House এর সামনে demand No. 32 এবং 33 আলোচনা করতে গিয়ে যে কতগুলো cut motion এসেছে আমি তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য আরম্ভ করছি। প্রথমে আমি বলছি আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় বনমালীপুরে Drainage ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেছেন তার যথাযথ উত্তর আমাদের মাননীয় Deputy. Minister শ্রীভৌমিক দিয়েছেন। কাজেই সে সম্পর্কে আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছিনা, তবে সে সম্পর্কে সরকার যে যথাযথ ভাবে কাজ করছেন সেটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই। আর একটি কথা বলা হয়েছে land holders দের compensation সম্পর্কে। আমরা দেখি যে land holdersদের compensation দেওয়ার জন্য এই বাজেটে provision আছে। তাহা ছাড়া আর একটি Headও আমাদের আছে হয়ত তাহা আগামীকল্য আলোচনা হবে। সেই Head এ assigneeদের জন্য এবং adjustment for the compensation তার জন্য একটা

Deptt. রয়ে গেছে। তার জন্য আমাদের ৩ লক্ষ টাকার উপর সেখানে ধরা আছে। কিন্তু Municipality সম্পর্কে land holders দের যে compensation দেওয়ার প্রয়োজন তার provision ও আমাদের বাজেটে আছে। খুসীমত কর্মচারী ছাটাই এবং 4th class কর্ম্মচারীদিগকে ব্যাগার কাজ করানো ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের মাননীয় Deputy Minister বলেছেন। তা আমি আর বলতে চাচ্ছিনা, পুরাতন bridge এর কাঠ সম্পর্কেও তিনি বলেছেন। পুরাতন bridge এর কাঠ দিয়ে furniture হয় না, সেই কাঠ auctionই হয়। আর একটি কথা বলা হয়েছে যে Administrator কোন Engineer appointment করেন না, তিনি নিজেই Engineer এর কাজ করেন। যদি মনে করেন Administrator এর Engineering এর জ্ঞান থাকে এবং তিনি post create না করে সরকারের টাকাটা দিয়ে ঠিক ঠিক মত কাজ করে যেতে পারেন তাহলে ক্ষতির কি কারণ থাকতে পারে আমি তাহা খুঁজে পাচ্ছি না। গণরাজ পত্রিকায় বেশী বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে এবং সেই দিক দিয়ে জাগরণ পত্রিকার পক্ষে তারা বেশ ওকালতি করেছেন। কিন্তু আমরা জানি গত আর এক session এ সেই জাগরণ পত্রিকার কথা উঠেছিল এবং সেখানে এই House এ প্রমাণিত হয়েছে যে জাগরণ পত্রিকা yellow journalist এবং সেই yellow journalist কে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না, এবং সেটা আমরা এই House এ দেখেছি, মাননীয় সদস্য গণও শুনেছেন। কাজেই কোন পত্রিকা কতখানি কাগজ consume করবে তার উপরই বিজ্ঞাপন দেওয়া নির্ভর করে না। পত্রিকার status পাঠকদের যে স্তর এ সব ও বিবেচনা করার বিষয় আছে। গণরাজ পত্রিকা বহুল প্রচারিত এবং তার গ্রাহক সংখ্যা প্রচুর। যদিও জাগরণ পত্রিকা দৈনিক পত্রিকা। তথাপি কতকগুলো বিশেষ কারণে তাহাকে advertisement দেওয়া সম্ভবপর হয় না। বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ জাগরণ পত্রিকার ওকালতি করছেন। তার কারণ মনে হয় এই পত্রিকা তাদের সপক্ষে কিছু কিছু লিখতে আরম্ভ করেছে। পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সে সম্পর্কে আমি বলব নানা কারণে অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত election করা সম্ভব হয় নি। আমাদের কৈলাসহরে পঞ্চায়েত election হয়েছে এবং আশা করি অন্যান্য স্থানে 3rd plan এর মধ্যে পঞ্চায়েত election শেষ হয়ে যাবে। আমি আশা করি চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে decentralisationএর যে programme আছে তাহা সম্পন্ন করতে পারব। আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে তিনি কৈলাসহর ডাক বাংলায় স্বর্ণ শিল্পীদের অশোভনীয় কথা বলেছেন। সেই সম্পর্কে আমি বলব যে আমি নিজেই সেখানে ছিলাম এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেখানে ছিলেন। অশোভনীয় কথা বলা তো দূরের কথা তিনি স্বর্ণ শিল্পীদের সাহায্য করবার নানা প্রকার আশ্বাস দিয়ে ছিলেন।

১৯৬১ সালের Census অনুসারে দেখা যায় যে ত্রিপুরার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ Scheduled Caste এবং Scheduled Tribes, চাকুরী ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। বর্ত্তমান প্রচলিত quota অনুসারে শতকরা 35·58 ভাগ চাকুরী Scheduled Tribesদের ক্ষেত্রে এবং শতকরা ৭ ভাগ Scheduled Casteদের পক্ষে reserve করা আছে। কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে সব সময় ঐ quota fulfil করা সম্ভব নয়। কারণ উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় না। যাহা হউক সরকার এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন নয়। সর্ব্বভারতের সহিত সমতা রক্ষা করে ত্রিপুরা সরকার Scheduled Tribes এবং Scheduled Caste প্রার্থীদের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করছেন।

বিরোধী পক্ষের এক মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন S. C. & S. T.দের জন্য যে Boarding House আছে যেখানে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীকে বহুল পরিমাণে থাকতে দেওয়া হয়, কিন্তু

এ অভিযোগ ঠিক হয় না, আমি জানি S. C. & S. T. ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেলে সেখানে অন্য কাউকেও রাখা হয়না। যেক্ষেত্র S. C. & S, T. ছাত্র পাওয়া যায় না সেখানে কিছু কিছু অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রগণকেও সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু free boarding facility তাদের দেওয়া হয়না।

চাকুরীর ক্ষেত্রে ত্রিপুরাতে Class I officer আছে ৭৪ জন তার মধ্যে ১১ জন হল Scheduled Tribes, Class IIতে ৫২৪ জন মোট Employee সংখ্যা Scheduled Caste তাদের মধ্যে ৯ জন, Scheduled Tribes হল ২৪ জন, Class III employee ১০৬৯১ জন তার মধ্যে Scheduled Caste ৩৪৪ এবং Scheduled Tribes হল ৭৬২ জন, Class IV employee ৬৫৬৮৫ জন, তার মধ্যে Scheduled Caste ৯৩৩ এবং Scheduled Tribes ১১৮৬ জন এই হিসাবে আমরা দেখি যে আমাদের কর্মচারীর সংখ্যার 5·47% Scheduled caste এবং 11·63% হচ্ছে Scheduled Tribes. যদিও Class I, Class II এবং Class III কর্মচারীর ক্ষেত্রে Sch. Caste এবং Sch. Tribes দের সংখ্যা কিছু অল্প, তথাপি Class IV Employees ক্ষেত্রে শতকরা 40% বেশী। অভিযোগ করা হয়েছে যে আইন থাকা স্বত্বেও বহু ক্ষেত্রে Scheduled tribesদের জায়গা non:Scheduled দেব ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে। সেই সম্পর্কে আমি বলব যে কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তা সত্যি, কিন্তু যেখানেই এ অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে সেখানে tribal-দের ঐ জমি দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং non-tribal-দের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আমি কালাছড়া কাঞ্চনপুর প্রভৃতি এলাকায় নিজে থেকে non-tribal দের অনেক অনুরোধ উপেক্ষা করেও tribal-দের তাদের জমি ফিরিয়ে দিয়েছি। সুতরাং যে অভিযোগ এখানে করা হয়েছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই Demand-এর উপর যে cut motion যে cut-motion এনেছে তার প্রতিবাদ করে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Now I call on Sri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Ranjan Dasgupta—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে Demand No. 32র উপরে যে cut-motion এসেছে তার সমর্থনে আমি দু একটি কথা বলছি। প্রথমতঃ পঞ্চায়েত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলব যে আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক কর্তব্য সেই গণতন্ত্রকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্যই এই পঞ্চায়েতের চিন্তা ধারা। তাহা আজ নূতন নয়। সেই চিন্তাধারা ভারতের ইতিহাসে বহু আগে থেকেই ছিল। মহাত্মা গান্ধীজী এই পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়েই রাম রাজত্বের চিন্তা করে ছিলেন। কিন্তু যে পঞ্চায়েত আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার পর সেই পঞ্চায়েত মারফত রাম রাজত্ব কায়েম হবে, কি না হবে সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। উত্তর প্রদেশ থেকে যে পঞ্চায়েত Act আমাদের ত্রিপুরায় আমদানী করা হয়েছে সেই পঞ্চায়েত Act ত্রিপুরায় বাস্তব অবস্থার সাথে মিলে কিনা, যে এলাকায় গ্রামগুলো অবস্থিত সেই এলাকার জনসংখ্যা এবং ইত্যাদি সবগুলো চিন্তা করে সেগুলো মিলে কিনা সেটা চিন্তা করার বিষয়। সেই দিক দিয়ে U. P.-র যে পঞ্চায়েত Act সেটা ঠিক ঠিক কিনা। আজকে ত্রিপুরার অবস্থাকে বিবেচনা করে সেই Actকে অনেক ক্ষেত্রে amend করা প্রয়োজন। আজকে সারা ভারতে Panchayat Act সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠেছে। শান্তনম্ কমিটি যে report রেখেছেন প্রথমতঃ যে recommendation গুলো রেখেছে তারমধ্যে আছে যে কোন রাজনৈতিক দল সেই Election-এ participate করতে পারবে না। সেই report-এ recommend করা হয়েছে যে একটা Committee গঠন করা হউক যে Committee প্রত্যেক পঞ্চায়েতের ব্যাপারে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবে। একজন পঞ্চায়েত প্রধান যদি একটা এলাকায় ৩। ৪ বার নির্ব্বাচিত হয় তাহলে সেখানে যে একটা জমিদারী গড়ে তুলেন। যাতে একজন পঞ্চায়েত

প্রধান ২ বারের বেশী নির্ব্বাচিত না হয় সেটাও শান্তনম্ কমিটি recommend করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার Panchayat Act যেটা U. P. থেকে আনা হয়েছে সেটার প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা দেখি ন্যায় পঞ্চায়েত, ন্যায় পঞ্চায়েতটা কি ভাবে হচ্ছে ত্রিপুরায় ? যে ...nority, তারা ঠিক করে দিচ্ছেন যে এই ন্যায় পঞ্চায়েতের সভ্য। এই জিনিষটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় defect যে একজন আমলা তাকে হয়ত rulling partyকে সন্তুষ্ট করবার জন্য S. D. O. বা হাকিম তারা এমন লোককে নির্ব্বাচিত করে যে লোক কংগ্রেসভুক্ত এবং কংগ্রেস সমর্থিত। এবং সমস্ত ন্যায় পঞ্চায়েতে এই জিনিষগুলো দেখা গিয়েছে, এইভাবে এই জিনিষগুলো তারা করেছেন। মোহনপুর, সিমনা এলাকায় যাদের ন্যায় পঞ্চায়েত করা হয়েছে. কোন জায়গায় পারে নাই এমন জায়গায় পারে না, যেখানে কংগ্রেসের কেউ যায়নি সেখানে তারা বাধ্য হয় এমনসব লোককে দিতে যাদের দিতে চায় না। কিন্তু আমি দেখেছি যেখানে কংগ্রেসের ৪জন ৫জন আর সব Independent। সেখানে ঐ কংগ্রেসের ৪জনকে ন্যায় পঞ্চায়েত নিয়েছে আর অন্য একজনও নেই। আমি উদাহরণ দিতে পারি, তদন্ত করুন এটা সত্য কিনা। এই জিনিষগুলো হচ্ছে corrupt practice S. D. O. বা Ruling partyকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এইগুলো করছে। দ্বিতীয় হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা। যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার মধ্যে দেখা যায় গ্রামের মধ্যে যারা richmen যারা powerful businessmen এবং corrupted people তারা এত প্রভাব বিস্তার করে যে স্বাধীন ভারতে যদি এইভাবে পঞ্চায়েত Election হয় তাহলে কেউ হয়ত দাদন নিয়েছে, কেউ হয়ত টাকা নিয়েছে, কেউ হয়ত জমি বন্ধক দিয়েছে, স্বাধীন ভাবে ভোট দিবার তাদের সাহস থাকেনা। যেখানে ballot মারফত ভোটের ব্যবস্থা করা উচিত যাতে সে স্বাধীন ভাবে ভোট দিতে পারে এবং সে কাকে ভোট দিল সেটা যাতে ধরা না পড়ে। কারণ আমি জানি মনতলা কলোনীতে যে পঞ্চায়েত election হয়েছে মোহনপুর এলাকায়, সেখানে যে Presiding officer ছিল সে পূর্ব্বে সেখানকার supervisor ছিল এবং electionএর আগে সেই supervisor সেই কলোনীতে গিয়ে warning দিয়েছে এবং সে যখন ভোট count করে তখন সে নিজের ইচ্ছামত ভোট count করেছে। যে কথাটা আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীআরিফুল ইসলাম বলেছেন যে Agentদের count করবার অধিকার দেওয়া হয়নি, যে অবস্থা মনতলা কলোনীতে হয়েছে। সেইভাবে ঐখানে কংগ্রেসের যে nominee তাকে জিতাইবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচনের পর কি দেখছি, যে আজকে পঞ্চায়েতের বিষয়ে একটা কথা বলা হয় যে এক সঙ্গে হয়নি, সমস্ত জায়গায় হলে পরে আমরা power delegate করব। আমরা power delegate করব। এই অবস্থায় আজ ৩।৪ বৎসর চলেছে, তাহলে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনটা ঠিক at a time এ করা হলনা কেন ? যদি at a time করা হত তাহলে দেরী হলেও power delegate এর প্রশ্ন উঠতনা সেই জিনিষটাই ভাল হত। কিন্তু সেই জিনিষটা করা হয় নি। আজ ৩।৪ বৎসর হয়েছে পঞ্চায়েত প্রধান বা member হয়েছে, কিন্তু তাদের হাতে কোন কাজ নেই। তার ফলে যারা পঞ্চায়েত প্রধান এবং member তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হয়েছে। আর একটা জিনিষ হচ্ছে B. D. O.দের কর্ত্তব্য গ্রামে যাওয়া এবং পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে দেখা করা, গ্রামের সুখ দুঃখের কথা বলা এবং তার redress করা। মোহনপুরের B. D. O. তিনি মেঘলিবন মৌজার পঞ্চায়েত প্রধান বিশা দেববর্মা তার সাথে আজ পর্য্যন্ত দেখা করেন নি। আমার মনে হয় তাকে যদি ঐ B. D. O.র সামনে আনা হয় তাহলে তিনি তাকে চিনবেন না। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে B. D. O আজ পর্য্যন্ত যান নাই। তিনি যান

শুধু মণ্ডল কংগ্রেস কমিটিতে, ২নং মণ্ডল কমিটির সম্পাদকের সহিত দেখা করে তিনি বলেন যে তারা কাজ করে যাচ্ছেন সেই এলাকায়। যদি পঞ্চায়েত প্রধান কংগ্রেস সদস্য না হয় তাহলে কোন ক্রমেই তিনি সেখানে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন না। আমরা দেখেছি যে পঞ্চায়েত প্রধানকে power delegate করেন নি। কিন্তু অনেক জায়গায় দেখেছি যে পঞ্চায়েত প্রধানদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। সে কথা মাননীয় উপমন্ত্রী বলেছেন কোন কোন পঞ্চায়েত এ grant দেওয়া হয়েছে। আমি সেই সম্পর্কে বলছি যে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি গ্রাম, মৌজা এলাকায় অনেক কাজ আছে, রাস্তা আছে, tube well আছে, পঞ্চায়েত ঘর আছে, সমস্ত এলাকায় সমস্ত Panchayat pradhanদের সেদিকে সাহায্য করা দরকার, রাস্তাগুলো করা দরকার। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেগুলো করা হয় নি। মাত্র কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা দিয়েছেন। তারপর দেখা যায় S. D. O. অনেক ব্যাপারে গ্রামে গ্রামে যান, গ্রামের উন্নতির ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেন সেখানে গিয়ে। কিন্তু তারা পঞ্চায়েত প্রধানদের সাথে দেখা করেন না। Zonal S. D. O. সম্পর্কে আমি বলব যে তিনি কোন অবস্থায় পঞ্চায়েত প্রধান বা মেম্বারদের সাথে দেখা করেন না। তিনি শুধু conference করেন কংগ্রেস মেম্বারদের সাথে। আমরা মোহনপুর, সিমনা অঞ্চলে সেটা দেখেছি, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সিমনা মোহনপুর অঞ্চলে জনসাধারণ কংগ্রেসকে ভোটে সমর্থন দেন নি, তাই তিনি জনসাধারণের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন অনুভব করেন না। আর একটা কথা হচ্ছে B. D. Oদের প্রধান কাজ এবং পঞ্চায়েতদের প্রধান কাজ আমি সেটা মনে করি, যে জিনিষটা বারবার দরখাস্তের মারফতে Ruling partyও বলেছেন, landless এবং poor peasantরা যাতে illegally কোন জায়গা থেকে evicted না হয়। প্রত্যেকটি এলাকায় সেই সম্বন্ধে সন্ধান করা উচিত পঞ্চায়েত প্রধান মারফত যে কারা কোন জায়গায়, কি অবস্থায় কতদিন যাবত আছেন এবং তারা illegally evicted হচ্ছে কিনা। সেই দিক দিয়া আমি দেখছি যে, সব বড় বড় বাগানে বড় বড় মন্ত্রীরা, অফিসাররা খানা পিনা করেন তাদের স্বার্থে। অনেক সময় দেখা যায় গ্রামের পর গ্রাম লোকগুলি evicted হচ্ছে কিন্তু তাদের কোন সাহায্য করা হচ্ছে না।

আমাদের মাননীয় সদস্য গোপেশ বাবু backward community সম্পর্কে বলেছেন। Backward community সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা ত্রিপুরায় আছে সেটা পর্য্যাপ্ত নয়। কারণ আমি জানি সিমনা---মোহনপুর areaতে প্রায় ৫০% লোক Tribal। সেখানে Tribalদের বিশেষভাবে কোনরকম সাহায্য করা হয়না। কতকগুলি Book grant এবং Tribal. Boarding এর ছাত্র ছাড়া আর কোন রকম Tribal Rehabilitation বা জুমিয়া Rehabilitation ইত্যাদি করা হয় নাই। সেই দিক দিয়ে চিন্তা থাকা উচিৎ এবং Survey নেওয়া উচিৎ যে কোন্ কোন্ areaতে কি রকম Tribal আছে এবং তাদের মধ্যে কত percent সাহায্য পেয়েছে এবং কার সাহায্যের দরকার। পত্রিকার ব্যাপারে আমাদের গোপেশ বাবু বলেছেন যারা yellow journalist তাদেরকে advertisement দেওয়া হয় না। আমরা শুনেছিলাম যে আসামে পীতজ্বর আছে। আমাদের গোপেশ বাবু বোধ হয় পীতজ্বরে ভুগছেন। মনে হয় তিনি এই মাত্র পীত জ্বর থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন। সেই জন্যই পীত জ্বর সম্পর্কে এত আতঙ্ক অনুভব করছেন এবং তাই তিনি অনেক সময় আবোল তাবোল বলেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটি ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতবার পুলিশের আলোচনার সময়েও যখন আমরা সে আলোচনায় participate করলাম অর্থাৎ আমরা সমর্থনে যারা বলছি—এত কম সময় আমরা পাই যে তখন আমরা তা শেষ করতে পারি না এবং half wayতে যদি কোন একটা

জিনিষ finish করতে হয় তাহলে অনেক সময় তা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয় না। এই জন্যই আমি আশা করি যে ভবিষ্যতে আমাদের সময়ের ব্যাপারে যেন একটু consider করা হয়।

Mr. Speaker :— সময়ের ব্যাপারে? I think, I try to do full justice. I would like to know the opinion of the whip of the party, when a complaint has been raised against the Speaker, whether he has allowed sufficient time or not to the party from the begining upto this time.

Shri Atiqul Islam :— We have got enough time, but......

Mr. Speaker :— You have been given the maximum time. Inspite of that you submitted list of ten members, I must have to distribute time among those ten.

Shri P. R. Das Gupta :—আমি Complaint হিসাবে আনিনি। আমি এখন বলতে চাচ্ছি যে কোন কোন subject আছে যেখানে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়। সেই subject গুলি discussion এর জন্য কিছু বেশী সময় বরাদ্দ করার অনুরোধ রেখেছি।

Mr. Speaker :— That I know. If you see the order in which the Demands have been placed for discussion, your contention will be explained. The demands have been placed for discussion on the priority basis and this priority has been fixed in consultation with leader of the parties and whips. Any way, I have to finish the demands as this is the target date fixed by the Administrator. If necessary, I shall apply guillotine at the end. For this particular demand I have given two hours & out of which Govt. party have got only 35 minutes.

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Chief Minister to give reply to the debate.

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের সদস্যগণ মিসলেনীয়াস হেডএ বলতে গিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি বারবার করেছেন। তার বিশেষ কারণ আছে। এই কারণটি হল এই, এই প্রেস সম্বন্ধে আগেও বলা হয়েছে হাউসে, আবার ঠিক সেই ব্যাপারটা এখানে পুনরোল্লেখ করছেন ঠিক সেই ভাবে। তারপর স্বর্ণ শিল্পীদের সম্বন্ধে আগেও ঠিক এই কথাই এই হাউসে উঠেছিল, আবার সেই কথা বলছেন এবং পঞ্চায়েত সম্বন্ধে ঠিক একই কথা। কারণ তারা এখন ভুট্টোর থেকে শিক্ষালাভ করছেন। কারণ তারা জানেন যে ভুট্টোর মত যদি অনবরত, সত্য যেটা নয়, সেটাকে যদি অনবরত লোকের সামনে তুলে ধরতে পারা যায় তাহলে হয়ত বা জনসাধারণ সেটাকে গ্রহণ করবে। এই সত্যের উপর ভিত্তি করে, এই চিন্তার উপর ভিত্তি করে, এই মনোভাবের উপর ভিত্তি করেই তারা একই কথার পুনরোল্লেখ করছেন। সত্যের সাথে যার বিন্দুমাত্র লেশ নাই এই কথাগুলির পুনরোক্তি অনবরত করছেন সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। তবে ভুট্টো তাদের কাছে হার মেনেছেন তাদের প্রচারের নমুনা দেখে। কারণ একটা কথা বলা হয়েছে যে ট্রাইবেল যারা তাদের যে রেশিও ফোর্থ ক্লাশ এমপ্লয়িজ হিসাবে, সেটা দেওয়া হচ্ছে না। ৫ হাজারের মধ্যে যদি ১ হাজার হয়, তার রেশিও কি হয় মাননীয় সদস্যকে আমি চিন্তা করতে বলি। আবার এক জায়গায় বলছেন ৩৩ পারসেন্ট। অতএব মাননীয় সদস্যকে এই জায়গায় চিন্তা করতে বলব। আবার আর এক জায়গায় বলছেন এই, ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলরা সমস্ত

চলে যাচ্ছে দলে দলে। আমি মাননীয় সদস্যদিগকে পুনবায় এই কথা বলছি যে ওনারা যেন চিন্তা করেন যে ফোরটি ফাইভ থাউজেণ্ড যে ট্রাইবেল পপুলেশন ছিল আজ তা ৩,৬৪,০০০এ পর্যবসিত হয়েছে এবং সেটা ওনারা যদি চিন্তা করেন, ভাবেন, তাহলে দেখবেন যে ৮০ পারসেণ্ট সেখানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের মুখে এই কথা শোভা পায় তার কারণ হল এই, সত্যের কারণে তারা ভ্রমে নাহি ভ্রমে। তারা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন ট্রাইবেলদের কাছে নয়, পাকিস্তানের ভুট্টোর কাছে প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে এখানকার ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা অসন্তোষ বিরাজিত আছে। অতএব বন্ধুপ্রবর আক্রমণ কর এই সময়ে, এই সুযোগ। এই চিন্তা রেখেই হয়ত তারা এই কথা বলছেন। তা না হলে এই কথা বলার আর কোন কারণ নাই। কারণ ৩,৬৪,০০০ যেখানে ট্রাইবেল আছে সেই জায়গাতে তারা যদি একথা বলেন তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে বলব সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা এবং সত্যের কারণে ভ্রমে ভ্রমণ করবে না। অতএব এই ভিত্তিতে এই মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই ওনারা বক্তৃতা করছেন। তারপর বলা হয়েছে যে ফেলুার ইন মিউনিসিপ্যাল এরিয়াতে যে সেটার এক্সটেনশান এর জন্য কোন কিছু করা হচ্ছে না। কারণ কি ? কারণ তারা উদাসীন। মিউনিসিপ্যালিটির কাজে তারা উদাসীন, সেজন্য। মাননীয় সদস্যদিগকে এই চিন্তা করতে বলব, আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটি কোথা পর্যান্ত ছিল আর আজ কতটুকু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। উনি বলেছেন ঐ জয়নগর, রামনগর প্রভৃতি এলাকায় সেই লাইন গিয়েছে। আবার জয়নগর এস, ডি, ও, এর বাড়ীর সামনে গিয়ে সেই লাইন আর যায় নি। আগে যেখানে টাউনটাব মানে ছিল এই রাজবাড়ীটা, সেইটাই ছিল টাউন। আর আজকে রামনগর, কৃষ্ণনগর এবং জয়নগব থেকে ধরে এই সমস্ত এলাকা এসেছে। অতএব তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই, যে সত্যকে ঢেকে রাখা। সত্যকে ঢেকে রাখার জন্য যে প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টাই হল তাদের সবচেয়ে বড়। কারণ তারা সত্যের কারণে ভ্রমবে না। তারা জানে ভুট্টো যদি সাফল্য লাভ করতে পারে, তারাও সাফল্য লাভ করতে পারবে। অতএব এইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা তা করছেন। অতএব মাননীয় সদস্যকে বলে রাখা দরকার, চিন্তা রাখা দরকার যে ফোর্থ প্ল্যানে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। আর মাননীয় সদস্যকে চিন্তা করতে বলব যে আমাদের ডিমাণ্ড বিরাট, অভাব আমাদের বিরাট, কিন্তু রিসোর্স কতটুকু সেই দিক দিয়ে চিন্তা রাখা দরকার, সেই দিক দিয়ে ভাবা উচিত, চিন্তা করা উচিত। কারণ তারা যেমন বলছেন এই টাকা সম্বন্ধে তাদের দুশ্চিন্তা নেই। রিসোর্স থাকুক আর নাই-ই থাকুক তোমাকে দিতে হবে, তোমাকে আনতেই হবে। আমি আগেও বলেছি যে, ৮০ লক্ষ টাকা যে দেশের রিসোর্স সেই জায়গাতে ১৫ কোটি টাকা আমরা বজেটে ধরেছি। অতএব সেই জায়গাতে চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব। এডুকেশন সম্বন্ধে এই জায়গাতে বলা হয়েছে ট্রাইবেল এডুকেশনের জন্য কোন কিছু করা হচ্ছে না। ট্রাইবেল এডুকেশন সম্পর্কে সেই বাজেটের দিকে আমি দৃষ্টি দিতে বলব। আড়াই কোটি টাকার মত হল সেই এডুকেশন বাজেট। অতএব সেই জায়গাতে চিন্তা করতে হবে। ট্রাইবেল বোর্ডিং এর জন্য দেওয়া হচ্ছে, তাদের স্পেশাল এডুকেশনের জন্য দেওয়া হচ্ছে, তাদের ঐ জায়গাতে স্পেশাল প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে এবং এই জায়গাতেও স্পেশাল প্রটেকশানের জন্য, স্পেশাল কাজের জন্য এই জায়গাতে সেই টাকা রাখা হয়েছে। অতএব এটার উপর নির্ভর করেই এডুকেশনের দিকে চিন্তা না করে কথা বললে পরে সত্যকেই ঢেকে রাখা হচ্ছে বলে মনে হয়। কারণ হল এই, প্রথম ও প্রধান কথা হল এই যে ট্রাইবেলদের মধ্যে, ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা বিক্ষোভের মনোভাব প্রচার করা চলে কিনা, এই মনোভাব থাকায়, সেকটেরিয়ানিজম মনোভাব থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা তা করছেন। কেবল তারা নয় তাদের চিন্তাধারা এই ছিল (ইন্টারপশন) মাননীয় স্পীকার মহোদয় তাদের চিন্তাধারা ছিল এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু

আগমন হয় তখন তাদিগকে হত্যা করার অপরাধে কারা যুক্ত ছিল? আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে তাদের মুখে, তাদের আজ বলতে হচ্ছে, তারা বলতে বাধ্য হচ্ছেন ইনফ্লাক্স যারা হয়েছে সেই পিপলকে সাহায্য করতে হবে। অতএব আজকের জনসাধারণের যে যুগ সেই যুগে তাদিগকে হনন করার কার্যে যারা ব্যাপৃত ছিলেন সমস্ত শক্তি সেখানে রেখেছিলেন সেটা ব্যর্থ হয়েছে জেনে আজ ইনফ্লাক্স অব পপুলেশন এর জন্য আজ ভাবতে হবে। তাদের আজ একথা বলতে হয়েছে যে রিহেবিলিটেশনে আমরা যে সাকসেসফুল হয়েছি, এবং সেটাই প্রতিপন্ন হয়েছে এবং জুমিয়া রিহেবিলিটেশনের জন্য যারা জুমিয়া রিহেবিলিটেশনের কার্য্যে যোগদান করেছিলেন সে সমস্ত লোক সরকারের সাথে কো-অপারেশন করে না এই বলে যারা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন কার্য্যকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টা করেছিলেন, আজ ত্রিপুরার জুমিয়া জনসাধারণ তাদের মুখ দিয়েই, তাদের দলের মুখ দিয়েই আজ একথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন চাই, জুমিয়া কার্য্যকে তরান্বিত করা চাই। আমরা দেখেছি খোয়াই যে অঞ্চলে ছিল ল্যাণ্ডলেস (ইনটারাপশন মিঃ স্পীকার:—অর্ডার অর্ডার) তাদের জমি ফ্রী দেওয়ার যে সংকল্প আমরা গ্রহণ করেছিলাম সেই তারাই সব জায়গাতে যাতে ল্যাণ্ডলেস বসতে না পারে সেজন্য তাহাদিগকে মামলা মোকদ্দমা করে উদ্বাস্তু করার কাজ, সর্ব্বস্বান্ত করার কাজে, খুন করা, হত্যা করা, সেই প্ল্যান স্কীমকে ব্যর্থ করার কার্য্যে নিয়োজিত করেছিল সমস্ত শক্তি। আজ তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে ল্যাণ্ডলেস রিহেবিলিটেশন চাই, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন চাই। অতএব আজকে আমরা এই জায়গাতেই দেখছি যে এ সমস্ত কাজে যে ব্যয় হচ্ছে সেই কার্য্যকে আমরা শক্তিশালী করে তুলব। পঞ্চায়েতের কথা বলা হয়েছে। আজ তাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছে এই তাদের যে সোভিয়েট ছিল, তাদের যে পিকিং ছিল, সেই পিকিং সেল আজ পঞ্চায়েতের আগমনের সাথে সাথে ভেংগে পড়েছে, খসে গিয়েছে। তারা আজ পঞ্চায়েত প্রথার বিরুদ্ধে নানারকম জল্পনা কল্পনা করে, পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে, জনসাধারণ যারা ভোটের মারফতে সেখানে দাড়িয়ে জয়যুক্ত হয়েছেন এই সমস্ত পঞ্চায়েতকে গ্রামীণ যে শাসন সেই শাসনকে ধ্বংস করার জন্য। কারণ এই শাসন পদ্ধতি তাদের এই যে পিকিং সেল সেই পিকিং সেলকে ভেংগেছে, চুরমার করেছে। (ইনটারাপশন) মিঃ স্পীকার:— অর্ডার অর্ডার। সেজন্য আজ তাদের ব্যর্থতার চীৎকার আসছে। জনসাধারণের মধ্যে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে তাতে জন-সাধারণকে অবহেলা করার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিশেষ করে তেলিয়ামুড়ার কথা বলা হচ্ছে, কারণ তেলিয়ামুড়ার কথা তারা মনে করেছিল এই তেলিয়ামুড়া ও কল্যাণপুর এই অঞ্চলে—এখানে তারা পিকাডোমের ভয় দেখিয়ে সেখানকার জনসাধারণকে সেই পঞ্চায়েত প্রথা থেকে বিচ্যুত করে তারা তাদের কেন্দ্রকে, তাদের জুলুম শাসনকে, টেরারিজমকে বজায় রাখতে পারবে, কিন্তু তাদের ভ্রূকুটিকে না মেনে সেখানকার জনসাধারণ সাহসিকতার সাথে সেই পঞ্চায়েত প্রথাকে জয়যুক্ত করেছে। তাই আজ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭টি পঞ্চায়েত যে গঠিত হবে তার মধ্যে ১১টি পঞ্চায়েৎ গঠিত হয়ে গেছে। তাদের বাধা সত্ত্বেও তারা সেই পঞ্চায়েত গঠন করে। সেই গ্রামীণদের শাসন, গণতন্ত্রের যে এই প্রধান সোপান, সেই সোপানকে তারা জয়যুক্ত করতে চায়, ভিত্তিকে তার জয়যুক্ত করতে চায়, তাদের এই যে পিকিং শাসন চলেছিল সেই শাসনকে চুরমার করে জনসাধারণ সেই জায়গাতে সেই গ্রামীণ শাসনকে প্রবর্ত্তন করেছেন, গণতন্ত্রকে প্রবর্ত্তন করেছেন। সেই জন্যই আজ তাদের জেহাদ এসেছে সেই গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সেই গ্রামীণ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। একদিকে তারা বলছে এই যে পঞ্চায়েতে ইলেকশান চলছে সেই পঞ্চায়েত ইলেকশান ন্যায়ত হয়নি। আজকে তাদের মুখে একথা কেন? জিরানীয়ায় যখন সেই পঞ্চায়েত রাজ কায়েমী হল

সেখানেত সেই হাত উঠিয়েই স্বায়ত্ব শাসনতন্ত্র চালু হল ; কিন্তু আজকে তাদের এখানে ব্যর্থ আয়াস কেন ? কারণ কম্যুনিষ্ট পার্টি দলগত স্বার্থকে ভিত্তি করে সেই পঞ্চায়েত ইলেক্‌শান চালু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ সেই দলগত স্বার্থের উপর ভিত্তি করে সেখানকার গ্রামীণ শাসনকে আক্রমণের যে পদ্ধতি চলছে সেই পদ্ধতিকে ধ্বংস করতে দেয়নি। সেজন্য তাদের আজ আক্রোশ হয়েছে। যদি কোন রকম অন্যায়ভাবে ইলেকশান হয়ে থাকে তাহলে তারা ন্যায়ানুগভাবে সেই ইলেকশানের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে পারে। অতএব মোকদ্দমা যেখানে হয়েছে সে সমস্ত মোকদ্দমার ফলাফল দেখে আজ তাদের একথা বলা উচিত। সেজন্য আজ সমস্ত গ্রামীণ গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ করতে যাওয়া তাদের পক্ষে শোভা পায়না। তবে তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক কারণ তারা জানেন এবং তারা বলেছেন এই, যে ১১টা পঞ্চায়েত গঠিত হয়ে উঠেছে সে সমস্ত পঞ্চায়েতকে টাকা দাও, ন্যায়ানুভাবে যদি গঠিত না হয়ে থাকে, সেখানকার সেই ইলেক্‌শান ন্যায়ানুগভাবে যে গঠিত হওয়ার কথা যদি সেটা গণতন্ত্রের উপর অতল সমাধি তারা মনে করে থাকেন তাহলে আবার এ' মুখে কি করে বলছেন সেখানে টাকা দেওয়া হউক ? তারা জানেন এই তাদের হাত অবৈধভাবে গঠিত হয়েছে বলে তারা মনে করেন আবার তাদের হাতেই টাকা দেওয়ার কথা বলছেন। তার কারণ হল এই যে তাদের কথায় এবং কার্য্যে একটুকুও মিল নাই, যা তারা বলেন তা তারা করেন না, যা তারা করেন তা তারা বলেন না। অতএব সেটা তাদের কথার দ্বারাই এই হাউসের মধ্যেই তারা প্রমাণিত করেছেন যে আমরা জানি যে তাদের এই সমস্ত অবস্থাকে অবহেলা করে গ্রামীণ যে শাসন গঠন করতে চায়, গণতন্ত্র গঠন করতে চায় এবং সেইভাবে ইলেক্‌শান চালু হয়েছে, হাত উঠিয়ে যে ইলেক্‌শানের কথা বলা হয়েছে। সহজ এবং সরলভাবে সেই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে অন্যান্য জায়গাতে যে পদ্ধতি চলেছে সেটাকে সহজ এবং সরলভাবে যাতে লোকেরা অনুসরন করতে পারে সেজন্য করা হয়েছে। যদি ভোটের কেন্দ্রে ভোটের বাক্স করা হয় তাহলে তার উপর একটা বিরাট বোঝা, গ্রামীণ যে শাসন তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। যদি সেখানে হাতের দ্বারা ভোট নিয়ন্ত্রিত হয়, তাতে তাদের আতংকিত হওয়ার কারণ কি আমি তা বুঝতে পারি না। যাদের সেখানে বাড়ী আছে তারা ঠিক ঠিক ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে যে জনসাধারণের মধ্যে সেই যত লোক আছে সে জায়গায় বসে ভোট দেবে, তাদের কর্মকর্ত্তা তারা নির্ব্বাচন করবে। যদি সেটাতে আতংক হয়ে থাকে, হাতের দ্বারা আতংক হয়ে থাকে, তাহলে সেই শাসনকে—যে বিধান আছে সেই বিধান অনুসারে তা চলেছে এবং সেটা সহজ সরলভাবে গ্রামের লোক সর্দ্দার, মাতব্বর নির্ব্বাচন করে। তারা তাদের কার্য্যকে যাতে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারে সেই ভিত্তির উপর ভিত্তি করেই তা তারা করেছেন। আর আরেকটা কথা বলব, কে নাকি কমলা খাইয়েছে, কমলা খাইয়ে সেখানে ভোট গ্রহণ করেছেন। তার মানেই হল এই যে, তাদের যে জনসাধারণ, ভোটার, তাদের উপর তীব্র কটাক্ষ করা এবং এটা তাদের পক্ষেই শোভা পায় যারা জনসাধারণকে মানুষ বলে মনে করেন না, জনসাধারণের যে অধিকার সেই অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করে সেই জনসাধারণের উপর বক্র উক্তি করা তাদের পক্ষেই সম্ভবপর। তাদের আমরা মনে করতে বলব, চিন্তা করতে বলব, খোয়াইর ইলেক্‌শানে শাড়ি কে জুগিয়েছিলেন, কারা শাড়ি জুগিয়ে, হত্যা করে, তাদেরকে ভয় দেখিয়ে সেখানে ভোট আদায় করেছিল ! আজকে জনসাধারণ সেই ভীতির রাজত্ব থেকে মুক্ত, স্বাধীন ভাবে তারা ভোট দেওয়ার অধিকারী। অতএব সেই স্বাধীন নাগরিককে তারা আজ চায় জনচক্ষের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে। কিন্তু জনসাধারণ তাদের সেই কথা জানে, এখনও তাদের সেই জুলুমের কথা সম্পূর্ণ অবগত আছেন। তারপর আরেকটা কথা বলা হয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটির যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার তার সম্বন্ধে

অনেক কথা তারা বলেছেন। তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। আমি একটা কথা শুধু বলব এই, যে তারা মানুষের চরিত্রহস্তারূপ অধ্যায় খুলেছেন। সেই অধ্যায়ে তারা অবতীর্ণ। মানুষ যারা আছে, শাসক যারা আছেন, শাসন কার্য্য যারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করে যাচ্ছেন যেমন এস, ডি, ও'র কথা, এডমিনিষ্ট্রেটারের কথা বলেছেন, সরকারী কর্ম্মচারীর কথা বলেছেন, তাদের একমাত্র ভূমিকা হল এই, যে যারা সাধু, যারা সরকারী কর্ম্মচারী, যোগ্যতা সহকারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের চরিত্রকে হস্তারূপ অধ্যায়ে অবতীর্ণ করে সেই কার্য্যকে পণ্ড করা, এই হল একমাত্র উদ্দেশ্য আর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করতে পারি না। তাই তারা সেই অধ্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তবে একটা কথা বলা হয়েছে যে সে জায়গাতে হয়ত সদস্যের আঁতে ঘা লাগতে পারে। তার বাড়ির যে বেড়াটি সেই বেড়াটার দিকে অবলোকন করা উচিত। তারপর আবার খুব বিজ্ঞতা সহকারে বলা হচ্ছে 'আমার বাবার'। তাহলে বাবা যদি অন্যায় কাজ করেন তাহলে পরে সেই শাসককে—সে যদি এনক্রোচ করে কোন পাবলিক ল্যাণ্ড, কোন রাস্তা তাহলে সদস্যের বাপ হউক আর যে কেউ হউক না কেন তাকে সেই কার্য্যের জন্য সোপর্দ্দ করার সম্পূর্ণ অধিকার সেই এডমিনিষ্ট্রেটারের আছে এবং সেই কার্য্য তারা চালিয়ে যেতে বাধ্য। অতএব সেই কার্য্যের জন্য যদি ব্যথিত হয়ে থাকেন, দুঃখ লেগে থাকে তাহলে সরকারি কর্মচারীরা ন্যায়ত যে তার কার্য্য তা তাদের করতে হবে, তা তারা চালিয়ে যাবে। অতএব সেই দিকে ভ্রূকুটি হানলে পরে তা থেকে তারা বিচ্যুত হবেন না, হতে পারেনা। এস, ডি; ও সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে; এস, ডি, ও তার ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্কের সমস্ত কার্য্য করছেন। অথচ সেই বেচারাকে এখানে এনে বলা হচ্ছে যে সেওত পঞ্চায়েতে যায়, কিন্তু পঞ্চায়েতের কোন লোককে চেনেনা, এটা একটা অহেতুক কথা বলে একটা চরিত্রকে নিন্দিত করার অভিপ্রায়কে তারা ফলপ্রসূ করছেন। তারা সেই মতলব বুঝেই কাজ করেন, তারা জানেন এই যে কর্ম্মচারী তাদের ত্রাসের রাজত্ব ভেংগে দিয়ে শান্তির রাজত্ব স্থাপন করতে যাবে তাদের সেই দুর্গকে চুরমার করবে, টেরারিজম্'এর দুর্গকে চুরমাড় করবে, মানুষের প্রপারটি এবং লাইফকে সেফ করার জন্য যে কাজ করবে তাদের চক্ষে তাদের হেয় প্রতিপন্ন হতেই হবে। অতএব তাদের সেই চরিত্রকে হস্তারকের কাজে ব্যস্ত তারা রাখবেনই। অতএব তারা এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমস্ত কাজ যারা সৎ কর্ম্মচারী তাদের সম্বন্ধে তাদের এই উক্তি অনবরত করে আসছেন। তারপর আরেকটা কথা বলা হয়েছে আমি নাকি ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছি চীফ মিনিষ্টার হিসাবে যে আমি, সেই যারা স্বর্ণশিল্পী তাদের সম্বন্ধে কটুক্তি করেছি এবং চীফ মিনিষ্টার হিসাবে আমি সেটা করেছি। আমি জানি আমি কোন দিন, কোন সময়ে চীফ মিনিষ্টার হিসাবে এই জাতীয় কোন ষ্টেট্মেণ্ট দেইনি, সেটা পুনঃ পুনঃ বলা সত্ত্বেও আবার তারা সেটা এনেছেন এখানে। তার কারণ হল এই, তারা জানেন এই যে এটা সত্য অসত্য নয়, সত্যের ধারও তারা ধারেন না, সেখানে যদি অনবরত 'চিটিং এর পর চিটিং' চালিয়ে যাও, জনসাধারণ সেটাকে সত্য বলে গ্রহণ করবে, তারা যদি এই কথা মনে করে থাকেন, এই উদ্দেশ্য নিয়ে যদি বলে থাকেন তাহলে সেদিক দিয়ে আমি নাচার। আবার বলা হয়েছে কৈলাশহরে পাবলিক মিটিং হয়েছিল, তারপর সেখানে বলেছেন ডাকবাংলোতে মিটিং হয়েছিল, আবার বলছেন ডাক বাংলোতে মিটিং নয়, আলোচনা হয়েছে সেই জায়গাতে এবং আমি ষ্টেট্মেণ্ট দিয়েছি চীফ মিনিষ্টার হিসাবে স্বর্ণশিল্পী সম্বন্ধে। ঐ রকম কোন ষ্টেট্মেণ্ট আমি দেইনি, স্বর্ণশিল্পী সম্বন্ধে চীফ মিনিষ্টার হিসাবে কোন ষ্টেট্মেণ্ট আমার মুখ থেকে বাহির হয়নি, আমি পুনঃ পুনঃ আবার বলছি এই হাউসে।

আমি পুনঃ পুনং আবার বলছি, এই হাউসে, আগেও আমি বলেছি। তবে আমি জানি আপনারা

সেই কথাটা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করছেন কেন। কারণ আমার চরিত্র আপনাদের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, আপনাদের সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, আপনারা যে রাজত্ব পরিকল্পনা করেছিলেন—মানুষ হত্যার কাজে, মানুষকে জীবন্ত পোতার কাজে ব্যপ্ত ছিলেন—

(Disturbauce)

মিঃ স্পীকার :— অর্ডার অর্ডার।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মানুষের লাইফ্ এণ্ড প্রপারটিকে ইন্‌সিকিউর্ করেছিলেন সেই জায়গাতে মানুষ আজ ফিল্ করছে লাইফ্ সিকিউর্ড, প্রপারটি সিকিউর্ড। সেইজন্য আপনাদের মনে ত্রাস হচ্ছে। অতএব আপনাদের পক্ষে এই কথা ছাড়া অন্য কথা আমি আশা করতে পারি না। তাই আমি আপনাদের মুখ থেকে সেইটাই শুনছি ; একটা কথা আছে এই—চুলার মুখ দিয়ে ছাই পড়ে। অতএব সেই ছাই তাদের মুখ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে বের হবে বলে আমি মনে করতে পারি না। সেইদিকে চিন্তা করে তারা সেই কথা বলছেন। তারপরে বলা হয়েছে—

(Disturbance)

মিঃ স্পীকার :— অর্ডার, অর্ডার।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— পেপার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে সাড়ে চার মেট্রিক টন পেপার সাড়ে চার মেট্রিক টন নিউজ্‌প্রিণ্ট পেয়েছে একজন। অতএব তাকে প্রেফারেন্স দাও। দেখা যায় তাদের কথা হল এই যে অন্য যারা পাঁচ টন, ১৫ টন, ২০ টন করে পেপার পায় তাদের যোগসাজস করে ব্লেকমার্কেটিং করে বা চোবাই কারবার করে তাদের পেপারে এডভারটাইজমেণ্ট দেওয়া হউক। অতএব তাদের পক্ষে এই কথা বলা ছাড়া অন্য কোন কিছু আমি চিন্তা করতে পাবছি না। তারপর বলা হয়েছে এই যে, চার টাকা পার্ ইঞ্চি এডভারটাইজমেণ্ট দেওয়া হয় আর পাবলিক থেকে বার আনা করে নেওয়া হয়। সেটা পত্রিকাওয়ালাদের ইচ্ছা, তারা মাগনাও এডভারটাইজমেণ্ট ছাপাতে পারে। এটা তার স্বাধীনতা, এটা তার ব্যক্তি স্বাধীনতা, তার অধিকার আছে। অতএব সেটাকে ক্ষুন্ন করার অধিকার আমাদের হাউসের আছে কিনা আমি সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দিহান। তবে এই কথা যারা বলছেন—

(ইণ্টারাপশন),

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তাদের চিন্তাধারা ছিল এই যে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আগমন হয় তখন এই উদ্বাস্তুকে

(ইণ্টারাপশন

মিঃ স্পীকার :— (অর্ডার অর্ডার)

তাহাদিগকে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে এই কথাটা তারা পুনঃ পুনঃ বলছেন কেন ? তার কারণ হল এই যে, সত্য যা নয় তাকে অনবরত বলা হচ্ছে যে সেই পেপারকে দেওয়া হচ্ছেনা কেন ? সেই পেপারকে দেওয়া হচ্ছে না সেক্টরিয়ানিজম্, কমিউনিয়ালিজম এভরা সেইজন্য তাকে দেওয়া হচ্ছে না। সে যদি তা রুপান্তরিত না করে তা হলে তাকে দেওয়া হবে না। অতএব কমিউনিয়ালিজম, সেক্টরিয়ানিজম এর প্রচার যে পেপার করবে সেই পেপারকে সরকারী এডভার্টাইজমেণ্ট দেওয়া হবে না, দেব না। অতএব সেটাকে জানিয়ে রাখা ভাল। অতএব সেইদিক দিয়ে চিন্তা করতে আমি মাননীয় সদস্যকে বলব। তবে তাদের একমাত্র কথা হল এই যে, সত্য যা নয় তাকে সুন্দর ভাবে প্রচার করে যায়, এই তাদের Principle এই তাদের দর্শন। গোয়েবল্স তাহাদিগকে শিখিয়েছে, ভুট্টো তাহাদিগকে শিখিয়েছে। অতএব ভুট্টো তাদিগকে সেই বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলেছে। অতএব সেই বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে ভুট্টোর শিষ্যদের পক্ষে এ অস্বাভাবিক নয় স্বাভাবিক। মাও সেতুং এর শিষ্যদেরপক্ষে এটা অস্বাভাবিক নয়। অতএব মাওসেতুং, চৌ এন লাই এর শিষ্য, উপশিষ্য যারা সেই প্রচারকার্য তারা শক্তিশালী, প্রাণবন্ত করতে চায়। অতএব শিক্ষিত হয়ে তারা তার প্রচার

চালিয়ে যাচ্ছেন (এ ভয়েস :—জল খেয়ে নিন্)। জল খাওয়াব একটা একটা করে। তারপর বলা হয়েছে পোষ্টাফিস সম্বন্ধে, যে পোষ্টাফিসে ৩০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এটা অত্যন্ত অপ্রতুল। ত্রিপুরা রাজ্যের পোষ্টাফিসের অবস্থা, টেলিফোন এক্‌চেঞ্জের অবস্থার কথা মাননীয় সদস্য অবগত নন। কারণ তা আমি আগেই বলেছি যে সত্যের কারণে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে। অতএব সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছেন এই যে টাকাটা ধার্য করা হয়েছে কেন ? যে সমস্ত পোষ্টাফিস আন-রেমুনারেটিভ হবে সে সমস্ত পোষ্টাফিসকে সাহায্য করার জন্য। পোষ্টাল যে ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের অন্তর্গত নয়। মাননীয় সদস্যরাও নিশ্চয় তা অবগত আছেন যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট সেটা পরিচালনা করেন। অতএব আমরা জানি ত্রিপুরার যে স্থানগুলো সেই স্থানগুলোর সাথে যথাযথ যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখতে হয় তাহলে আমাদের পোষ্টাফিস রেমুনারেটিভ হবে না। অতএব সেই সমস্ত যোগাযোগকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্যই সেই টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যকে সে দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব। তারপর বলা হয়েছে যে ল্যাণ্ডলেস যারা তাদের জন্য যে অংক ধরা হয়েছে সেটা অত্যন্ত অপ্রতুল। কি করলে পরে যে অপ্রতুল হয় না সেটা যদি মাননীয় সদস্য বলতেন তাহলে পরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। কারণ তাদের কথাই হল এই যে তোমার যা রিসোর্স থাকুক না কেন তুমি টাকার অংক বাড়িয়ে দাও। অতএব মাননীয় সদস্যদিগকে বলব এই, ৭,৫০,০০০ টাকা সেটা ধার্য ছিল ফিনান্‌সিয়াল ইম্‌প্লিকেশন স্যাংশনড বাই দি গভর্ণমেন্ট অব ইন্‌ডিয়া এবং সেটা তিনশ' টাকা পার ফ্যামিলি ইন ক্যাশ অ্যাণ্ড কাইণ্ড দেওয়ার জন্য। আর একটা হল স্কীম ফর সেটেলমেন্ট অব জুমিয়া, সিডিউল্‌ড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউল্‌ড ট্রাইবস অ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশন অব ডিপ্রেসড পারসন্‌স' এটা এর অন্তর্গত না। অতএব অপ্রতুল যে কি করে বললেন সেটা আমরা চিন্তা করতে পারলাম না। আর একটি টাকার অংক ধরে রাখলে সেই কার্য করতে গেলে পরে অ্যাভেলেবিলিটি অব লোনের সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। কেবলমাত্র ল্যাণ্ডলেস নয়, জুমিয়া আছে, ট্রাইবেলস আছে, সিডিউল্‌ড কাষ্ট আছে, তারপর ল্যাণ্ডলেস আছে। অতএব সেই সমস্তের জমি সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে, সেই জমি অ্যালট করে দিতে হবে। অতএব সেই সমস্ত কার্য চিন্তা করে সেই টাকা রাখা হয়েছে। বাস্তবের উপর কল্পনা করে, বাস্তবের উপর চিন্তা করে পোগ্রাম করে সেই টাকার অংক রাখা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যদিগকে সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব এবং সেইদিগ দিয়ে চিন্তা করে যদি কথাগুলি বলতেন তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। তারপর বলা হয়েছে যে তাদের ফিনান্‌সিয়াল অ্যাসিস্‌টেন্‌সের জন্য আমরা চিন্তা করছি। ফাইভ থাউজেন্‌ড ল্যান্‌ডলেস্‌ এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কাসদের আমরা বসাব এবং সেজন্য ৯২,৫০,০০০ টাকা চাওয়া হয়েছে ইন্‌ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে। অতএব আমরা বিশ্বাস করি ঐ টাকার অংক পেলে পরে আমরা একটা বিরাট অংশ এই ল্যাণ্ডলেসদের ওখানে বসাতে পারব। বসাতে গেলে পরেও আবার তাদের মধ্য থেকে আমরা শুনব, ল্যাণ্ডলেস বসাতে গেলে তাদের স্বার্থে অনুকূল নয়। যারা একদিন চিন্তা করেছিলেন যে এই যারা ল্যাণ্ডলেস তারা সেসমস্ত অনচলে ল্যাণ্ডলেস হয়ে থাকুক। তারা তাদিগকে সেই অধিকার কোন দিন দেয় নি। তারা চিন্তা করেছেন ঐ যে ল্যাণ্ডলেসগুলি এরাই হল তাদের মিটিঙের একমাত্র উপাদান। তারা তাদের জমি থেকে বিচ্যুত রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যখন তাদিগকে সত্যিই জমিতে বসাবার জন্য প্রচেষ্টা হল তখন তাদের মধ্যে মায়া কান্না শুরু হয়ে গেল। কারণ তারা সেই জায়গাতে তাদের অধিকারকে, সেই ল্যাণ্ডলেস

রিহেবিলিটেশনকে ব্যর্থ করার জন্য তাদের নানা প্রকার ষড়যন্ত্র চলেছিল। সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে চাচুবাজার থেকে সুরু করে খোয়াই পর্য্যন্ত বিবাট যে অনচল সে সমস্ত অঞ্চলে তাদের সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে তারা উল্লঙ্ঘন করে সেই ল্যাণ্ডলেস যারা তারা ভূমির আকর্ষণে, মাটির টানে তারা সেই জায়গাতে যখন বসতে গিয়েছে তখন তাদিগকে, আমরা জানি তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করেছে। অগ্নিসংযোগ করে তাদিগকে সে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার কাজে —শান্তিরবাজার এবং গনকি, আশারামবাড়ী, প্রভৃতি অঞ্চলে তারা যেই তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করেছিল, landless যারা, ভূমিহীন যারা তারা তাদের নিজেদের শক্তির উপর, সামর্থের উপর ভিত্তি করে তারা তাদের কলোনীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাহলে আমরা বিশ্বাস করব, আমরা চিন্তা করব, আমরা ঐ জায়গাতে landless যারা তাদের সক্রিয় শক্তি ও সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা তাদের যে অধিকার সেই অধিকার তারা আদায় করে নেবেন। এই অধিকারের সামনে যারা অগ্রসর হয়ে বাঁধা দিতে যাবে তাদিগকে তৃণের ন্যায় তারা দূরে ফেলে দেবে, তাদের উৎপাত করে তারা তাদের নিজেদেব ব্যবস্থা করে নেবে। কারণ তারা সেই ন্যায় সঙ্গত অধিকার আইনতঃ পেয়েছে সরকার থেকে। আর একটি কথা এখানে জানিয়ে রাখা হচ্ছে tribal ও কোন non-tribal এর জমিতে বর্গাদার রাখলে সে tribal ই হউক, non-tribal ই হউক বর্গাদার সেই জমির অধিকার পাবে তাকে সেই ভূমি থেকে বঞ্চিত করার অধিকাব কোন মানুষের নেই। অতএব সেই আইন প্রচলিত হয়েছে। অতএব এই আইনকে ব্যর্থ করার জন্য কোন প্রচেষ্টা তাদের মধ্য থেকে কেউ যদি করে তাহলে তারা বর্গাদারেরা তার সম্যক উত্তর তাদিগকে দেবে। কারণ সেই আইনগতঃ অধিকার তারা পেয়েছে। অতএব সেই আইনগতঃ অধিকারকে তারা ন্যায় সঙ্গত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবে, এই অধিকারকে সরকার তাদের হাতে দিয়েছে। অতএব সেই অধিকার বলে বলিয়ান হবে তারা সেই সমস্ত জায়গা ভোগ করছেন। অতএব সেটা সম্বন্ধে যদি কোন কিছু বাধা দানের চেষ্টা করেন, সরকার তাদের পিছনে আছে। তাদের অধিকারকে সংরক্ষণ করার জন্য সরকার সেই জায়গাতে দাঁড়াবে। অতএব ঐ জায়গাতে যদি কেউ তাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে যায় গায়ের জোরে তাহলে সরকার তা বরদাস্ত করবেন না, করতে পারেনা।

তারপরে Cut Motion রাখা হয়েছে যে Case সম্বন্ধে

(Interruption)

অতএব এই যে Cut Motion, Demand No. 32 এর উপরে রাখা হয়েছিল সেই Cut Motion এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি এই জন্য যে সেটি ভুটো নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, চৌয়েন লাই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, মাও-সে-তুং নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব আমি বিশ্বাস করব যে House এই Demandটিকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :— Alright. The discussion on Demand No. 32 and 33 is closed. I would now put the Demands to vote. I take up demand for grant No. 32.

(a voice)

Not one hour, forty minutes. Equal to that of the whip of the left. I have a clear record before me. I would put to vote the Cut Motions first. I would first put the Cut Motion tabled by Shri Aghore Deb Barma.

The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discussion failure to extend Municipal area of Agartala and its amenities to adjoining town areas.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voice—"Noes".

I think "Noes" have it. Noes have it.

Now I put to vote the Cut Motion tabled by Shri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discus on misuse of money in Publicity work and in Press advertisements in Particular and absence of provision for grants to distressed unemployed goldsmiths and their families.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voice—"Noes".

I think Noes have it. I take it Noes have it.

I now put to vote the cut Motion tabled by Shri Sudhanwa Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to handover adequate powers and functions to elect Gram Panchayats and inadequate provisions for their functioning.

As many as are of that opinion will plase sav "Aves"

Voice—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voice—"Noes"

I think "Noes" have it. Noes have it.

I would now put to vote the Cut Motion tabled by Shri Sunil Kumar Choudhury. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequate provisions for contribution to post offices.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voice—"Noes".

I think Noes have it, Noes have it.

I would now put to vote the main Motion—the Demand for Grant No. 32.

A Voice—There is another Cut Motion.

Mr. Speaker :— Yes, The other Cut Motion by Shri Sudhanwa Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on misuse of money earmarked for settlement of landless agriculturists and inadequate provisions of money for the purpose.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voice—"Noes".

Noes have it, Noes have it.

I would now put the main—Motion the Demand for Grant No. 32—Miscellaneous. The question is that a sum not exceeding Rs. 51,23,800/-, [inclusive of

the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No 32—Miscellaneous.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Ayes have it, Ayes have it.

I would now put to vote the Demand for Grant No. 33—Other Miscellaneous Compensations & Assignments.

The question is that a sum not exceeding Rs. 3,00,000/ , [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 33—Other Miscellaneous Compensations & Assignments.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Ayes have it. Ayes have it.

We have one hour five minutes at our disposal.

It must be finished within 35 minutes. Because I shall have to apply guillotine at 4-30 P. M. For this the utmost time at my disposal I may give 35 minutes.

I would call on the Hon'ble Chief Minister to move his Demand for Grant No. 30—Stationery and Printing

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker Sir. on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 14.37,500/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 30—Stationery and Printing.

Mr. Speaker :— There is one Cut Motion against this Demand by Sri Atiqul Islam that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Mismanagement in the Government Press, Agartala. I would request the Hon'ble Member to finish within 20 minutes and the Chief Minister will reply in the next 15 minutes.

Shri Atiqul Isiam :— মাননীয় Speaker, Sir, আমি ত্রিপুরা Government Pressএর Mismanagement সম্পর্কে দু'টি কথা বলতে চাই। অবশ্য আমি জানি, আমার একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই Chief Minister বলবেন যে Character কলঙ্কিত হচ্ছে। এই একটা শব্দ তিনি প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছেন। এখন যদি কোন Officer কোন বে-আইনী কাজ করে বা যদি তার ক্ষমতা নিয়ে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমাকে নিশ্চয়ই আনতে হবে। এখন যদি সেটাকেই বলা হয় character assasination তাহলে সেটা অত্যন্ত wrongly বলা হবে এবং আমি মনে করবো এর ফলে যারা নাকি

corrupt official তারা encouraged হয় এবং তারা মনে করে আমি যদি কোন corrupt কাজ করিও আমাকে রক্ষা করার মত লোক এখানে আছে। কাজেই আমি নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে সমস্ত mal-practice বা corrupted case আমি করে যেতে পারব। আমি এই Govt. Press সম্পর্কে আগেও অনেক ঘটনা বলেছি যে কিভাবে Govt এর অর্থ সেখানে অপচয় হচ্ছে। আমি কতগুলি জিনিষ এখানে দেখাব যেগুলি Govt. Pressএ ছাপা হয়েছে, ছাপা হওয়ার ফলে অর্থাৎ ছাপাটা as per specification হয়নি এবং as per specification না হওয়ার ফলে আবার ছাপাতে হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ছাপার কথা, সে সংখ্যার অনেক বেশী ছাপান হয়েছে যাতে Govt. money নষ্ট হয়েছে এবং অনেক paper ও সেখানে অপচয় হয়েছে। আজ প্রথমে যে Assembly Proceedings, official Report, Tripura Legislative Assembly, Budget Session, March, 1964 Containing 13th, 16th, 17th, 18th and 19th March, 1964, এই যে coverটা ছাপাব কথা ছিল ১৫০, অথচ এখানে ছাপা হয়ে গেছে ৩০০। এখন naturally এই অতিরিক্ত ছাপার ফলে সেখানে Govt. এর কাগজও নষ্ট হল, Govt. employee যে কাজ করল তার সময়ও নষ্ট হল, energy গেল, সব কিছু গেল। এটা হচ্ছে Assembly Proceedings, এটা হচ্ছে Bulletin-Tea Statistics, 1961, এটা tricolour হওয়াব কথা, প্রথমে এটাকে দ্ব colour এ ছাপা হল. ছাপা হওয়ার পর দেখা গেল যে এটা ঠিক ঠিক মত ছাপা হয়নি। তখন ১৫০ কপি ছাপা হওয়ার পর দেখা গেল এই যে Bulletinটা ঠিক ঠিক মত ছাপা হয়নি। না হওয়ার ফলে এটাকে বাতিল করা হল। বাতিল করে আবার ছাপা হল। ছাপা হল তখন এইভাবে Bulletin Tea Statistics, 1961. এটা তখন ছাপা হল, এটাকে tricolour করেই ছাপা হল এব পর। এইত গেল এটার coverএর কথাটা। এখানে যার ফলে আবার কাগজ, টাকা, colour, employeesএর energy, employees এর Pay এই সব কিছু গেল। এই গেল একটা ঘটনা। এই যে Coverটা, এই Coverটা যখন ছাপা হয়ে গেল তখন দেখা গেল যে এই cover এর ভিতরে যে বইটা থাকবে সেই বইটা তার চেয়ে আকারে ছোট, কাজেই এখন কি করা যায়। coverটা tricolour—এটাকে যদি আবার বাদ দিতে হয়, যা একবার বাদ দেওয়া হয়েছে তাকে যদি আবার বাদ দেওয়া হয় তাহলে অনেক মুশকিল লাগবে। কাজেই বইটাকে বাতিল করা হল। ২২ পৃষ্ঠার বই, বইটাকে বাতিল করে, যেহেতু নাকি বইটা cover থেকে আকারে ছোট হয়ে গেছে, তাকে বাতিল করা হল, বাতিল করে নে বইটাকে আবার ছাপা হল। এখানে কি হল। Govt. এর কাগজ গেল, energy গেল, employeeদের সেদিনের Pay গেল, সব গেল। wastage সেখানে হল সব রকমে। এইখানে যে T. R. L. R form No. 2, এই যে formটা, এটাকে Govt. Press এ ছাপাতে দেওয়া হল। ছাপতে দেওয়ার পর as per specification ছাপা হলনা। এটা এইভাবে duplicate ছাপানো হল foolscap কাগজে। ৩০০ কপি ছাপা হওয়ার পর দেখা গেল যে এইভাবে ছাপা হবে না, ছাপাটা ভুল হয়ে গেছে। ছাপা হওয়ার পর দেখা গেল as per specification হয়নি।.. এটাকে বাতিল করে দেওয়া হল। বাতিল করে দিয়ে তখন as per specification double page এ এটাকে আবার ছাপানো হল। গেল আমার এইখানে—কাগজ গেল, আমার অর্থ গেল, সব গেল, Government এর Employeeএদের খাটনি গেল, সব সেখানে নষ্ট হয়ে গেল। উদাহরণ আমি দিচ্ছি। আর একটি সম্পর্কে বলছি, এটা হল ত্রিপুরার যে Attestation তার statistics এই যে কাগজটা এটা প্রথম যখন ছাপা হল তখন এই যে columnটা ছাপা

হল, ছাপা হওয়ার পর দেখা গেল as per specification ছাপা হয়নি। না হয়ে সেটাকে বাতিল করা হল। বাতিল যখন হল তখন আবার তারা ছাপলেন। প্রথমে শুধু উপরে যে line ছিল তা ছাপলেন। ছাপার পর এখানে যে কোঠা কোঠাগুলি তা পরে ছাপলেন। অথচ এই দুইটি একসঙ্গে ছাপা যেত। প্রথম পৃষ্ঠার যে বর্ডার লাইনটা এবং এই যে কোঠাগুলো তা এক সঙ্গে ছাপা যেত। তা করা হল না। এটা একবার ছাপা হল, ওটা একবার ছাপা হল এবং এখানে আমার impression বেশী হল। প্রথম বার as per specification না হওয়ার ফলে আমাকে আবার ছাপাতে হল, কাগজ নষ্ট হল। Government Pressকে তা দিতে হয়েছে, তার সমস্ত ক্ষতিপূরণ Government Pressকে দিতে হয়েছে এবং তারপর আবার double impression দেওয়ার ফলে যেটা নাকি একবারেই দেওয়া যেত, তাকে double impression দেওয়ার ফলে আবার volume of work বাড়ল. আমার employeeএর energy গেল। আমি এখানে অনেকগুলো উদাহরণ দিলাম এবং যদি জানতে চান, এই form 13.2.62তে একবার ছাপা হয়েছে, বাতিল হওয়ার পর 7.9.62তে আবার ছাপা হয়েছে। কাজেই এইভাবে Government এর যে Press সেখানে চলছে একটা অরাজকতা এব সেখানের কাজকর্মে মনে হচ্ছে যেন সেখানে কোন মালিক নেই। মালিকানা বলতে কোন কিছু নেই। যে ভাবে খুশী সেভাবে চলছে। এখন বলা যেতে পারে যে আমি এখানে কতগুলি form তৈরী করে এনেছি এবং তৈরী করে কতকগুলি story আমি এখানে উপস্থাপিত করছি। নিশ্চয়ই Government Pressএ যখন কোন কিছু ছাপা হয় তখন তার একটা বই থাকে, সেখানে লেখা থাকে, register থাকে। আপনারা যদি enquiry করেন তাহলে সবকিছু সেখানে দেখতে পারেন। এই যে আর একটা বই Government Employeeদের revision সম্পর্কে ছাপা হয়েছে ১০নং যে ফরমা, সেই ১০ নং ফরমা যত পরিমাণ ছাপাবার কথা তার চেয়ে অনেক বেশী সেখানে ছাপা হয়েছে অর্থাৎ প্রায় ১৭৫ কপি বেশী বই ছাপা হয়েছে। সেসব কপি নাকি সেখানে পড়ে আছে কোন কাজে লাগছে না। ফলে Govt.এর কাগজ সেখানে নষ্ট হল. Govt. এর অর্থ সেখানে অপচয় হল যেসব employee সেখানে খাটাখাটি করল তাদের সেই energyটা সেটা কোন কাজে লাগল না। কাজেই যে ভাবে খুশী সে ভাবেই সেখানে কাজকর্ম চলছে। এই ভাবে যদি আমরা Government Pressকে আমরা চলতে দেই তাহলে আমরা সেখান থেকে যে কোন সময়েই Government Press এ এগুলো করতে পারব তার কোন ব্যবস্থা আমি দেখি না। এখন যদি একথা বলা হয় এখানে একটা person এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে। তাহলে আমি বুঝি না, কি করে House এর সামনে, যদি কেউ খারাপ কাজ করে বা দুষ্কর্ম করে, তা তুলে ধরব, attention কি করে draw করতে পারি। daily out turn register তার বেশীর ভাগ যদি দেখা হয়, Govt. Pressএ একটা বই থাকে। তার নাম হল Daily Out turn Register. যদি সেটা দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে কি পরিমাণ কাজ সেখানে হয়, কত পরিমাণ কাগজ গিয়েছে বা নষ্ট হয়েছে সব সেখানে লেখা থাকে কাজেই আমরা আমাদের এবারকার proceedings ছেপেছি, এই Assembly proceedings, যদিও লেখা আছে বইটার মধ্যে যে এটা Government Press থেকে ছাপানো হয়েছে. প্রকৃত পক্ষে সবগুলি proceedings Government Press এ ছাপা হয়নি। এর অনেকগুলো proceedings Government Press এর বাইরে থেকে ছাপানো হয়েছে। যেমন আমি date বলছি। Assembly Proceedings এ 14th, 16th, 24th, 28th, 29th Decemberএর যে সমস্ত Proceedings সেগুলি · Government Pressএ

ছাপানো হয়নি। বাইরে থেকে সেগুলো ছাপানো হয়েছে এবং তারজন্য আমাদের Per page ৫. টাকা অথবা ৫ টাকা ৬০ পয়সা করে দিতে হয়েছে। এখন প্রশ্ন দুই হতে পারে যে হয়ত এতগুলি জিনিষ, এতগুলি Proceenings Government Pressএ ছাপবার সময় ছিলনা বা সম্ভব ছিলনা। যখন নাকি এই Proceedings গুলা আগরতলায় বাহিরের Pressএ দেওয়া হয় তখন যারা নাকি Press employee আছে তাদের সাথে কোন consult করা হয়নি। তারা বরাবরই ছেপেছে এবং আগেও আমাদের অনেক ছাপিয়ে দিয়েছে তখনও বাহিরে দেওয়া হয়নি এবং আমরা আগেও Assembly Proceedings এখান থেকে ছাপিয়েছি। কিন্তু আমাদের যিনি Superintendent তিনি সুযোগ পেলেই আগরতলার Press এর বাহিরে সেগুলা বিলি করেন এবং তিনি মাঝে মাঝে ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরেও তা পাঠাবার চেষ্টা করেন। কেন করেন সেই রহস্যটা আমি আগেও বলেছি, এটার পুনরাবৃত্তি আমি এখানে আর করতে চাইনা। কাজেই এই হল একটা দিক। কিভাবে Government Pressএ অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং যার ফলে Public money সেখানে নষ্ট হচ্ছে। এখন আমাকে দেখতে হবে যে আমাদের factory আইন অনুযায়ী Labourরা, সেখানকার workerরা যেমন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা তারা সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় কিনা? Factory Actএ section 52তে। Press Superintendent একটা notice issue করেছেন Government of Tripura, Printing & Statonery Department, dt. Agartala, the 20th February, 1965 "In connection with the urgent Printing of Budget and Assembly Proccedings, employees of the Tripura Government Press, Agartala will have to work enblock on the 21st February, 1965 (Holiday for Sunday, as usual i. e employees of first shift 10-30 A.M. to 2-30 P.M: with half an hour recess from 1 P.M. to 1-30 P.M. and 2nd shift from 4-30 P.M. to 11-30 P.M. whith half an hour recess from 9 P.M. to 9-30 P.M. and third shift from 11-30 P.M. to 6 A.M. with half an hour recess from 3-30 A.M to 4 A M. for which they will be allowed compensatory leave within a Month, (but not earlier than 28. 2 65) except "Piece-time Compositors". Who will be allowed wages only" কাজেই এখানে তারা বলেছেন যে তারা Sundayতে কাজ করবে এবং Sundayতে কাজ করার জন্য তাদেরকে Compensatory leave, সেই leaveটা তারা 27. 2. 65.এর আগে তারা পাবেনা, পরে সেটা তারা পাবে। এখন আমাদের দেখতে হবে যে factory Act কি বলছে। factory Act এ কথা বলছে যে No attached worker shall be required or allowed to work in a factory on the 1st day of the week. They will have to require to associate them unless they had or will have a holiday for a whole day or one after three days immediately or after the same day. যদি কোন employeeকে Sundayতে কাজ করানো হয় তাহলে ঠিক immediately তিন দিনের আগে বা পরে তাদের কাজ করতে হবে তাদের compensatory leave দিতে হবে। সেখানে এই orderটিকে violate করে Superintendent issue করেছে। যে তুমি রবিবার দিন কাজ করবে। সেটা হল গিয়ে 4th February, এবং বলেছেন 27. 2. 65 এর আগে তুমি ছুটি পাবে না। তিনি তা বলতে পারেন না।

(Red light)

Sri Atiqul Islam :— স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন, আমি কি 4—20 পর্যন্ত বলতে পারি?

Mr. Speaker :— No upto 4—15 minutes.

Sri Atiqul Islam :— তা হলে আমাকে সংক্ষেপ করতে হবে। তা হলে আমি দেখব যে factory Act এর Section 20তে একথা বলেছে যে প্রত্যেক factoryতে স্পিডন থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের factoryগুলিতে কোন রকম স্পিডন নেই। আমাদের যিনি Superntendent তিনি Casual leave নিতে হলে পরও medical certificate চান, যা নাকি চাওয়ার কথা নয়। সেকথা আমি আগেও বলেছিলাম সেদিন 1. 2. 65তে একজন employeeকে তিনি বলেছেন যে তুমি যে Casual leave চেয়েছ তার জন্য তোমাকে Medical certificate produce করতে হবে। হঠাৎ একটা অসুখ হলে পরে মানুষ casual leave চায়, আগে থেকে তো বলতে পারে না যে কখন আমার কি হবে। অথচ যদি casual leave এর জন্য medical certificate চাওয়া হয় তা হলে employeeরা কি ভাবে চলবে। এ রকম বহুবিধ ঘটনা Inspectorএর কাছে Secretaryর কাছে complain করা হয়েছে, Chief Secretary-র কাছে 2. 5. 64 সমস্ত ঘটনা দিয়ে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের যে Press Employee Union তারা complain করেছেন, এর পরেও তারা করেছেন 2. 3. 64 এ পরে তারা করেছেন under secretary-র কাছে 7. 9. 64 এ, এবং যে সমস্ত reference এখানে দেওয়া হয়েছে যে সব ঘটনা গুলো আমি এখানে বলছি এবং আরও বহুবিধ ঘটনা দিয়ে এ সমস্ত complain তারা সেখানে করেছে, তারা সেগুলো কাগজ পত্রে করেছে, সেগুলো আজকে আমি এখানে না বললেও পারতাম যদি সেগুলো enquiry হত, কিন্তু আজকে পর্য্যন্তও সেই সমস্ত ঘটনাগুলির একটাও enquiry হয় নি। এখন আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এই সমস্ত concrete উদাহরণ দিয়ে এই সমস্ত ঘটনা উপস্থিত করা সত্ত্বেও যদি ঘটনাগুলো enquiry করা না হয় তাহলে এই সমস্ত complain দেওয়ার স্বার্থকতা কি? কাজেই আমি Speaker এর মারফতে অনুরোধ করব যে যে সব complain দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত ঘটনাগুলোকে enquiry করা হয়। কিন্তু আর একটি কথা আমি এখানে বলব যে আমাদের Pressএতে একটা first aid box আছে, আমি শুনেছি ঐ first aid box এর কোন instrument যেখানে নেই। কাজেই সেখানে সেটা দেওয়া দরকার। Govt.Press এ যারা employee আছে তাদের জামা কাপড় এবং হাত-পা ধোবার জন্য সাবান দেওয়া দরকার। কিন্তু তারা সেখানে এগুলো পায় না। Press এর নিকটবর্ত্তী প্রস্রাবের কোন জায়গা নেই, দূরে গিয়ে প্রস্রাব করতে হয়। তারা কাজকর্ম্ম করলে তাদের হাত পা নখে যে ময়লা জমে তা পরিষ্কার করার জন্য ব্রাস দেওয়া উচিৎ। কিন্তু তারা সেখানে কোন nail brush পায় না। অতএব সেখানে Employeeদের প্রস্রাব করার জন্য প্রেসের নিকটে একটা arrangement থাকা উচিত। আমার আর বেশী বলার সময় নেই বলে আমার বক্তব্য এখানে আমি শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would call on the Hon'ble Chief Minister to give his reply. He is to finish his reply by 4—30 P. M. as I have to apply guillotine.

Sri S. L. Singh (Chief minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য তার cut motion রাখতে গিয়ে একটি কথা বলেছেন, যে আমি একটা কথা রপ্ত করেছি সেটা নাকি character of assassination এবং তারা character of assassination করবে সেটা character assassination

বলা যাবে না। সেটা কিভাবে কথা বলছেন তা আমি চিন্তা করতে পারছিনা। বাস্তবিকই যদি কোন ঘটনার উপর নির্ভর করে কোন complain করেন তাহলে সেটাকে character assassination বলা হয় না। যেটা সত্য নয় তার উপর ভিত্তি করে যে সব honest কর্মচারী তাদের বিরুদ্ধে বলা হয় তখনই সেটাকে character assassination বলা হয়। সোজা কথায় বলতে গেলে এই যে আমি এই কথাটাই বলেছি বিনাশায় চ দুস্কৃতম্। অতএব দুস্কৃতকারী যারা তাদের বিনাশ করা আর সুকৃতকারী যারা তাদের রক্ষা করা এটা সব সময়েই করা হবে। অতএব এটা লক্ষ্য রেখে যদি কাজ করেন তাহলে সেটা সব সময়েই করা হবে অতএব সম্ভবামি যুগে যুগে সেটা হবে। অতএব এ যুগেও সেটা সত্যি, অতএব এই জায়গাতে যদি এই ভাবে কাজ করেন তাহলে সরকার আপনাদিগকে ঠিক সেই ভাবেই পারিতোষিক দেবেন। অতএব দুষ্কৃত কর্ম করলে পরে তার ফল ভোগ করিতেই হবে। আর সুকৃত কাজ করলে তার পুরষ্কার পাবেনই। অতএব সুকৃত কর্মচারী যারা তাদের সময় সংরক্ষণ করা উচিত এবং সেই অনুসারে সেটা করা হয়। আর এই জায়গাতে বলা হয়েছে যে কর্মচারীদিগকে latrine, urinal দেওয়া হচ্ছে না। যেখানে ঠিকই আছে, lavatory of the Secretariat is also allowed for the press staff and key of the door of that lavatory remains with the night guard of press for night time.

(Interruption)

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— আপনি বলছেন যে দৌড়তে দৌড়তে তাদের একেবারে সাংঘাতিক অবস্থা, একটা ১০ মাইল দূরে যাচ্ছে না। ঘটনাটিকে এ রকম সাজিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছে যে সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে করা হয় নি। তারপরে drinking water, পানীয় জল যেখানে আছে lighting arrangement আছে অতএব সেটা বলতে পারেননা। যে শ্রমিকদের উন্নতির জন্য সে সমস্ত কাজ হয় নাই। তারপরে বলা হয়েছে যে যে rules আছে সেগুলি মানা হয় না, সেটা অনেক খুঁজেও কাগজটি পাওয়া যায় নি। সে জন্য আমি আপনাদের সামনে এটা তুলে ধরছি যে এই এই জিনিষগুলো এখানে আছে, অতএব মাননীয় সদস্যরা সেই দিক দিয়ে কর্মচারীদিগকে যদি বলেন তাহলে কর্মচারীরা অত্যন্ত আনন্দিত হবে। Lighting arrangement আছে, canteen and refreshment arrangement, notice board ইত্যাদি আছে। written order for special work সেটা আছে। work beyond working hours যেটা বলা হয়েছে তার জন্য overtime allowance, compensatory ইত্যাদি আইন অনুসারে আছে।

অতএব সেই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্যকে দৃষ্টি দিতে বলবো। তারপর আমি Form সম্পর্কে উল্লেখ করছি। 1961 থেকে 1964 পর্যান্ত যতগুলি inpression হয়েছে আমি তার উল্লেখ করছি। 1961 এ total number of impression হয়েছে 66 5,789 ; total number of new forms 2,305, 1952তে 67,78,186, number of new forms 2,649 ; 1963তে 70,7,257, number of new forms 3,224, 1964 এ 73,47,810, number of new forms 3, 788 অতএব মাননীয় সদস্য এখানে একটা form দেখিয়েছেন কিন্তু তিনি কি ভাবে যে এই formটি সংগ্রহ করেছেন সেটি এখানে বলা উচিৎ। কারণ হয়তো তিনি theft case এর সহায়ক হয়েছেন বা theft case কে উৎসাহিত করেছেন এবং যে সমস্ত কর্মচারী এই কাজে যুক্ত আছেন আশা করি মাননীয় সদস্য সেই কর্মচারীকে উৎসাহিত করবেন না। যদি করে থাকেন তাহলে সেই কর্মচারীকে ধরিয়ে দেওয়া উচিৎ। কারণ অনুচিত কর্মে উৎসাহ দান করা মাননীয় সদস্যের একমাত্র বৃত্তি বলে মনে করবো এবং সেই বৃত্তি অনুসারেই মাননীয় সদস্য করেছেন। অতএব উনি অন্যায় কাজ নিজে করেছেন, অন্যকেও উৎসাহিত করছেন

অতএব এই জায়গাতে নিজেরে আচরিধর্ম পরেরে শিখাই। অতএব নিজে আচরণ করে এই কার্য্যের উৎসাহ দিয়ে stealing and theft caseএ Govt. Documents সেখান থেকে উৎসাহিত করে আনানো—এটা যে Service conduct Rules এ দোষনীয় এবং সেটাকে আনার জন্য যারা এই কার্য্য উৎসাহিত করছেন তারা নিজেরাও দুষ্কৃতিকারী এবং সেই জন্যই দুষ্কৃত কার্য্যে তারা সব সময় উৎসাহিত করেন, উৎসাহ দেবেন নিজেরাও করবেন। অতএব সেই জন্যই বলছি পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং। দুষ্কৃতের ধ্বংসের জন্য সেই পথ অবলম্বন করা হবে। অতএব যারা এটা করেন—এটাকে বন্ধ করার জন্য, দুষ্কৃত কর্ম্ম বন্ধ করার জন্যই সরকার আছেন। অতএব দুষ্কৃতকারীকে বন্ধ করবো। অতএব এই দুষ্কৃতকারীকে উৎসাহিত করবেন না; উৎসাহিত করাটা মাননীয় সদস্যের পক্ষে অনুচিত বলে আমি মনে করি।

অতএব দুষ্কৃতকারীর কোন প্রশ্নের উত্তর যে কি ভাবে দেবো, সেটা আইনানুগপন্থাতেই দিতে হয়। অতএব আইনানুগপন্থায় সেটা দেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। এবং সেখানকার যে সমস্ত কর্ম্মচারীর মারফতে, কর্ম্মচারীকে ঐ সমস্ত দুষ্কৃতকার্য্যে উৎসাহিত করেছেন এবং করাচ্ছেন, করেন; অতএব সেইদিক দিয়ে সংযত, সংযত হয়ে কাজ করার জন্য আমি অনুরোধ করবো।

তারপরে বলা হয়েছে যে একটি Proccedings বাইরের থেকে ছাপানো হয়েছে। যদি আইনানুগ ভাবে Press ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্য না করতে পারেন এবং যদি তার লোড্ অধিক হয়ে যায় তাহলে বাইর থেকে আইনানুগ ভাবে যদি সে কাজ করে তবে সেটা অন্যায় নয়। অতএব উনি ন্যায় কার্য্যই করেছেন, সেই কার্য্যের জন্য এখানে বলতে যাওয়ার মানেই হলো এই Proccedings যদি ঠিক সময় বের না হয় তাহলে পরে আমাদের সেই কার্য্যের একটি সাংঘাতিক রকমের বিশৃঙ্খলা তৈরী হতে বাধ্য। অতএব সে কাজ যে উনি করিয়েছেন এবং করিয়ে এনেছেন সে জন্য আমি ওনাকে প্রশংসাই করি।

অতএব আইনানুগ ভাবে সেটা করিয়েছেন। তার কাজ আইনানুগ ভাবেই হয়েছে। আইনানুগ ভাবেই যারা কাজ করবেন তাদেরে সব সময়ই প্রশংসা করা উচিৎ এবং আইনের থেকে বিচ্যুত হয়ে চৌর্য্য কার্য্যের যারা সহায়ক হন, উৎসাহিত করেন সেই কার্য্যের বিরোধিতা সরকার সব সময়ই করবেন। এই বলেই আমি আমার Motionকে House এর সামনে রাখছি এবং আশা করি House সেটা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করবেন এবং cut Motion এর বিরোধিতা করবেন।

Mr. Speaker :— The discussion on the Demand for grant No 30 is closed. I would now put this to vote. First I would put the cut motion tabled by Shri Atiqul Islam to vote The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Mismanagement in the Govt Press, Agartala.

Mr. Speaker :— As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

Voices— Noes'

Noes, have it, Noes have it,

I would now put to vote the main Motion. The Demand for Grant No. 30—Stationery and Printing. The question is that a sum not exceeeding Rs. 14.37,500/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 30 - Stationery and Printing.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Ayes have it, Ayes have it.

There remain two more demands. But it is not possible to finish these two demands within the time at our disposal at present. Therefore, I have to apply guillotine and put the motions to vote without discussions I put to vote the demand for grant No. 28—the demand means Pension and other Retirement Benefits. Demand for grant No. 28—that a sum not exceeding Rs 26,800/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 28—Pension and other Retirement Benefits

Against this demand the Cut Motion by Shri Hlura Aung Mog that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of provisions for superannuation allowances and pensions First I will put to vote the Cut Motion by Shri Hlura Aung Mog. The question is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on Inadequacy of provisions for superannuation Allowances and pensions.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'

Voices—'Noes'

Noes have it, Noes have it.

I would now put to vote the main motion. The Demand for Grant No. 28—Pension and other Retirement Benefits.

The question is that a sum not exceeding Rs. 26,800/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 28—Pension and other Retirement Benefits.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say —'Noes'

Ayes have it, Ayes have it.

Now Next Demand, Demand for Grant No. 29—Privy purses and Allowances of Indian Rulers. There is no Cut motion against this demand. So I put the main Motion to vote. The question is that a sum not exceeding Rs 2,61,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1965] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1966 in respect of Demand No. 29—Privy purses and Allawances of Indian Rulers.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'

Ayes have it, Ayes have it.

The House stands adjourned till 11 A. M. to-morrow.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

APRIL 9, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 9th April, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and twenty three Members.

Mr. Speaker :— From the list of business for to-day first I take up questions. There is one Short-notice question, but the Member given notice is absent. Then Starred question. I would call on Shri Ram Charan Deb Barma.

Shri Ram Charan Deb Barma :— Question No. 295.

Shri B. Das (Dy. Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 295.

QUESTION	REPLY
1. Whether a 10′ ft. diameter masonry well is being constructed at Lembucherra, Sadar, in connection with the construction of a building for two years integrated course ?	Yes.
2. If so, total masonry work completed.	23 Feet.
3. Total amount of money spent for the construction.	Rs. 7481/-
4. If the construction has not been completed, the reasons therefor.	The construction has not yet been completed due to some Technical difficulty.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই মেশনরি ওয়েলটি কি পাশ করা হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস :— মেশনরি ওয়েল জলের জন্য।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— জলের জন্য, না ইরিগেশনের জন্য? পানীয় জলের জন্য না অন্য কোন পার্পাসে?

শ্রী বি, দাস :— পানীয় জলের জন্য।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা কবে আরম্ভ হয়েছে এবং কবে পর্যন্ত শেষ হতে পারে বলতে পারেন কি?

শ্রী বি, দাস :— ষ্টার্টেড অন ২৪. ৫. ৬৩.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কবে পর্যন্ত শেষ হবে?

শ্রী বি, দাস :— টেকনিকেল ডিফিকালটিস কতগুলি আছে যে জন্য নাকি শেষ করতে পারছি না। সেই ডিফিকালটিসগুলি রিমুভ করতে পারলেই কাজটা সেই ভাবে রেগুলার ওয়েতে শেষ হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় '৬৩তে যে কাজটা সুরু হল তার টেকনিকেল যে ডিফিকালটিস, সেইগুলি রিমুভ কবার জন্য গভর্ণমেন্ট কি কি চেষ্টা নিয়েছেন?

শ্রী বি, দাস :— গভর্ণমেন্ট এটার চেষ্টা নিয়েছেন, ২৩ ফিট করার পরে সেখানে জল উঠে যায়, সেই ওয়েল করার জন্য সেখানে পাম্প লাগিয়ে ছিল এবং সেইভাবে চেষ্টা করেছিল।

মিঃ স্পীকার :— আই উড কল অন শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কোশ্চেন নাম্বার ৩০৬।

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 306.

QUESTION	REPLY
1. Whether pay scales of the employees of the Fire Service Department have been revised ;	Yes.
2. if not, the reasons thereof ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, ফায়ার সার্ভিসের সাব-ষ্টেশন অফিসারের পে স্কেল রিভিশন করা হয়েছে কিনা?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— হয় নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মিঃ স্পীকার, স্যার, এখনই বললেন যে সব রিভিশন হয়ে গেছে, এখন আবার বললেন যে হয়নি।

Mr. Speaker :— The answer would have been completed if it was given in the form that pay scales of the employees excepting officers.........

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তার উত্তর আমি দেব। I am ready to give reply to your question.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্নটা হল যে ফায়ার সার্ভিস এমপ্লয়িজদের পে-স্কেল রিভিশন করা হয়েছে কিনা? দিস্ কভারস অল দি এমপ্লয়িজ। কাজেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি যদি এইকথা বলতেন যে অমুকের, একজনের বাদ পড়েছে, তার হয়নি, তা হলে এই প্রশ্ন আসতো না। কিন্তু তিনি বলেছেন যে সব এমপ্লয়ীদের হয়েছে। আমি যখন সাব-ষ্টেশন অফিসারের কথা বললাম তখন তিনি বললেন তার হয় নাই তাঁর কোন্ আনসারটা সত্যি?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মহাশয় যে প্রশ্নটা করেছেন আমি তার কারেকট্ রিপ্লাই দিয়েছি। তিনি বলেছেন সমস্ত এমপ্লয়ীদের পে-স্কেল রিভিশন হয়েছে কিনা? এমপ্লয়ীজ অফ দি ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট—উত্তরে বলেছি হয়েছে।

Mr. Speaker :—Distinction between the Officer and employee.

Shri M. L. Bhowmik :—Yes.

Shri Atiqul Islam :—Officers are employees, Sir ?

Mr. Speaker :—No. Officers are generally categorically recognised—one Officer and another employee.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার জিজ্ঞাসা হল যিনি একজন অফিসার তিনি কি একজন এমপ্লয়ী নন্?

Mr. Speaker :—Still there is some distinction in the Government Service, you see, you look on establishment, pay of Officers and pay of establishment.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সাব-ষ্টেশন অফিসার এর পে-স্কেল এখনও রিভিশন করা হয়নি কেন?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁর প্রশ্নে তিনি ভুল করেছেন, আমাদের এখানে ডেজিগনেশন হল ষ্টেশন অফিসার, দেয়ার ইজ নো পোষ্ট লাইক সাব ষ্টেশন অফিসার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সাব-ষ্টেশন অফিসার বলে কি কোন পোষ্ট নেই? আমাদের বাজেটে নেই?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—আমাদের বাজেটে ষ্টেশন অফিসার বলে পোষ্ট আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সাব-ষ্টেশন অফিসার নেই? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এক্ষুনি দেখাতে পারি।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক : —ইউ মে গিভ্ আস, ইউ মে শো?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—একটু সময় লাগবে, এই যে বাজেটের পেইজ নাম্বার ৯৯ ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩ এখানে সাব-ষ্টেশন অফিসার বলে একটা পোষ্ট আছে।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—তাদের পোষ্ট ষ্টেশন অফিসার এণ্ড নট সাব-ষ্টেশন অফিসার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—স্যার, আমি দেখাব। এখানে সাব-ষ্টেশন অফিসার বলে লেখা আছে।

Mr. Speaker :—He has referred to the page of the Budget. Has the Hon'ble Minister got a copy of the Budget ?

Shri M. L. Bhowmik :—I see, that is a printing mistake.

Shri Atiqul Islam :—আপনারা কি Budgetএ printing mistake এর জন্য corrigendum issue করেছেন?

Shri Birchandra Dev Barma :—Is there any corrigendum issued for that printing mistake ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাজেটে যেটা আছে সেটা, আর আমাদের অফিসে যে পোষ্ট আছে সেটা হল ষ্টেশন অফিসার। এখন সেটাকে এইভাবে ডেজিগনেইট করেছি, এর যদি কিছু ভুল থাকে তবে ভুল সংশোধন করে নেওয়া যাবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমরা বাজেটে যে রকম পেয়েছি সেই রকমই প্রশ্ন করেছি, তার জন্য আমরা রেস্‌পন্‌সিবল নই। নাউ হি ইজ টু একস্‌প্লেইন দি সিচুয়েশন।

Shri Sachindra Lal Singh :—Yes, we should issue corrigendum.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এখন আমার প্রশ্ন হল সাব-ষ্টেশন অফিসার যারা, তাদের এখানে কি ডেজিগনেশন, তার পে স্কেল এর কি করা হয়েছে, না করা হয়েছে, আমি সেটা জানতে চাচ্ছি।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—তার পোষ্টটা হল ষ্টেশন অফিসার। সেটা এখনও রিভাইজড হয়নি। এটার কারণ হল এই যে ঐ জায়গাতে আমাদের কতগুলি ভুল হয়েছে। ওমিটেড হয়ে গেছে কতগুলি পোষ্ট এবং সেগুলি কারেকশন এর জন্য লেখা হয়েছে। এজ সুন এজ ইট উইল কাম উই শুড কারেক্ট ইট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—আমাদের এখানে সাব-ষ্টেশন অফিসার বলতে কোন ডেজিগনেশন নাই ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— আমাদের এখানে যে অফিসার রয়েছে সেই ষ্টেশন অফিসার হিসাবে। বাজেটে হল সাব-ষ্টেশন অফিসার। আমাদের যেটা পোষ্ট ছিল সেটা হল ষ্টেশন অফিসার বলে। কিন্তু আমাদের বাজেটে হল সাব-ষ্টেশন অফিসার। ইট ইজ স্যাংশনড এজ সাব-ষ্টেশন অফিসার। সাব-ষ্টেশন অফিসার বলে স্যাংশনড এবং ষ্টেশন অফিসার যে তার এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে ষ্টেশন অফিসার হিসাবে অতএব সেটাকে আমাদের কারেক্ট করতে হবে এবং উই আর টেকিং ইট ফর কারেকশন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আমাদের বাজেটে ষ্টেশন অফিসারের পোষ্টও আছে সাব-ষ্টেশন অফিসারের পোষ্টও আছে, দুটোই আছে। কাজেই এখানে একথাটা আসে না।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— যে পোষ্টের কথা বলছেন সেই পোষ্টটা কোথায় আমি বলছি। একটা লোক যার পোষ্টটা হয়নি সেটা ষ্টেশন অফিসার হিসাবে আছে এবং সেটা আমরা কারেক্ট করিয়ে নেব। অন্য যতগুলি পোষ্ট আছে সবগুলি হয়েছে। কিন্তু এই পোষ্টটা রিভাইজ্‌ড হয়নি, ষ্টেশন অফিসার যে, তার পোষ্টটা হয়নি এবং আমরা সেটা কারেক্ট করে নেব সেকথা বলা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— তাহলে আমাকে কি এইকথা বুঝতে হবে যে আমাদের যে ফায়ার সার্ভিস তার মধ্যে সাব-ষ্টেশন অফিসার বলতে কোন ডেজিগনেশন কারোর নাই ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—না সাব-ষ্টেশন অফিসার আছে, ষ্টেশন অফিসারও আছে। এই যে ব্যক্তিটি তার বেতন রিভাইজড হয়নি। তার কারণটা হল ষ্টেশন অফিসার হিসাবে তার পোষ্টটা এবং স্যাংশন এসেছে সাব-ষ্টেশন অফিসার হিসাবে। অতএব সেটা হলে পরে সে ডিগ্রেডেড হচ্ছে, বেতন কমে যাচ্ছে। অতএব সেই জায়গাতে আমরা তার পোষ্টটা ষ্টেশন অফিসার হিসাবে কারেক্ট করাবার চেষ্টা করছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— স্যার, আমার কাছে ক্লীয়ার হচ্ছেনা। প্রথমতঃ মিষ্টার ভৌমিক বললেন যে আমাদের এখানে সাব-ষ্টেশন অফিসার বলতে কোন পোষ্টই নাই। আমি যখন বাজেট খুলে দেখালাম, এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে আমাদের এখানে সাব-ষ্টেশন অফিসারের পোষ্টও আছে তবে ষ্টেশন অফিসারই সাব-ষ্টেশন অফিসারের ফাংশনটা করছেন।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— নো, নো ইট ইজ নট কারেক্ট। আমাদের ষ্টেশন অফিসারও আছে সাব-ষ্টেশন অফিসারও আছে। এই যে লোকটার পে, সাব-ষ্টেশন অফিসার যে আছে তার যে 'পে'টা

সেটা এসেছে সাব-ষ্টেশন অফিসার হিসাবে এবং সেটাকে আমাদের কারেক্ট করে নিতে হবে। গণ্ডগোলটা হল এই জায়গায়। ষ্টেশন অফিসারও আছে, সাব-ষ্টেশন অফিসারও আছে। কিন্তু তার যে পোষ্টটা সে ষ্টেশন অফিসারের পোষ্ট এবং ওটা হয়েছে সাব-ষ্টেশন অফিসার। স্যাংশন এসেছে সাব-ষ্টেশন অফিসার হিসাবে। এখন সেটাকে কারেক্ট করে ষ্টেশন অফিসারের পোষ্টটাও স্যাংশান করতে হবে। তা না হলে তার বেতন কমে যাবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমাকে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন যে তার রিভিশন অব পে স্কেলের যে প্রপোজালটা সেটা পাঠানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— হ্যাঁ, পাঠানো হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কবে পাঠানো হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি ডেট বলতে পারব না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বললেন যে আর সমস্ত পোষ্টের রিভিশন হয়ে গেছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— না, অনেক আবার বাদ আছে। তার মধ্যে আরও কতগুলি পোষ্ট আছে সেটা ওমিশন হয়ে গেছে এইটুকু আমি বলতে পারি। টাইপ করা ছিল, আমরা পাঠিয়েছি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে। যেগুলি আসলে পরে আমরা হাউসকে জানাব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কোন্ কোন্ পোষ্টগুলিতে এই রকম এরার হয়েছে, যেগুলি পাঠিয়েছেন কর কারেকশান ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— সেটা বলতে পারবনা কোন্ কোন্ পোষ্ট। তবে কতগুলি পোষ্ট আছে এখানে যেটা পাওয়া গেছে সেটা এখনি বলতে পারি। যেমন ইন্সপেক্টর এর কতগুলি পোষ্ট আছে, সাব-ওভারসীয়ারের পোষ্ট আছে, রেডিও মেকানিক্সের পোষ্ট আছে, রেডিও অপারেটরের পোষ্ট আছে, ষ্টোর-কীপারের পোষ্ট আছে, ফিটারের পোষ্ট আছে। এর মধ্যে আবার এস, আই, আছে। সেই কোয়ালিফিকেশন অনুসারে সে পে স্কেল রিভাইজড করা হয়েছে। এর মধ্যে ইনসপেক্টর র‍্যাঙ্ক আছে, এস, আই র‍্যান্‌ক আছে। এ, এস, আই র‍্যাঙ্ক আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমি কোয়েশ্চান করছি ফায়ার সার্ভিসের, নট পুলিশ ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—ফায়ার সার্ভিসের মধ্যেই ঠিক এই রকম কতগুলি র‍্যান্‌ক আছে এবং সেই র‍্যান্‌ক হিসাবে কতগুলি পোষ্ট আছে যে পোষ্টগুলি আমি এখনি, জাষ্ট নাউ আই কান্ট গিভ আনসার অব ইট। অতএব আমার যদি দিতে হয় আমাকে জেনে হাউসকে দিতে হবে। কি কি পোষ্ট সেটা জেনে হয়ত আমি বলতে পারব।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— স্যার, ফায়ার সার্ভিসে মেকানিক বলে কোন পোষ্ট আছে বলে আমি দেখিনা, বাজেটের মধ্যে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আছে, ইঞ্জিনীয়ার ফিটার আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ফায়ার সার্ভিসে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— হ্যাঁ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— নাই।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— ইঞ্জিনের কিছু নষ্ট হলে পরে কতগুলি ফিটার রাখা হয়, তাদের এ, এস, আই, বলে ডিজেগ্নেট করা হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :... এমন কোন পোষ্ট আমাদের বাজেটে নাই।

Mr. Speaker :—Never mind. We are concerned only with the questions put by you.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— স্যার, উনি যদি একটা ক্লীয়ার ষ্টেটমেণ্ট করেন সবটা ঘটনা সম্পর্কে তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে পজিশনটা কি ? হোয়াট ইজ দি পজিশন ?

Shri S. L. Singh :— Just now it is not possible. So I demand notice of it.

Mr. Speaker :— Statement cannot be made in this respect.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—ক্লীয়ার আনসার হওয়া দরকার।

Mr. Speaker :— You may have clear answer by putting the question.

Shri Birchandra Deb Barma : — He says that all materials are not available.

Mr. Speaker :— Then you are to be satisfied with that.

Shri S. L. Singh :— No. No. according to question I have replied যে অফিসারদের রিভিশন হয়েছে কিনা। আমি বলেছি হয়েছে। এপ্লয়ীজদের হয়েছে কিনা ? হয়েছে। আনসার হল অফিসারদের হয়েছে কিনা, হয়েছে। তারপর পার্টিকুলার যখন বলা হয়েছে. পার্টিকুলার এই পোষ্টগুলির হয় নি। পার্টিকুলার অনেকগুলি আছে ওমিশন হয়েছে। ওমিশন যেগুলির হয়েছে, পার্টিকুলার পোষ্টের হয়েছে, সেগুলিকে আমরা বেক্তার করেছি একথা বলা হয়েছে অনেকগুলি পোষ্ট ওমিশন হয়েছে।

Shri Birchandra Deb Barma :— There are some other employees also in the name of fitters, engine drivers. Some employees also mentioned by the Hon'ble Minister whose pay scales have not been revised due to some mistake. So I think the answer given in reply to the question is not clear to us. Not only officers, Sub-Station Officer, even the pay scale of some employees also has not been revised, according to last answer given by the Chief Minister.

Mr. Speaker :— You may not take cognigence of that.

Shri S. L. Singh :— I draw the attention of the Speaker, Sir, এমপ্লয়ীজ বলা হয়েছে, অল এপ্লয়ীজ এর কথা বলা হয় নি। এপ্লয়ীজ বলা হয়েছে তার মধ্যে আমি বলেছি সাম আছে। কিছুটা আছে কিছুটা হয়নি। হাউসে ক্লীয়ার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এপ্লয়ীজদের রিভিশন হয়েছে তার দ্বারা এই মনে হয় না যে অল এপ্লয়ীজ রিভিশন হয়ে গেছে। ওমিশন কতগুলি পোষ্টের হয়েছে। তার দ্বারা এই মিন হয় না যে সেই পোষ্টের হয়নি। রিভিশন হয়েছে, ওমিশন কতগুলি পোষ্টের হয়েছে।

Mr. Speaker :— After all the answers to the questions have been given. If you put to-gether the whole thing the pay scales of the employees had been revised. But in some cases it has not been revised and as regards the Station Officer there has been an anomally. As such the particular incumbent, his pay scale has not been revised. (Interruption)

Now I would call on Shri Atiqul Islam for his next question. Your next question please, because the member given notice is absent.

Shri Atiqul Islam :— 307.

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 307.

Question.	**Reply.**
a) Whether pay scales of the Radio Operators have been revised ;	a) Yes.
b) if not for what reasons ;	b) Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে তাদের যে পে স্কেল রিভিশন করা হয়েছে সেই পে স্কেলটা কি ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :—Previously the pay scale was Rs. 80-5-120-EB-6-200-10-220/-. In 1959 revision of the scale of pay was lowered to Rs. 65-3-93-3-115/- with effect from 1.7.59. Radio Operators who were already in service prior to 1.7.59 opted for the old scale of Rs. 80-220/- The scale of pay has further been revised with effect from 1.4.61 to Rs. 125-3-140-4-156-EB-4-200/- inclusive of D.A. The above old employees are still drawing pay in the scale of Rs. 80-220/- together with D. A. as this is more favourable to them.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই যে রেডিও অপারেটার তাদের র‍্যাংকটা কি এস, আই র‍্যাংকের মত সমান র‍্যাংক নয় ? এবং যদি হয়ে থাকে, তাদের পে স্কেলটা এস, আই র‍্যাংকের অনুযায়ী হবে না কেন ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— রেডিও অপারেটার বিভিন্ন কোয়ালিফিকেশনের আছে। যারা গ্রেজুয়েট তাদের এস, আই'র পে স্কেল দেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কি বলে দিয়েছেন, যারা নাকি গ্রেজুয়েট তারা এস, আই'র র‍্যাংক পাবে আর যারা গ্রেজুয়েট নন তারা এস, আই'র র‍্যাংক পাবেন না ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— এই জাতীয় স্কেল ওয়েষ্ট বেঙ্গলে আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমি সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টের কথা বলছি। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কি একথা জানিয়ে দেন নি যে রেডিও অপারেটার'এর র‍্যাংক এস, আই'র র‍্যাংক হবে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক .— We follow the pattern of West Bengal pay scale.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমার প্রশ্নটার আমি আনসার চাই স্যার, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট একথা জানিয়েছেন কিনা যে রেডিও অপারেটারদের র‍্যাংক এস, আই'র র‍্যাংক ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— যারা গ্রেজুয়েট তাদের এস, আই'র র‍্যাংক।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট একথা জানিয়েছেন কিনা যে রেডিও অপারেটারদের র‍্যাংক হচ্ছে এস, আই'র র‍্যাংক। আমি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টর কানেকশানে একথাটা বলছি এবং আনসারটা আমি সেই কানেকশানে চাই।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, টেকনিকেল রিকমেনডেশন কমিটি রেডিও অপারেটারদের পে স্কেলটা ১৫০-৩০০ টাকা করার জন্য সুপারিশ করেছেন কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট ২৮ শে আগষ্ট, ১৯৬৪, রেডিও অপারেটারদের পে স্কেল রিভিশান করার জন্য, অ্যাজ পার রিকম্যাণ্ডেশান অব দি টেকনিক্যাল রিকম্যাণ্ডেশান কিমিটি, কোন চিঠি চীফ সেক্রেটারির কাছে দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে রেডিও অপারেটারদের পে স্কেলটা তাঁরা আরেকবার রিভিশান করার জন্য চেষ্টা করবেন কিনা?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— বর্ত্তমানে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজদের একটা পে স্কেল রিভিশান করা হয়েছে, ঠিক সে সময়ে রেডিও অপারেটারদের পে স্কেল কি রিভিশান করা হয়েছে?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— ১/৭/৬১ এ তা করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— না, না. ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়েজীদের যখন পে স্কেল রিভিশান হল ঠিক সেই সময়ে রেডিও অপারেটারদের পে স্কেল রিভিশান করা হয়েছে কিনা?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— না তখন করা হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট, অ্যাজ পার সার্কুলার অন ৩১শে জুলাই, ১৯৫৯ একথা জানিয়েছেন কিনা যে রেডিও অপারেটারদের র্যাংক এস, আই'র র্যাংক?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— এর উত্তরে আমি আগেই বলেছি—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি সত্য নয় যে রেডিও অপারেটারদের এস, আইদের পোষাক পড়তে হয় এবং এস, আই'র সঙ্গে প্যারেড করতে হয়।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— পোষাক নিশ্চয়ই পড়তে হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— তারা কি এস, আই'র পোষাক পড়েন না।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— পড়তে পারেন, পোষাক পড়লেই যে পে স্কেল দিতে হবে এর কোন অর্থ হয় না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এস, আই'র ড্রেস নাকি যাদের পড়তে হয়—

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—পড়তে পারেন, এস, আই'র পোষাক পড়লেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে এস, আই'র পে স্কেল দিতে হবে এই জাতীয় কোন নিয়ম আছে বলে আমরা জানিনা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— একটা পুলিশ কনষ্টেবল কি এস, আই'র পোষাক পড়তে পারেন?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— কনষ্টেবল কখনও এস, আই'র পোষাক পড়তে পারে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— তাহলে এটা প্রমাণিত হয় না কি স্যার, যে যারা নাকি যে র্যাংকের তারা সে র্যাংকের পোষাক পড়তে পারে, অন্য র্যাংকেরটা পড়তে পারে না?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— নন অফিশ্যালি পড়তে পারে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— অফিশ্যালি, অফিশ্যালি, নন অফিশ্যালি নয়।

মিঃ স্পীকার :— লজিক্যাল কোয়েশ্চান, ইফ দ্যায়ার ইজ ফ্যালাসি ইন ইট?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— তা পড়তে পারেন তা আমি বলেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— না, এস, আই'র পোষাক নাকি যখন একটা এমপ্লয়ী পড়েন তখন তার র্যাংক যে এস, আই'র র্যাংক সেটা কি গভার্ণমেণ্ট স্বীকার করে নিলেন না?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— একজন রেডিও অপারেটার এস, আই'র পোষাক পড়লেই তাকে এস, আই বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম -- এস, আই'র পোষাক যারা নাকি পরে, এস, আই'র সঙ্গে যারা নাকি প্যারেড করে তাদের র‍্যাংকটা কি গভার্ণমেন্ট স্বীকার করেন নিলেন না যে এস, আই'র র‍্যাংক।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক --- যখন পে স্কেল দেওয়া হবে তখন স্বীকার করে নেওয়া হবে।

Mr. Speaker :— Yes, there are some other starred Questions. But the Member concerned is absent.

Shri Atiqul Islam : — 239.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 239

Question	Answer
Will the Hon'ble Minister in-charge of Food & Civil Supply Department be pleased to state--	
a) Whether any foodgrains were reported to be lost on 20-9-54 during transit from Choraibari to Damcherra, Tripura.	Yes
b) If so, circumstances in which the the foodgrains were lost.	Due to sinking of the boat loaded with the foodgrains.
c) Whether any investigation has been made into the circumstances in which the foodgrains were lost.	Yes.
d) If so, report of that investigation ?	The investigation disclosed that the transport contractor was responsible for the loss.

Shri Birchandra Deb Barma :—What is the amount of foodgrain that has been lost ?

Shri B. Das :— 62 bags.

Shri Birchandra Deb Barma :— Whether any action has been taken against the person who is responsible for this loss ?

Shri B. Das :—Yes, action has been taken.

Shri Birchandra Deb Barma :— What Is the action that has been taken against the person ?

Shri B. Das :—The cost of rice has been realised from the Contractor as a compensation.

Mr. Speaker :— Any more ?

Shri Atiqul Islam :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নৃপেন বাবুর একটা শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান আছে, সেটা আমি কি জিজ্ঞাসা করব ?

Mr. Speaker :—First of all if there is any Short Notice Question that is to be taken first, and accordingly I announced in the House that there is a Short Notice Question but the Member given notices is absent and at that time no Member was interested to put the question, it was then disposed of. The Short Notice Question must be given the priority. Any other Starred Question ?

Shri Atiqul Islam :— Yes, 243.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 243.

QUESTION	REPLY
1) Whether Shri Sukalyan Biswas, a student of Khowai town resorted to Anashan Satyagraha (Hunger-- strike) on 2-3-65.	Yes.
2) If so, what are the demands of Shri Biswas.	Removal of the S. T. O. Shri Kanti Ghosh Roy and the C. I. of Police Shri S. B. Gupta from Khowai.
3) Whether the Chief Minister gave any assurances to Shri Biswas through the Secretary, Khowai Congress.	Yes.
4) If so, what are those assurances ?	Assurance to hold an enquiry if prima facie case proved.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে সেটার কোন এনকোয়ারী হয়েছে কিনা ? মুখ্যমন্ত্রী যে এ্যাসুরেন্স দিয়েছিলেন যে তিনি এনকোয়েরী করবেন, তার এনকোয়েরী তিনি করেছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— সেটা খোয়াই কংগ্রেস সেক্রেটারী আমাকে ফোন করে জানান যে এইরকম একটা ছাত্র অনশন করে আছে আমি তখন বল্লাম ব্যাপার কি, কেন অনশন করছেন ? তখন তিনি উপরোক্ত অভিযোগগুলি বল্লেন। তখন আমি বলেছি যে প্রাইমা ফেসী কেস্ যদি প্রুভড্ হয়, তাহলে এটার এনকোয়েরীর ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— প্রাইমা ফেসী কেস্ প্রুভড্ হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখনও সেই স্টেজে আসেনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— প্রাইমা ফেসী আছে কিনা তা জানবার জন্য কি কোন এনকোয়েরী করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— ইট ইজ আণ্ডার প্রসেস অব্ ইনভেস্টিগেশান।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটা কেস্'এ প্রাইমা ফেসী আছে কিনা সেটা বুঝবার জন্যও এনকোয়েরী করতে হয়। এখন এই যে তিনি বল্লেন, প্রাইমা ফেসী হলে পরে আমি

এনকোয়েরী করব, তার মধ্যে প্রাইমা ফেসী আছে কিনা তা জানবার কোন এনকোয়েরী চলছে কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এখন কথা হল যে এই জায়গাতে এটা জটিল ব্যাপার, যে রিপোর্টটা হয়েছে তা জটিল ব্যাপার। অতএব সেই জটিল ব্যাপার এই হাউসের সামনে টপ্ করে একথা বলা সম্ভবপর নয়। প্রাইমা ফেসী কেস্ প্রুভ্ড হল কি না হল, প্রাইমা ফেসী কেস্ কি হলে প্রুভ্ড হবে সেটার প্রসেস কি হবে, সেটা ডিপেণ্ড করবে অ্যাকরডিং টু দি সার্কামস্টেন্সেস এণ্ড ভেলিডিটি। অতএব সেই অনুসারে সেটা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটাত আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হল, এই ঘটনার মধ্যে প্রাইমা ফেসী কেস্ এসটাব্লিশ হওয়ার মত মেটেরিয়্যালস্ আছে কিনা, সেটা ঠিক করবার জন্য কোন এনকোয়েরী সেখানে হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— সেটা জানবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই চেষ্টাটা কে করবেন তা বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এস. পি. করবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম : — করছেন কিনা এবং কতদূর গিয়েছে সেটা বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : — এস. পি. কে ডিরেকশন দেওয়া আছে, এস. পি. করবেন।

Mr. Speaker : Yes, any other question ?

Shri Atiqul Islam : -- Sir, the Member, who was absent, has come just now. Can he ask the question now ?

Mr. Speaker : — Any Member can so he is also entitled to ask. Is he asking question, which is in the name of absentee Member, is it not a question anomalous ?

Shri Hlura Aung Mag :— Question No. 282.

Mr. Speaker : However, yes Question No. 282

Shri M. L. Bhowmik : Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 282.

QUESTION	REPLY
(i) Number of tribal families migrated to East Pakistan and Assam due to scarcity conditions in Hill areas and due to other causss :	No. scarcity conditions prevail in Hill areas. Due to temptation offered by the Pak. Agents in the form of cash and food grants and for better prospect of Jhuming in Miyani Reserved Forest which has been released by Pak Government in order to lure the tribals some families have migrated to East Pakistan.

শ্রীআতিকুল ইসলাম : — এখানে তো ডিভিশন-ওয়াইজ্ ব্রেক আপ আছে, নামবার অফ ট্রাইবেল্ ফেমিলিস্ আছে, ষ্টেপস টেকেন আছে, সেইগুলির তো আনসার করেন নি, কোন আনসার হয় নি ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— আনসার তো করেছি সাম ফেমিলিস হেভ মাইগ্রেটেড টু ইষ্ট পাকিস্থান (ইন্টারপশন)

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এখানে ডিভিশন-ওয়াজ ব্রেক আপ অফ দি ফেমিলিস রয়েছে।

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আই হেভ নট কাম টু দেট কোশ্চান।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—তবে বসেন কেন? Then how do you sit down?

Shri Bhowmik :—It is possible to give division-wise break-up of the families.

QUESTION	REPLY.
(3) Steps taken against such migration.	Steps have been taken to elighten the people about the dangers of such frequent movements and the neeessity of taking advantage of the facilities for rehabilitation being offered by the Govt. Committees are being formed in Tribal Colonies to look colleetively into the difficulties of the community.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে এই অধিবেশন চলাকালীন আর একদিন, আমাদের উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, আমাদের আর একটা ষ্টার্ড কোশ্চানের আনসারে তিনি সংখ্যা বলেছিলেন, যে কত সংখ্যা এখান থেকে চলে গেছে। আজকে সংখ্যাটা ঠিক আমার মনে নাই আজকে সংখ্যা বলা হচ্ছে না কেন জানতে পারি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সংখ্যা সেইদিনও বলা হয় নাই, বলা হয়েছিল—এ নাম্বার অফ ফেমিলিস বলা হয়ে হয়েছিল।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক:—ট্রাইবেলস আর জেনারেল নমেডিক ইন কেরেক্টার। কাজেই তারা যাচ্ছেন আর আসছেন। কাজেই এখন কতজন তারা চলে গেছে তা সঠিক করে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন, যারা চলে গিয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কি ফিরে এসেছে?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—হাঁ, অনেক ফিরে এসেছে। নাউ আই কেন নট টেল ইউ দি এক্জেকট নাম্বার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন ভিউ টু আদার কজেস—এই কজেস গুলি কি, কি কারণে তারা চলে গেছে?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—কজেসগুলি পুর্বেই আমি বলেছি, এবং অন্যান্য কজেস যেটা হচ্ছে তারা আত্মীয়দের বাড়ীতে যায় এবং তারা নমেডিক ইনকেরেক্টার, দিজ আর দি কজেস।

মিঃ স্পীকার :—ইজ ইট নট ইন দি কোশ্চান?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—স্যার, এটা স্যাপ্লিমেন্টারী কোশ্চান, ভিউ টু আদার কজেস।

মিঃ স্পীকার :—না, এখানে যে আদার কজেস বলা হয়েছে সেটা কোশ্চানের মধ্যে যে আদার কজেস আছে সেই আদার কজেস তো আপনি মিন করেছেন? আদার কজেসটা কোথায় থেকে আনলেন?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এখানে একটা রিপ্লাই এর মধ্যে আছে-ভিউ টু আদার কজেস। এই আদার কজেস সম্পর্কে আমি জানতে চাইছিলাম যে কি কি আদার কজেস?

মিঃ স্পীকার :— এই আদার কজেস যে কি এই প্রশ্নের মধ্যেই তো আর কজেস আছে ; এই আদার কজেস কি কি। তাহলে ইট ইজ বেটার নোন টু দি মেম্বার হু পুট দি কোশ্চান এণ্ড নট টু দি মিনিষটার আনসারিং দি কোশ্চান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— উনি আন্সারের মধ্যে বলেছেন, ডিউ টু আদার কজেস যারা গেছে তার কারণগুলি আমি কনফার্ম হতে চাই, যে কি কি কারণে তারা গেছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— হাঁ, আমার আন্সারটা ছিল ডিউ টু আদার কজেস এবং কজেস-এর কথা বলেছি যে তারা সাধারণতঃ আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে যান, তারা জেনারেলি নমেডিক কেরেক্টারের লোক, তারা একবার যায় একবার আসে, এই হচ্ছে তাদের সাধারণ নিয়ম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এটা কি সত্যি নয় যে, তারা জুম করতে পারে না বলে এখান থেকে পাকিস্থান এবং অন্যত্র চলে গিয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এটা কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— তারা কি কারণে চলে গেছে আপনারা বলতে পারেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে নমেডিক এবং আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে যান। আর এটা যে বলা হচ্ছে এটা কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম — আপনি যেটা বলছেন এটাও কংগ্রেস পার্টির প্রচার।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন জুম বন্ধ করার ফলে এবং আর একটা হল সেখানে অনেক ফেমিলি জমির মধ্যে তারা ১০/১২ বৎসর পর্যান্ত দখল করছিল সেই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং তাদের জীবিকার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই, তার ফলে তাদের পাকিস্থানে এবং আসামে চলে যাওয়ার কারণ ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দিস ইজ নট এ ফেক্ট। জুম বন্ধ করা হয় নাই, জুম নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এবং অপর যে প্রশ্নটা উচ্ছেদ করা হয়েছে—দিস ইজ নট এ ফেক্ট।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, সেই সমস্ত পাহাড়িয়া অঞ্চলগুলিতে যে দীর্ঘ পাঁচ সাত বৎসর ধরে সেখানে খাদ্যের যে অভাব, সেখানে বহু লোক মারা গিয়েছে, যেমন তার ফলে শিকারী বাড়ীতে, বসন্ত বিয়াং এই রকম আরো অনেক পাঁচ সাত জন সেখানে মারা গেছে তার ফলে নাকি তাদের এইখান থেকে স্থান ত্যাগের কারণ হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— খাদ্যাভাবে একটি লোকও ত্রিপুরা ষ্টেইটে মারা যায় নাই। এটা হচ্ছে পার্টি প্রচারের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত প্রচার করা হচ্ছে।

শ্রীবুলু কুকি :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে বিশেষ করে উপজাতীয় যারা অন্যান্য এলাকাতে, পাকিস্থানে এবং আসামে চলে যায় তার কারণ হচ্ছে সামাজিক নিরপত্তার অভাব ?

শ্রীরাজপ্রসাদ চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, আমি একটা কথা বলতে চাই, এটা হচ্ছে যখন নির্ব্বাচন হয়েছিল তখন এই সমস্ত যায়গাতে নানা আবলতাবল বলেছে, সেটা একফলা, দুইফলা মৌজায় তারা আবল তাবল বলেছে আমাদের উন্নয়নমন্ত্রী জনসভাতে বলেছেন যে জুম আমরা কোন দিন বন্ধ করি নাই, এটা পরিষ্কার কথা।

মি: স্পীকার ঃ— নো ষ্টেইটমেণ্ট, এখন কোন ষ্টেইটমেণ্ট নয়, হোয়াট ইজ দি লাষ্ট কোশ্চান ?

শ্রীবুলু কুকী :— উপজাতীয়রা যে বিশেষ ভাবে আসামে এবং অন্যত্র চলে যায় তার মূল কারণ হচ্ছে তাদের সামাজিক নিরপত্তার অভাব কিনা ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— দিস ইজ নট এ ফেক্ট। সামাজিক কোন নিরপত্তার অভাব আমাদের এই রাজ্য নাই।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই রকম কোন ধারণা পেয়েছেন কি যে বিদেশী কোন রাষ্ট্র আমাদের এই ত্রিপুরার লোককে বাহিরে অস্ত্র শিক্ষা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছে, বিদেশী কোন রাষ্ট্র ত্রিপুরার লোককে তাদের রাষ্ট্রে নিয়ে সামারিক শিক্ষা দিয়ে আবার এই ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— এই রকম জনশ্রুতি আছে, কিন্তু ফেক্টস সম্পর্কে সরকার অবগত নন।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ— ত্রিপুরা রাজ্যে দুই জায়গায় দুইটি হেলিকপটার নামার পর হতেই ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীরা সরছে বলে যে জনশ্রুতি এবং পত্রিকায় যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তার মধ্যে কোন সত্যতা আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— জনশ্রুতিও বটে, পত্রিকায়ও এই রকম খবর বেড়িয়েছে। কিন্তু সরকারের কাছে এই রকম কোন সংবাদ নেই যে এটা সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী ঃ— অন্তর্ঘাতকমূলক কাজ করানোর জন্য যারা ফিরে আসছে বলে জনশ্রুতি আছে তাদের সম্পর্কে এই রকম পুলিশ অফিসার বা সরকারের তরফ থেকে কোন এনকোয়ারী করা হয়েছি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ— এই সম্পর্কে নজর রাখা হবে।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি যে, পাকিস্তান থেকে যে রিফিউজী বহু সংখ্যক আসার ফলে এই রাজ্যের মধ্যে যাঁরা জুমিয়া আছে জুমিয়া পুনর্বাসনের জমি এখন পাওয়া যাচ্ছে না এবং তাদিগকে সেই টিলার মধ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন করার জন্য সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং সেই টিলার জমি দিয়ে তারা বাঁচবার কোন আশা করে না এই জন্য তাদের এই রাজ্য ত্যাগের কারণ, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ইহা সত্য নহে।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কোন্ কোন্ সম্প্রদায় পাকিস্তানে গিয়েছে এবং কোন সম্প্রদায় বেশী।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্নটা বুঝলাম না।

মি: স্পীকার :— ট্রাইবেলদের মধ্যে কোন ট্রাইবেলরা বেশী।

শ্রীবুলু কুকী :— উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা পাকিস্তানে গেছে এর মধ্যে কোন সম্প্রদায় বেশী ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটা কি সত্য নয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে, যারা গেছে তারা বেশীর ভাগ রিয়াং সম্প্রদায় ভুক্ত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আগেই বলা হয়েছে এটার নাম্বারটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমি শুনেছি যে রিয়াংরাই বেশী আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটাতো আগেই বলা হয়েছে যে নাম্বারটা বলা সম্ভব নয়। আর নাম্বার না বলতে পারলে বেশী কে গেল এটা কি করে বলা যাবে। এটার অর্থটা কি হল। নাম্বার না বলতে পারলে কোনটা বেশী কোনটা কম কি করে বলব ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে কোন কোন এলাকা থেকে গেছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— এটার উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে যে সঠিক বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে রাইমাশর্ম্মা এলাকা থেকে প্রায় দেড়শত পরিবার গেছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— আমরা এর উত্তর দিয়েছি যে বর্ত্তমান অবস্থায় এটা বলা সম্ভব নয়। সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীদুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যারা চলে গেছে তারা সমস্ত রিয়াং পরিবারের লোক এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি শুনেছি অধিকাংশ মগ আর ত্রিপুরী।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে যারা পাকিস্তানে চলে যায় অথবা আসামে চলে যায় তার অধিকাংশ কারণ হচ্ছে ফরেষ্ট জুলুমের ফলে ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— স্যার, মাননীয় উন্নয়নমন্ত্রী বলেছেন যে কোন্ সম্প্রদায় কতজন গেছে এটা আমি জানি না। এখন চীফ মিনিষ্টার বলছেন যে মগ সম্প্রদায় বেশী গেছে। তিনি এটা কি করে বললেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লালসিংহ :— বলা হয়েছে যে অধিকাংশ ত্রিপুরী গেছে। অধিকাংশ বলেছে যে রিয়াং গেছে। এই কথা বলার সাথে সাথে বললাম যে ত্রিপুরাও যেতে পারে মগও যেতে পারে। অধিকাংশ ঠিক করে বলা সম্ভব নয়। একমাত্র রিয়া সম্প্রদায়ই নয় মগ ত্রিপুরীও যেতে পারে। এটাই বলেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— না এটা বলেন নি। আমি বলেছি যে, রিয়াং বেশী গেছে। তখন উনি পাল্টা অ্যান্সার দিলেন যে মগ এবং ত্রিপুরীই বেশী গেছে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্ন ছিল যে রিয়াং সম্প্রদায়টাই সব চাইতে বেশী গেছে এটা সত্যি কিনা ? All these questions are imaginary questions, hypothetical questions So I do not find any hint.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে অ্যান্সার করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে কত সংখ্যক লোক গেছে তা বলা সম্ভব নয়। কোন্ সম্প্রদায়ের গেছে তাও বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে ম- এবং ত্রিপুরীই বেশী গেছে। তাহলে কোনটা সত্যি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এখানে যে কথাটা বলেছেন চীফ মিনিষ্টার সেটা হল, যে আমি শুনেছি যে মগ এবং ত্রিপুরী বেশী গেছে।

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস, 'আমি নেছি'।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চীফ মিনিষ্টার যে রিপ্লাই এখানে দিবেন আমরা মনে করব এটা অফিসিয়াল রিপ্লাই। এজ এ চীফ মিনিষ্টার তিনি যে রিপ্লাই দিচ্ছেন সেটা আমরা ধরে নেব। কাজেই "আমি শুনেছি" এই বেসিসে কোন রিপ্লাই এই হাউসের কাছে আমরা এণ্টারটেন করতে পারি না From official records. from official papers what Chief Minister has ascertained we want to understand. Whether it is to be taken that from official records and from official papers Chief Minister has spoken that Mogs and Tripuris have migrated. Whether we are to take it from the reply.

Mr. Speaker :— Then I think the answer would have been categorical. But if he says I have heard—

Shri Birchandra Deb Barma :— No, whether we should accept that when Chief Minister is giving an answer he is giving an auswer from official papers and all other relevant documents.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমি আগেই বলেছি যে আমি শুনেছি। অতএব গভর্ণমেন্ট রেকর্ড বা অফিসিয়াল রেকর্ড নয়। জনশ্রুতি। তাহারাও বলছেন জনশ্রুতি আমিও বলছি জনশ্রুতি। একথাই বলেছি।

Mr. Speaker :— I see all the questions are imaginary questions and answers are also given in the same way.

Shri Birchandra Deb Barma :— Then Government should say that it is not possible to give definite reply. We expect the definite reply.

Mr. Speaker :— That reply has been given already but inspite of that, questions are coming in different forms. It is the same thing.

Shri Birchandra Deb Barma :— The Hon'ble Speaker may dis-allow it. But we cannot want a reply from the Government basing on 'Janashruti', (humour). We want a definite reply. It must be connected with relevant records and papers.

Mr. Speaker :— All right. Now the questions are over. I would now pass on to the next item. Next item is Calling Attention Notice. There is one Calling Attention given notice of by Shri Birchandra Deb Barma, M. L. A. on 6th April, 1965 to which the minister concerned agreed to make a statement to-day the 9th April, 1965 I would now call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to make a statement on "Demolishing of shops at Akhaura Road, Agartala by the authority concerned and reluctance on the part of the Govt. to arrange alternative land for them and to grant reconstruction grant."

Shri Birchandra Deb Barma :— Hon'ble Speaker, Sir, there is another item in the list of business, item No. 2 Presentation of petition.

Mr. Speaker : — Oh, yes. I shall take it just after the Calling Attention Notice. Logically this should come first just after the questions. You have seen always that just after questions comes calling attention notice and then it is the part of the day's business. So it would be taken up after the Calling Attention Notice.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য কলিং এটেনশন যে নোটিশ দিয়েছেন regarding 'demolishing of shops at Akhaura Road, Agartala by the authority concerned and reluctance on the part of the Govt. to arrange alternative land for them and to grant reconstruction grant," কারণ আনঅথারাইজড অকুপেন্ট তারা। অতএব তাহাদিগকে সেই জায়গা থেকে উৎখাত করা হয়েছে এটা সত্যি। তাহাদিগকে অলটারনেটিভ জায়গা দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না এবং কম্পেনসেশন দেওয়ারও প্রশ্ন উঠে না। কারণ আন-

অথারাইজড যদি কোন কেউ গভর্ণমেন্টের ল্যাণ্ড দখল করে থাকে তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, দখলকারীর। আমরা সেটা তাদের থেকে নিচ্ছি না। না নিয়ে তাহাদিগকে উঠিয়ে দিচ্ছি।

Shri Atiqul Islam :— Point of clarification

Mr. Speaker :— What is the point ?

Shri Atiqul Islam :— Point is this যে চীফ মিনিষ্টার বা ডেভেলাপমেন্ট মিনিষ্টার বা এডমিনিষ্ট্রেটার তাদের কোন প্রতিনিধির সংগে মিট করেছিলেন কিনা এবং সেখানে এই কথা বলেছিলেন কিনা যে তাদের একটা অলটারনেটিভ ল্যাণ্ড দেওয়া হবে।

Mr. Speaker :— Is that in the statement made by the Hon'ble Chief Minister ? I have not marked it. That should be confirmed knowing from the Hon'ble Chief Minister whether he mentioned that fact that he promished to the—

Shri Atiqul Islam :— No. he has mentioned

Mr. Speaker :— He has not mentioned. So that point does not come. He has not mentioned it, so that point can not come here. If you want to clarify a point, that should be mentioned in the statement made by the Chief Minister. If he did not mention it or make announcement of it somewhere else in the Statement, that point should not come here. In the statement made by the Minister, if there is anything which requires clarification, that may be brought here.

Then we pass on to the next item—Presentation of Petitions. Next item in the List of Business is Presentation of Petitions. I would call on Shri Atiqul Islam, M. L. A., to present the petitions regarding amendment of Land Reforms and Land Revenue Act to the House.

Shri Atiqul Islam :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to present the copy of the Petition attached regarding amendment of Land Reforms and Land Revenue Act to the House.

Mr. Speaker :— Where is the Petition ?

Shri Atiqul Islam :— Here is the Petition.

Mr Speaker :— Yes, the petition is to be laid on the table.

The petition stands referred to the Committee of Petitions and it will be referred to the Committee of Petitions according to rule and they will take necessary steps in that connection. Now we pass on the Next business-Legislation, Introduction, Consideration and Passing of the Appropriation Bill, 1965 (Bill No 3 of 1965).

Next Business of the House, the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965) is to bc introduced in the House, I would request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965).

Mr. Speaker :— Is there any one to oppose it ? No, then I put the motion to vote.

The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh for leave to introduce the Appropriation Bill, 1965. (Bill No. 3 of 1965).

As may as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Ayes

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

—

Mr. Speaker .— Ayes have it. Ayes have it.

The leave to introduce the Appropriation Bill, 1965 (Bill No, 3 of 1965) is granted.

(The Secretary read the long title of the Bill).

Mr. Speaker :— I would now request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion to introduce the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965).

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to introduce the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965).

Mr. Speaker :— The Question before the House is that the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965) be introduced.

As many as are of that opinion will please say

Ayes—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

—

Mr. Speaker :— Ayes have it. Ayes have it.

Mr. Speaker :— The Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965) is introduced.

The Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965) is to be taken into consideration. I would request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for consideration of the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965).

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker Sir, I beg to move that the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :— The questions before the House is that the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh that the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965) be taken into consideration at once:

As many as are of that opinion will please say

Ayes.—Ayes

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

—

Mr. Speaker :— Ayes have it. Ayes have it.

The motion that the Bill be taken into consideration has been carried.

I would now put the clauses of the Bill. Clause No. 1 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say

Ayes.— Ayes

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

—

Ayes have it. Ayes have it.

Clause No. 3 do stand part of the Bill

Mr. Speaker :— Clause do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say Ayes.—Ayes. As many as are of contrary opinion will please say Noes —

Mr. Speaker :— Ayes have it. Ayes have it

The Schedule do stand part of the Bill

As many as are of that opinion will please say Ayes—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes —

Mr. Speaker :— Ayes have it. Ayes it.

Clause I do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say Ayes—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes —

Mr. Speaker :— Ayes have it. Ayes have it.

The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes —

Mr. Speaker :— Ayes have it. Ayes have it.

Next business is the Passing of the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965]. I shall now request the Hon'ble Chief Minister Shri Sachindra Lal Singh to move his motion for Passing of the Bill.

Shri S. L. Singh (Hon'ble Chief Minister) :— Hon'ble Sir, I beg to move that the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :— I would now put the motion to vote. The question before the House is that the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 3 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES' —

AYES

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'. —

AYES have it, AYES have it.

The Bill is passed.

The next item is Government Business (Legislation) Consideration & passing of the Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 4 of 1965).

Next item in the list of business, the Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 4 of 1965) is to be taken into consideration. I shall request the Chief Minister, Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for consideration of the Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 4 of 1965).

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that the Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 4 of 1965) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :— I see there is no one to speak. I would put the motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh that the Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill, No. 4 of 1965) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

AYES

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

AYES have it, AYES have it.

The motion that the Bill be taken into consideration has been carried.

So I put to vote the Clauses of the Bill.

Clause 2 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

AYES

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

AYES have it, AYES have it.

Clause I do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

AYES

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

—

AYES have it, AYES have it.

The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

AYES

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

—

AYES have it, AYES have it.

The next business is the Paasing of the Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 4 of 1965) I shall now request the Hon'ble Sachindra Lal Singh, the Chief Minister to move his motion for Passing of the Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 4 of 1965).

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that the Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 4 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :— I would now put the motion to vote. The question before House is that Bengal Excise (Tripura Amendment) Bill, 1965 (Bill No. 4 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

AYES

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

AYES have it AYES have it.

The Bill is passed.

Next I would take up Private Members' Motion. Next item, is Private Members' Motion, given notice of by Shri Umesh Lal Singh, M. L. A.

I would call on Shri Umesh Lal Singh, M. L. A. to move his motion that this Assembly is of opinion that whilst Hindi being a National language of India its study should be encouraged so that it may ultimately emerge as a link language for communication with the Centre and between the different States, all the languages scheduled in the Constitution of India be recognised as National language and their parity admitted in the Parliament, Central Administration and All-India Examination

That in the intervening period English should continue to be used as an associate administrative language and also as a language of communication with the Centre and between the different States till the people of non-Hindi speaking areas pick up Hindi to be prepared for the change-over.

I would call on Shri Umesh Lal Singh,

শ্রীউমেশ লাল সিংহ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই বিধান সভায় ভাষা সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আমি উথাপন করছি, এই প্রস্তাব উথাপন করবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। ভারতবর্ষে কয়েকদিন পূর্ব্বে দেখা গেল সমস্ত ক্ষেত্রে, সামগ্রিক ভিত্তিতে আমরা দেখেছি ভাষা নিয়ে একটা বিরাট গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে এবং হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করবার পরিপ্রেক্ষিতে এই আন্দোলন চলছে। আমাদের ত্রিপুরাতেও এইটা নিয়ে বেশ একটা আন্দোলন হয়ে গেছে। এখন দেশের মধ্যে এটা বিবেচনা করার সময় এসেছে যে আমাদের ভাষা কোনটা হবে। যদিও ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা গত অধিবেশনে এখানে বাংলাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছি এই বিধান সভায়। এমনি ভাবে আমি এখানে বলব ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে প্রায় ১৪টি ভাষা আমাদের রাজ্যগুলিতে স্থান পেয়েছে এবং সেইগুলি স্বীকার করা হয়েছে। সেইদিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমি এখানে বলব এই কথা—আজকে ভারত-বর্ষের মধ্যে যে ভাষা সম্বন্ধে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে, তা বর্ত্তমান অবস্থায় এই আন্দোলন চলতে দেওয়া উচিৎ নয় এবং সেটা কোন জোর জবরদস্তিতে বন্ধ করার মতও অবস্থা নয় এবং সেটা সমীচীন নয়।

তাই আমি এখানে বলব যে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে আমরা স্বীকার করে নিই এবং এখানে যতদিন পর্য্যন্ত নন্-হিন্দী স্পীকিং এরিয়াতে, যে সমস্ত জায়গায় অধিকাংশ লোকেরা হিন্দী জানেনা, সেই জায়গায় যতদিনের মধ্যে হিন্দী পরিপূর্ণভাবে আমরা শিক্ষালাভ না করতে পারি ততদিনের জন্য আমরা ইংরাজীকেও আমাদের একটা অবলম্বন করে আমরা যেন চলতে পারি সেইদিকে ভারত সরকারের লক্ষ্য রাখা উচিত। হিন্দীকে আমাদের একটা সমস্ত রাজ্যের সাথে সংযোগ রাখার ভাষা হিসাবে যাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি সেই দিকেও চিন্তা করার দরকার বটে এবং ভারতীয় স বিধানে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রথমে দেখা দরকার যে নন্-হিন্দী স্পীকিং এরিয়ার লোকজন যতদিন পর্য্যন্ত না তারা এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে না পারে, জ্ঞান লাভ তাদের না হয়, সেই পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত রাজ্যের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য এবং কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ র খার জন্য ইংরাজীকে অবলম্বন করে চলতে হবে। মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতার পূর্ব্বে আমাদিগকে এই

ভাষা সম্বন্ধে যাতে এক জাতি এক প্রাণ একতা এই মনোভাব নিয়ে ভাষার দিক দিয়েও যাতে একটা ভাষা অবলম্বন করে ভারতের জাতীয়তা গড়তে পারি এবং ভারতবর্ষ তার ভাষাকে বিশ্বের দরবারে যাতে পৌঁছাতে পারে তার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন এবং তিনি সেখানে হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই দিকে তিনি কাজও করেছিলেন। কিন্তু সংগে সংগে আঞ্চলিক ভাষাকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়ার জন্য, তার উন্নতি বিধানের জন্য তাঁর অবদান ছিল এবং তারই জন্য ঐ ভাষাগুলিকে তিনি নিজেও অনেক শিক্ষা করেছিলেন এবং তারপর সেই বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জনও করেছিলেন এবং সেজন্য তিনি অন্যান্য স্থানের আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন। তাই সেই দিক দিয়ে বর্ত্তমান অবস্থায় একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশকে একটা ভাষার মধ্যে চালিত করার জন্য এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে তাকে স্বীকার করার জন্য বর্ত্তমানে যে একটা আন্দোলনএর সৃষ্টি হয়েছে তার থেকে রেহাই পেতে হবে। নতুবা ভারতের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং নিজেদের জনসাধারণের মধ্যে একটা বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়ে যাবে, তা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। সেই হিসাবে আমি আজকে এখানে এই বিধান সভায় ভাষা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। আশাকরি আমার এখানকার মাননীয় সদস্যগণ তাকে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Birchandra Deb Barma.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভাষা প্রশ্নে আমি বিশদভাবে এর পূর্ব্বেও এই হাউসে বলেছি। কাজেই এক কথার রিপিটিশান হয়ত অনেকবার করতে হবে। তবু এই হিসাবেই এর যৌক্তিকতা যে আমরা সকলে এক সংগে ইউনানিমাসলী একটা ডিসিসান নিতে পারছি ভাষা সম্পর্কে— ভাষার ব্যাপারটা একটা অত্যন্ত রকম জটিল ব্যাপার। তার সমর্থন করতে গেলে বিশেষ বিবেচনা করেই করা দরকার। অন্ততঃ আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে নন হিন্দী স্পীকিং এরিয়াতে হিন্দীকে জোর করে চাপাতে গেলে তাতে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। কেননা সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে যে জিনিষটা আসে, যেটা হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে গ্রহণ করা যায়, সেটা যদি বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে চালানোর চেষ্টা হয় তাহলে তার ফল ভাল হতে পারে না, ভাল হবে না। আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ অ্যাক্টে যে একটা ক্লজ আছে যেখানে বলেছে যে 'ইংলিশ মে কনটিনিউ' তার দ্বারা একটা কনফিউশনের সৃষ্টি হতে পারে কেন না 'মে' ইমপ্লাইজ 'মে নট'। তার দ্বারা কোন কম্‌পাল্‌সন সৃষ্টি করা যায় না। যদি কেউ অত্যুৎসাহী অফিসার বা অত্যুৎসাহী কর্ম্মচারী হিন্দীতে তার অর্ডার এবং ডিরেকশন চালু করেন এবং অ্যাকচুয়ালী যা দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে যে হিন্দীতে অর্ডার, ডিরেকশান এইগুলি কেবলমাত্র হিন্দীতেই চালু করে চলেছিল এবং তার বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ দেখা দেয়। কাজেই এইদিক থেকে যাতে এই রকম ভাবে হিন্দী হঠাৎ নন-হিন্দী স্পীকিং, যারা হিন্দী জানে না, নন হিন্দী স্পীকিং পিপল যারা তাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রেখেই এই ভাষা সমস্যার সমাধান করা দরকার। আমরা জানি যে স্বর্গতঃ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সেই আশ্বাসবাণী দিয়েছেন যে নন-হিন্দী স্পীকিং এরিয়ার যারা লোক তাদের মনোভাব দেখে তাদের কনসেন্ট নিয়েই এই ভাষা সমস্যার সমাধান করা হবে। তাদের উপর জোর করে চাপানো হবে না। আমরা মনে করি সেই অ্যাস্যুরেন্স যেটা স্বর্গতঃ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দিয়েছিলেন এবং বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীও বলছেন তার একটা ষ্ট্যাটুটরী গ্যারান্টি আমরা চাই। আইনের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতিটা যাতে কার্য্যকরী করা হয় সেজন্য একটা ষ্ট্যাটুটরী গ্যারান্টি

দরকার। তা না হলে নন-হিন্দী স্পীকিং পিপল যারা রয়েছে তাদের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দেবে এবং এই আশঙ্কা অমূলক নয়। এ নিয়ে যে সমস্ত আন্দোলন দেখা গেছে সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে এইসব আন্দোলনের ফলে দেশের শান্তি, দেশের ঐক্য, দেশের অখণ্ডতা বিনষ্টতার সম্ভাবনা আছে। কাজেই এই ব্যাপারে অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে কাজ করা দরকার যাতে কারোর উপর জোর করে কোন কিছু চাপানো না হয়। এইদিক থেকে আমরা মনে করব যে বর্ত্তমানে হিন্দীর প্রচার যেমন চলছে ঠিক তেমনি করে অন্যান্য ভাষাগুলি সমস্ত হিন্দী স্পীকিং এরিয়াগুলিতে প্রচার হওয়া দরকার যাতে পরস্পরের মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্যবোধ হতে পারে। হিন্দী স্পীকিং এরিয়াতে বাংলা বা তামিল ইত্যাদি সমস্ত দক্ষিণী ভাষাগুলি শেখবার প্রচেষ্টা হওয়া দরকার। কেননা পরস্পরকে বুঝতে গেলে ভাষার মাধ্যমেই আমরা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হতে পারি। আজকে দক্ষিণের ভাষাকে যদি এড়িয়ে রাখা হয় তাহলে দক্ষিণী জনসাধারণ যারা আছে তাদের আমরা নিকটবর্ত্তী হতে পারব না। আজকে বাংলা ভাষাকে যদি, যারা হিন্দী স্পীকিং এরিয়াতে রয়েছে, তারা যদি তাকে এড়িয়ে রাখেন, বাংলা ভাষা সম্পর্কে যদি তারা আগ্রহী না হন তাহলে বাংলা স্পীকিং এড়িয়ার যারা লোক আছেন তাদের নিকটবর্ত্তী হতে তারা পারবেন না। কাজেই এইরকম ভুল বুঝাবুঝি সেখানে দেখা দিবে। কাজেই আজকে ভারতের যা পরিস্থিতি তাতে আমার মনে হয় প্রত্যেক লোকই অন্য ভাষাভাষীদের জন্য, অন্য ভাষা যাতে প্রসার লাভ করে, অন্য ভাষা যেগুলি ল্যাংগুয়েজ বলে আমাদের সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে, সেই রিজিওন্যাল ল্যাংগুয়েজগুলি অন্যান্য ভাষাভাষীদের মধ্যে শেখবার আগ্রহ যাতে দেখা দেয় সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার, কেন না তা না হলে পরস্পরের নিকটবর্ত্তী আমরা হতে পারব না। আমাদের সম্পর্ক পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যাবে। কাজেই এই দিক থেকে বিবেচনা করে প্রত্যেক ভাষার একটা প্যারিটি থাকা দরকার। সেই প্যারিটী রক্ষা করতে হলে প্রত্যেক ভাষাকেই মর্য্যাদা দিতে হবে এবং সেটা পার্লামেণ্টে এবং যে সমস্ত এসেমব্লী রয়েছে বা অফিসিয়াল একজামিনেশান রয়েছে তার মধ্যে তার স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। তা না হলে সেগুলি ঠিক ঠিক মত কার্য্যকরী করা হচ্ছে না। অতএব যে ভাষা স্বীকৃত হয়েছে সেই ভাষাকে যদি সরকারী ভাষা অর্থাৎ যে সমস্ত পার্লামেণ্ট বা এসেমব্লীর কাজকর্ম্ম হচ্ছে, অফিসিয়াল কাজকর্ম্ম হচ্ছে তাতে যদি তার স্থান না দেওয়া হয়, একটা ভাষাকেই যদি প্রাধান্য দেওয়া হয়, তাহলে সেই ভাষার গোষ্ঠি যারা, এটা স্বাভাবিক ভাবে, আশঙ্কা করা যায় যে তাদের প্রাধান্য দেখা দিবে। আজকে যদি অল ইণ্ডিয়া একজামিনেশনে কেবল মাত্র হিন্দী হয়, নন-হিন্দী যারা রয়েছে তাদের পক্ষে অল ইণ্ডিয়া একজামিনেসনগুলিতে কম্পিট করা একটা শক্ত ব্যাপার হয়ে পড়বে। কেননা তারা পিছিয়ে যাবে এব যারা হিন্দী স্পীকিং আছে তারা একটা সুবিধা পাবে। কাজেই এইরকম একটা আশঙ্কার সৃষ্টি যাতে এড়ানো যায় সমস্ত ভাষাভাষীর মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য যাতে হয়, একটা প্যারিটী যাতে হয়, সেদিক থেকে নজর রাখা দরকার, যাতে সমস্ত ভাষাভাষির মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য বিধান করা হয়, যাতে প্যারিটি রাখা হয় সেদিক থেকে নজর রাখা দরকার এবং যে মধ্যবর্ত্তী সময় রয়েছে সেই মধ্যবর্ত্তী সময়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অহিন্দী ভাষাভাষি যে সমস্ত এলাকা রয়েছে, তারা হিন্দী ভাষাকে যথেষ্ট পারংগম যতক্ষণ পর্যান্ত না করতে পারছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কনভারস্যাণ্ট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজী ভাষাকে ইনটেরিম পিরিয়ডের জন্য চালু রাখা অত্যাবশ্যক এবং সেই চালু রাখাটা অপ-শ্যানেল হওয়া উচিত নয়, চালু রাখাটা কম্পালসারি হওয়া দরকার, যেমন পূর্ব্বে ছিল। পূর্ব্বে

অর্থাৎ আফ্‌টার দি কমেনসমেন্ট অব দি কন্‌ষ্টিটিউশান যেটা আর্টিকেল ৩৪৩, সম্ভবতঃ সেই ৩৪৩ই ছিল, ইংলিশ শ্যাল কন্‌টিনিউ, ইংলিশ কম্পালসারি ভাবে চালু থাকবে, ঐচ্ছিকভাবে নয়, অবশান্যাল ভাবে নয়। কাজেই এখন সেই জিনিষটা ঐচ্ছিকভাবে যাতে চালু না হয়, কম্প্যুলসারিলি যাতে চালু হয়, যাতে নন্‌-হিন্দী এরিয়ার লোকেদের কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি না হয় সেই দিকেই দৃষ্টি রাখা দরকার। কাজেই এই সমস্ত দিক থেকে আমাদের ভাষা সমস্যার একটা সুমিমাংসা হওয়া দরকার যাতে কোন রকম ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়, যাতে ভুল বুঝাবুঝির ফলে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়, এই সমস্ত দিকে আমাদের দৃষ্টি রেখে আমাদের হাউসের সামনে যে রিজল্যুশান এসেছে তা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাস গুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে খুব একটা বেদনাদায়ক ঘটনার পর আমাদের যে ভাষা, সেই ভাষা সম্বন্ধে লোকসভায় একটা আইন পাশ হতে চলেছে। একশতটি জীবন এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আত্মাহুতি হয়েছে, তার চেয়ে বড় কথা সত্যই ভারতের সংহতি একটা বিপন্ন হওয়ার পথে গিয়েছিল। আজকে যখন ভারত চার দিক থেকে বিশেষ করে পাকিস্তান এবং অন্যান্য জায়গা থেকে যখন আক্রমণের প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেই রিলেশানে যখন ট্রেন চলেছে, তখন একটা ভাষাকে ভিত্তি করে ভারতের যে সংহতি সেটা নিশ্চিত হওয়ার অবস্থার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু ভারতের যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যের কারনেই ভারত আজ সেটাকে কাটিয়ে উঠেছে এবং নুতন একটা পথ অবলম্বন করেছে যাতে ভারত আবার তার সংহতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ভাষার প্রশ্নটা প্রথম থেকেই আমাদের ভারতের ক্ষেত্রে একটা ভুল দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা হয়েছিল। রাশিয়ায় আমরা দেখছি যে সেখানে পনেরটি ভাষা প্রচলিত এবং সেই পনেরটি ভাষাই সেখানে জাতীয় ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়েছে, পার্লামেন্ট। তাদের সুপ্রীম সোভিয়েট, সেসব ভাষা একসাথে সকলে বলতে পারে এবং একসাথে তার অনুবাদ হয় এবং ইদানিং যারা প্রতিনিধি দল এসে গেছেন তারাও বলেছেন যে ভাষার প্রশ্নের সেখানে কোন মাথা ব্যথা নাই। সেটাকে তারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করছেন এবং সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে দেখতে গেলে আমাদের ভারতের ভাষা সম্বন্ধে সেইভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল। হিন্দী ভাষা, একথা সত্য, ভাষার মধ্যে সম্পদশালী ভাষা হিসাবে, ভারতের চৌদ্দটী ভাষার মধ্যে হিন্দী, আমার ধারণা, উচ্চ পর্য্যায়ে পড়েনা, বাংলা ভাষার, তামিল ভাষার, তেলেগু ভাষার পর্য্যায়ে ধরা যায়না। হিন্দীকে আরও উন্নত করা দরকার যদি তাকে ভারতের একটা লিংক লেংগুয়েজ হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে ভারতের একাংশ, তাও ভারতের যে সংখ্যা তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠও নয়, একাংশ হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই একাংশ উত্তর ভারত হিন্দী ভাষা বলে এবং সে ভাষাটাকে যে ভারতের অন্যান্য জায়গায় যারা হিন্দী ভাষার সংগে পরিচিত নয়, তাদের উপর চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাই আমাকে গতদিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন আমাদের দেশে যখন মোগলের রাজত্ব ছিল তখন তারা পার্শী ভাষাটাই জাতীয় ভাষা হিসাবে চালিয়ে দিয়েছিল। আজ দুইশত বৎসর ইংরেজ শাসনে আমাদের ভারত তাদের ইংরেজী ভাষাকেই জাতীয় ভাষা হিসাবে চালিয়ে দিয়েছিল সেটাকে আমরা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে

আমাদের লিঙ্ক লেঙ্গুয়েজ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু সেই মনোবৃত্তি নিয়ে, সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি একটা ভাষা অন্য জায়গার উপর, অন্য ভাষাভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন সেখানে একটা রি-অ্যাকশান হয়, তখনই সেখানে প্রতিবাদ আসে কিন্তু সে ভাষা যখন নিজের আপন গতিতে, আপন সম্পদে আপন ভাবেতে নিজেকে বিস্তার করে নিয়ে যায় এবং ভারতের প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক প্রভিন্স, প্রত্যেক প্রভিন্সের সাথে যেমন আদান প্রদান চালাচ্ছে সেইরূপ হিন্দীও, এই ত্রিপুরায় আমরা দেখছি আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা হিন্দীতে লেখাপড়া করছিল, এখনও করছে কিন্তু এই ভাষার প্রশ্নে যে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, ত্রিপুরায় এটা বিশেষভাবে দেখা না দিলেও এটা অত্যন্ত দুঃখের এবং বেদনার বিষয় যে আন্দোলনটা এমন ভাবে মিসগাইডেড হয়েছিল যে তারা অনেক হিন্দী লেখা সাইন বোর্ড, অনেক কিছুর উপর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ভারতের সংহতি রক্ষা যখন একান্ত আবশ্যক ঠিক সেই সময়ে হিন্দী ভাষার উপর এইভাবে একটা আক্রমণ করাটা কেউ পছন্দ করবেন না। কিন্তু এই জিনিষটা ঘটেছিল আমাদের সরকারেরকিছুটা ভুলে এবং সেই ভুল এখন সংশোধন হচ্ছে এবং সেই দিক দিয়ে আমি সত্যই অভিনন্দন জানাচ্ছি যে এই সংশোধনটা তার সংহতির জন্য দরকার। তবে সেই সংশোধনটা আমরা দেখব যে লোকসভায় কি আকারে সেটা আসে এবং হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত লোককে সন্তুষ্ট করতে পাবে কিনা, তবে আমরা আশা করছি এই শিক্ষার পর এই বেদনা দায়ক ঘটনার পর এই ভাবে হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত সব লোককে সন্তুষ্ট করতে পারবে সেইভাবে এটার সংশোধন হবে। ইংরাজী ভাষা সত্যই রীচ ভাষা এবং সম্পদশালী ভাষা হিসাবে বিশ্বের মধ্যে ইংরাজী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আজকে দেখা যায় যে জার্মান এবং রাশিয়া প্রত্যেকটি দেশই ইংরাজী ভাষাকে গ্রহণ করছে, লিখছে, পড়ছে এবং জানবার চেষ্টা করছে। সেটাকে আমাদের এখানকার যারা শিক্ষাবিদ, যাদের আমরা শিক্ষা জগতে মনিষী বলে জানি যেমন ডক্টর সুনীতি চাটার্জী, ডক্টর রমেশ মজুমদার তারাও ইংরাজীকে রাখবার কথা বলেছেন এবং সেই দিক থেকেও একটা প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে তাই আমি বলছি, আমার বলার কারণ হচ্ছে যে হিন্দীকে জনসাধারণ যখন অ্যাকসেপ্ট করে নেবে, হিন্দীকে আপামর জনসাধারণ অ্যাকসেপ্ট করে নেবে যে আমরা লিঙ্ক লেঙ্গুয়েজ হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী আছি তখনই যেন হিন্দী আপন ধারায় লিংক লেঙ্গুয়েজ হিসাবে সারা ভারতে চালু হবে কিন্তু সেটাকে যাতে ইম্পোজড করা না হয় এবং সেটাকে জোর করে চালু করা না হয় যে জিনিষটা করা হয়েছিল এই ২৬শে জানুয়ারীর পর কিছুসংখ্যক উৎসাহী কর্ম্মচারী দক্ষিণ ভারতে যে সব সার্কুলার পাঠিয়েছিল হিন্দীতে, যার জন্য এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল। সেইজন্যই আমি বলছি যে এই জিনিষটা যেন পুনরায় না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার সেইজন্য আমি বলছি যে অতি উৎসাহী কর্ম্মচারীরা যেন এই জিনিষটার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন যে লিঙ্ক লেঙ্গুয়েজ আমাদের একটা দরকার এবং সেখানে হিন্দী তার নিজস্ব স্থান সে নেবে। অথচ লিঙ্ক লেঙ্গুয়েজ বলতে গিয়ে আমরা এটাকে জোর করে চালু করব, তাড়াতাড়ি চালু করব, তার যে একটা প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা থেকে আমাদের ক্ষান্ত থাকতে হবে। সে আপন গতিতেই চলবে। কিন্তু লিঙ্ক লেঙ্গুয়েজ হিসাবে ডেভেলপ্ট করবার জন্য অতি উৎসাহী হওয়াটা, সেই সম্পর্কে এখনও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের যে ১৪টি ভাষা সেই ভাষাগুলির মধ্যে সবগুলিকে জাতীয় ভাষা হিসবে প্রত্যেকটিকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। আমাদের লোকসভায় একই সাথে সমস্ত ভাষায় বলবার

অধিকার দেওয়া উচিত। তার ট্রান্সলেশন হওয়া দরকার, এবং তার ব্যবস্থাও করা উচিত এবং সম্ভবপর। প্রত্যেক দেশই আমাদের মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র বাবু বলে গেছেন যে প্রত্যেক ষ্টেটই সাংস্কৃতিক আদান প্রদান এবং প্রত্যেকটি ভাষার যে সম্পদ সেই সম্পদকে আমাদের উন্নত করা দরকার এবং সেখানেআদান প্রদানের মধ্যে প্রত্যেকটি ষ্টেইটে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে প্রত্যেকটি ভাষাকে উন্নত করা দরকার। এবং হিন্দীকে নূতন ভাবে চালু করা প্রয়োজন, যাতে সেটা সমস্ত দেশবাসীর গ্রহণযোগ্য হয় এবং সেই-দিক দিয়ে আমি বলছি যে ভাষার যে প্রস্তাব আমাদের কাছে এসেছে সেই প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করছি, তবে আবারও বলব যে যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দীকে মানুষ, সারা ভারতবর্ষের লোক গ্রহণ না করতে পারে ততদিন পর্য্যন্ত লিঙ্ক লেঙ্গুয়েজ হিসাবে ইংরাজী চালু থাকা দরকার। নন্ হিন্দী স্পীকিং পিউপল্‌রা যাতে ইংরাজীতে তাদের ষ্টেটগুলির যোগাযোগ সেণ্ট্রাল এর সাথে চালায় এবং সেটা যাতে থাকে সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য আমাদের রুলিং পার্টির রাখা দরকার। তাতে যেন কোন রকম ব্যতিক্রম না হয় এবং এই বলে আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Karunamoy Nath Choudhury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা আমাদের জাতীয় ভাষা সম্পর্কে যে প্রস্তাব এই বিধানসভায় গ্রহণ করেছি তার মূলতঃ উদ্দেশ্য এই যে ভারতবর্ষের যে ১৪টি ভাষা স্বীকৃত হয়েছে আমাদের সংবিধানে সেই স্বীকৃতি রক্ষা করে হিন্দী ভাষাকে সর্ব্বজন গ্রাহ্য করে তোলা। আমি প্রথমে একটা বিশেষ জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে বিভিন্ন লোক ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলেছেন যে বাংলা ভাষায় ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত রচিত হয়েছে এবং যে দুইটি জাতীয় সংগীত গৃহীত হয়েছে সেইগুলি বাংলা ভাষায়, তারা আজকে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার স্থান পেলেও তার যে ভাষা সেই ভাষাটা আজকে কেন সর্ব্বভারতীয় ভাষা হবে না। এই বাংলা ভাষা বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেই রূপ থেকে আসতে আসতে বাংলার আজীবন সাধকরা তাদের সাধনা বলে ক্রমশঃ বাংলাকে এমন রূপে এনেছেন যে বিদ্যাসাগরের পরে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র এবং তারপরে শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারপরে আমরা রাবীন্দ্রিক আমলে দেখি যে এই বাংলা ভাষার যে প্রসার হয়েছে তখনও ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় নাই। আজকে যে ক্ষেত্রে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে একটা ভাষার সাধনা করে সেই ভাষাকে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করতে পারলেই জাতির পক্ষে সেটা হবে সব চাইতে মঙ্গলজনক। বাংলা ভাষা তখন সরকারী সাহায্য দ্বারা বা কোন আইনের দ্বারা বিকাশ লাভ হয় নাই বা সম্প্রসারিত হয় নাই। তা হয়েছে বাংলা ভাষার যারা সাধক তাদের দ্বারাই। আজকে তেমনি আমরা ইচ্ছা করি হিন্দীকে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা হিসাবে নিতে হলে তার যে ভাষার সাধকের দরকার, সেই দরকারই হল প্রথম এবং প্রধান। জাতীর পিতা মহাত্মা গান্ধী হিন্দুস্থানী নামে যে ভাষার রূপ দিতে চেয়েছিলেন সেই সেই হিন্দুস্থানী (ভাষাত) সর্ব্বভারতীয় যে ভাষাগুলি, বিশেষ করে আমাদের সংবিধানে ১৪টি ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে, প্রত্যেকটি ভাষা থেকে সহজ, সরল, সুন্দর শব্দ নিয়ে তারপর হিন্দুস্থানী ভাষা রচনার যে কাজ চলছিল আমরা আশা করেছিলা সেই ভাষাই একদিন স্বাধীন ভারতবর্ষের সর্ব্বভারতীয় ভাষা হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী ভাষা যাকে আমরা বলছি সেই ভাষা, হিন্দুস্থানী ভাষা, হিন্দী নামে এসেছিল। যখন হিন্দী ভাষা সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফতে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার আরম্ভ হল বিশেষ করে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির মাধ্যমে তখন তার যে রূপ ছিল ক্রমশঃ যতদিন যেতে লাগল তারপর দেখা গেছে সেটা ক্রমশঃই কঠিন আকার ধারণ করছে, এবং একমাত্র উত্তর প্রদেশের ভাষাকেই সর্বভারতীয় ভাষার স্থান দেওয়ার জন্য একদল উগ্র

হিন্দীওয়ালা তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার ফলে রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির যারা সদস্য ছিলেন তাদের কাছেও সেই ভাষা যে কতটুকু সম্প্রসারিত হবে সেই সম্পর্কে চিন্তা এসেছিল এবং আজও আছে। তার প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি গত ১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। আজকে যে ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে জরুরী অবস্থা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় সংহতিই হবে প্রথম এবং প্রধান। সেই ক্ষেত্রে ভাষাকে আমাদের এখন আইনের দ্বারা প্রথমে সম্প্রসারিত করতে গেলে অসুবিধা সৃষ্টি হবে, তা আমরা দেখেছি। আমি মনে করি যে ভাবজগতকে আইনের দ্বারা সম্প্রসারিত করার চাইতে ভাষাকে সেবার দ্বারা বিকাশ লাভ করতে দিলেই জনগণের নিকট সহজ গ্রাহ্য হবে। আমাদের প্রস্তাব সেই পথে সহায়ক হবে। আজকে আমরা সেই প্রস্তাবই গ্রহণ করছি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে দেখা যায় যে একাধিক ভাষা রয়েছে। এমন কি অতি উন্নত জার্মেনীতেও দেখা যায় যে একমাত্র জার্মান ভাষাই নয় সেখানে অন্যান্য ভাষাও রয়েছে। এই রকম পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষা রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে আমরা ইংরেজীর মারফতে এখন যোগাযোগ রাখতে পারি। আমাদের দেশের সরকারগুলি এবং জনসাধারণ এতদিন যে ইংরাজী ভাষায় যোগাযোগ রেখে আসছেন সেই ভাষায় আমাদের যোগাযোগ রাখতে এমন কোন অসুবিধা নাই। সেই ক্ষেত্রে সর্ব্ব জনমনে এখন কোন আঘাত না দিয়ে জাতীয় সংহতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমাদের ভাষা প্রশ্নটাকে যদি দ্বিতীয় অবস্থায় রাখি তাহলে ভারতবর্ষের ক্ষতি হবে না। এক সময়ে মহাত্মা তিলক ভারতের এক প্রান্তে বাংলার নেতৃবৃন্দ আর এক প্রান্তে লালা লাজপত রায় আর এক প্রান্তে যখন ছিল এবং বিভিন্ন ভাষায় তাঁরা কথা বলতেন তখনও ভারতবর্ষের সংহতি গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতবর্ষে। জাতীয় কংগ্রেসের যখন বাৎসরিক সম্মেলন হত এবং দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন তখন বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ইংরেজী প্রধান মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছিল। আজকে যে ভাষার মারফত ভারতের ঐক্য এবং আমাদের জাতীয়তাবোধের মূলসূত্র গড়ে উঠেছে আজকে আমরা আমাদের এই জরুরী অবস্থায় দেশে যখন জরুরী অবস্থা চলছে তখন ভাষার প্রশ্ন নিয়ে যাতে কোনরকম আমাদের সংহতি বিরোধী মনোভাব ফুটে না উঠে আর বিশেষ করে যারা নাকি ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ চায়, যারা নাকি এখনও চিন্তা করে যে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে একটা অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়ে তারপর কিছু সর্ব্বনাশ করে যাবে তাদের যদি আজকে কণ্ঠরোধ করতে হয়, তাদের সেই প্রচেষ্টাকে যদি আজকে সমূলে উৎপাটিত করতে হয় তাহলেও আজকের দিনে আমাদের জাতীয় সংহতি সর্বাগ্রে। তাই ভাষার প্রশ্নকে আমরা দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রেখেই আজকে সমস্ত ভারতবর্ষ যাতে ঐক্যবদ্ধ হয় এই সময়ে যাতে জাতীয়তাবোধ বজায় থাকে, আমরা যাতে আমাদের শত্রুর সংগে আগের মত মোকাবিলা করতে পারি সেজন্য আজকে আমাদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। এইদিকে আমরা দেখছি উর্দ্দু বলে কোন ভাষা ছিল না, উর্দ্দু কয়েকটা ভাষার সংমিশ্রণে মোগল আমলে প্রস্তুত হয়েছিল এবং তখন এই ভাষা চালু হয়েছিল। এক সময় যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল বিভিন্ন রাজা মহারাজারা এবং সম্রাটেরা তখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন পালিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। হয়ত ইতিপূর্ব্বে এক সময় সংস্কৃত হয়ত রাষ্ট্রভ যা ছিল। আমার সেদিকে অজ্ঞতা আছে বলে আমি কিছু বলতে চাই না। এরপরে আমরা দেখেছি শ্রীগৌরাঙ্গ যখন দক্ষিণ ভারতে ধর্ম্ম প্রচারে যান তখন বা বাংলা ভাষায় কথা বলেন বলে তার প্রতি বিদ্রূপ আসেনি। তখনও আমরা দেখেছি ভাষার ঐক্য রক্ষার জন্য ভাব জগতের ঐক্য রক্ষার জন্য দাক্ষিণাত্যের সেই তামিল তেলেগু অঞ্চলের লোকেরা শ্রীগৌরাঙ্গকে গ্রহণ করেছিলেন। কোন অসুবিধা হয়নি। যে উড়িষ্যা আজকে বৈষ্ণব ভূমির তীর্থস্থান সেখানেও আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ এর ধর্ম্মপ্রচারের অসুবিধা হয়নি।

তখন ভারতের আত্মা, যদি ভাব আত্মা প্রকাশ পেতে পারে আজকে কেন পাবে না। শুধু বাঙ্গালী এবং মৈথিলী এই দুই ভাষার সংমিশ্রণে বিদ্যাপতির কাব্য গড়ে উঠেছিল। যে ক্ষেত্রে ভাবজগতের মধ্যে স্থান সাধকরাই করে নেন এবং যদি কোন অনৈক্য থাকে তার মধ্যে ভাবজগতের মধ্যে ভাবেরই একমাত্র মাধ্যম সেইক্ষেত্রে আমরা যদি আইনের দ্বারা তাকে চাপিয়ে দিতে যাই তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। আজকে অনুভব করা দরকার যে হিন্দী ভাষায় আজকে যারা বই লিখছেন তারা সেই ভাষাকে কতটুকু সমৃদ্ধিশালী করতে পেরেছেন। যদি তা না পারেন তাহলে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা আইনের দ্বারা দিলেও তা সর্ব্বসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যাবে। বিজ্ঞানের বহু তথ্য আমাদের আরও বহু বৎসর পর্য্যন্ত হয়ত সেই ইংরাজী থেকেই আমাদের নিতে হবে। কারণ তার প্রতিশব্দ এখনও ভারতের যে কোন ভাষায় এখনও সমস্ত রূপান্তরিত হয় নি বা রূপ পরিগ্রহ করেনি। সেক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথমেই একদূর দর্শী দৃষ্টি নেই তাহলে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার এর সংগে আমরা আমাদের যে গতিতে উন্নতি আনতে চাই সেই উন্নতির গতি ব্যহত হতে পারে। তাই আমরা আজকে এই বিধানসভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করছি সেই প্রস্তাব সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে অফুরন্ত জ্ঞান সংগ্রহ করতে একটা পথ খোলা থাকবে। আমি আশা করি যে আমার বক্তব্য আমি তুলে ধরতে পেরেছি। আমি শুনেছিলাম যে বাংলাভাষায় রামায়ণের কথা নামে একখানা পুস্তক রচনা করা হয়েছে। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তিনি লিখেছেন। একজন মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত রামায়ণের কথা বুঝবার জন্য, জানবার জন্য, ভাবজগতে তাকে গ্রহণ করবার জন্য এব তার দেশকে সেই রামায়ণী ভাষার রূপ যাতে তিনি প্রকাশ করতে পারেন সেজন্য তিনি বাংলা শিক্ষা করেছিলেন। আজকে হিন্দী ভাষায় যে সমস্ত উন্নত গ্রন্থ আছে সেগুলি শুধু বাঙ্গালী নয় সর্ব ভারতের লোকেরাই শিখছেন এবং তার মাধ্যমে তার প্রসার হলেই সুন্দর হবে। আমি আমার বক্তব্য এই বলেই শেষ করছি যে আমরা ভাষার যেন প্রকৃত সাধক হতে পারি। আইনের চাইতে প্রেমের মধ্যে দিয়েই যাতে আমরা সংহতি রক্ষা করতে পারি ভাষার মাধ্যমে সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি এই বলেই এই প্রস্তাব এর সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :– I would now call on Shri Krishnadas Bhattacherjee.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে ভাষা সম্পর্কিত যে একটি প্রস্তাব আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ লাল সিংহ মহাশয় এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবটি আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বক্তা এর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট বলেছেন। আমি দুয়েকটি কথা বলে এর সমর্থন করব। এই ভাষার প্রশ্নটা পুর্ণবিবেচনা আজকে হচ্ছে। সেটা প্রয়োজন। অনেক আন্দোলন হয়েছে এ নিয়ে অল্পদিন আগেও। সেটা মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় উল্লেখ করেছেন যে বহু আন্দোলন হয়েছে এবং তিনি এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে একশটি প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার পর আজকে এটার আবার পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন উঠেছে এবং তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন যে ত্রিপুরায় সেই আন্দোলনটা বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারে নি। এটা সত্যি আনন্দের কথা। কারণ ত্রিপুরায় সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ যারা করে তারা এই আন্দোলনটা খুব প্রসারতা লাভ করাতে পারেনি। সেটা খুব সত্যি কথা এবং সরকার যে সমাজদ্রোহীদের সংযত করে রাখতে পেরেছেন তার জন্য আমি ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আন্দোলনের ধারা এটা নয়। ভাষা প্রশ্ন নিয়ে ভারতের কয়েকটা প্রদেশে যে প্রকার

আন্দোলন হয়েছে একশটা প্রান বিসর্জন দিয়েছে। আন্দোলনের একটা ধারা দেখেছি যে জ্বলন্ত অগ্নিতে লাফিয়ে পড়ে প্রান বিসর্জন দিয়েছে। কোন কোন সময় বাস পুড়িয়ে ফেলেছে, বাড়ীঘর পুড়িয়ে ফেলেছে, ট্রেনের কামরা পুড়িয়ে ফেলেছে, ইঞ্জিন পুড়িয়ে ফেলেছে, ট্রেনের লাইন তুলে ফেলেছে। এটা কি আন্দোলনের ধারা? আমাদের একটা জাতীয় প্রশ্নের, নিজেদের বিষয় নিয়ে যেখানে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের দেশের একটা নিজস্ব বিষয়, ভাষা নিয়ে একটা বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে এই জাতীয় আন্দোলনকে আমরা কোন সময়ই সমর্থন করতে পারি না। আজকে ইচ্ছা করে যদি কেউ প্রান বিসর্জন দেন তার জন্য আমাদের দুঃখ প্রকাশ করতে হবে, সেটা আমি স্বীকার করিনা। কারণ আজকে দেখা যাচ্ছে যে এই আন্দোলন আমাদের জাতির জনক, আমাদের আন্দোলনের যে পদ্ধতি দেখিয়ে গিয়েছেন সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে এর চেয়ে অনেক বড় বড় দাবী আমরা আদায় করে নিয়ে এসেছি সেই আন্দোলনের পদ্ধতি গ্রহণ করে। আজকে এই যে প্রশ্নটা, সেই প্রশ্নটির জন্য যদি আমাদের আন্দোলন করতেই হয় তাহলে আমাদের জাতির জনক যে পদ্ধতি দেখিয়ে গিয়েছেন আন্দোলনের সেই পদ্ধতিতে আমরা আন্দোলন করতে পারতাম। আজকে একশটি প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কোন কারণই ছিল না বা সহস্রটি বাস পুড়ানোর কোন কারণই ছিল না বা সহস্রটি ট্রেনের কামরা পোড়ানোর কোন কারণ ছিল না। আর একটি জাতীয় সম্পদ, আমাদের রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণের লাইব্রেরীটা পুড়িয়ে দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা ছিল না। সুতরাং তার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীদাশগুপ্ত মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আমি মোটেই দুঃখ প্রকাশ করি না। কারণ আমাদের নিজস্ব কোন একটি বিষয় নিয়ে যদি কোন মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তাহলে সেটা একটা শান্তিপূর্ণ উপায় নিয়েই করা উচিত। আর যদি আন্দোলনই করতে হয় তাহলে সমস্ত দেশকে, সমস্ত বিদেশকে, আমাদের এই একটা ব্যাংগ চিত্র, উলঙ্গ চিত্র না দেখিয়ে আমাদের জাতির যে জনক, যে পদ্ধতি দেখিয়ে গিয়েছেন যদি প্রয়োজনই হয়ে আন্দোলনের, তাহলে সেই পদ্ধতিতে আমরা আন্দোলন করতে পারি। সুতরাং তার জন্য এই যে আন্দোলন, এই যে কতকগুলি প্রাণ বিসর্জন তার কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করিনা। কারণ এই জাতীয় পাল্টা আন্দোলন আবার যারা হিন্দির সমর্থক তারাও করতে পারতেন। ভাগ্যের কথা তারা করেন নি। কিন্তু যে জাতীয় আন্দোলনটা মাদ্রাজ বা অন্য জায়গায় হয়েছিল আবার হিন্দির যারা গোঁড়া সমর্থক তাঁরাও করতে পারতেন। সুতরাং আন্দোলনের কোন শেষ হত না। কিন্তু সেটা করেন নি। সরকার সেটাকে দমন করতে পেরেছেন এবং ত্রিপুরাতে সরকার সে বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য হয়েছেন। সেটা আরও সুখের বিষয় এবং সে জন্য সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এখন আমি বলছি আমাদের যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ লাল সিংহ এনেছেন, প্রস্তাবটি সত্যি ভারী সুন্দর যার জন্য আমি সেটাকে বিশেষভাবে সমর্থন করছি। কারণ হল যে, এখানে আমাদের ১৪টি ভাষাকে সমান মর্যাদার ভাষা হিসাবে স্বীকার করার একটি দাবী তিনি উত্থাপন করেছেন। কারণ যেখানে নাকি ভারতবর্ষ আজকে বিভিন্ন ভাষাভাষীর রাষ্ট্র, যেখানে এতগুলি প্রদেশ এবং যেখানে এতগুলি ভাষা সেখানে যদি যে কোন একটি ভাষাকে একটা বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় সমস্ত ভাষার উপরে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই যারা নাকি অন্য ভাষাভাষী তাদের সেন্টিমেন্টে লাগা খুব স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যেকেই তার নিজের ভাষাকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করেন এবং তার যদি কোন অবমাননা হয় তাহলে সেটা তার সেন্টিমেন্টে লাগা উচিত

এর সেজন্য আমাদের যে প্রত্যেকটি ভাষা, ১৭টি ভাষা রয়েছে তাকে, প্রত্যেকটিকে সমান মর্যাদা দেওয়ার যে দাবী এটা অত্যন্ত সুন্দর দাবী, এবং তাতে প্রত্যেকের সেন্টিমেণ্টই রক্ষা হবে বলে আমি মনে করি। তবে বিভিন্ন ভাষাভাষী রাষ্ট্রের মধ্যে লিংক্ লেংগুয়েজের জন্য আমাদের একটা সমাধান করতে হবে, তার জন্য যেমন একজন এখানে বলেছেন যে হিন্দিকে নেওয়া হউক সেটা আরও ভাল এবং আজকে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার সেই হিন্দীকে, যেটাকে পিউর হিন্দি বলা হয়, সেটাকে না রেখে বিভিন্ন ভাষা থেকে সমৃদ্ধশালী শব্দ নিয়ে এবং বিশেষ করে সংস্কৃত মৌলিক শব্দ নিয়ে সেটাকে আবার পুনর্গঠন করার একটা চিন্তা করছেন, সেটা খুবই সুন্দর এবং তা যদি হয়, তাহলে হিন্দিটাকেও আমাদের একটা লিংক্ লেংগুয়েজ হিসাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকবে না এবং আমাদের যে মাতৃভাষা তারও মর্যাদা সেই সমপর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে এবং থাকবে সেটাও আমাদের পক্ষে একটা গৌরবের বিষয় হবে এবং তাতে ভারতের শান্তি ও সংহতি রক্ষা হবে বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি এই প্রস্তাবটি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :— The mover of a motion has the right of reply. But I see all the Members from both the Blocks speaking on this have supported it. I do not find any need for that reply. If the Hon'ble Mover surrenders that right I think that—

Shri Umesh Lal Singh :— Hon'ble Speaker Sir, I surrender it.

Mr. Speaker :— Thanks. I would now put the Motion to Vote The question before the House is that this Assembly is of opinion that whilst Hindi being a National language of India its study should be encouraged so that it may ultimately emerge as a link language for communication with the Centre and between the different States, all the languages scheduled in the Constitution of India be recognised as National language and their parity admitted in the Parliament, Central Administration and All India Examination.

That in the intervening period English should continue to be used as an associate administrative language and also as language of communication with the Centre and between the different States till the people of Non-Hindi speaking areas pick up Hindi to be prepared for the change over.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

No Voice

Mr. Speaker :— Ayes have it, Ayes have it.

I say again, Ayes have it.

So the Motion is carried. Now we pass on to the Next Item. Next item in the List of Business is discussion on Code of Conduct for Ministers. But the concerned Member being absent the Motion lapses.

Now the Business for the Session is over. I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stand prorogued.

APPENDIX—A

(Papers laid on the table)

Short Notice Question No. 308
By Shri Nripendra Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State :—

QUESTION	REPLY
1) Total amount of money spent by the Government for receiption of Shri K. Kamraj, Congress President and for the conference of the State Congress held recently at Teliamura.	No.
2) Total number of Govt. jeeps and other vehicles used for the above purposes and the registration number of those jeeps and Vehicles ;	No.
3) The names of the Government employees who assisted in holding the receiption and the conference.	No.

Printed by the Superintendent, Government Printing.
Tripura Government Press, Agartala, Tripura.